সময় এই বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। অবিরত মূত্র প্রবৃত্তি সহ কটিবেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—পদতলে ক্ষতবৎ বেদনা, পদবিক্ষেপ করিতে পারা যায় না। অঙ্গে ছিন্নকর বেদনা, ঘর্ষণে উহা উপশমিত হয়।

দেহ।—দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, শ্রান্তি। সমস্ত শরীরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ক্ষতবৎ বেদনা। মূত্র-বোধ ও জলাতঙ্কের লক্ষণ সহ আক্ষেপ।

ত্বক।—ফোস্কা উৎপাদক বিসর্পজনিত প্রদাহ (বস)। ছিন্নকর ও ক্ষতবৎ বেদনা। অগ্নিদাহ, ফোস্কা উঠিবার পূর্ব্বে প্রযোজ্য।

বিশেষ লক্ষণ।—* শরীরের গহ্বরে জ্বালাকর বেদনা দক্ষিণ পার্শ্ব সমধিক আক্রান্ত (ব্যাপ্ট, * বেল, আইরিস। বামপার্শ্ব, লেকে) কফিসেবনে রোগের বৃদ্ধি, শয়নে উপশম প্রাপ্তি।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মোপরি ক্যান্থারিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। মূত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেই ইহার ক্রিয়ার অধিক প্রাধান্য। বিষমাত্রায় পাকাশয়, অন্ত্র, জননেন্দ্রিয় ও মূত্র-যন্ত্রে প্রদাহ এবং চর্ম্মে বিসর্প হয়। অবশেষে নাড়ী ক্ষীণ, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত এবং মূর্চ্ছা হইয়া মৃত্যু হয়। গর্ভাবস্থায় সেবন করিলে গর্ভপাত হয়। রজোলোপ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রস্তম্ভ ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগে আভ্যন্তরিক, এবং ফোস্কা উৎপাদনার্থ বাহ্য প্রয়োগ হয়। মাত্রা, ১—২ গ্রেণ।

ক্যাপসিকম য়্যানিউয়ম—রেড পেপার—লঙ্কামরিচ।

বীজ সহ সুপক্ক মরিচ চূর্ণ করিয়া পারকোলেশন দ্বারা তাহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ পরিপাক-পথ ও মূত্র পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্যাপসিকমের ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ তীব্র উপদাহ এবং তৎপরে রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ উৎপন্ন হয়। শ্বাস পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। মরিচের চূর্ণ দ্বারা অবধূলিত করিলে যে প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় সেই প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।— কফি সেবনজনিত পীড়া; কুইনাইন অপ-প্রয়োগজনিত জ্বর; প্রতিশ্যায়; তালু-মূল-প্রদাহ; আরক্ত জ্বর; অগ্নিমান্দ্য; অতিসার; রক্তাতিসার, মুখ-প্রসেক; অর্শ; মূত্রাশয় প্রদাহ; মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়; প্রমেহ; শ্বালা-মেহ; বিষমজ্বর প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।— গলা-বেদনায় ক্যাপসিকমের কুলি ব্যবহৃত হয়। গলদেশের কাসে ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ বেইস বলেন যে কাসিবার সময় কর্ণেবেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। সুরাপায়ী-দিগের অগ্নিমান্দ্য রোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। হিক্কা, এবং মূত্রাশয়ে ও সরলান্ত্রের কুন্থনেও ইহা উপযোগী। রক্তামাশয় রোগে কুন্থনের প্রাবল্য থাকিলে ক্যাপসিকম ব্যবস্থা করা যায়। জ্বালা ইহার অন্যতর প্রয়োগ-লক্ষণ। মূত্র-পথের কোন কোন প্রকার উপদাহে ক্যাপসিকম ব্যবহৃত হয়। হানিমান বলেন যে শীত-প্রধান বিষম জ্বরে এই ঔষধ ফলপ্রদ। দাহ ও ঘর্ম্মাবস্থা এক সময়ে উপস্থিত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। কর্ণ-প্রদাহ, পুরাতন কর্ণস্রাব, এবং কর্ণের পশ্চাদ্ভাগের অস্থির স্ফীততায় এতদ্দ্বারা সম্যক উপকার জন্মে। ফুসফুস-প্রদাহে ফুসফুসের ক্ষত-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কাসের সহিত অতিশয় দুর্গন্ধ নিঃসারিত হইলে উচ্চক্রমের ক্যাপসিকম ব্যবহারে বিলক্ষণ ফল দর্শে। ফ্রেঞ্চ্ চিকিৎসকেরা অর্শরোগে ইহার বিস্তর প্রশংসা করেন। ইহা অর্শ-প্রতিষেধক।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।— নীরব প্রিয়তা, ক্ষণরোগিতা, অবিমৃশ্যকারিতা, সহজে বিরক্তি শীলতা। (নক্স-ভ)। গৃহার্ত্ততা (হেল, ক্ষস-এসি), তৎসহ গণ্ডস্থলের আরক্ততা, অনিদ্রা; গল-গহ্বরে উত্তাপ অনুভব। **মস্তক।**— বিষম জ্বরের শীতাবস্থায় শিরোঘূর্ণন। * কাসিবার সময় মস্তক সঞ্চালনে অথবা বিচরণে (ব্রাই) বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া। (ব্রাই, সিঙ্ক, ন্যাট-মি, পলস)। সম্মুখ কপালে চাপক বেদনা। **কর্ণ।**—* কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা সংযুক্ত স্ফীততা। বাম কর্ণের পশ্চাতে ছিন্নকর বেদনা। কাসিবার সময় কর্ণে বেদনা। **মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলে আংশিক অস্থি-বেদনার ন্যায়

বেদনা, এই বেদনা বাহিরে স্পর্শ করিলে উদ্রিক্ত হয়। গাল আরক্ত, কিন্তু উত্তপ্ত নহে, গালের রক্তবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া পাণ্ডুর হয়। **গলমধ্য।**—জ্বালা (আর্স, ক্যান্থ, মার্ক-কর); গলার অভ্যন্তরে বেদনা; গলাধঃকরণের মধ্যবর্ত্তীকালে বেদনার বৃদ্ধি। কাসিবার সময় গলায় স্ফীততা বা ক্ষতের ন্যায় বেদনা। গলার আক্ষেপিক সঙ্কোচন। (* বেল, কার্ব্বো ভে, * হাই-য়স, * ষ্ট্রামো)। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (আর্ণ, হিপ, ক্রিয়োজ, মার্ক, * নাইট এসি। **আমাশয়।**—আমাশয়ে, বিশেষতঃ আহারান্তে জ্বালা (আর্স, ক্যাম্ফ, ক্যান্থ)। **উদর।**—উদর হইতে বুক পর্য্যন্ত উদরের স্ফীততার ন্যায় অশিথিলতা বিশিষ্ট বেদনা। আধ্মান শূল। (কলোস, লাইকো)। উদরের স্ফীততা; শ্বাস রোধ। **মল ও মলদ্বার।**—*কুন্থন (মার্ক); * মল-দ্বারে জ্বালা (* আর্স, ক্যান্থ)। জ্বালা ও কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট অর্শ। আমময়, * রক্তমিশ্রিত আম বিশিষ্ট, প্রবাহন (কুন্থন) জনক (মার্ক-করো) মল। * প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর পিপাসা ও প্রতিবার জলপানের পর কম্প। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্র-ত্যাগের পর জ্বালা ও কটকট। (ক্যান্থ, কান-স্যাট)। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, পরে, ও তৎকালে মূত্রমার্গের মুখে জ্বালা। (ক্যান্থ, ক্যানস্যাট)। মূত্রমার্গের সম্মুখভাগে মূত্রত্যাগ না করিবার সময় সূচী বেধ। (ক্যান-স্যাট)। মূত্রাশয়ের কুন্থন সম্বলিত মূত্রকৃচ্ছ। (ক্যান্থ, মার্ক-করো)। জ্বালাকর মূত্র। **পুং জননেন্দ্রিয়।**—ধ্বজভঙ্গ; মুষ্কের শীতলতা। (বার্ব্ব)। মূত্রমার্গ হইতে সরের ন্যায় পূযস্রাব। অণ্ডের হ্রাস প্রাপ্তি। **শ্বাস-যন্ত্র।**—স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীতে তিরবির ও ভুরভুর, তৎসহ সন্ধ্যাকালে শয়নের পর শুষ্ক কাস। (* হাইয়স)। * কাসসহকারে ফুসফুস হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (ক্রোকস, স্ত্রাম)। শ্বাস-কষ্ট ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, বক্ষঃস্থল অত্যন্ত পূর্ণ; অথবা আকুঞ্চিত অনুভব। বক্ষঃস্থলে দপদপকর বেদনা। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—পৃষ্ঠবংশে আকৃষ্টবৎ বা ছিন্নকর বেদনা। কাসিবার সময় উরু-সন্ধি হইতে জানু ও পদ পর্য্যন্ত ছিন্নকর বেদনা। জানুতে বেদনা। **নিদ্রা।**—জৃম্ভণ। অস্থির, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা। **দেহ।**—শরীরের নানাস্থানে জ্বালাকর বেদনা।

জীবনীশক্তির অবসন্নতা; প্রতিক্রিয়া শক্তির নিস্তেজতা (লরে।); পক্ষাঘাত; কোথ; মোহজ্বর। (কার্ব্বো-ভে)। সঞ্চালনে অনিচ্ছা। (সিক্ষ)। ইন্দ্রিয় সকলের প্রখরতা (কফি)। জ্বর।—পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ (*ইউপ, পার, ল্যাকে), পিপাসা, জল পান করিলে শীতের বৃদ্ধি। * প্রত্যেকবার জলপানান্তে কম্প ও শীত। (ট্যারাক্স)। শীতের পর ঘর্ম্ম; অথবা দাহ, তৎসহ ঘর্ম্ম ও পিপাসা। অত্যন্ত জ্বালাসহ জ্বরের উত্তাপ। (একন,আর্স) উপচয়।—প্রাতে জাগিবামাত্র; সায়াহ্নে আহারান্তে; * জল পানান্তে; শীতলতায়; পরিশ্রমের প্রারম্ভে বৃদ্ধি। উপযোগিতা।—স্থূল, অলস, অপরিচ্ছন্ন, কুৎসিতক্রিয়াশীল, ক্ষণচেতা; পাতলাচুল, নীলবর্ণ চক্ষু; অনাবৃত বায়ুবিদ্বেষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপযোগী।

ক্যামোমিলা মেট্রিকেরিয়া—মেট্রী কেরিয়া ক্যামোমিলা।

কম্পোজিটীজাতীয় এই উদ্ভিদ ইউরোপের নানা স্থানে জন্মে। শস্য ক্ষেত্রে, পতিত স্থানে ও পথ প্রান্তে, বিশেষতঃ খটিকাময় ভূমিতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুকুলিত অবস্থায় এই বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডলে ক্যামোমিলার মুখ্য ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ বিকৃত মনোভাবে অতিশয় অনুভবাধিক্য জন্মে। গতিশক্তিসাধিনী স্নায়ুতে এতদ্দ্বারা অতিশয় অবসন্নতা উৎপন্ন হয়। স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যদিয়া ক্যামোমিলা যকৃৎ, এবং পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্রিয়া করিয়া এই সকল যন্ত্রের উপদাহ, রক্ত-সঞ্চয়, প্রতিশ্যায় ও অন্যান্য বিকৃত অবস্থা উৎপন্ন করে।

বেদনায় অতিশয় অনুভবাধিক্য ও তৎসহকারে বিরক্তচিত্ততা ও কোপনতা এবং সঞ্চালনে উপশম প্রাপ্তি ক্যামোমিলার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—জ্ঞানশক্তি ও গতিশক্তি বিধায়িনী স্নায়ুর অস্বাভাবিক অনুভাবকতা। সাধারণতঃ স্ত্রী ও শিশুদিগের স্নায়বীয় পীড়া; রাগ বা বিরক্তি জনিত স্নায়বীয় ও পৈত্তিকপীড়া; পুরাতন ব্রণ-শোথ। যকৃৎ ও

অন্ত্রপথের রোগ। কফি বা মাদক সেবন জন্য স্নায়বীয়তা ও হৃৎস্পন্দন। বেদনা; ক্যামোমিলা সূচক বেদনা অত্যন্ত অসহ্য বোধ হয় ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায়; বেদনার কিঞ্চিৎ বিরামান্তে ব্যথিত অঙ্গে এক প্রকার অবশতা অবশিষ্ট থাকে। বালরোগ, গর্ভিণী-রোগ ও সূতিকা রোগে এই ঔষধি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। হানিম্যান বলেন যে যাহারা রোগ যন্ত্রণায় সুস্থির ও সহিষ্ণু থাকে তাহাদের পক্ষে ক্যামোমিলা তত ফলপ্রদ নহে। ক্যামোমিলা সূচক বেদনা অর্থাৎ দন্তশূল, কর্ণশূল, উদরশূল, গ্রীবা ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায় কিন্তু কলোসিন্থ সূচক বেদনা উষ্ণতায় হ্রাস পড়ে। স্থানিক উপদাহ জনিত জ্বর—যথা, দন্তোদ্ভেদ জ্বর, অথবা পাকাশয় বা অন্ত্রে অজীর্ণ বস্তুর সংস্থান জনিত অথবা কৃমি, বা যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য বশতঃ জ্বর পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ অতিসার বা আক্ষেপ। শিরঃশূল, কর্ণ-শূল, দন্ত-শূল, মুখমণ্ডল ও গ্রীবার স্নায়ু-শূল। উদরশূল। প্রতিশ্যায় জনিত পীড়া। অগ্নিমান্দ্য। আমবাত। রক্তঃশূল। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব। এই সকল রোগে প্রধানতঃ ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অগ্নিমান্দ্য।—পাকাশয়ে চাপ ও আকস্মিক সূচীবেধ অনুভব, মলিন মুখমণ্ডল এবং হরিদ্রা বর্ণ জিহ্বা, এই সকল লক্ষণ থাকিলে অগ্নিমান্দ্যে ক্যামোমিলা দ্বারা উপকার জন্মে।

দন্তশূল।—বায়ু-প্রবাহ বা ঘর্মরোধ প্রযুক্ত তীব্র বেদনা, এই বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে; অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ স্নায়বীয় দন্তশূল। দন্ত দীর্ঘ ও শিথিল বোধ হয়, গণ্ডস্থল ও দন্তমূল স্ফীত হয়, কিন্তু চর্ম্ম অধিক আরক্ত হয় না; উষ্ণ দ্রব্য আহার ও পানে এবং শয্যার উষ্ণতায় বেদনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। অজীর্ণ জনিত দন্ত বেদনায়, এবং শিশুদিগের দন্তোদ্গম সময়ে, জলবৎ হরিতাভ দুর্গন্ধি অতিসার লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। এক গণ্ড আরক্ত ও অন্য গণ্ড পাণ্ডুর, ক্যামো প্রয়োগের অপর একটী বিশেষ লক্ষণ। হানিমান বলেন যে ক্যামোমিলা জ্ঞাপক দন্ত বেদনা জলে অঙ্গুলী মগ্ন করিয়া সেই অঙ্গুলী লাগাইলে উপশমিত হয় কিন্তু শীতল দ্রব্য পান করিলে অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

অতিসার।—পীত বা হরিদ্বর্ণ মল, তিক্তাস্বাদ, পিপাসা; পিত্ত বমন; পাকাশয় বা অন্ত্রে তীব্র বেদনা; আধ্মান,—এই সকল লক্ষণ থাকিলে গর্ভাবস্থায় উদরাময়ে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয়। পৈত্তিক মল, অন্ত্রের উপদাহ, কাস; রক্তসঞ্চলনের বৈলক্ষণ্য, বিরক্তি প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন দন্তোদ্ভেদ কালীন উদরাময়ে ক্যামোমিলা দ্বারা উপকার দর্শে। যদি লক্ষণানুসারে মারকিউরিয়স সুপ্রয়োজ্য হয়, তবে ক্যামোমিলা তৎসহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহের শান্তনা জন্মাইয়া উপকার করে। বালাক্ষেপেও ইহার ব্যবহার আছে। অজীর্ণ জন্য আক্ষেপ রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

উদরবেদনা।—নাভির চতুর্দ্দিকে ছিন্নকর বেদনা, অসহিষ্ণুতা, উদরাময় ও কোপনতা লক্ষণ বিশিষ্ট, গর্ভাবস্থার উদর বেদনায় ক্যামো ব্যবহৃত হয়।

রজঃকৃচ্ছ্র।—প্রসব বেদনাবৎ তীব্র বেদনা, কটিদেশ হইতে সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকে চাপন, স্পর্শদ্বেষ বিশিষ্ট উদর বেদনা; মলিন সংযত আস্রাব; এই সকল লক্ষণে আক্ষেপিক রজঃ-কৃচ্ছ্রে ক্যামোমিলা ব্যবহৃত হয়। বায়ু-প্রধান উগ্রপ্রকৃতি ও পিত্তপ্রধান রোগিণীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

গর্ভস্রাব।—অতিশয় বেদনানুভব, স্নায়বীয়তা ও কোপনতা লক্ষণ সহকারে রাগ, ভয়, অথবা অন্য কোন মানসিক কারণ বশতঃ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। আশঙ্কিত গর্ভস্রাবের উপক্রমেই হউক, অথবা অন্য কারণে জরায়ু হইতে রক্ত-স্রাবে বল পূর্ব্বক নিঃসরণবৎ বেদনা ও মলিন সংযত রক্ত লক্ষণে এই ঔষধ উপকারী।

কৃত্রিমপ্রসববেদনা।—পৈত্তিক অতিসার ও মুহুঃমুর্হু মূত্র প্রবৃত্তি থাকিলে ক্যাম উপযোগী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—বাহ্য ভাব গ্রহণে অনুভবাধিক্য কিন্তু মানসিক ভাবের কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা জন্মে না, এই প্রকার অবস্থা সহ স্নায়ুশূল; শীতক্তা

সহকারে মুখমণ্ডলে বেদনা; পিত্ত লক্ষণ সহ উত্তাপ, হৃৎস্পন্দন ও অনিদ্রা; স্ত্রী ও শিশুদিগের আক্ষেপরোগ (কনভলসন); অম্ল গন্ধ নিশ্বাস, হরিৎ বর্ণ মল ও আরক্ত গণ্ডস্থল লক্ষণ সম্পন্ন দন্তোদ্গম কালীন অস্থিরতা, বিরক্তা বা আক্ষেপ; গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ। উগ্র প্রকৃতি বালকদিগের অপস্মার। **মস্তকাদি।**—জ্বালাকর, সূচীবিদ্ধবৎ, অচৈতন্য জনক পৈত্তিক শিরঃপীড়া; ক্ষণে ক্ষণে উত্তাপ ও কোপনতা সহ স্নায়বীয় অৰ্দ্ধ শিরঃশূল; ক্ষণরাগিতা সহ মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। শিশুদিগের শীতজনিত কর্ণ বেদনা, ওষ্ঠ-বিদারণ ও ওষ্ঠ-ক্ষত। **শ্বাসযন্ত্র।**—আক্ষেপিক কাস ও তৎসহ বক্ষঃস্থলে আকৃষ্টতা অনুভব, শিশুদিগের প্রতিশ্যায়; স্ত্রী ও শিশুদিগের স্নায়বীয় স্বরভঙ্গ ও কাস। **পরিপাক যন্ত্র।**—পীতাভ, শুভ্রবর্ণ গাঢ় মলাবৃত জিহ্বা ও জিহ্বাপ্রান্তে আরক্ততা; পেটে চিমটি কাটাব ন্যায় বেদনা, ঈষৎ সবুজবর্ণ মল ও আরক্ত কপোল-দেশ সহযোগে শিশুদিগের অম্ল নিশ্বাস; দন্তোদ্গম কালীন উদরাময় ও অন্যান্য পীড়া। আহারান্তে পাকাশয়ে বেদনা ও অম্লতা, তৎসহ উপদাহ ও হরিদ্বর্ণ মল; বিবমিষা ও পিত্ত বমন; অতিশয় অম্ল বেদনাবিশিষ্ট শূল; ক্রোধাদি কারণে যকৃৎপীড়া, মুখমণ্ডলে উত্তাপ, পিপাসা, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতালক্ষণসম্পন্ন পিত্ত-প্রকোপ। **জননেন্দ্রিয়।**—মলিন বা কালিম সংযত আর্ত্তব শোণিত, আকুঞ্চন বা প্রসব বেদনাবৎ বেদনা, বমন, গ্লানি, বারংবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও স্নায়বীয় উত্তেজনা লক্ষণান্বিত প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব; জঙ্ঘার শিরায় বেদনা, গর্ভবতীদিগের জঙ্ঘার আক্ষেপ বা বেদনাজনক স্পন্দন ও তৎসহ স্নায়বীযতা; উত্তেজনা বশতঃ জরায়ুর ক্রিয়াবৈষম্য। **ত্বক।**—শিশুদিগের পর্য্যায়ক্রমে পীড়কা প্রকাশ ও উদরাময়; দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের উদ্ভেদ; সামান্য অহিপুতন (ইণ্টারট্রিগো)। জ্বালা ও স্পর্শদ্বেষযুক্ত শারীরব্রণ; পিত্ত বৃদ্ধি; মলিন মুখমণ্ডলাদি সহ ক্ষত; এই সকল রোগে ক্যামোমিলার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ হইতে পারে। অজগল্লিকা (রেডগম) রোগের ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি। প্রায়ই এতদ্বারা এই রোগ আরোগ্য হয়।

ডাক্তার হিউজের মতে ক্যামোমিলার দ্বাদশ ক্রম অন্যান্য ক্রম অপেক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অত্যন্ত অস্থিরতা ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন, (আর্স) * অতিশয় কোপনতা, সকল বিষয়েই রাগ উৎপন্ন হয়, (ব্রাই, হিপ, কালী-কা, লাইক) * অতিশয় অধীরতা, শিষ্টভাবে কোন উত্তর দিতে পারা যায় না। * শিশু অতিশয় বিরক্তচিত্ত, কোলে করিয়া না বেড়াইলে শান্ত হয় না। * শিশু নানাপ্রকার দ্রব্য চায়, কিন্তু সেই গুলি দিলে গ্রহণ করে না (* ব্রাই, ষ্টাফ। শিশুকে কোন কথা বলিলে কাঁদে, সিল।—স্পর্শ করিলে কাঁদে, এণ্ট টার্ট।—দৃষ্টিপাত করিলে সহ্য করিতে পারে না, এণ্ট ক্রু) * যাতনার অসহ্যতা।

মস্তক।—শয়ন করিবার পর শিরোঘূর্ণন, (উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উত্থান করিলে শিরোঘূর্ণন, পলস।—চারিদিকে দৃষ্টি করিলে অথবা শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে শিরোঘূর্ণন, কোনা) দপদপকর শিরঃপীড়া, প্রধানতঃ এক পার্শ্বে (পলস দ্রষ্টব্য) নিদ্রাবস্থায়ও শিরঃপীড়া। কফি সেবন বশতঃ শিরঃ-পীড়া (নক্স ভ) * মস্তকে উষ্ণঘর্ম্ম, (শীতল ঘর্ম্ম, ভিরেটএল)।

চক্ষু।—চক্ষে জ্বালাকর উত্তাপ, (বালুকা পতনের ন্যায় যাতনা, ইউফ, কষ্ট।—লবণ পতনের ন্যায় যাতনা, নক্স)। প্রদাহ, বিশেষতঃ নিম্ন পুটের প্রান্তদেশে, (ক্ষত, ইউফ, মার্ক) চক্ষুর শ্বেতাংশের পীতবর্ণ, (রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ থুজা) অক্ষিপুটের স্পন্দন। চক্ষু হইতে অশ্রুস্রাব, (অপিচ, কার্ব্ব ভে) প্রাতে চক্ষুর স্ফীততা।

কর্ণ।—সূচীবেধ ও ছেদনবৎ বেদনা সংযুক্ত * কর্ণপ্রদাহ, (মার্ক, ন্যাট-মি। স্থান-বিবর্ত্তনশীল বেদনা, - পলস।—কর্ণে চড় চড় শব্দ, কাল-কা।—মাঢ়ী নাড়িবার সময় ঐরূপ শব্দ, গ্রাফ, ন্যাট-মি) কর্ণমূলের স্ফীততা। কর্ণে জল প্রবাহের ন্যায় শব্দ।

নাসিকা।—অতিশয় ঘ্রাণাধিক্য। সর্দ্দি হইবার ন্যায় অনুভব। হাঁচি হইবার প্রবৃত্তি, নাসিকায় সুর সুর, ও নাসারোধ।

মুখমণ্ডল।—*এক গাল লাল, অপর গাল পাণ্ডুবর্ণ (একন, আর্ণ) মুখমণ্ডলে জ্বালা। হনু-দেশে সূচীবেধ।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—মুখ হইতে দূষিত গন্ধ নিঃসরণ। *উত্তপ্ত

আরক্ত ও স্ফীত গণ্ডস্থল সহকারে দন্তশূল ; উষ্ণ পানীয় পানে এই দন্ত বেদনা বৃদ্ধি পায় ; (শীতল জল দ্বারা ক্ষণস্থায়ী উপশম প্রাপ্তি, ব্রাই, ক্যাল্ক, মার্ক, পলস) পিপাসা সহ শুষ্ক মুখ ও জিহ্বা, (নাইট-এসি, রস।—পিপাসা ব্যতীত, বেল, নক্স-ম) রক্তবর্ণ ও বিদারিত জিহ্বা, (বেল, রস—লাইক দ্রষ্টব্য) কোমল তালু ও তালুপার্শ্ব গ্রন্থির প্রদাহ ও মলিন আরক্ততা, (*একন, *বেল) গলার মধ্যে শলা থাকার ন্যায় অনুভব। ওষ্ঠ বিদারিত হয় ও উহা হইতে ছাল উঠিয়া যায়। দন্ত অতিশয় দীর্ঘ অনুভূত হয় (কষ্ট, লাইকো, নাইএসি)। মুখে ধাতব আস্বাদ, ঈষৎ মিষ্ট লালা সঞ্চয় (কস, প্লম্ব, পলস, ফাইটো) জিহ্বার উপরে ও নীচে ফোস্কা ও তাহাতে হুলবেধবৎ বেদনা।

আমাশয়।—আহারে অরুচি, (রস দ্রষ্টব্য) অতিশয় শীতল জলের পিপাসা, (ভিরেট দ্রষ্টব্য) প্রাতঃকালে মুখে তিক্ত আস্বাদ, (পলস) *তিক্ত, পিত্তময় বমন, (সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা বমন, ইপিক।—কৃষ্ণবর্ণ পিত্ত ও রক্ত বমন, ভিরেট-এব।—ইপি দ্রষ্টব্য)। বিবমিষা, অম্ল বমন। চবিত ডিম্বের গন্ধের ন্যায় উদ্গার (এগার, এন্ট টার্ট, সিপি)।

উদর।—ক্রোধের পর উদর বেদনা, (কলো) পাকাশয়ে প্রস্তর চাপের ন্যায় যাতনা (আস।—বিশেষতঃ আহারান্তে, নক্স ভ) পাকাশয়ে জ্বালা, আর্স, নক্স।—শীতলত্ব, কলচ, সলফ ; নিম্ন উদরে চাপানুভব, বোধ হয় যেন অন্ত্রবৃদ্ধি জন্মিবে। (অন্ত্র-বৃদ্ধি জন্মিয়া থাকিলে, নক্স-ভ, ওপি) নাভি প্রদেশে বেদনা ও তাহার নিম্নদেশে উভয় পার্শ্বে বেদনা, ও তৎসহ কটিদেশে ভগ্নবৎ বেদনা। (বেল)। কর্ত্তনবৎ শূল। কুক্ষিদেশে বাতাধ্মান। ঢাকের ন্যায় নিম্নউদরের স্ফীততা। (কার্ব্বো ভে, সিক)

মল ও মলদ্বার।—*নষ্ট ডিম্বের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট উত্তপ্ত আতিসারিক মল। (ক্যাল্ক)। (গলিত মাংসের গন্ধের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট পীতবর্ণ আম, *পডো) হরিদ্বর্ণ জলবৎ, ও আঠাময় অথবা ডিম্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের ন্যায় মল। হরিদ্বর্ণ জলবৎ দাহক মল ও তৎসহ উদর বেদনা, (আর্স, *মার্ক, সলফ) দন্তোদ্ভেদ কালীন উদরাময়, (ক্যাল্ক, কলো, ডলক,

মার্ক, পডো, সলফ) রক্তস্রাব বিহীন অর্শ। (ব্রোম, নক্স, সলফ)। গুহ্যদ্বার কণ্ডূয়ন। (কষ্ট)।

মূত্র-যন্ত্র।—প্রসব বেদনার ন্যায় মূত্রনালীতে আকর্ষণ ও বারংবার মূত্র-প্রবৃত্তি। প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রাশয় গ্রীবায় জ্বালা।

জননেন্দ্রিয়।—পীতবর্ণ প্রদর সহকারে * প্রসব দ্বারে জ্বালা, বোধ হয় যেন উপত্বক উঠিয়া গিয়াছে, (সলফ) * প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা বিশিষ্ট কষ্ট-রজঃরোগ, আস্রাব মলিন ও সংযত, এবং জঙ্ঘায় ছিন্নকর বেদনা, (এলো, সিমি) দুরিত গন্ধ বিশিষ্ট সংযত রক্তস্রাবী জরায়ু প্রদাহ, (প্রবল বেগে প্রবাহিত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত, *ইপি) প্রবল ও দুঃসহ প্রসবান্তিক বেদনা। স্তন্য-লোপ, (পলস।—অধিক পরিমাণে স্তন্যস্রাব ক্যাল্ক-কা) স্তনের কাঠিন্য, (স্তন পতন, * আইয়োড) স্পর্শদ্বেষ, (বেল দ্রষ্টব্য)।

শ্বাসযন্ত্র।—সর্দ্দিজনিত স্বরভঙ্গ। কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ স্বরভঙ্গ ও কাস, (ইপি দ্রষ্টব্য) * রাত্রিতে বালকদিগের শুষ্ক কাস (নিদ্রাবস্থায়ও)। (বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ, উরু ও জরায়ুতে সূচীবেধ সহ কাস, বেল।—কষ্ট দ্রষ্টব্য (বক্ষঃস্থলে জ্বালা, লেকে।—শীতলতা, আর্স, সলফ) বক্ষস্থলের পার্শ্বে সূচীবেধ, হৃৎপিণ্ডের নিকটে, কষ্ট) বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, (বায়ুনলীভুজে ঘড় ঘড় শব্দ, ইপি।—বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু কাসিলে শ্লেষ্মা উঠে না, ইপি, * এণ্ট টার্ট) বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগে আকুঞ্চন। বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ। (ব্রাই, ক্যান্থ, কালী-কা)।

হৃৎপিণ্ড।—হৃদ স্পন্দ।

পৃষ্ঠ।—কটিদেশের ও পৃষ্ঠের পেশীতে মুষ্টিবৎ অনুভব। (আর্ণ, ব্রাই)। প্রধানতঃ রাত্রিতে ত্রিকদেশে বেদনা। পৃষ্ঠে আকর্ষণবৎ বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—হস্ত অঙ্গুলীর বক্রতাসহ বাহুর আক্ষেপ। চলিবার সময় জানুর শব্দ, (কোন, ইগ্নে।—সকল সন্ধির শব্দ, কালী-কা) গুলফদেশে খল্লী। পদতলে জ্বালা (ক্যাল্, সিপি); পদতল শয্যার বাহিরে রাখিতে

হয়। (সলফ)। বাহুতে ঝাঁজি লাগে (লাইকো), বিশেষতঃ কিছু ধরিয়া রাখিলে।

দেহ।—বালক আড়ষ্ট ও পশ্চাৎদিকে বক্র হইয়া পড়ে, কোলে পদাঘাত করে, অত্যন্ত চিৎকার করে ও সকল দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়, মূর্চ্ছার আবেশ; হৃদপ্রদেশে বিবমিষা অনুভব। * যাতনায় অত্যন্ত অনুভবাধিক্য। (অর, সিক, কফি, ইগে, সিপি)। শরীরের নানা স্থানে স্থানপরিবর্ত্তনশীল সূচীবেধ, বিশেষতঃ জানু ও গুল্ফ সন্ধিতে, (পলস) সঞ্চালনে উহার বিরতি। আক্ষেপ ও আক্ষেপিক স্পন্দন। (সিকিউ, ষ্ট্রামো)।

নিদ্রা।—অকস্মাৎ ক্রন্দন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় চমকিত হইয়া উঠা, (বেল দ্রষ্টব্য) শয্যায় শয়ন করিলে অতিশয় যাতনা। নিদ্রাক্রান্ত কিন্তু নিদ্রা হয় না (বেল, ওপি)।

জ্বর।—নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত। কোন কোন অঙ্গে শীত ও শীতলতা, কোন কোন অঙ্গ উত্তপ্ত। উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, চক্ষে জ্বালা ও উত্তপ্ত নিশ্বাস সহ সর্ব্বাঙ্গে শীত। সময়ে সময়ে শীতসহ উত্তাপ; এক গণ্ড উত্তপ্ত ও আরক্ত, অপর গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ, (একন, নক্স) মস্তক ও মুখমণ্ডলে উত্তপ্ত ঘর্ম্ম। পর্য্যায় ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

চর্ম্ম।—শিশু ও স্তন্যদায়িনীদিগের পীড়কা, (একন) * পাণ্ডু। অসুস্থ ত্বক্, প্রত্যেক উপঘাতেই ক্ষত হয়, (গ্রাফ, হিপার)

উপচয়।—প্রাতে; রাত্রিতে, ক্রোধে, সন্দিতে; শয়নে; ঘর্ম্মাবস্থায়; ও নিদ্রাকালীন বৃদ্ধি।

উপশম।—ঘর্ম্মের পর; উত্থানে; ও সঞ্চালনে হ্রাস।

উপযোগিতা।—বালক। স্নায়বীয়, উত্তেজনাশীল প্রকৃতি।

বিশেষ লক্ষণ।—* শিশুদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী, (রিউম, প্যালাড) * বেদনায় অতিশয় অনুভবাধিক্য (কফী।—বেদনায় উদাসীন, নয়ো, মার্ক) বেদনা আরম্ভ হইবামাত্র অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়, উহার সহিত পিপাসা ও দাহ থাকে। * এক

গাল লাল ও উত্তপ্ত, অপর গাল শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ. (একন, মস্ক, নক্স।—এক হাত তপ্ত, অন্য হাত শীতল, ডিজি।—এক পা তপ্ত, অন্য পা শীতল লাইক)

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বলকারক ও বেদনা নিবারক। উগ্র ঈষদুষ্ণ ফাণ্ট পান করিলে বমন হয় এবং মৃদু শীতল ফাণ্ট সেবন করিলে পাকাশয়ের উপদাহের শান্তি জন্মে। অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, উদরবায়ু আধ্মান ও আধ্মান-শূল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। স্নায়ুমণ্ডলে ক্যামোমিলার মুখ্য ক্রিয়া দর্শে এবং অতিক্রিয়া বশতঃ অবসন্নতা ও যকৃৎ এবং পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে উপদাহ জন্মিয়া রক্ত-সঞ্চয় ও প্রতিশ্যায়াদি উৎপন্ন হয়।

ক্যাম্ফোরা—ক্যাম্ফর—কর্পূর।

লরেসি জাতীয় ক্যাম্ফোরা নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড করিয়া ঊর্দ্ধপাতন করিলে কর্পূর পাওয়া যায়। কর্পূর বৃক্ষ সুদীর্ঘ, সুন্দর ও চিরহরিৎ। চীন, জাপান, বর্ণিয়ো ও সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এলকোহল সহযোগে দশমিক ক্রমানুসারে ইহার মূল অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—২।৫।১০ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূর উত্তেজক। এতদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর ক্রিয়ার বৃদ্ধি পায়, চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মে, শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত ও ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়; নাড়ীর কোমলতা ও পূর্ণতা জন্মে। এই অবস্থা অল্প কাল থাকে, অনন্তর কিছুকাল পরেই অবসন্নতা উৎপন্ন হয়। ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবনে বেদনা ও আক্ষেপ নিবারিত এবং নিদ্রা আবির্ভূত হয়। গন্ধকের ন্যায় কর্পূরও শোষিত হইয়া নিশ্বাস ও ঘর্ম্মের সহিত বহির্গত হয়। অতি মাত্রায় মস্তিক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্যাম্ফরের প্রবল ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ গতিশক্তিসাধিনী ও জ্ঞানশক্তিসাধিনী স্নায়ুর মূল অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ, শিরোঘূর্ণন ও মস্তিষ্কে যাতনা উপস্থিত হয়। এবং শ্লেষ্মাস্রাবী বিধানতন্তু সকল প্রাপ্তি

শ্বাসিক উপদাহে আক্রান্ত হইয়া প্রতিশ্যায় ও অতিসার উৎপন্ন করে। পাকাশয় ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে কর্পূরের মুখ্যক্রিয়া বশতঃ ঐ সকল যন্ত্রের অত্যন্ত শীতলতা ও নিষ্ক্রিয়তা জন্মে, এবং চর্ম্মেও তদ্রূপ অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূত্র ও জননযন্ত্রও কর্পূরের ক্রিয়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা শিশ্নাদি শীতল ও শিথিল হইয়া পড়ে; এবং মূত্রপথে মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় অবস্থা জন্মে।

কর্পূরের ক্রিয়া দ্রুত ও তীব্র, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী। বিসূচিকা ও শৈত্যের মন্দ ফল নিবারণেই ইহার বিশেষ অধিকার।

অধিকার।—বিসূচিকা ও বিসূচিকার পূর্ব্ববর্ত্তী উদরাময়; স্নায়ুমণ্ডলের সহসা অত্যন্ত অবসন্নতা ও তৎসহ প্রবল শীত, দন্তঘর্ষণ, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, শরীরাভ্যন্তরে উত্তাপ বোধ, শীতল ঘর্ম্ম, আক্ষেপ ও বিরেচনাদি। অলসতা, অবসন্নতা ও ঘন ঘন জৃম্ভণ। প্রতিশ্যায়ের প্রারম্ভে কর্পূর সেবন করিলে রোগের ভাবীবিকাশ নিবারিত হয়। সামান্য কারণসম্ভূত শুষ্কবায়ুজনিত মূর্চ্ছারোগে কর্পূর আঘ্রাণ করিলে শীঘ্র চৈতন্য জন্মে। স্নায়বীয় উত্তেজনা; মূত্রকৃচ্ছ্র; ও অপস্মারেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বিসূচিকা।—সম পরিমাণ (ওজন করিয়া) কর্পূর ও সুরাসার (৮০ ডিগ্রী) মিশ্রিত করিয়া চূড়ান্ত কর্পূরারিষ্ট (সেচুরেটেড স্পিরিট অভ ক্যাম্ফর) প্রস্তুত হয়। ইটালী দেশীয় ডাঃ রুবিনী এতদ্দ্বারা শত শত বিসূচিকাগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করেন, তদবধি এই ঔষধের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে এবং ১৮৬৬ সালে ওলাউঠায় ইহা বহুলরূপে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন যে বিসূচিকা রোগীকে পাঁচ মিনিট অন্তর চারি বিন্দু কর্পূরের অরিষ্ট চিনি সহযোগে (জলসহ নহে) প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগের উগ্রতা ও অবস্থানুসারে পাঁচ হইতে কুড়ি বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইহা ব্যবহারের ২।৩।৪ ঘণ্টা পরে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ডাঃ রুবিনীর বাক্যের সার্থকতা বিলক্ষণ সপ্রমাণিত হইয়াছে। বাস্তবিকও কর্পূরারিষ্ট বিসূচিকার প্রারম্ভাবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ। ভেদ, শীত

বোধ ও উদরে আক্ষেপিক বেদনা ইহা প্রয়োগ করিবার প্রধান লক্ষণ। পূর্ব্বে কোন ঔষধ ব্যবহৃত না হইয়া থাকিলে অথবা অতি মাত্রায় অধিক ঔষধ সেবিত হইলে হিমাঙ্গ অবস্থায়ও উপযোগী। এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত কোন রোগীকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমতঃ ১। ২ মাত্রা কর্পূর সেবন করাইয়া যথাযোগ্য ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধেয়। ওলাউঠা রোগে ১০। ১২ মাত্রা কর্পূর সেবনে অর্থাৎ দুই ঘণ্টার মধ্যে কোন উপকার না দর্শিলে আর উহা ব্যবহার করা আবশ্যক করেনা। অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। পরন্তু, সকল প্রকার বিসূচিকায়ই কর্পূর উপকারী নহে। আক্ষেপিক অর্থাৎ সাংঘাতিক বিসূচিকার আক্ষিপ্ত অবস্থায়ই ইহা উপযোগী। অতিসার-পূর্ব্ব ও অনাক্ষেপিক বিসূচিকায় এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে না। অকস্মাৎ শীত ও অবসাদ অনুভব; শ্বাসকষ্ট; মুখমণ্ডলের বিবর্ণ; উৎকণ্ঠা, এই সকল লক্ষণে আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অমোঘ। শুষ্ক-বিসূচিকায় ক্যাম্ফরই একমাত্র ঔষধ। সর্দ্দি জন্য সহসা উদরাময়; শীতানুভব, ও তৎসহকারে উত্তাপানুভবের অভাব; ঘর্ম্ম হইলে, শীতল ও আঠাবৎ ঘর্ম্ম, তারবৎ নাড়ী, নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিক; পিপাসা হীনতা, মলিন কপিশবর্ণ মলবিশিষ্ট ভেদ; এই সমস্ত লক্ষণে আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব সময়ে বিসূচিকার পূর্ব্ববর্ত্তী অতিসারে ক্যাম্ফর ব্যবস্থেয়। আক্ষেপিক বিসূচিকায় বিকাশাবস্থাসূচক জলবৎ বমন ও বিরেচন আরম্ভ হইলেও কিয়ৎকাল ক্যাম্ফর ব্যবহার করিয়া দেখা বিহিত। অধিক পরিমাণে ও অতি ঘন ঘন কর্পূর ব্যবহার করিলে অতিশয় মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ও আমাশয়ের জ্বালা প্রভৃতি অসুখকর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব ওলাউঠায় সাবধানে কর্পূর প্রয়োগ করা উচিত। কর্পূরের অতি মাত্রাজনিত অসুখ ফসফরাস সেবনে উপশমিত হয়।

একজ্বর।—সহসা শীতবোধ, কম্পন, আলস্য ও গ্লানি; জ্বরের প্রথমাবস্থায় এই সকল লক্ষণ থাকিলে কর্পূর ব্যবস্থেয়। দুই বিন্দু মাত্রায় উগ্র অরিষ্ট চিনি সহযোগে ১৫ মিনিট অন্তর ৩। ৪ বার সেবন করা উচিত। অল্পবিরাম জ্বরের আরম্ভে শীতাবস্থায় কর্পূর ব্যবহৃত হয়।

অতিসার।—শীত, কম্প, পাকাশয় ও অন্ত্রে তীব্র বেদনা, শীতল মুখমণ্ডল ও হস্ত ইত্যাদি লক্ষণাপন্ন আকস্মিক তরুণ অতিসারে কর্পূর প্রয়োজিত হয়। অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর চিনি সহযোগে এক এক মাত্রা, ৩।৪ বার সেব্য। ডাঃ ফিলিপস গ্রীষ্মকালের অতিশয় উত্তাপে অবসন্নতা ও অন্ত্রের স্নায়ুর উপদাহিতা জন্মিয়া যে অতিসার জন্মে তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ডাঃ বিংগার সর্দ্দিজনিত অতিসারেও ক্যাম্ফর ফল-প্রদ বলেন।

স্ফোটক।—ডাঃ সাইমন বলেন যে পুয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ কয়েক বিন্দু কর্পূরারিষ্ট মর্দ্দন করিয়া তৎপরে জলপাইয়ের তৈল লেপন করিলে স্ফোটক বিলীন হয়।

প্রতিশ্যায়।—প্রতিশ্যায় রোগের প্রারম্ভে শীতাবস্থায় দুই বিন্দু মাত্রায় কর্পূরারিষ্ট, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দুই তিন বার সেবন করিলে প্রথমোপক্রমেই রোগ নিবারিত হয়। রোগীকে হিমে বা শীতল বাতাসে বিচরণ করিতে হইলে ইহা একোনাইট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গুল্মবায়ু।—গুল্মবায়ুর আক্রমণ সময়ে শরীর শীতল থাকিলে কর্পূর দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। কিঞ্চিৎ চিনি সহযোগে দুই বিন্দু উগ্র অরিষ্ট অথবা উগ্র অরিষ্টসিক্ত দুইটী বটিকা দুই তিন বার প্রয়োগ করিলে কিম্বা উগ্র অরিষ্ট আঘ্রাণ করাইলে অবিলম্বে রোগাবেশ বিদূরিত হয়। কর্পূর দ্বারা উপকার না দর্শিলে মৃগনাভী বাবস্থেয়।

আতপঘাত।—নাড়ীর অতিশয় মন্দবেগ, পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা, অনন্তর অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া, আরক্ত মুখমণ্ডল ও দ্রুতনাড়ী, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট আতপঘাতে (সনষ্ট্রোক) কর্পূর দ্বারা আশু উপকার জন্মে। আতপঘাতে নস্যাকারে কর্পূর প্রয়োজিত হয়।

আক্ষেপ।—পদ ও গুলফের আক্ষেপে কর্পূর আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ হয়। বালাক্ষেপ রোগেও ব্রহ্মরন্ধ্রের অবনতি লক্ষণে কর্পূর ব্যবস্থেয়।

মূত্রস্তম্ভ।—গর্ভাবস্থায় আকস্মিক আক্ষেপিক মূত্রস্তম্ভে, জ্বালা, যন্ত্রণা, শীত ও কম্পন থাকিলে চিনি সংযোগে দুই বিন্দু মাত্রায় কর্পূরের

অরিষ্ট ১৫ মিনিট অন্তর ব্যবস্থেয়। নবপ্রসূত শিশুদিগের মূত্রস্তম্ভেও ইহা উপকারী।

প্রসবান্তিক বেদনা।—প্রসবান্তে আক্ষেপিক বেদনায় ইহা ফলপ্রদ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মস্তক।—মস্তকে রক্ত-সঞ্চয় এবং মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও তজ্জনিত প্রলাপ, শিরোঘূর্ণন, অনিদ্রা ও স্নায়বীয় উগ্রতা। তরুণ উদ্ভেদ বিলয় প্রযুক্ত অর্থাৎ হামাদি বসিয়া গিয়া যে শিরোলক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাতেও কর্পূর উপকারী। ইহাতে রোগীর গাত্র শীতল কিন্তু অন্তরে দাহ থাকে। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে রোগীকে স্পর্শ করিলে তাহার গাত্রের শীতলতা অথচ তাহার আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা ক্যাম্ফরের একটী বিশেষ প্রয়োগলক্ষণ।

মূত্রযন্ত্র।—জ্বালা ও যন্ত্রণা সহ আকস্মিক মূত্রকৃচ্ছ্র। সদ্যজাত শিশুদিগের মূত্রস্তম্ভে দশ মিনিট অন্তে এক একবার কয়েক সেকেণ্ড কাল কর্পূর আঘ্রাণ করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। শীতলতা ও শিথিলতাযুক্ত জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগে, বিশেষতঃ তৎসহ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাশয়ের উগ্রতা থাকিলে কখন কখন এই ঔষধে উপকার জন্মে। ক্যান্থেরাইডিস জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র, কর্পূর সেবনে উপশমিত হয়। ডাঃ হির্শ জননেন্দ্রিয়ের উপদাহজনিত দুর্ব্বলতা সম্বলিত স্বপ্নদোষে কর্পূর ব্যবহারের বিধি দেন।

প্রতিষেধক।—অল্প মাত্রায় প্রয়োজিত হোমিওপ্যাথিক উদ্ভিজ্জ ঔষধির ক্রিয়াধিক্য কর্পূর দ্বারা নিবারিত হয়। উপর্য্যুপরি কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করিলেই অভীষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্ণিকা জনিত বিসর্প কর্পূর দ্রব দ্বারা আশু আরোগ্য হয়।

কর্পূরের উদ্বায়ীত্ব নিবন্ধন ইহা ঘন ঘন প্রয়োগ করা উচিত।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অতিশয় ব্যাকুলতা ও অত্যন্ত অস্থিরতা। (আর্স, রস) চৈতন্য-বিলোপ। (আর্স, বেল, ওপি)। বিশেষতঃ রাত্রিতে একাকী থাকিতে ভয়।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ও শিরগৌরব, বিশেষতঃ মস্তক অবনত করিলে। (এক, বেল, পলস, সলফ)। মস্তিষ্ক আকুঞ্চনবৎ শিরঃপীড়া। সম্মুখের মস্তিকে দপদপ। (গ্লন, ব্রাই)।

চক্ষু।—স্থির, একদৃষ্টিবিশিষ্ট, বিকৃত চক্ষু (বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো; নিমগ্ন চক্ষু। সকল বস্তুর অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা অনুভব।

নাসিকা।—আকস্মিক ঋতু পরিবর্ত্তনে তরল প্রতিশ্যায়।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, মলিন ও বিশীর্ণ মুখমণ্ডল; * পাণ্ডুর ও ব্যাকুলিত (আর্স, প্লম্ব); বিকৃত; নীলাভ, শীতল মুখমণ্ডল (ভিরেট-এর)।

মুখ-মধ্য।—জিহ্বা শীতল। (ভিরেট-এ)। ভাষা ক্ষীণ, গদগদ, স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট।

আমাশয়:—সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যের বিবর্দ্ধিত আস্বাদ। গলকোষ ও পাকাশয়ে জ্বালা। (আর্স, ক্যান্থ, ক্যাপ্স)। পাকাশয়ের শীতলতা। (কলচি)। পাকাশয়গহ্বরে চাপক বেদনা।

উদর।—যকৃতের সম্মুখাংশে বেদনা। ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে আকুঞ্চক বেদনা, এই বেদনা কটিদেশের কশেরুকা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। উদরের ঊর্দ্ধ ও নিম্নদেশে শীতলতা, অনন্তর তথায় জ্বালাকর উত্তাপ।

মল।—শীতজনিত উদর বেদনা ও অতিসার (কলো, ডলকে, মার্ক)। বমন বিরেচনাদির অভাব, বিসূচিকা। (আর্স, কুপ, ভিরেট): সরলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা নিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ। (এলম, কার্ব্বো-ভে)।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রস্রাব-হ্রাস। মূত্রস্তম্ভ। (একন, হাইয়ো, ভিরেট)। মূত্র-কৃচ্ছ্র। জ্বালাকর মূত্র (একন, এপি, আর্স, ক্যান্থ)।

জনন-যন্ত্র।—মৈথুন-প্রবৃত্তির অভাব; অণ্ডকোষের শিথিলতা। (এগনস, আর্জ-নাই, কোনা, সলফ)। ধ্বজ-ভঙ্গ। (এগনস, ফস-এসি)।

শ্বাস-যন্ত্র।—বায়ু-পথে শ্লেষ্মা। (এন্ট-টার্ট, ইপি)। প্রায় সম্পূর্ণ শ্বাস-রোধ। শ্বাসরোধকর শ্বাসকৃচ্ছ্র, বোধ হয় যেন পাকাশয়-গহ্বরে চাপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—* হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অতিশয় আকুলতা ও যাতনা (একন, আর্স); অতিশয় শীত ও অনিবার্য্য নিদ্রালুতা অনুভব। নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ; প্রায় অনুভূত হয় না। (একন, আর্স, কার্ব্বো-ভে)।

দেহ।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা (আর্স, কুপ, ভিরেট)। জঙ্ঘাপৃষ্ঠে খল্লী। (একন, ক্যালক, নাইট-এসি, নক্স, সিলি, সলফ)। জাগরিত থাকিলে রোগী সহসা চমকিত হইয়া উঠে এবং তৎপরে হৃৎকম্প অনুভব করে। অতিশয় অবসাদ। সহসা অতিশয় বলক্ষয়। (আর্স, ভিরেট, সিকেল)। সমগ্র শরীর বরফের ন্যায় শীতল। (টাবেকম)। অপস্মার জনিত ও অন্যান্য প্রকার আক্ষেপ। আর্স, * বেল, ক্যালক, * সিকি *ষ্ট্রামো)। শারীরিক উত্তেজনার অভাব; স্পর্শজ্ঞানের অভাব। শীতল, আঠাবৎ, অবসন্নকর ঘর্ম্ম। (* আর্স, টেবেব, * ভিরেট)। শরীরের অভ্যন্তরে ও বহিরঙ্গে আক্ষেপ।

উপচয়।—রাত্রিতে; অন্ধকারে; সঞ্চালনে; শীতলতায় ও শীতল বাতাসে বৃদ্ধি।

উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে উপশম জন্মে। যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে উহা যেন তিরোহিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

উপযোগিতা।—আগন্তুক রোগেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—আগ্নেয়, উত্তেজক ও কামোদ্দীপক। জ্বর, অতিসার, ধ্বজভঙ্গ, কাস ও চক্ষুরোগাদিতে ব্যবহৃত হয়।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—মস্তিষ্কউত্তেজক, আক্ষেপনিবারক, মাদক, বেদনানিবারক, নিদ্রাকারক, স্বেদজনক, জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতাহারক। জননেন্দ্রিয়ে ইহার ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রকাশ পায়; মাত্রাভেদে উত্তেজনা, বা উগ্রতার হ্রস্বতা জন্মে। অতিমাত্রায় কর্পূর শৈত্যকর ও অবসাদক। বিষ মাত্রায়, কর্পূর মাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে। তখন, শিরোগৌরব, শিরোঘূর্ণন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকার, প্রলাপ, অচৈতন্য, সুষুপ্তি ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এবং ধমনীর স্পন্দন ও পুষ্টির লাঘবতা, শরীরের শীতলতা

ও ঘর্ম্ম জন্মে। অবশেষে কিছুকাল পরে চৈতন্যোদয় হয়। ইহা প্রাণনাশক নহে। বিবিধ প্রকার জ্বর ও প্রদাহরোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় এবং উন্মাদ, সূতিকোন্মাদ, শ্বাস, কাস, হৃৎশূল, স্নায়বীয়রোগ,আক্ষেপজনক রোগ, মূত্র-যন্ত্রের রোগ; ও কামোন্মাদ, শুক্রমেহ, লিঙ্গোচ্ছ্বাস, যোনিকণ্ডুয়ন, কষ্টরজঃ আদি জননেন্দ্রিয়ের রোগে কর্পূর ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ১—১০ গ্রেণ।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা-কার্ব্বনেট-অভ-লাইম।

খটিকা, মর্ম্মর প্রস্তর, অণ্ডাবরণ ও শুক্তি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে শুক্তিই ব্যবহৃত হয়। শুক্তির বাহ্যাবরণ ও অন্তরাবরণের মধ্যে যে চূর্ণময় পদার্থ থাকে তাহাই বিচূর্ণ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপোষণ যন্ত্রগুলেই ক্যালকেরিয়ার মুখ্য ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে নিঃস্রবণ ও আচূষণ ক্রিয়া বিবর্দ্ধিত হয়। তজ্জন্য সমুদায় শারীরিক যন্ত্রে উপদাহ জন্মিয়া সেই সকল যন্ত্রের পরিপোষণে ব্যাঘাত জন্মে, শরীরে পার্থিব লবণ সঞ্চয়ে সাহায্য হয় এবং রক্তের উপাদান পরিবর্ত্তিত হয়। এই প্রকারে সমীকরণ ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জন্মাইয়া ক্যাল-কেরিয়া পরিপোষণ-বিকৃতি জনিত গণ্ডমালা, গুটিকা, ও অস্থি-কোমলতা নামক তিনটী প্রধান রোগের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ করে। এই তিন রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ক্যালকেরিয়া বিশেষ উপযোগী।

চূণ শরীরের স্বাভাবিক উপাদান। অস্থি, দন্ত, পেশী, স্নায়ু, এবং শরীরের প্রায় অন্যান্য তরল ও কঠিন বিধানের নির্ম্মাণে চূণ লাগে। যথা পরি-মাণে এতদ্দ্বারা শরীরের পোষণ হয় কিন্তু অতিমাত্রায় লৌহের ন্যায় চূণও বিষ-ক্রিয়া করে এবং যে যে শরীর যন্ত্রের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহার রোগ জন্মায়। শরীরে লৌহ বা চূণের অভাব অথবা স্বল্পতা বশতঃ যে প্রকার রোগ উৎপন্ন হয় ইহাদের আধিক্য জন্যও সেই প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা নিয়ত লৌহ রেণু মিশ্রিত জলপান করে তাহা-দের নীরক্ততা জন্মে এবং যাহারা চূণের কণা মিশ্রিত জল পান করে তাহা

দের গলগণ্ড জন্মে। গলগণ্ডগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের ক্রিটিনিজম্ রোগ অর্থাৎ মস্তকের অস্থির অসম্পূর্ণতা, শরীর বিবর্দ্ধনের অসম্যকতা, মস্তকে জল-সঞ্চয়, জড়বুদ্ধিতা; ও মধ্যান্ত্র-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন জন্মে। শরীরে চুণের আধিক্য বশতঃই এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়, স্বল্পতা বশতঃও ঈদৃশ ফল দর্শে। চূণ আহার ঔষধ দুইই। সদৃশবিধানানুসারে ইহা ঔষধ স্বরূপ কার্য্য করে। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে বৃহৎ মস্তক, বৃহৎ মুখাকৃতি, পাণ্ডুবর্ণ ত্বক্, এবং শিশুদিগের অসংযোজিত ব্রহ্মরন্ধ্র ক্যালকেরিয়া প্রয়োগের বিশেষলক্ষণ।

অধিকার।—এই ঔষধের অধিকার অতিশয় বিস্তীর্ণ। গণ্ডমালা, গুটিকা (টিউবারকেল) ও বালাস্থি-বিকৃতি (রিকেটস) জনিত, এবং সমীকরণ ও পরিপোষণ ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা বিশিষ্ট বিবিধ রোগে ইহার প্রয়োগ হয়। দন্তোদ্গমকাঠিন্য; অস্থিরকোমলতা বশতঃ শিশুদিগের পাদচারণায় বিলম্ব, গণ্ডমালাজাত গ্রন্থির স্ফীতত্তা, ক্ষত, পুরাতন উদরাময় ও মাধ্যান্ত্রিক রোগের পূর্ব্বরূপ। কাস, যন্ত্রণা, পীত বা দুর্গন্ধময় পূয নিষ্ঠীবন, রক্তোৎকাস, বিলোপী জ্বর (হেকটিক ফিবার), ও রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত গণ্ডমালা জনিত ক্ষয়কাস। স্ত্রী, শিশু, শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু ও মেদরোগপ্রবণ ব্যক্তিদিগের ব্যাধিতে ক্যালকেরিয়া বিশেষ উপযোগী। পাণ্ডুর, কোমল, এবং লোলিত মাংস এই ঔষধি জ্ঞাপক। গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীদিগের রজোনিবৃত্তি কালের পীড়ায় ক্যালকেরিয়া প্রয়োজ্য, যদি এই সকল রোগিণীর পূর্ব্বে রক্তসাধিক্য রোগ থাকিয়া থাকে ও সন্তান না জন্মিয়া থাকে তবে এই ঔষধে সবিশেষ উপকার দর্শে। অস্থি, গ্রন্থি ও চর্ম্মের রোগ; বহুপাদ, মদাত্যয়, অপস্মার; তাণ্ডব; বাত; অভিষ্যন্দ; দন্তোদ্ভেদকষ্ট; পুরাতন প্রতিশ্যায়, (বিশেষতঃ পাকাশয়িক); কুকথিকা (কুথি, খুসকি); অতিসার, কোষ্ঠবদ্ধ; অতিরজ; শ্বেতপ্রদর প্রভৃতিরোগে ক্যালকেরিয়া বিশিষ্টরূপে প্রযোজিত হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বালাস্থি-বিকৃতি (রেকাইটিস)।—ডাঃ হিলিয়ার বলেন যে

যদি বিলম্বে শিশুর দাঁত উঠে, বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্র সংযোজিত হয়, এবং বিলম্বে সে হাঁটিতে শিখে তবে তাহার রিকেটস রোগ থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় ক্যালকেরিয়া অতিশয় উপকার করে। কিন্তু রোগ প্রবর্দ্ধিত হইয়া দৃঢ়-মূল হইলে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োজনীয়। ডাঃ জেনার বলেন যে শয়নকালে মস্তকে ঘর্ম্ম রিকেটস রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ হানিম্যানও এইটী ক্যালকেরিয়া প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ পরিপোষণ-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা বশতঃ বালকদিগের যে সকল রোগ জন্মে তাহা রিকেটসজনিত না হইলেও মস্তকের প্রচুর ঘর্ম্ম লক্ষণে ক্যালকেরিয়া ব্যবস্থেয়।

গণ্ডমালা (স্ক্রফিউলা)।—ডাঃ গৌলন বলেন যে যে স্থানের জলে চূণের ভাগ অধিক তথাকার লোকের গণ্ডমালা জন্মে। এই জন্যই হিমস প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে গণ্ডমালার এত প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। গণ্ডমালা জনিত চক্ষুপ্রদাহে ক্যালকেরিয়া দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। সলফারের ন্যায় এতদ্বারা স্থূলোদর, এবং মসক্যর সের ন্যায় এই ঔষধে গণ্ডমালা সম্ভূত অতিসার আরোগ্য হয়। গণ্ডমালাজাত কর্ণ-স্রাব; সন্ধি ও কশেরুকার রোগ, মধ্যান্ত্র ক্ষয়; ও গলগণ্ডে ক্যালকেরিয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তর দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

গুটিকা বা যক্ষা (টিউবারকিউলোসিস)।—পরিপাক ও সমীকরণ ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা; দুর্নিবার কয়োদগার; উদরাময়; গ্রন্থি বিবর্দ্ধন; শীত বা আর্দ্রতা অসহ্যতা; সামান্য শ্রমে ক্লান্তি; কাস; ক্রমিক শীর্ণতা, এবং স্ত্রীলোকদিগের ঘন ঘন অতিরিক্ত রজঃস্রাব বা শ্বেতপ্রদর, এই সকল লক্ষণে যক্ষারোগে ক্যালকেরিয়া উপকারী। ডাঃ হিউজ বলেন যে যক্ষারোগের পূর্ব্বরূপস্বরূপ যে অগ্নিমান্দ্য জন্মে এবং যাহাতে আহারের পর বিশেষতঃ বসা, তৈল, বা চিনি ভোজনের পর অম্লউদগার উঠে ও রোগীর বসাপ্রধান আহারে অতিশয় অনিচ্ছা থাকে সেই অম্ল অগ্নিমান্দ্য ক্যালকেরিয়া সেবনে আরোগ্য হইয়া যক্ষার ভাবী-বিকাশ প্রতিষিদ্ধ হয়।

কর্ণস্রাব।—দুরারোগ্য কর্ণস্রাব রোগে (ওটোরিয়া) ক্যাক ও

সলক ব্যবহৃত হয়। গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীদিগের এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। এক সপ্তাহ প্রাতে ও রাত্রিতে ক্যাল্কেরিয়া প্রয়োগ করিয়া দুই দিবস বিশ্রাম দিয়া সলকার প্রয়োগ বিধেয়। গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ধাতু-বিকৃতি শোধনার্থ বিবিধ প্রাচীন রোগে এই প্রকারে ক্যাল্কেরিয়া ও সলফার পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

অতিসার।—দৌর্ব্বল্য, শীর্ণতা, পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল ও কখন অল্প কখন অধিক ক্ষুধা, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট প্রাচীন অতিসারে ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহৃত হয়। গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

গলগণ্ড (গয়টার)।—ডাঃ গৌলন বলেন যে গণ্ডমালার সহিত গলগণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে তিনজন রোগীর কলক-গ্রন্থির সামান্য বিবর্দ্ধন ক্যালকেরিয়া সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। ডাঃ গোর বেয়ার বলেন যে ফরাসিস চিকিৎসকেরা গলগণ্ডরোগে অণ্ডের আবরণের চূর্ণ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হন। তিনি স্বয়ং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকার চতুর্থ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া একজন রোগীর অনেক বৎসরের কোমল গলগণ্ড সাত মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছেন।

মাধ্যান্ত্রিকক্ষয়রোগ।—দৃশ্যমানকারণ ব্যতীত শরীর ক্ষয়; বিবর্দ্ধিত শক্ত উদর; অনাবিষ্টতা; বৃদ্ধবৎ মুখাকৃতি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধি ফলপ্রদ। ডাঃ হিউজ বলেন যে রোগ অতিশয় প্রবর্দ্ধিত না হইলে এই ঔষধে অতিশয় উপকার দর্শে।

দন্তোদ্গম।—দন্তমূলে উত্তাপ ও স্ফীতত্তা সহকারে দন্তোদ্ভেদ বিলম্বে ক্যাল্ ক বিশেষ উপকারী। গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদিগের সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া উপকার দর্শায়।

রজোলোপ।—পুরাতন অগ্নিমান্দ্য, বুকজ্বালা, গুল্মবায়ু প্রভৃতি লক্ষণযুক্তা গণ্ডমালাগ্রস্তা শ্লৈষ্মিক প্রকৃতি রোগিণীদিগের পক্ষে ক্যাল্ ক ব্যবস্থেয়।

রজসাধিক্য।—কণ্ডূয়ন ও জ্বালা বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদরযুক্তা, গণ্ডমালা-

প্রভা স্থূলাঙ্গীদিগের রজস্যাধিক্যে বিরামকালে এই ঔষধি অত্যন্ত ফলপ্রদ। ডাঃ হানিমান বলেন যে নিয়মিত সময়ের কয়েক দিবস পূর্ব্বে রজঃস্রাব লক্ষণাপন্ন রজস্যাধিক্যেই ক্যালকেরিয়া উপকারী কিন্তু নিয়মিত সময়ে বা তৎপরে ঋতু হইলে এতদ্বারা কোন উপকার দর্শে না। ডাঃ গবেল্সি বলেন যে রোগিণীর পায় যেন শীতল, আর্দ্র বস্ত্র জড়ান রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব হইলে ক্যালকেরিয়া উপযোগী।

শ্বেতপ্রদর।—স্ত্রী ও বালিকাদিগের পুরাতন শ্বেতপ্রদরে ইহা বিশেষ উপযোগী। বিশেষতঃ যে সকল শ্লেষ্মাপ্রধান, গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট দুর্ব্বল স্ত্রীলোক ঘন ঘন ঋতুমতী হয় ও যাহাদের অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হয়, তাহাদের জ্বালা, কণ্ডূয়ন, জননেন্দ্রিয়ের বেদনা, কচিৎ কন্দ লক্ষণ যুক্ত দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদরে ক্যাল্‌ক বিশেষ উপকারী।

স্তন্যরোগ।—স্তন-দুগ্ধ জলবৎ হইলে এতদ্দ্বারা ঘনীভূত, এবং যথাযোগ্য গুণযুক্ত না হইলে সংশোধিত হয়। অতিরিক্ত দুগ্ধোৎপত্তি ও আপনাপনি স্তন্য ক্ষরণ ক্যাল্‌ক সেবনে নিবারিত হয়। বাস্তবিক, ইহা একটী উৎকৃষ্ট স্তন্য হ্রাসকর ঔষধি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মস্তক।—উদ্গার ও মস্তকে শীতলতা অনুভব সহ পুরাতন স্নায়বীয় শিরঃপীড়া; অতীব্র শিরঃশূল (প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়)। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় যে প্রকার শিরঃপীড়া জন্মে সেই প্রকার শিরঃপীড়া; মস্তক ও শরীরোর্দ্ধ দেশে অতিশয় ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ রাত্রিকালে; শূন্যোদ্গার সহ শিরোগ্রহ। ডাঃ আর বলেন যে তরুণ মস্তিষ্কোদক রোগে সচরাচর ব্যবহার্য্য ঔষধে কোন ফল প্রাপ্ত না হইয়া তিনি ক্যালকেরিয়া ত্রিংশক্রম ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে সুফল দর্শে। ডাঃ হিউজও এই রোগে ক্যালকেরিয়ার উপকারিতা স্বীকার করেন। পুরাতন মস্তিষ্কোদকে এই ঔষধি বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে সলফার্ ব্যবহৃত হয়। শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু ও স্থূলত্বপ্রবণ স্ত্রী ও বালিকাদিগের অপস্মার রোগেও ক্যালকেরিয়া ব্যবহার্য্য। ডাঃ গোরবেয়ার বলেন যে প্রাচীন কাল হইতেই মনুষ্যের

মস্তকের অস্থির চূর্ণ এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। **চক্ষুকর্ণাদি।**—চক্ষু ও যোজিকার প্রদাহ (বিশেষতঃ পুরাতন ও গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীদিগের), কনীনিকা আক্রান্ত হইলে ক্যালকেরিয়া দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। ডাঃ ম্যাক্ ডাউয়েল্ বলেন যে শুক্তির আবরণে যে মলিনতা ও নির্য্যাস থাকে তাহার বিষ ক্রিয়া বশতঃ কনীনিকার প্রদাহ জন্মে। অপাঙ্গ কণ্ডূয়ন, নাসিকা হইতে পীত অথবা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ পুরাতন পূযস্রাব রোগ (পূতিসস্য); গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা ও তালু-পার্শ্ব গ্রন্থির স্ফীততাসহ পুরাতন গলা-বেদনা, গ্রন্থি-বিবর্দ্ধন, এই সকল স্থানিক পীড়ায় ক্যালকেরিয়া সম্ভবতঃ শারীরিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়া উপকার দর্শায় কিন্তু উহাদের তরুণ অবস্থায় এই ঔষধি তত উপযোগী নহে। ক্যালকেরিয়ার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে জল মিশ্রিত চূর্ণোদক (লাইম ওয়াটার) বাহ্য প্রয়োগ করিলে সময়ে সময়ে অত্যন্ত উপকার দর্শে। গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদিগের অভিষ্যন্দ রোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। **পরিপাক যন্ত্র।**—সামান্য সর্দ্দিতে (বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়) দন্তবেদনা। পাকাশয়ে জ্বালা সহ পুরাতন অম্লোদগার; অ ঠাবং দুর্গন্ধময় মল বিশিষ্ট গ্রহণী; দন্তোদগম সময়ে শিশুদিগের উদরাময়, দুর্গন্ধি মলস্রাব (কতক পাতলা ও কতক কাল); যক্ষ্মাকাসের আনুষঙ্গিক দৌর্ব্বল্যকর উদরাময়, অন্ত্রের স্ফীততাসহ পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ; শীর্ণতা ও ক্ষুধাসহ স্ফীতোদর, গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদিগের মাধ্যান্ত্রিক গ্রন্থির পীড়া। শিশুদিগের দুগ্ধবমন। দুর্নিবার কটু উদ্গারসহ প্রাচীন অগ্নিমান্দ্য। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—গণ্ডমালাগ্রস্ত বালিকাদিগের মৃৎ-পাণ্ডু (ক্লোরোসিস্)। **চর্ম্ম।**—পুরাতন শীতপিত্ত (আর্টিকেরিয়া), অকৌষিকা (সোরাইসিস্) ও অন্যান্য পুরাতন উদ্ভেদ। কীলক (ওয়ার্টস) ও বহুপাদ (পলিপস্) এই ঔষধে আরোগ্য হয়। ডাঃ স্মিথ বলেন যোনির বহুপাদে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে, এতৎ সহকারে থুজা বাহ্য প্রয়োগ করা বিহিত। দুঃসাধ্য কোষাবৃত অর্ব্বুদেও ক্যালকেরিয়ার উপকারিতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কর্কট রোগেও এই ঔষধ বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ডাঃ হুড্ শুক্তির আবরণ চূর্ণ অল্পপরিমাণে প্রত্যহ সেবন করাইয়া দুইজন রোগীর এই ভয়ঙ্কর

রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। ক্যালকেরিয়া ত্রিংশক্রম পুনঃ পুনঃপ্রয়োগ করিলে পিত্ত-শিলা নিঃসরণের যাতনা উপশমিত হয় এবং ক্লোরোফরম ব্যবহার ও উষ্ণ সেদের আবশ্যকতা থাকেনা।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অপ্রফুল্লতা, বিলাপপ্রবণতা, (পলস, ষ্টাফ, সলফ।-প্রফুল্লতা, ক্রোক, ল্যাক) * দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা। বুদ্ধিবিলোপাশঙ্কা। সকল প্রকার কার্য্যে অপ্রবৃত্তি (কোন, নাইট-এসি, ফস।—আলাপে অপ্রবৃত্তি, ডিজি, * ফস এসি, ষ্টান) * হৃৎকম্পসহ অতিশয় ব্যাকুলতা।

মস্তক।—উচ্চস্থানে উঠিতে শিরোঘূর্ণন, (উচ্চস্থান হইতে নামিতে শিরোঘূর্ণন, ফির।—শির অবনত করিলে, অথবা আসন হইতে উত্থানকালে শিরোঘূর্ণন, ব্রাই, পডো, * পলস) প্রতিদিন প্রাতঃকালে মস্তিকের মধ্যভাগে * স্পন্দনশীল শিরঃপীড়া, মানসিক পরিশ্রমে উহা বৃদ্ধি পায়, (* নক্স, সলফ) বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন সহভাবে শিরঃপীড়া, মানসিক পরিশ্রমে, মস্তক অবনত করিলে, অথবা অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে উহা বৃদ্ধি পায়, (নক্স দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তাপ, (গ্রাফ, গ্রাট-স, * সলফ।—শীতলতা, সিপি, * ভিরেট) বোধ হয় যেন মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে এক খণ্ড বরফ স্থাপিত রহিয়াছে, (ব্রহ্মরন্ধ্রে * ভিরেট) অনাবৃত ব্রহ্মরন্ধ্র সহ * মস্তক বিবর্দ্ধন, (* সিলি, সলফ) * নিদ্রাবস্থায় শিশুদিগের মস্তকে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, (মার্ক, সিলি দ্রষ্টব্য)।

চক্ষু।—শিশু অথবা গণ্ডমালাগ্রস্তদিগের অভিষ্যন্দ। অক্ষিপুটের আরক্তাতা, স্ফীততা ও রাত্রিকালে সংযোজন। কনীনিকায় ক্ষত ও দাগ, (আর্স, * মার্ক, * সিলি, সলফ) অন্ধদৃষ্টি, (কষ্ট, ক্রিয়ো, ফস) নেত্রনালী, (নাইট-এসি, * পেট্রো) চক্ষুর সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ দর্শন। অতিশয় অশ্রুস্রাব। (ইউফ্রে, মার্ক)।

কর্ণ।—কর্ণে সূচিবেধ বা দপ দপ, (কালী-কা, নাইট-এসি) কর্ণ হইতে পূয়স্রাব, (লাইক, * মার্ক, সলফ) অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের পর শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা, (পারদ সেবনের পর, * হিপার, নাইট-এসি) কর্ণে

দপ দপ। কর্ণের বহু-পাদ। কর্ণ-নাদ। দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে রসস্রাবী পীড়কা। (গ্রাফ, হিপ)।

নাসিকা।—অতিশয় নাসাশোথ। ক্ষতযুক্ত নাসারন্ধ্র, (পীতবর্ণ, দুর্গন্ধি স্রাবসহ, নাসারন্ধ্রের ক্ষত, এলম, নাইট-এসি) নাসাবরোধ, অধিকন্তু পীতবর্ণ দুর্গন্ধি পূযসহ, হরিদ্বর্ণ দুর্গন্ধি আস্রাব, মার্ক, পলস, সলফ) নাসিকায় দুর্গন্ধ, (পুরাতন পনিরের ন্যায় গন্ধ, নক্স-ভ) শিরঃপীড়া সংযুক্ত তরল প্রতিশ্যায়। নাসামূলের স্ফীততা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে। (এগার, ব্রাই)। শুষ্ক প্রতিশ্যায়সহ অথবা প্রতিশ্যায় ব্যতীত বারংবার হাঁচি। নাসিকার বহুপাদ। (ফস)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ, (নাসিকায় জীনের আকৃতি পীতবর্ণ চিহ্ন * সিপি।—মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ, আর্স, ভিরেট) গণ্ডস্থলের গোলাকার আরক্ততা, (লাইক, ফস) শিশুদিগের মুখমণ্ডলে অতিশয় কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট পীড়কা, প্রক্ষালনের পর জ্বালা ; (স্থূল চিপিটিকা, এবং দুর্গন্ধি রক্তময় স্রাব, বস) * হনুনিম্নগ্রন্থির বেদনাজনক কঠিন স্ফীততা। (এরম, অর, ব্যারাই, স্যাট কা, রস, সিলি)। প্রাতঃকালে উপরের ওষ্ঠের স্ফীততা। (এপিস, বেল, ক্যাল, ফস)। ওষ্ঠে ও মুখের মধ্যে পীড়কা (গ্রাফ, লাইকো, মেজ, এণ্ট ক্রুড)।

মুখ-মধ্য।—রাত্রিতে এবং নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার পর জিহ্বার শুষ্কতা, (নক্স ম) দন্তোদ্গমকৃচ্ছ্র (গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদিগের)। আকৃষ্ট ও হুলবেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট দন্তশূল, গোলমাল ও শীতল পানীয় সেবন দ্বারা এবং রজঃস্রাবের পর উহা বর্দ্ধিত হয়, (শীতল জলে উপশম প্রাপ্তি, কফ,ব্রাই, পলস) গর্ভবতীদিগের দন্ত-শূল। দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব। * শীতল বায়ু-প্রবাহ, অথবা শীতল পেয় দ্রব্য পানজনিত দন্ত-শূল। (এণ্ট-ক্রু, ষ্টাফে, সলফ)। শীতার্ত্তের ন্যায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণের প্রবৃত্তি। সহজে দন্ত উদ্গত হয় না। (ক্যাল্ক-ফস)। শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা। (এণ্ট-ক্রু, ব্রাই, মার্ক, নক্স, পলস, সলফ)। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালাকর বেদনা। মুখে অম্ল আস্বাদ। (সিপ্ক, ইগ্নে, নাইট-এসি, * নক্স, সিপি)।

গল-মধ্য ।—গিলিবার সময় সূচীবেধবৎ যাতনা, (আকুঞ্চন অনুভব, বেল, নক্স) তালুপার্শ্বগ্রন্থির স্ফীততা । তালুর স্ফীততা ও প্রদাহ ; উপজিহ্বা মলিন রক্তবর্ণ ও ফোস্কাবৃত, (মলিন পীতবর্ণ আবরণ সংযুক্ত, মার্ক, আই-য়োড) গিলিবার সময় হুলবেধবৎ বেদনা, (ল্যাকে, মার্ক) ।

আমাশয় ।—প্রাতঃকালে অতিশয় ক্ষুধা । ক্ষুধাহীনতা । সিদ্ধ খাদ্যে অরুচি, (পলস) মাংসে অরুচি, (অপিচ, মার্ক, পলস) লবণাক্ত দ্রব্য ও ডিম্ব আহারের আকাঙ্ক্ষা, (হিপ দ্রষ্টব্য—সকল দ্রব্যই অতিরিক্ত লবণাক্ত বোধহয়, সিপি) দুগ্ধ সহ্য হয় না (* পলস, সলফ) ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ সংযুক্ত উদ্গার, (তিক্ত উদ্গার, বেল, চায়না, হাইয়স, নক্স-ভ ।—রসুনের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, মস্ক ।—স্বাদ বা গন্ধহীন উদ্গার, *হিপার, কালী-কা, মার্ক) আহারান্তে বুকজ্বালা ও উচ্চরব বিশিষ্ট বাতোদ্গার । * অম্ল বমন, বিশেষতঃ বালকদিগের দন্তোদ্গম সময়ে । (ইথুসা, রিউম) । * পাকাশয়ের উপর স্ফীততা ।

উদর ।—অবনত হইলে যকৃতে হুলবেধবৎ বেদনা । * কুক্ষিদেশে দৃঢ় পরিচ্ছদ রাখা যায়না, (* ল্যাকে, নক্স-ভ) নিম্ন উদরে শীতলতা অনুভব, (আস, ফস ।—জ্বালা, ল্যাকে, ফস, সিক, সিল) নিম্ন উদর ও মধ্যান্ত্রগ্রন্থির বিবর্দ্ধন । আবদ্ধ আধ্মান, (চায়না, কার্ব্বো ভে) । * বঙ্ক্ষণগ্রন্থির স্ফীততা ও বেদনা । * উদরের কাঠিন্য ও অতিশয় স্ফীততা ।

মল ও মলদ্বার ।—কঠিন, অজীর্ণ দ্রব্য সংযুক্ত, কর্দ্দমবর্ণ মল, হিপার ।—কৃষ্ণবর্ণ, ওপি, ফস, ভিরেট-এ) ঈষৎ শুভ্রবর্ণ, জলবৎ, অম্লগন্ধ মলবিশিষ্ট অতিসার, (দন্তোদ্গম কালীন) অনৈচ্ছিক ফেণিল মল । সূত্রকৃমি বশতঃ সরলান্ত্রে কণ্টকভেদবৎ যাতনা । অতিশয় মলদ্বার কণ্ডূয়ন, (কষ্ট, নাইট-এসি, সিল, সলফ) স্ফীত, বিবর্দ্ধিত ও জ্বালাবিশিষ্ট অর্শবলী, কষ্ট, নাইট-এসি) সরলান্ত্র হইতে রক্তস্রাব । গুহ্যদ্বারে জ্বালা । (আর্স, ক্যাম্ফ, আইরিস) ।

মূত্র-যন্ত্র ।—শ্বেতবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট কপিশবর্ণ দুর্গন্ধি মূত্র, (কলস, নাইট-এসি) রক্তময় মূত্র, (ইপি দ্রষ্টব্য) * বিচরণ করিবার সময়

অজ্ঞাত সারে মূত্রস্রাব, (ন্যাট-মি।—কাসিবার সময় অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব, *কষ্ট, পলস, ভিরেট।—দণ্ডায়মানকালে অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব, বেল,) ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ; রাত্রিতেও। প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রমার্গে জ্বালা।

জননেন্দ্রিয়।—(স্ত্রী)।—*নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব, (* বেল, ক্রোক, ফস) সামান্য উত্তেজনায় রজঃক্ষরণ। ঋতুকালে শিরোঘূর্ণন, মস্তকে রক্তের গতি, দন্তশূল এবং শীতল ও আর্দ্রপদ। (* ঋতুকালে যকৃতে বেদনা ফস-এসি) জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট * দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদর, (গ্রাফ, পলস) জরায়ুগ্রীবায় সূচী-বেধবৎ বেদনা। প্রসব দ্বারে কণ্ডুয়ন বা চাপানুভব, (জ্বালা, সলফ) * প্রসবদ্বারে অবিরত বেদনা। কন্দ (মার্ক দ্রষ্টব্য)। স্তনে পূযোৎপাদনবৎ বেদনা, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে। (মার্ক, ফাইটো, সিলি)। (পুং)।—মেঢ্র ত্বক ও মূত্রদ্বারের মুখের প্রদাহ ও লিঙ্গমুণ্ডের নিম্নে পীতবর্ণ অল্প অল্প পূয। অতিশয় মৈথুনেচ্ছা কিন্তু সত্বর লিঙ্গোদ্রেক হয় না এবং রতিক্রিয়ার সময় অতিশীঘ্র রেতঃস্রাব হয় (ন্যাট-কার্ব), ও তৎপরে অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র।—* বেদনা শূন্য স্বরভঙ্গ, (বেদনা সংযুক্ত স্বরভঙ্গ, বেল, ফস) স্বরযন্ত্রে ধূলি রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব জন্য কণ্ডূয়নশীল কাস, (বেলেডোনা) ও রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় কাস, দিবাভাগে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, (কেবল রাত্রিকালে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, (ইগ্ন, এন্ট-টার্ট) বক্ষঃস্থলে আকৃষ্টতা অনুভব, বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থল রক্তপূর্ণ রহিয়াছে, এবং নিশ্বাস আকর্ষণ করিবার স্থান নাই (বক্ষঃস্থলে শূন্যতা অনুভব, কক, ষ্টান) বক্ষঃস্থলে জ্বালা (শীতলতা, আর্স, সলফ) দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণ করিবার সময় বক্ষঃস্থলে বেদনা। উপরে উঠিবার সময় শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, (মার্ক) *সঞ্চরণে বা দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণে বক্ষঃস্থলে বেদনা, (ব্রাই, লাইক, পলস) রাত্রিতে বা আহারান্তে, মানসিক যন্ত্রণাসহ * হৃৎস্পন্দ, (পাসাটে, কোন) অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্তন্যস্রাব (*ইউরেনিয়ম।—স্তন্যহ্রাস, কষ্ট, পলস)। অল্প মাত্র উঠিলেই

শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা। (একন, আর্স, ক্যাক্ষ)। মিষ্টাস্বাদ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। (ষ্ট্যানম); বক্ষঃস্থলে বেদনা সহ রক্ত নিষ্ঠীবন। নিশ্বাস গ্রহণে বক্ষঃস্থলে বেদনা। স্পর্শে বক্ষঃস্থলে অসুখ অনুভব।

পৃষ্ঠ।—কটিদেশে মুষ্টবৎ বেদনা। (লাক নক্স ভ) স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে শ্বাসরোধক চাপক বেদনা, (দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির অন্তর্ব্বর্ত্তী কোণের নিম্নে বেদনা, * চেল (পৃষ্ঠদেশীয় কশেরুকার বক্রতা, (পলস, সিল, সলফ) গ্রীবাগ্রন্থির বেদনাজনক স্ফীততা, (বেল, মার্ক, সিল) * গ্রীবাগ্রন্থির কঠিন স্ফীততা। (ব্যারাইট, কার্ব্বো, আইওড)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—রাত্রিতে হস্তে খল্লী, (ন্যাট মি) হস্তে ও অঙ্গুলীতে আমবাত জনিত অর্ব্বুদ, (গ্রাফ, লেডম) অঙ্গুলীতে অবশতা অনুভব (সিপি) সন্ধিতে সূচীবেধ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা সহ বজ্ক্ষণসন্ধির রোগ, (হুল বেধ ও দপদপ কর বেদনা, মার্ক) বালকেরা বিলম্বে হাটিতে শিখে, (শীঘ্র হাটিতে শিখা, সিল। — শীঘ্র কথা বলিতে শিখা, ন্যাট-মি) * গর্ভাবস্থায় পাদশোথ, (* বেল) পদতলদাহ, (কাম * সলফ) * শীতল পদ। হস্ত-কম্প। করতলে ঘর্ম্ম। বাহু ধরিলে বা সঞ্চালন করিলে মুষ্টবৎ অনুভব। অনেকক্ষণ বিচরণ করিলে উরু ও পদের ক্লান্তি অনুভব। (সিঙ্ক, নাইট এসি)। মৈথুন ক্রিয়ার পর জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা ও কম্পন (সিঙ্ক, ফস এসি)। জানু সন্ধির স্ফীততা। জঙ্ঘার খল্লী (ক্যাম্ফ); রাত্রিতে জঙ্ঘাপৃষ্ঠে খল্লী (একন, ক্যাম্ফ, নক্স, সিপি, সলফ), জানু-গহ্বরে, পদতলে, ও পদাঙ্গুলীতে খল্লী। পদতলে ঘর্ম্ম (ব্যারাইট, সিপি, সিলি)।

দেহ।—পেশী-স্পন্দন। (ইগ্নে, ষ্ট্রামো) গাত্র-কম্প। অতিশয় দুর্ব্বলতা, বেড়াইতে পারা যায় না। সহজে শরীর মচকিয়া যায়, কোন বস্তু তুলিতে পারা যায় না। (রস)। মৈথুনের পর ক্ষীণতা ও অসুস্থতা। প্রাতঃকালে অতিশয় অবসন্নতা, উপরতলায় যাওয়া যায় না। সহজে সর্দ্দি লাগে। (কালী-কা, ফস, সিলি, ন্যাট-মি)। অপস্মারের আক্রমণ। (আর্স, ব্রোম)। বালক ও যুবকদিগের মেদরোগপ্রবণতা। অতিশয় অঙ্গগৌরব।

নিদ্রা।—সারা দিন ক্লান্তি ও নিদ্রালুতা; (রাত্রে অনিদ্রা, কফি, হাই

রস, সলফ) নানাপ্রকার চিন্তা মনে উদয় হওয়াতে অনিদ্রা, (চায়না, *নক্স) নিদ্রা হইতে চক্ষু উন্মীলন করিবার সময় বিভীষিকা দর্শন, (চক্ষু নিমীলন করিবার সময়, ব্রাই) প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সহজে জাগরিত করা যায় না।

জ্বর।—পূর্ণ, দ্রুত ও কম্পনশীল নাড়ী। প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে শীত; এক সময়ে শীত ও দাহ, (আর্ন. * আর্স, থুজা) অংস্পন্দ ও ব্যাকুলতা সহকারে বারংবার উত্তাপ প্রকাশ, (হস্তে উত্তাপের আরম্ভ, ফস) পিপাসা সহকারে দাহ, তৎপরে শীত। সামান্য শ্রমে ঘর্ম্ম, শীতল বাতাসেও ঘর্ম্ম। নিদ্রার প্রথম অবস্থায় ঘর্ম্ম। রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ মস্তক, গ্রীবা এবং বক্ষঃস্থলে (মার্ক দ্রষ্টব্য) * প্রাতে অতিশয় ঘর্ম্ম (রস)।

চর্ম্ম।—অসুস্থ ও ক্ষত প্রবণ ত্বক; এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতেও পূয জন্মে এবং উহা সহজে আরোগ্য হয় না (গ্রাফ, হিপার, সিল) * কঠিন চক্র, উন্নত পীড়কা। জ্বালাকর কণ্ডুয়নশীল দদ্রু। আরক্ত, কঠিন ও স্ফীত প্রান্ত বিশিষ্ট গভীর নালীক্ষত, (ল্যাক দ্রষ্টব্য)।

উপচয়।—পরিশ্রমে; বিচরণে; দুগ্ধ পানে; মৈথুনান্তে; পূর্ণিমার নিকটে বা পূর্ণিমার সময়ে বৃদ্ধি।

উপশম।—শুষ্ক বায়ুতে; ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে উপশম প্রাপ্তি। (ব্রাই. পলস)।

উপযোগিতা।—হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর বালক, ও শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—*শীতল বায়ুতে অতিশয় স্পর্শানুভাবকতা; অত্যন্ত প্রতিশ্যায়প্রবণতা, (গ্রাফ, সিল, সলফ) * বালক ও যুবকদিগের স্থূলত্বপ্রবণতা, (কৃশত্ব প্রবণতা, আর্স, ব্যারাইটা, ফস) * স্ফীত উদর ও উত্তম ক্ষুধাসহ শীর্ণতা, (আইয়োড) * দপদপকর বেদনা, (হুলবেধবৎ বেদনা, * এপিস, মার্ক) আভ্যন্তরিক শীত, (আভ্যন্তরিক উত্তাপ আর্স, সিকিউ) আমবাত জনিত অর্ব্বুদ, (গ্রাফ, লেডম) প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে মধ্যরাত্রের পর; শীতল বাতাসে, বর্ষাকালে, এবং স্নান করিলে রোগের বৃদ্ধি প্রাপ্তি, (সিপি, স্পিজি)

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অম্লনাশক, ধারক, ও শুষ্ককারক। উদরাময় ও বিবিধ চর্ম্মরোগে ইহার প্রয়োগ হয়। মাত্রা, ২০-৬০ গ্রেণ।

ক্যালকেরিয়া কষ্টিকা।—ডাঃ ওয়াইলড্ বলেন যে এই ঔষধ প্রয়োগে স্ফোটক ও দাহিকা বিলীন হয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্যালকেরিয়া।

ক্যালকেরিয়া এসেটিকা।—ক্যালকেরিয়া প্রয়োগোপযোগী ধাতু বিশিষ্ট বালকদিগের উদরের তরুণ ও পুরাতন পীড়ায় এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ক্রোটার মুলার বলেন যে মস্তকে অতিশয় শীতলতা ও আমাশয়ে অতিশয় অম্লত্ব লক্ষণে স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি একজন রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা।—অনেক বৎসর হইল ডাঃ হেরিং অপস্মার রোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন। ডাঃ মান্‌কিবেল মধ্যান্ত্র-ক্ষয় রোগে এবং ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব লক্ষণাপন্ন পুরাতন যক্ষ্মা-রোগে এই ঔষধের প্রশংসা করেন। ডাঃ হিগবার্স ও ডাঃ হিউজ হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা জনিত শ্বাস কষ্টে ইহার অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরেটা।—মনুষ্যের অস্বাভাবিক অস্থিবিবর্দ্ধন রোগে ও অশ্বের স্পেবিন (সন্ধিস্থলে স্ফীততা) রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

ক্যালকেরিয়া আইওডেটা।—ডাঃ মেকফার বিবেচনা করেন যে গণ্ডমালাগ্রস্ত ক্ষীণকায় বালকদিগের পুরাতন বায়ু-নলী-ভুজ প্রদাহে গ্রীবাগ্রন্থির অতিশয় স্ফীততা, শুষ্ককাস, ও বায়ুনলীর গ্রন্থির বিবর্দ্ধনের সন্দেহ লক্ষণে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী।

ক্যালকেরিয়া মিউরিয়েটিকা।—ডাঃ হিউজ বলেন যে বালকদিগের রসস্রাবী শির-দক্রতে ইহার প্রথম ক্রম অতিশয় উপকারজনক। কেহ কেহ স্ফোটক বিলীন করিবার জন্য এই ঔষধের জলীয় দ্রব স্থানিক প্রয়োগ করেন; এতদ্বারা বেদনারও শান্তি জন্মে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা—পুনোৎপত্তিতে হিপার সলফার অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া তীব্রতর।

ক্যালকেরিয়া ফসফরেটা—ফসফেট অফ লাইম।

এই খনিজ পদার্থ জান্তব শরীরের একটী প্রয়োজনীয় উপাদান। এতদ্দ্বারা অস্থিকঙ্কালের দৃঢ়তা এবং শক্তি জন্মে ও শরীরের কোমল বিধান-উপাদানের পোষণ হয়। সমীকরণ বিশৃঙ্খলায় ইহার ক্রিয়া ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকার ন্যায়।

ক্রিয়া।—পরিপোষণ যন্ত্রমণ্ডলেই ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরেটার ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন অসম্যক পরিপোষণ, অসম্পূর্ণ কোষ-বিকাশ ও বিধান-তন্তুর, বিশেষতঃ অস্থি ও গ্রন্থিমণ্ডলের বিধান উপাদানের ক্ষয় ও বিনাশ জন্মে।

অধিকার।—অস্থিমণ্ডলের পীড়াতেই এই ঔষধি বিশেষ ব্যবহৃত হয়। বালাস্থি-বিকৃতি, মেরুদণ্ডের বক্রতা, কশেরুকা-বিদারণ (স্পাইনা বাই ফাইডা), বঙ্ক্ষণসন্ধির পীড়া, শ্রোণী-স্ফোটক (সোয়াস্ এবসেস্); গণ্ডমালা জনিত ক্ষত, তালু-পার্শ্ব গ্রন্থির প্রাচীন স্ফীততা ইত্যাদিতে এই ঔষধি অতিশয় উপকার জনক। ডাঃ বিংগার বলেন যে দ্রুতবর্দ্ধনশীল তরুণবয়স্কদিগের রক্তহীনতায় (এনিমিয়া), এবং ঘন ঘন সন্তান প্রসব, দীর্ঘকাল স্তন্যদান ও অতিরিক্ত রজঃস্রাব জনিত দুর্ব্বলতায় এই ঔষধি অত্যন্ত ফলপ্রদ। সগুটিক বা অগুটিক পুরাতন অতিসার, ও অন্যান্য প্রচুর পরিমাণ স্রাবশীল রোগে অর্থাৎ শ্বেতপ্রদর, প্রাচীন বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ ও বৃহদাকার ব্রণশোথ ইত্যাদিতে ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরেটা অতীব প্রয়োজনীয়। এতদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীন ও স্থানিক উপকার দর্শে। গণ্ডমালা ক্ষতে, ডাঃ বেইন্ ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। অস্থিক্ষতেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে। নগরবাসিনী কামিনীদিগের শরীরে এই খনিজ লবণের অভাব জন্মে, সুতরাং এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্তন্যদায়িনীর স্তন্যদুগ্ধে ইহা প্রবিষ্ট হইয়া মাতা ও তদীয় শিশু সন্তানের যুগপৎ উপকার করে। নগরবাস বা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে যে সকল ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে অথবা অন্যান্য কারণে যাহারা দুর্ব্বল, শ্রমাক্ষম ও অপ্রসন্নচিত্ত হইয়া পড়িয়াছে এই ঔষধি সেবনে তাহাদের অতিশয় উপকার হয়। ভগ্নাস্থির অসংযোজন; পুরাতন মস্তকোদক।

বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরঃপীড়া। বৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন। বাত। শ্বেতপ্রদর। অগ্নিমান্দ্য। যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—**বালাস্থি-বিকৃতি।**—এই রোগে অস্থির দৃঢ়তা সাধন পূর্ব্বক ক্যাল্‌কফস বিশেষ উপকার করে। যদি শিশু স্তন্য ত্যাগ না করিয়া থাকে তবে মাতারও ইহা সেবন করা উচিত। **পুরাতন মস্তিষ্কোদক।**—ডাঃ ভন গ্রোবেল বলেন যে এতদ্বারা এই রোগ আরোগ্য হয়, এবং গর্ভাবস্থায় মাতাকে সেবন করাইলে ভাবী সন্তানও রোগমুক্ত থাকে। **গলক্ষত।**—এই রোগে অন্যান্য ঔষধি বিফল হইলে এতদ্বারা উপকার দর্শে। **তালু-মূল-বিবর্দ্ধন।**—ডাঃ কুপার গণ্ডমালা গ্রস্তদিগের পুরাতন তালুমূলবিবর্দ্ধনে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। ডাঃ হরেন্সি বলেন যে সর্দ্দি লাগিলেই সন্ধিতে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে আম বাতিক বেদনা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ ভাড়ি যক্ষ্মারোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ মনে করেন। **স্ত্রী-রোগ।**—কাস বা স্বরভঙ্গ, এবং শরীর ও শক্তিক্ষয় সহ স্বল্পরজঃ, ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, দ্রুতনাড়ী, উদরাময় ও যক্ষ্মা-রোগের পূর্ব্বরূপের অন্যান্য লক্ষণযুক্ত অতিরজঃ, এবং দীর্ঘকাল স্তন্যদান ক্ষুধামান্দ্য, শীর্ণতা, শুষ্ক কাস, দ্রুতশ্বাস, যক্ষ্মাসম্ভাবনা প্রভৃতি গণ্ডমালা বা রক্তহীনতার লক্ষণ এতদ্বারা আরোগ্য হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—শিশুদিগের কলহপ্রিয়তা ও বিরক্ত-চিত্ততা। (ক্যামো, সিনা)। **মস্তক।**—মস্তকের উপর যেন বরফ রহিয়াছে এ প্রকার ভুর ভুর অনুভব (ভিরেট); মস্তকের উত্তাপ; কেশের মূলে বেদনা। বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্র সংযোজন বা উহার পুনরায় উদ্ঘাটন। **চক্ষু।**—চক্ষুতে আলোক, বিশেষতঃ প্রদীপ বা গ্যাসের আলো সহ্য হয় না। **কর্ণ।**—কর্ণে সঙ্গীতের ন্যায় বা অন্য কোন প্রকার শব্দ। **নাসিকা।**—সর্দ্দি, শীতল গৃহে নাক দিয়া জল পড়ে। (পলস)। অপরাহ্নে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। **মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলে বেদনা, বিশেষতঃ উপরের হনুর অস্থিতে। উপরের ওষ্ঠের স্ফীততা (বেল, ক্যাল্‌ক); বেদনা, কঠিনতা ও জ্বালা। **মুখমধ্য।**—

বিলম্বে দন্তোদগম। জিহ্বার অগ্রভাগে বেদনা ও জ্বালা, (ক্যালক, কার্ব্বো-এসি, কলোসি, কালি-কা) জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা। প্রাতঃকালে শিরঃপীড়া সহ মুখে তিক্তাস্বাদ। (ব্রাই, নক্স, পলস, সলফ)। **গলমধ্য।**—গলার বেদনা; গিলিবার সময় উহার বৃদ্ধি। **আমাশয়।**—অপরাহ্ণ চারিটার সময় অতিশয় ক্ষুধা। আহার করিতে চেষ্টা করিলে বেদনা। আহারান্তে বুক জ্বালা ও অন্যান্য পাকাশয়িক লক্ষণ। (কার্ব্বো-এ) উদ্গার উঠিলে পেটে জ্বালা। কাসিতে কাসিতে বমন। পাকাশয়ে জ্বালা, এবং মুখে জলোদ্গার (আর্স) পাকাশয় প্রসারিত অনুভূত হয়। **উদর।**—নাভীর চারিদিকে বেদনা, দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণে উহার উপশম। উদরে জ্বালা (এব, ৎ আর্স, কাষ্টি)। কর্ত্তন বা চিমটি কাটার ন্যায় তীব্র উদর বেদনা, তৎপরে অতিসার। **মল ও মলদ্বার।**—অতিশয় দুর্গন্ধময় অতিসার। (আর্স) সরস ফল আহারে অতিসারের উৎপত্তি। দুর্গন্ধি অপান নিঃসরণ। মলদ্বারে সূচী-বেধ, দপদপ বা জ্বালাকর বেদনা। মলদ্বারে কণ্ডূয়ন (সলফ)। **মূত্র-যন্ত্র।**—কিছু উঠাইবার সময় অথবা নাসিকা হইতে বেগে বায়ু-নিঃসরণ করিবার সময় বৃক্ক প্রদেশে প্রবল বেদনা। দুর্ব্বলতা অনুভব সহ অতিশয় মূত্র বৃদ্ধি। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—জরায়ু-প্রদেশে ক্ষীণতা ও যাতনা, মলমূত্র ত্যাগকালে উহা বৃদ্ধি পায়। অণ্ডের শ্বেতাংশের ন্যায় প্রদর। (এল-মি, বোরা, নেট্রি, সেজে)। স্পর্শ করিলে স্তনে বেদনা। (ব্রাই)। **শ্বাস-যন্ত্র।**—স্বর-ভঙ্গ। (এক, হিপ, কস, স্পঞ্জ)। গলা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাসিতে হয়। অনৈচ্ছিক দীর্ঘনিশ্বাস (ইগ্নে, সিকে)। হ্রস্ব, আয়াস-সাধ্য ও ঘন শ্বাস। দন্তোদ্গম কাস। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—গ্রীবায় বাতের বেদনা ও অনম্যতা (বস) তৎসহ মস্তকের জড়তা; সামান্য বায়ু প্রবাহে এই বেদনার উদ্রেক। গ্রীবায় খালধরার ন্যায় বেদনা। পৃষ্ঠে বেদনা ও জরায়ুতে বেদনা (এক, পলস)। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—বৃষ্টিতে ভিজাতে সর্ব্বশরীরে চলিষ্ণু বেদনা। শ্রান্তিসহ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। স্কন্ধে ও বাহুতে বাতের ন্যায় বেদনা। অঙ্গুলে, নখের চারিদিকে, বিশেষতঃ দক্ষিণ হস্তে ক্ষত-বৎ বেদনা। ঝিঁঝিঁ লাগে। জানুর উপরে বেদনা। বিচরণ কালে জঙ্ঘায়

থলী। **নিদ্রা।**—সারাদিন দুর্নিবার তন্দ্রালুতা। (নক্স-মস) প্রত্যুষে জাগরিত হইতে পারা যায় না। **জ্বর।**—ঘন ঘন কম্পন। কোন বিশেষ অঙ্গে রাত্রিকালে অতিশয় ঘর্ম। **উপচয়।**—প্রাতে; সন্ধ্যাকালে; সঞ্চালনে; কৃত্রিম আলোতে; শীতলতায়; আহারান্তে, সরস ফল সেবনে; ঋতু পরিবর্ত্তনে; অথবা বৃষ্টিতে ভিজিলে বৃদ্ধি। **উপশম।**—শয়ন করিবার পর উপশম প্রাপ্তি। **উপযোগিতা।**—প্রাপ্ত যৌবনা বা আসন্ন-যৌবনা বালিকা ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ও বালকদিগের দন্তোদ্গম কালে এই ঔষধ উপযোগী।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পরিবর্ত্তক ও অম্লঘ্ন। গণ্ডমালা ও গণ্ডমালাজনিত বিবিধ রোগে, প্রাচীন উপদংশ ক্ষতে ও বাতাস্থি-বিকৃতি রোগে ইহার ব্যবহার আছে। মাত্রা, ১০—২০ গ্রেণ।

ক্যালমিয়া লাটিফোলিয়া—মাউণ্টেন লরে।

ক্যালমিয়া ইরিকেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—হৃৎপিণ্ড ও পেশীমণ্ডলে ক্যালমিয়ার ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের বেগ ও দ্রুততার হ্রাস হয়, এবং পেশীতে আমবাতিক বেদনা জন্মে।

অধিকার।—আমবাত, এবং ক্ষয়েই প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধন, ও হৃৎপিণ্ডের বাত আদি হৃদ্রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—জ্বরবিহীন তরুণবাতে স্থান-বিকাশী বেদনায়; বিশেষতঃ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে বেদনার অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইলে এবং অল্পমাত্র সঞ্চালনে ও মধ্যরাত্রের প্রারম্ভে বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। শাখা হইতে সহসা বাতের বেদনা হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হইলে এবং হৃৎপিণ্ডের প্রকৃত প্রদাহ না জন্মিলে এই ঔষধে সেই বেদনা উপশমিত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ু-শূলে ক্যালমিয়া ফলপ্রদ। আমবাতিক অর্থাৎ সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের সর্দ্দিজনিত স্নায়ু-শূলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—অঙ্গবেদনাসহ শিরোঘূর্ণন। **চক্ষু।**—চক্ষুতে বেদনা। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও চক্ষুর পাতায় অনমাত্তা অনুভব। (রস)। **মুখ-মণ্ডল।**—মুখমণ্ডলে প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে স্নায়ু-শূল; বিদীর্ণকর, অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা। **আমাশয়।**—বিবমিষা, চক্ষুর সম্মুখে সমুদায় পদার্থ কৃষ্ণবর্ণ ধারণকরে, গলার অভ্যন্তরে চাপ, আবদ্ধ আধ্মান, শ্বাস-কষ্ট, অঙ্গে আমবাতের বেদনা। আমাশয় গহ্বরে চাপ, অবনত হইয়া বসিলে উহার বৃদ্ধি, ও সোজা হইয়া বসিলে উপশম, এবং আমাশয় গহ্বরের নীচ দিয়া কিছু যেন চাপিয়া বাহির হইবে এ প্রকার অনুভব। **শ্বাস-যন্ত্র।**—স্বর-যন্ত্রে কণ্ডূয়ন। শ্বাস-কষ্ট। বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে সূচী বেধ। বামবাহুতে বেদনাসহ (একন, রস)। হৃৎপিণ্ডের উপরে বক্ষঃস্থলের মধ্যদিয়া স্কন্ধাস্থিতে বেদনা। (কালী-কা)। **হৃৎ-পিণ্ড ও নাড়ী।**—হৃৎস্পন্দ, তৎসহ উৎকণ্ঠা ও শ্বাসকষ্ট। (একন, আর্স)। হৃদপ্রদেশে বাতের বেদনা। (রস, স্পিজি) মৃদু, ক্ষীণ, ও বিষম নাড়ী। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—বামবাহুতে বেদনা। (একন, রস)। বাম বাহুতে চাপ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমবাতের বেদনা; পা হইতে উরু-সন্ধি পর্য্যন্ত বেদনা। **দেহ।**—সমস্ত শরীরে আমবাতের বেদনা।

ক্যালি কার্ব্বনিকম—কার্ব্বনেট অভ পটাশ।

ক্রিয়া।—শ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, পরিপাক-যন্ত্রে, ও জরায়ু-যন্ত্রে কালী-কার্ব্বনিকমের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ প্রায় প্রদাহের ন্যায় অত্যন্ত উপদাহ জন্মে। কিন্তু প্রকৃত প্রদাহ উৎপন্ন হয় না। ইহার প্রভাবে ঝিল্লী সকল নীরস হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলস্বরূপ তীব্র-সূচীবেধবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। এই প্রকার বেদনাই এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—ফুসফুস-প্রদাহ, ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ; যক্ষ্মা; শ্বাস; বায়ু

পীড়া চক্ষু-প্রদাহ, পুরাতন বাত; কঠিন অপচ্যমান চর্ম্মপীড়কা। উপদংশ রোগ। নাসিকার বা বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়। কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট স্বরঘ্ন; ঝিল্লীকপ্রদাহ। অতিসার। শ্বেতপ্রদর। পুরাতন ক্ষত। অগ্নিমান্দ্য। এই সকল রোগে কালীবাইক্রমিকম ব্যবহৃত হয়।

স্নায়বীয় অথবা বিষ-দূষিত রক্ত জনিত রোগে কদাচিৎ এই ঔষধির ব্যবহার হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

পুরাতন আমবাত।—ক্যালীবাইক্রমিকমের বিষ-ক্রিয়ায় তান্তব বিধান উপদাহিত হইয়া সন্ধিস্থানে ছিন্নকর বেদনা জন্মে, এবং অস্থিবেষ্ট আক্রান্ত হইয়া উহার স্থানে স্থানে বেদনা ও কঠিন স্ফীততা উৎপন্ন হয় অতএব অস্থি-বেষ্টের বাতে ও উপদংশজ বাতে এই ঔষধ উপযোগী। অন্যান্য প্রকার বাতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। পুরাতন বাতেই এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ডাঃ ডিসডেল বলেন যে বাতজনিত শিরঃপীড়া, কটি বেদনা ও গৃধ্রসিও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণে বাতরোগে ইহা ব্যবস্থেয়,—প্রপীড়িত অঙ্গের শীতলতা ও স্থিতিপরিবর্ত্তনশীল বেদনা,—এই বেদনা দণ্ডায়মানে, উপবেশনে, শয়নে অথবা চাপ প্রদানে বৃদ্ধিপায় এবং ভ্রমণে উপশমিত হয়। বাম পার্শ্বের বাতেই ইহা বিশেষ ব্যবহার্য্য।

অভিষ্যন্দ।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে কালীবাইক্রমিকমের আর্সেনিক ও টার্টার এমেটিকের ন্যায় ক্রিয়া দর্শে এবং তজ্জন্য অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়; এই শ্লেষ্মা কখন কখন চটচটে ও রজ্জুবৎ থাকে, কখন কখন পূযে পরিণত হয়, সুতরাং যোজিকার আরক্ততা, অক্ষিপুটের আবদ্ধতা ও পীতবর্ণ নেত্রমল নিঃসরণ সহ প্রতিশ্যায় বা গণ্ডমালাজনিত চক্ষুপ্রদাহে, এই ঔষধে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। তন্তুময় বিধানে কালীবাইক্রমের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া অক্ষিগোলকের আমবাতিক বা উপদংশজ প্রদাহও ইহাতে আরোগ্য হয়। ফলতঃ প্রতিশ্যায় ও আমবাতিক অভিষ্যন্দেই এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ এলেন ও নর্টন কনীনিকার ক্ষত-রোগ (প্যানস) ও অস্বচ্ছতাতেও ইহা উপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নাসাপ্রদাহ ও নাসাক্ষত।—নাসারন্ধ্রদ্বয় বিভাজক অস্থিতে কালী বাইক্রমের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ডাঃ ড্রিসডেল বলেন যে ইহার বিষ-ক্রিয়ায় প্রথম কয়েক দিন পর্য্যন্ত নাসিকা হইতে পরিষ্কার জলস্রাব ও হাঁচি হয়; অনন্তর নাসিকায় বেদনা ও আরক্ততা জন্মে এবং দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তৎপরে অত্যন্ত বেদনা ও নাসাস্থিতে ক্ষত উৎপন্ন হয়। পরিশেষে নাসার ঝিল্লীর স্পর্শশক্তি; সরসতা, ও সচরাচর ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয়। এজন্য, পূযমিশ্রিত, রক্তময় এবং মাংসধৌত জলের ন্যায় আস্রাব; এবং এই আস্রাবের সময়ে সময়ে কঠিন স্থিতিস্থাপক খণ্ডাকারে নিঃসরণ লক্ষণে নাসাক্ষতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

নাসার্ব্বুদ।—নাসিকার বহুপাদে এই ঔষধি সেবন ও আঘ্রাণ করিলে উপকার দর্শে।

কাস।—কাসান্তে অতিশয় শিরোঘূর্ণন ও কষ্টে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে ও পানাহারে বৃদ্ধি পায় এরূপ কাস; হুপশব্দ শূন্য হুপশব্দক কাসের ন্যায় কাস ইহার আয়ত্ত। হুপ শব্দক কাসেও যদি আঠাবৎ শ্লেষ্মা গলায় সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য বারংবার বমন হয় তবে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রতিশ্যায়।—শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে কালীবাইক্রমিকমের আশ্চর্য্য প্রভাব নিবন্ধন মস্তকের তরুণ প্রতিশ্যায; স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী ও বায়ুনলীভুজের প্রতিশ্যায় এতদ্বারা সত্বর আরোগ্য হয়। স্বরভঙ্গ, রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, কাস, প্রাচীন গলাবেদনা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পুরাতন প্রতিশ্যায় রোগে ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন পীড়ায়ই ইহা বিশেষ ব্যবহেয়। এতৎ সহকারে যুগপৎ পরিপাক যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পীড়া বিদ্যমান অর্থাৎ পীত মলাবৃত জিহ্বাদি লক্ষণ থাকিলে ক্যালিবাইক্রম দ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে।

বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ।—স্বরযন্ত্র ও বক্ষঃস্থলে উপদাহ, ক্ষুদ্র শ্বাসোপনলীর পীড়া ও তজ্জন্য দারুণ কাস; অস্বচ্ছ, শুভ্র এবং নির্যাস ও তারবৎ নিষ্ঠীবন; পীত মলাবৃত জিহ্বা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণে ক্যালিবাইক্রম

ব্যবহৃত হয়। প্রতিশ্যায় রোগ বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে পরিণত হইলে ও বায়ু-নলী-ভুজের প্রাচীন প্রদাহে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকিলে এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। অগ্রবৃদ্ধ অবস্থায় বায়ুনলীভুজ প্রদাহ অনেক দিন থাকিলে ডাঃ মেহফার এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও আঘ্রাণ দ্বারা বাহ্য-প্রয়োগের বিধি দেন। ডাঃ কিচেন শ্বাসপথের পুরাতন রোগে পীতবর্ণ নিষ্ঠীবন ইহার প্রয়োগ লক্ষণ মনে করেন।

অন্ত্র-প্রদাহ।—ডিওডিনম অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এজন্য অন্ত্রপ্রদাহের অন্যান্য লক্ষণের সহিত গাঢ় মলাবৃত শ্বেত ও পিঙ্গল জিহ্বা, তিক্তাস্বাদ, পাণ্ডুবর্ণ মল বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়। এই বিষাক্ত পদার্থ গিলিলে অন্ন-পথে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া ক্ষত হইবার উপক্রম জন্মে এবং এতদ্বারা মুখ-মধ্য, গল-মধ্য, হৃৎপিণ্ডের সমীপবর্ত্তী আমাশয়াংশ, দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্র, শূন্যান্ত্র (জিজুনম) ও সরলান্ত্র (রেক্টম) বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয়। অতএব অন্ন-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত, ও পুরাতন প্রতিশ্যায়ে কালী বাইক্রমিকম অতিশয় উৎকৃষ্ট ঔষধ। গলকোষের অর্থাৎ অন্নবাহীনলের ঊর্দ্ধাংশের পুরাতন ক্ষত এই ঔষধে সত্বর আরোগ্য হয়। আমাশয়ের গোলাকার ক্ষত এবং অগ্নিদগ্ধের ফল স্বরূপ ডিওডিনমের ক্ষতেও কালী বাইক্রমিকম ফলপ্রদ।

উপদংশ।—ডাঃ ড্রিসডেল বলেন যে এই ঔষধের বিষ ক্রিয়া ও উপদংশ বিষের ক্রিয়ার সহিত অনেক বিষয়ে সদৃশ্য আছে। পারদের সহিত ও ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অপর, কালীবাইক্রমিকম দ্বারা যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহা শুষ্ক হইলে কঠিন উপদংশ ক্ষতের ন্যায় দেখায়, এবং ইহার বিষ ক্রিয়ায় উপদংশের অনুরূপ চর্ম্মপীড়কা গলা-বেদনা, অস্থি-বেষ্ট বেদনা, আমবাত, ও পচামান চর্ম্মরোগাদি সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত উপদংশজনিত গলা-বেদনায়, গলার প্রাচীন প্রদাহে ও অগভীর সামান্য ক্ষতে (গভীর উৎকট ক্ষতে মারবিউরি বা আইওডিন আবশ্যকীয়), অক্ষি গোলকপ্রদাহে, আমবাতে, এবং চর্ম্মরোগে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ।

শারীরব্রণ।—অস্থার গভীর ক্ষতের নিম্নদেশ কঠিন থাকিলে ও

প্রান্তভাগ খুলিয়া পড়িলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। জয় আউন্স জলে এক গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ইহার বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরভঙ্গ; স্বরযন্ত্রে দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও কৃত্রিম ঝিল্লীর উৎপত্তি সহ স্বরঘ্ন (ক্রুপ) রোগে কৃত্রিম ঝিল্লীর স্থূলত্ব ও দৃঢ়ত্ব ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। ঝিল্লীকপ্রদ হ রোগেও আমেরিকায় ইহার অতিশয় প্রতিষ্ঠা আছে। ডাঃ হিউজ বলেন যে নাসারন্ধ্রে কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হইলে তিনি এই ঔষধের বিলক্ষণ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শিরীষবৎ, ঈষৎ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা, বমনেচ্ছা; ও অতিশয় ঘর্ম্মবিশিষ্ট যক্ষ্মা। পরিপাক যন্ত্র।—ক্ষত বিশিষ্ট গলাবেদনা ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ, নির্যাসবৎ, ক্ষার সদৃশ ক্লেদ সঞ্চয়, পাকাশয়ের পুরাতন আমস্রাব রোগ (ক্যাটার) প্রযুক্ত মন্দাগ্নি, তৎসঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় ঈষৎ পীতবর্ণ লেপ (শুভ্রবর্ণ লেপে, এণ্টি-ক্রুড), আহারের অব্যবহিত পরে পাকাশয়ে ভারবোধসহ বিয়ার নামক আসব-পায়ী অথবা মাংসভোজীদিগের অগ্নিমান্দ্য, ও পর্য্যায়ক্রমে আমবাত ও পাকাশয়ের উপদ্রব; পাকাশয়ে শীতলতা অনুভব সহ বিবমিষা ও বমন; মুখশোষ ও অম্ল অম্ল বেদনাযুক্ত পাকাশয়ের ক্ষত; অন্ত্রের ক্ষত; অন্ত্রের ক্ষত জনিত পুরাতন অতিসারে ইহা প্রায় মারকিউরিয়স করোসিভসের সমকক্ষ; দক্ষিণ কুক্ষিতে অতীব্র বেদনা ও ঈষৎ শ্বেতবর্ণ পুরীষ বিশিষ্ট যকৃৎরোগ; বিসূচিকার পরবর্ত্তী মূত্ররোধ, মূত্র-পিণ্ডে ইহার ক্রিয়াদর্শে বলিয়া ওলাউঠার মূত্র-নাশে এতদ্দ্বারা উপকার জন্মে, মূত্রনাশ সহকারে নাড়ীর পুষ্টতা থাকিলে ইহা ব্যবহেয়, ক্ষীণতা থাকিলে নহে। ত্বক।—সপূয পীড়কা, জঙ্ঘার ক্ষত; কৃষ্ণবর্ণ কেন্দ্র ও আলম্বিত প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষত, বিশেষতঃ উপদংশ জনিত; মুখমণ্ডলে, নাসিকায়, কপালে ও মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতল, পূয বিশিষ্ট পীড়কা।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—আকস্মিক, ক্ষণস্থায়ী ভ্রমি, (আসন হইতে উঠিবার সময়, অবনত হইলে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে ভ্রমি, পড়ো, ও পতন।—শয়ন করিলে,

অথবা শয্যার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ভ্রমি, *কোনা।—শকটারোহণে ভ্রমি, ককিউ, হিপার।—মস্তক উত্তোলন করিবার সময় ভ্রমি, চায়না।—উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় ভ্রমি, ক্যাল্ক-কা।—উচ্চ স্থান হইতে নামিবার সময় ভ্রমি, ফিস।—(পলস দেখুন) কপালের কোণে দপদপকর বেদনা, ও তৎসহকারে তিমির দৃষ্টি, (বেল দেখুন) বাম চক্ষুর উপরে সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া, (বমনেচ্ছা ও বমন সহকারে দক্ষিণ চক্ষুর উপর তীব্র বেদনা, স্যাঙ্গ) * কপালে দপদপকর অতীব্র বেদনা; আহারান্তে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। সর্দ্দি বন্ধ হইয়া শিরঃপীড়া, (চায়না, নক্স-ভ) ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরু বস্তুর চাপের ন্যায় চাপ অনুভব, (এলো, ক্যান, ক্যাক্ট।—কপালে ঐ প্রকার চাপানুভব, একন, বেল, নক্স, সলফ।—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ঐরূপ চাপানুভব, বেল, বিস, ফস)।

চক্ষু।—নিদ্রা হইতে জাগিলে চক্ষুর পাতায় অতিশয় গুরুত্ব অনুভব (জেল দেখুন) চক্ষুর পাতা স্ফীত, প্রদাহিত ও জ্বালা বিশিষ্ট, এবং উহার নিকটবর্ত্তী স্থলে উদ্বেগ। অক্ষিপুটের জলপূর্ণ স্ফীততা। (* প্রাতঃকালে চক্ষুর উপর পাতায় ক্ষুদ্র থলীর ন্যায় স্ফীততা, কালী কা)। পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট চক্ষু-প্রদাহ। (পলস, সলফ)। জ্বালা ও অশ্রুস্রাবসহ আলোকাতঙ্ক। (আর্স, মার্ক)।

কর্ণ।—বাম কর্ণে তীব্র সূচীবেধ, (দক্ষিণ কর্ণে সূচীবেধ, নাইট-এসি) আরক্ত জ্বরের পর কর্ণ হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ, দুর্গন্ধি পূয নিঃসরণ, (বেল।—হামের পর কর্ণস্রাব, পলস।—হিপার দ্রষ্টব্য)।

নাসিকা।—অতিশয় নাসাশোষ, (গ্রাফ, নাইট এসি।—নাসারন্ধ্রে ক্ষত ও চিপিটিকা, ক্যাল্ক-কা, নাইট এসি, সিপি) নাসিকা হইতে সবুজবর্ণ দুর্গন্ধিস্রাব নিঃসরণ, (গ্রাফ, * মার্ক, * পলস, রস।—পীতবর্ণ দুর্গন্ধিস্রাব, অরম, পলস) * কঠিন, স্থিতিস্থাপক শ্লেষ্মা খণ্ড নিঃসরণ, (এলম, সিপি, থুজা) নাসিকার ক্ষত, (অরম) নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, (ক্যাল্ক কা, মার্ক, নাইট এসি)। * নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পূযস্রাবী প্রদাহ। * নাসা-মূলে চাপ বা চাপক বেদনা। (মার্ক, আইয়োড)।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—জিহ্বায় গাঢ়, ঈষৎ পীত মিশ্রিত কপিশ-বর্ণ লেপ, (জিহ্বার পশ্চাৎভাগে গাঢ়, মলিন পীতবর্ণ লেপ, * মার্ক, আইয়োড) * মুখ-শোষ। শুষ্ক, মসৃণ, রক্তবর্ণ ও বিদারিত জিহ্বা, (* বেল, * রস।—শুষ্ক, খরস্পর্শ, কৃষ্ণবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা, মার্ক) কোমল তালু আরক্ত; উপজিহ্বা শিথিলিত, এবং গল মধ্যে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব, (হিপার দ্রষ্টব্য) গলমধ্যে, তালুমূলে, কোমল তালুতে এবং গলকোষ ও স্বরযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে দৃঢ়, মুক্তার ন্যায় ও তন্তুময় কৃত্রিম ঝিল্লী, (সহজে বিচ্ছিন্ন হয় ও ধীরে ধীরে পুনরায় উৎপন্ন হয় এরূপ ক্ষুদ্রায়তন কৃত্রিম ঝিল্লী. * মার্ক আইয়োড।—মলিন বর্ণ কৃত্রিমঝিল্লী, * কাইটো।—মলিন ধূসর বর্ণ, এপিস) উপজিহ্বা ও তালুমূলের ক্ষত, (এপিস, বেল, * মার্ক, মিউর-এসি) অন্ননালীর উর্দ্ধভাগে জ্বালা ও সেই জ্বালার পাকাশয় পর্যন্ত বিস্তৃতি, (ব্রোম দ্রষ্টব্য) * মুখ ও গলা হইতে দুশ্ছেদ্য ও বজ্জুবৎ স্রাব নিঃসরণ (শীতল শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ক্ষস)।

আমাশয়।— * সম্পূর্ণ ক্ষুধাভাব। (সিঙ্ক, সলফ)। অম্ল দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা, (হিপার দ্রষ্টব্য) অজীর্ণ দ্রব্য, তিক্ত পিত্ত, ঈষৎ লালবর্ণ জল; ও রক্ত বমন, (* ইপি দ্রষ্টব্য) * পাতলা আরক্ত উজ্জ্বল পদার্থ বমন। * আহারান্তে পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য গুরু বস্তুর চাপের ন্যায় অনুভূত হয়, (* আর্স, ব্রাই, মার্ক, * নক্স ভিমি ; পূর্ণতা সহকারে পাকাশয়ের স্ফীততা; দৃঢ় বস্ত্র ধারণ করা যায় না, (লাইকো, নক্স-ভ)।

উদর।—যকৃৎ প্রদেশে অতীব্র গুরু চাপ অথবা সূচীবেধ অনুভব, (ব্রাই।—অবনত হইবার সময় হুলবেধবৎ বেদনা, ক্যাক্স-কা।—মুষ্টিবৎ বেদনা, কার্ব্বো ভে।—হস্ত ধৃতবৎ বেদনা, লাইকো।—ভিজি দ্রষ্টব্য) আহারের অব্যবহিত পরে নিম্নোদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা। * পুরাতন অন্ত্রক্ষত, (মার্ক)।

মল ও মলদ্বার।—কোষ্ঠবদ্ধ; শুষ্ক গ্রন্থিল মল ও গুহ্যদ্বারে জ্বালা; (ন্যাট-মি, ভিরেট) শ্লেটের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট রক্তময় মল। ফেনিল, কপিশ জলময় মল। (আর্স, ক্রমক)। প্রাতঃকালীন উদরাময়; অতিশয় মল-

প্রবৃত্তি সহকারে প্রাতে জাগরণ, (নক্স, * সলফ) জলবৎ মল, প্রবল বেগে নির্গমন ও তৎপরে কুন্থন। রক্তময় লেহবৎ মল, (শুভ্র লেহবৎ মল, * হেল) মলদ্বারে গোঁজ থাকার ন্যায় অনুভব ; (গুরু বস্তুর ন্যায় অনুভব, সিপি)।

মূত্রযন্ত্র।—স্বল্প ও আরক্ত মূত্র।

জনন-যন্ত্র। শিরোঘূর্ণন, বমনেচ্ছা ও শিরঃপীড়া সহকারে নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে রজঃস্রাব, (মস্তক দপদপ সহ, ল্যাক।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সহ, ব্রাই। রক্ত নিষ্ঠিবন সহ, ফস।—নিম্ন উদরে আক্ষেপ সহ, * সলফ) * জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা সহকারে পীতবর্ণ, সূত্রবৎ স্রাববিশিষ্ট প্রদর এবং তৎসহ কটিদেশে দুর্ব্বলতা ও বেদনা। (হাইড)।

শ্বাস-যন্ত্র। *সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ, (ক্যাল্ক-কা, কার্ব্বো, ল্যাকে।—প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ, কষ্ট, ফস।—কস দ্রষ্টব্য) * প্রকৃত ঝিল্লীবিশিষ্ট ক্রুপ, (ব্রোম, আইয়োড) স্বর যন্ত্রে ঘুর ঘুর, প্রত্যেক বার নিশ্বাস গ্রহণে কাস উৎপন্ন হয়। আঠাবৎ নিষ্ঠীবন ও বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ সহকারে প্রাতঃকালে কাস, (ব্রাই দ্রষ্টব্য) * প্রবল ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস ও দুশ্ছেদ্য সূত্রবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, (ফস, ষ্ট্যাফ) বক্ষাস্থিতে বেদনা সহকারে কাস। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কণ্টক ভেদবৎ বেদনা, (ভিজি দ্রষ্টব্য)। কর্কশ স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট শব্দ। (কার্ব্বো)। অতিশয় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠিবন : উহা টানিলে দড়ির ন্যায় পা পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—বাম অংশফলকাস্থির নিম্নকোণে সূচীবেধ, (দক্ষিণ অংশ ফলকাস্থির নীচের দিকের অভ্যন্তরীণ কোণের নিম্নে অবিরত বেদনা, * চেল যে) সন্ধিস্থলে বিশেষতঃ মণিবন্ধে বাতজনিত বেদনা (সন্ধি বিচ্যুতবৎ বেদনা, ব্রাই, রুটা) বংশামাস্থি সঞ্চরণে সন্ধিস্থলের কড় কড় শব্দ। জঙ্ঘায় গুরুত্ব অনুভব, (অবশতা, নক্স-ভ, সিলি)। অঙ্গে বাতজনিত বেদনা। প্রাতঃকালে কটিতে বেদনা।

দেহ।—অতিশয় অবসাদ। (আর্স, সিক্ক, ফস, সিকে)। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বেদনা শীঘ্র শীঘ্র নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। (বেল, লেড,

পলস)। অস্থি স্ফুটিবং অনুভূত হয়; অস্থি-ক্ষত। (এসাফ, হিপার, মেজ, কস এসি)।' কৃত্রিম-ঝিল্লী উৎপাদন।

জ্বর।—অতিশয় জৃম্ভণ ও অঙ্গ-মর্দ্দ (আঁড়ামোড়া ভাঙ্গা)। শিরো-ঘূর্ণন ও বমনেচ্ছা সহকারে শীত, অনন্তর শীতলতা ও কপালপ্রান্তে বেদনা সহ দাহ, পিপাসাহীনতা। পা হইতে উপরের দিকে শীতের আক্রমণ; উষ্ণ স্থানে থাকিবার ইচ্ছা (* আর্স, হিপার, রস।—আবৃত হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, সিকেল কর) পর্য্যায়ক্রমে দাহ ও সর্ব্বাঙ্গীন ঘর্ম। রাত্রির প্রথমাংশে জ্বর।

চর্ম্ম।—উত্তপ্ত, রুক্ষ, আবক্ত চর্ম্ম, (বেল দ্রষ্টব্য) শরীরে হামের ন্যায় নিবেট পীড়কা, (পলস দ্রষ্টব্য) * বসন্তের ন্যায় পীড়কা। পূয়োৎপত্তিশীল দদ্রু (ক্যালক কা, মার্ক।—গ্রাফ দ্রষ্টব্য)। গভীর ক্ষত, যেন সমগাত্র ছেনী দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। ক্ষত, (বিশেষতঃ শীতকালে যন্ত্রণা-প্রদ)।

উপচয়।—প্রাতে; শীতলতায়; আহারান্তে বৃদ্ধি।

উপশম।—উত্তাপে; ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে হ্রাসপ্রাপ্তি।

উপযোগিতা।—লঘু-কেশ স্থূলকায় ব্যক্তি; এবং স্থূল ও খর্ব্বকায় বালকদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী :

বিশেষ লক্ষণ।—গণ্ডমালা ও উপদংশ জনিত রোগ (মার্ক) * নাসিকা, শ্বাসযন্ত্র, মুখ, গলা, পাকাশয় ও প্রসবদ্বার প্রভৃতি হইতে ছুশ্ছেদ্য সূত্রবৎ শ্লেষ্মাস্রাব। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক সময়ে শিরঃপীড়া, (নক্স-ভ, সলফ) স্থান বিকল্পশীল বেদনা, (* বেল, পলস) রোগ লক্ষণের সহসা প্রকাশ ও লুপ্ততা, (* বেল)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অতি অল্পমাত্রায় পরিবর্ত্তক ও উপদংশঘ্ন। গৌণ উপদংশ রোগে ও উপদংশ জনিত তারকামণ্ডল-প্রদাহে ব্যবহারের বিধি আছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়া আর্সেনিক ও টার্টার এমিটিকের ন্যায়। চর্ম্মে, ক্রোটন ও টার্টার এমেটিকের সমতুল্য।

ক্যালী ব্রোমাইডম—ব্রোমাইড অভ পোটাসিয়ম।

ক্রিয়া।—ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম স্নায়ু-মূলের অবসাদ জন্মায়। ত্রিশ চল্লিশ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম সেবন করিলে ১০।১৫ দিবসের মধ্যে মন্দ মন্দ শিরঃপীড়া, অনাবিষ্টতা, উদাসীনতা, ভাবশূন্যদৃষ্টি, দিপ্তিশূন্য চক্ষু, বুদ্ধি ও মেধার ক্ষীণতা, মানসিক শক্তির অবসন্নতা, এবং অবিরত তন্দ্রা উপস্থিত হয়। কিন্তু ভ্রম বা প্রলাপ জন্মে না। অনন্তর কনীনিকা প্রসারিত ও উজ্জ্বল আলোক-সংস্পর্শে ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হয়। অক্ষি গোলকের স্পর্শ-শক্তি এ প্রকার হ্রাস প্রাপ্ত-হয় যে চক্ষুর মধ্যে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিলেও পলক পড়ে না। শ্রবণ শক্তির এতদূর লাঘব জন্মে যে অতিশয় উচ্চ স্বরে চিৎকার না করিলে রোগী সুপ্তাবস্থা হইতে জাগরিত হয় না। রসনার স্বাদগ্রহণ শক্তিরও হ্রাস হয়। জিহ্বা প্রথমতঃ আর্দ্র ও আরক্ত থাকে, পরে শুষ্ক ও পাটল হয়। গল-নলী ও উপজিহ্বাদির স্পর্শানুভব শক্তির এরূপ ক্ষীণতা জন্মে যে গলায় অঙ্গুলী দিলেও বিবমিষা জন্মে না। ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। অতিশয় পিপাসা ও শীতল পানীয় দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। ত্বকের স্পর্শ-শক্তিরও লাঘব জন্মে। প্রথম হইতেই জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হ্রাস পায় এবং অবশেষে লিঙ্গোদ্রেক ও মৈথুন প্রবৃত্তির সম্যক বিরতি জন্মে। স্পর্শ-শক্তির হ্রাসতার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চলন শক্তিরও লাঘব হয়। প্রথমতঃ আলস্য, ক্রমে ক্রমে মদিরা-মত্তের ন্যায় অস্থোলিত গতি ও অঙ্গ কম্প উপস্থিত হয়। হৃৎস্পন্দন ও ধমনীর গতির মৃদুতা ও ক্ষীণতা জন্মে। অবশেষে ক্রমে ক্রমে এই সকল লক্ষণের আরও প্রগাঢ়তা জন্মিয়া স্বর-নাশ, পক্ষাঘাত, ধ্বজভঙ্গ, বধিরতা, অন্ধতা, জড়তা, উন্মত্ততা প্রভৃতি উৎপন্ন ও ক্রমে ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ এবং অবশেষে উহা স্থগিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়।

অধিকার।—স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ; অপস্মার, মূর্চ্ছা, হুপিং কাস প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অপস্মার।—অপস্মার রোগে ব্রোমাইড বহুল রূপে ব্যবহৃত হয়।

তরুণ অপস্মারে এতদ্বারা আশ্চর্য্য ফল দর্শে; নিশ্চয়ই রোগের ঘন ঘন আক্রমণ ও উগ্রতার হ্রাস জন্মে। ১০ গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিনবার প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া আবশ্যক হইলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত। ইহা হইতে কখন কখন কষ্টকর উপদ্রব উৎপন্ন হয়। ডাঃ লডর ব্রণ্টন বলেন যে তাঁহার চিকিৎসায় বেলেডোনা, আর্সেনিক, ওপিয়ম প্রভৃতি অপস্মার রোগের সচরাচর প্রচলিত ঔষধি অপেক্ষা ব্রোমাইড অভ পোটাসিয়মের অধিকতর উপকারিতা লক্ষিত হয় নাই। ঋতুকালে বা ঋতুর সহিত সম্বন্ধ প্রকাশিত উৎকট আকারের অপস্মারেও ইহা উপযোগী। অন্যান্য রোগে ইহার উপকারিতা সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। স্নায়ুর প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার অবসাদন জন্মাইয়া ক্যালী-ব্রোমাইড এই রোগে ফল দর্শায়। ডাঃ হিউজ এই স্থলে জীবন বা জ্ঞান নাশের আশঙ্কা উপস্থিত না হইলে অপস্মারে বা অন্যান্য আক্ষেপ রোগে ইহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। বাস্তবিক এই ঔষধ দ্বারা রোগ চাপা থাকে, সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় বলিয়া বোধ হয় না। অধিকন্তু অতিমাত্রা জনিত নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়।

হুপশব্দক কাস।—ডাঃ হার্লি ও ডাঃ গিবন্স বলেন যে এমোনিয়াই ব্রোমাইডিয়ম ব্যবহার করিয়া তাঁহারা এই রোগগ্রস্ত অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। হুপশব্দক কাসে ইহা প্রায় অমোঘ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মুখব্রণিকা (একনি)।—অন্যান্য রোগে ব্রোমাইড অভ পোটাস প্রয়োগ কালে বহুকালের পুরাতন মুখব্রণিকা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। অপর, ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার এই ঔষধ সেবন করাতে মুখব্রণ উৎপন্ন হইতেও দেখা গিয়াছে। সুতরাং কঠিনব্রণ মুখব্রণিকা রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ ড্রিসডেল বলেন যে তিনি ২।৩ গ্রেণ মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দুই তিন জন রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

নিদ্রা।—এলোপ্যাথেরা এই ঔষধ নিদ্রা করণার্থ বিস্তর ব্যবহার করেন। হোমিওপ্যাথেরা অতিশয় গভীর নিদ্রা ও শয্যামূত্রে ইহা ব্যবহার করিতে বলেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—গভীর নিরুৎসাহ; প্রগাঢ় বিষাদ; স্মৃতিক্ষীণতা; চিত্তবিভ্রম; রাত্রিকালে ভয়ঙ্কর কল্পনা; ভয়ানক স্বপ্ন; বালকদিগের রাত্রিকালীন ভয়; বালকদিগের স্বপ্ন-সঞ্চরণ; উন্মাদ; সূতিকোন্মাদ। মস্তিষ্কব্যাপ্ত ও আক্ষেপ-বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ; বেপথু (প্যারালিসিস এজিটান্স); ভেসো-মোটার স্নায়ুর পীড়া জ্ঞাপক অসাড়তা, দুর্ব্বলতা, অবশতা ও অন্যান্য লক্ষণ; তাণ্ডব রোগ; ধনুষ্টঙ্কার, শিশুদিগের আক্ষেপরোগ; পানাত্যয়। প্রবল শিরঃপীড়া, মস্তকের গুরুত্ব, অবনতি ও ভ্রমি। মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহের পূর্ব্বরূপ।

চক্ষুকর্ণাদি।—আলোকাতঙ্ক (গৌণরূপে), বালকদিগের রাত্রিকালীন ভয়ের পরবর্ত্তী তীর্য্যকদৃষ্টি; অক্ষি-গোলকের অস্থিরতা। কর্ণে বাদ্যধ্বনি; বুদ্ধির জড়তা, ও মস্তকের উপরিভাগে বা কপালে ভারবোধ-সহ বধিরতা। পাণ্ডুর ও শীতল অথবা আরক্ত ও শুষ্কজিহ্বা, শিশুদিগের দন্তোদ্গম সময়ে উত্তপ্ত ও শুষ্ক মুখগহ্বর। আক্ষেপ উৎপাদক মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলের কর্কটিকা।

শ্বাসযন্ত্র।—কণ্ঠনালীস্থ স্নায়ুর চৈতন্যাতিশয্য; উপসর্গ শূন্য হুপিংকফ কাস; উপসর্গ হীন কৃত্রিম স্বরযন্ত্র; ঝিল্লীক প্রদাহ। গর্ভাবস্থায় স্নায়বীয় কাস; স্নায়বীয় শ্বাসকাস, বালকদিগের আক্ষেপিক শ্বাসকাস, আক্ষেপিক স্বরঘ্ন।

পরিপাক যন্ত্র।—বালকদিগের দন্তশূল (স্থানিক প্রয়োগ); দন্তোদ্ভেদে কষ্ট, দন্ত নির্গমকালে শিশুদিগের লালাস্রাব লোপ; অতিশয় পিপাসাসহ গর্ভবতী, হুপিংকফ কাসগ্রস্ত ও সুরাপায়ীদিগের বমন; শিশুদিগের বিসূচিকা, শরৎকালের অতিসার, অল্প বয়স্ক বালকদিগের উদরশূল; সাংঘাতিক বিসূচিকা (প্রথম অবস্থায়); কোষ্ঠবদ্ধ।

জনন ও মূত্র-যন্ত্র।—আক্ষেপসহ মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ; মধুমেহ। মূত্রাশয় গ্রীবার স্নায়ুশূল বা আক্ষেপ। অশ্লীল স্বপ্ন ও লিঙ্গোদ্রেক সহকারে রাত্রিকালে শুক্রস্খলন; পুরুষের কামোন্মাদ; স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ; প্রমেহ রোগের লিঙ্গোচ্ছ্রাস (কর্ডি); স্নায়বীয় রজোরোগ। ধ্বজভঙ্গ সহকারে সঙ্গমেচ্ছার বিরাম; বন্ধ্যাত্ব। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা জনিত পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার ক্ষয়রোগ (টেবিজ ডর্সেলিস)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—উত্তেজক, পরিবর্ত্তক, স্রাবণক্রিয়া বর্দ্ধক, শোষক এবং জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতা নিবারক। জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতা নিবারণার্থ ইহার তুল্য ঔষধ নাই। বিষ মাত্রায়, শিরঃপীড়া, তন্দ্রা, প্রলাপ ও অচৈতন্য জন্মে এবং অধোশাখার স্পর্শলোপ হয়। গণ্ডমালা, অপস্মার, প্লীহা, লিম্ফোচ্ছাস, কামোন্মাদ ও অতিরজঃ ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ২-২০ গ্রেণ।

ক্যালী হাইড্রিয়োডিকম—আইয়োডাইড অভ পোটাস।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক বিধানতন্তু ও গ্রন্থিমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়ার সহিত পারদের ক্রিয়ার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে এবং এতদ্দারা পারদের ন্যায় শরীরের রসরক্তাদি তরল উপাদান বিকৃত ও বিধানতন্তু বিনষ্ট হয়।

অধিকার।—দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত উপদংশ; পুরাতন বাত ও বাতরক্ত, তরুণ বাতরোগের পরবর্ত্তী সন্ধির দুর্ব্বলতা ও অনম্যতা; গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের প্রতিশ্যায জনিত পীড়া, সীস ধাতু দ্বারা বিষাক্ততা। পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ। গ্রন্থি ও অস্থির পীড়া।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

উপদংশ।—গৌণ উপদংশের বিষ নাশার্থ ইহার ন্যায় ঔষধ আর নাই। উপদংশের তৃতীয় অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী (অস্থ্যর্ব্বুদ, দন্তমূল স্ফীতি, অরুনিমা, সগুটিক চর্ম্মপীড়কা, তালুমূলক্ষত, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি এতদ্দারা আরোগ্য হয়। অস্থির অর্ব্বুদের বেদনা এই ঔষধে অবিলম্বে উপশমিত হয় এবং অধিক প্রাচীন না হইলে অর্ব্বুদও বিলীন হইয়া যায়। ডাঃ রিংগার বলেন যে অধিক মাত্রায় এই ঔষধি প্রয়োগ করিলে উপদংশ ক্ষতের পচন নিবারিত হয় ও আরোগ্য ক্রিয়ার উৎকর্ষ জন্মে।

আমবাত (রিউমেটিজম)।—অবস্থান পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত তীব্র বেদনা, হস্ত-বিপর্য্যয়, সন্ধিস্থলের স্ফীততা, অনম্যতা ও প্রায় নিশ্চলতা;

উত্থান করিতে অল্প মাত্র চেষ্টা করিলে কটিদেশের কশেরুকায় যন্ত্রণা, গ্রন্থিল বিধানের প্রাচীন কাঠিন্য ও বিবর্দ্ধন; অস্থিবেষ্টের পীড়া; এবং উপদংশ জনিত উপসর্গ আয়োডাইড অভ পটাস দ্বারা আরোগ্য হয়।

বাতরক্ত (গাউট)।—ইউরিয়া নামক মূত্রবিষ নিঃসরণে এই ঔষধের বিশেষ ক্ষমতা আছে এতদ্বারা নূতন ও পুরাতন বাতরক্ত আরোগ্য হইয়াছে। ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ হইতে পারে। বাতরোগে আয়োডাইড কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

অপস্মার।—ডাঃ চেম্বার্স বলেন যে এই ঔষধে তরুণ অপস্মার আরোগ্য ও প্রাচীন অপস্মার উপশমিত হয়। ডাঃ বডক কেবল প্রাচীন রোগেই ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

লালা-মেহ (গ্লীট)।—ডাঃ বনষ্টেড বলেন যে এলোপ্যাথিক-মতে নিয়মিত সেবনে লালামেহে মূত্রনালীর স্রাব নিবারিত হয়। ডাঃ ... এই ঔষধের তৃতীয় দশমিক ক্রম লালামেহে অতিশয় প্রশংসা করেন।

শ্বাস (হাঁপানী)।—শ্বাসকাস নিম্ন ক্রমে (উগ্র অরিষ্ট—৩x) এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলদর্শে। আমবাত বা উপদংশগ্রস্ত রোগীদিগের শ্বাসরোগে অন্যান্য ঔষধে উপকার না জন্মিলে ইহা প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—তরুণ ও পুরাতন মস্তিষ্কোদক (হাইড্রোসিফেলাস); উপদংশ জনিত পক্ষাঘাত ও অপস্মার। চক্ষুনাসাদি।—পূয নির্গমন সহ অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির প্রদাহ, উপদংশ জনিত তারকামণ্ডল প্রদাহ; (আইরাইটিস); তরল আস্রাবযুক্ত প্রতিশ্যায় রোগে যখন চক্ষু ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত ও চক্ষু লোহিত ও স্ফীত হয় এবং শীতল স্রাব নির্গত হইতে থাকে তখন আয়োডাইড অভ পটাস ব্যবহেয়; উষ্ণতর ক্ষতকর স্রাবে আর্সেনিকের প্রয়োগ হয়। পূতিনস্য; পুরাতন বধিরতা, কণক গ্রন্থির

(কাইমবেজয়াও) বিবৃদ্ধন। অস্থিমণ্ডল।—আঘাত বা উপদংশ জনিত অস্থিবেষ্ট প্রদাহ (পেরি-অষ্টাইটীস); উপদংশজাত অস্থির অর্ব্বুদ (নোড্স্) অস্থি-ক্ষীতি; অস্থিক্ষত। ত্বক্।—উপদংশ ও গণ্ডমালা জনিত নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, যথা—বিচর্চ্চিকা, মহাকুষ্ঠ অরুণিমা, বৃক (লিউপস),ক্ষত; মস্তকে কীন (ওয়েন্স)।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—নির্ম্মতা ও ব্যাকুলতা। (ইগ্নে, ক্যাট, পলস)।

মস্তক।—মস্তকের উপরিভাগে বেদনা, বোধ হয় যেন মস্তক বিভক্ত হইয়া যাইবে। (ব্রাই, সিক্ক ক্যান্থি, সিপি, সিলি, সিঙ্ক)। মস্তকের পাশে বেদনা, বোধ হয় যেন পেঁচ বা আটা হইয়াছে। (মার্ক, নাইট-এসি, সলফ)। বাম চক্ষুর উপরে ছিদ্রকর সূচীবেধ। মস্তক চুলকাইবার সময় বোধ হয় যেন ক্ষত হইয়াছে। (মার্ক)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, বর্ণশূন্য। পারদ সেবনের পর মুখ মণ্ডল ও জিহ্বার স্ফীতভা।

চক্ষু।—নিমগ্নচক্ষু ও তাহার চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল। *(সিক্ক, সলফ)। অর্জ্জুনরোগ। চক্ষুর পাতার স্ফীতভা। (এপিস, কালী-কা, রস)। ঝাপসা ও কুজ্ঝটিকাবৎ দৃষ্টি। (কালী-কা, ল্যাক, মার্ক, পলস, সলফ)।

নাসিকা।—* নাসারন্ধ্রে অতিশয় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মাসঞ্চয়। (কালী-বা)। * নাসিকা হইতে হরিতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অথবা পীতবর্ণ অতি দুর্গন্ধি ক্লেদস্রাব; * হরিতের আভাযুক্ত লোহিতবর্ণ বিকৃত রক্তস্রাব।*নাসা মূলে পূর্ণতা ও আকৃষ্টতা অনুভব। (একন, কালী-বা)। * নাসিকার অস্থিতে দপদপ ও জ্বালাকর বেদনা এবং তৎসহ স্ফীতভা।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা (ক্যাল্ক, কালী-কা); জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা (ক্যাট-মি)। মুখ-শোষ। (আর্স, * ব্রাই, নক্স-ম, পলস)। দন্ত-মূলের স্ফীতভা, বিশেষতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত

দন্তের চতুর্দ্দিকে। মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (আর্স, হিপা, আইয়োড, মার্ক-এসি)। অতিশয় লালা স্রাব। (* আয়োড, * মার্ক, * নাইট্-এসি, * আইটিস)। হনু-নিম্ন গ্রন্থির স্ফীততা ও পূযোৎপত্তি। (হিপা, সিলি)। গল-কণ্ডুয়ন ও গল-শোষ। কণ্ঠক গ্রন্থির স্ফীততা। তালু ও তালুমূলে উপদংশ জনিত ক্ষত। প্রাচীন গল-ক্ষত।

আমাশয়।—অতিশয় পিপাসা। (এক, আর্স, আই, বেল)। বিবমিষা ও বমন। (ইপি, এণ্টিম্-টার্ট, লোবে)। অত্যন্ত লালা সঞ্চয় সহ প্রবল বমন।

উদর।—সহসা উদরের যন্ত্রণাপ্রদ স্ফীততা, বোধ হয় যেন উদর বিদীর্ণ হইবে, বায়ু নিঃসরণের পর সেই স্ফীততার বিলোপ। (কার্ব্বো ভ)।

মল।—রুক্ষ, কঠিন, কষ্টে নিঃসারিত মল। অপ্রগাঢ় হরিত এবং পীতবর্ণ জলবৎ মল।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)—পুরুষাঙ্গের অত্যন্ত স্ফীততা। (স্ত্রী)—রজঃ প্রকাশের সময় ঘন ঘন মূত্র-প্রবৃত্তি। পাতলা, জলবৎ, বিদাহী প্রদর।

শ্বাস যন্ত্র।—* স্বরযন্ত্রে মাংসাঙ্কুরের ন্যায় অনুভব। ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ হরিদ্বর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস ও তৎসহ পার্শ্বে বেদনা। বিচরণ সময়ে বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ। হৃৎ-স্পন্দ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—কটিদেশে বেদনা। পারদ-সেবন বা উপদংশের পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিন্নকর বা চর্ব্বণবৎ বেদনা।

দেহ।—সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা। অঙ্গ-স্পন্দ, অথবা পেশী ও কণ্ডরার সঙ্কোচন। (হাইয়স, ষ্ট্রামো)। বিবর্দ্ধিত বা ক্ষয় প্রাপ্ত গ্রন্থি। (ক্যাল্ক, গ্রাফ, হিপা, আইয়োড)। অস্থির স্ফীততা। (এসাফ, হিপা)।

নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা। নিদ্রাহীনতা।

উপচয়।—রাত্রিতে; শীতল বায়ুতে, ও বিশ্রামে বৃদ্ধি। সঞ্চালনে উপশম।

উপযোগিতা।—পারদ অপব্যবহারের পর বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—উপদংশ ও প্রাচীন বাতের বেদনা ইত্যাদি যে

সকল বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় তাহা আইয়োডাইড অভ পটাস দ্বারা দূরীকৃত হয়। অতি মাত্রায় এতদ্দ্বারা চক্ষে প্রদাহ এবং পরে বেদনা, কোমলতা ও বাহ্যস্ফোট লক্ষণ জন্মে।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—ভাক্তি মর্কিউরের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা মৃদু। প্রাচীন মস্তিষ্ক-প্রদাহ; গণ্ডমালা; উপদংশ ও উপদংশ জনিত বাত ও চর্ম্মরোগ; এবং পারদদোষ প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার্য। মাত্রা ৩-১০ গ্রেণ।

ক্যালেণ্ডিউলা অফিসিনেলিস—মেরিগোলড—গান্ধাফুল।

মেরিগোলড ফ্রান্সে জন্মে, কিন্তু অধুনা প্রায় সর্ব্বত্র ও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহা পাওয়া যায়। ইহার পত্র ও ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

সদ্যব্রণ।—এই ঔষধি কেবল বাহ্য প্রয়োগেই ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা সহজে সদ্যব্রণ (উণ্ড) সংযোজিত হয়, অতি অল্প পরিমাণে পূয জন্মে এবং আরোগ্যের পর ক্ষতস্থানে চিহ্ন থাকে না। যে সকল ছিন্নব্রণে বা আঘাতে মাংস বিশ্লিষ্ট হয় এবং যাহা পূয না জন্মিয়া আরোগ্য হয় না তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। সদ্যব্রণ সন্ধি পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইলে ও বিসর্পের সম্ভাবনা থাকিলে আর্ণিকা অপেক্ষা ক্যালেণ্ডিউলা বিশেষ উপযোগী। এতদ্দ্বারা শোণিতস্রাব রোধ, এবং আকস্মিক আঘাত জনিত বেদনা আশু উপশমিত হয়। কিন্তু রক্তরোধ সাধনে হেমেমিলিস ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিগত আমেরিক যুদ্ধে সদ্যব্রণ চিকিৎসায় এই ঔষধি বহুলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং এতদ্দ্বারা তাহাতে বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছিল।

শারীর-ব্রণ।—অধঃশাখার শারীরব্রণে (অলসার) অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় শীর্ণ শরীরে পাদদেশে যে সকল ক্ষত জন্মে ক্যালেণ্ডিউলা তাহার অমোঘ ঔষধি। নানকিভেল সাহেব বলেন যে ২০ বিন্দু ক্যালেণ্ডিউলা অরিষ্ট এক পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া অক্ষিপুটের পুরাতন রোগে বাহ্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে; ইহাতে অন্য কোন কষ্ট বা উপদ্রব উপস্থিত হয় না।

শস্ত্রোপচার।—শস্ত্রচিকিৎসায় ও দন্ত চিকিৎসায় এই ঔষধ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শস্ত্র-ক্রিয়া ও দন্তোৎপাটনের পর ক্যালেণ্ডিউলা দ্রব প্রয়োগ করিলে সত্বর রক্ত রুদ্ধ ও ক্ষত শুষ্ক হয়। স্ফোটকাদিতে শস্ত্রক্রিয়ার পরে এক ড্রাম ক্যালেণ্ডিউলা অরিষ্ট, বার ড্রাম জলে মিশ্রিত করিয়া লিন্ট বা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য হয়। প্রসবকালে ভগ বা বিটপাদি বিচ্ছিন্ন হইলে ও ডাঃ লডলাম এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধিদেন।

ব্যবস্থা।—এককাচ্চা অরিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া সদ্য-ব্রণে ব্যবহারার্থ ক্যালেণ্ডিউলা দ্রব প্রস্তুত হয়। রক্তস্রাবের আধিক্য থাকিলে এই দ্রব অপেক্ষাকৃত উগ্রতর হওয়া উচিত।

ক্যালেণ্ডিউলা প্রায়ই আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।

ক্যালেডিয়ম সেগুইনম।

ক্যালেডিয়ম এরেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ভারতবর্ষে জন্মে।

ক্রিয়া।—মস্তক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া জননেন্দ্রিয়ে ক্যালেডিয়মের ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন জননেন্দ্রিয়ের অতিশয় স্পর্শাধিক্য, উপদাহ, ও প্রদাহশূন্য স্ফীততা জন্মে। অপর, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, ত্বক এবং পেশীর বিধানচক্রেতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—ভগ-কণ্ডূয়ন; ধ্বজভঙ্গ, ও আমবাতিক উপদ্রবে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হেরিং এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় ইহার বিষক্রিয়া বশতঃ তাঁহার জননেন্দ্রিয় অতিশয় স্ফীত ও উপদাহিত হইয়াছিল। বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের স্ফীততায় ও উপদাহিতায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজও এই প্রকার অবস্থায় ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন। ডাঃ জার ধ্বজভঙ্গে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিস্মৃতি। কোপনতা ও বিষণ্ণতা। মস্তক।—সম্মুখের

দিকে মৃদু শিরঃপীড়া। প্রাতে বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন। মস্তকে রক্তাধিক্যের ন্যায় পূর্ণতা। বিবমিষা সহ শিরঃপীড়া। (টাব, আর্জেন্ট, গ্রাফ)। মস্তকের পার্শ্বে অবশতা। **চক্ষু।**—জ্বালা ও যন্ত্রণা সহ অক্ষিপুটের আরক্ততা ও প্রদাহ। অক্ষিগোলকে মৃদু বেদনা। (এপিস, স্পিজি, এলো)। **কর্ণ।**—গোলমালে অনুভবাধিক্য। (বেল)। **নাসিকা।**—তরল বা অবরুদ্ধ প্রতিশ্যায়। **মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলের নানা স্থানে সূত্রজাল থাকার ন্যায় অনুভব। (এলম, ব্যারাইট প্রাক)। **মুখমধ্য।**—জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ লেপ (এন্ট ক্রু, ব্রাই, মার্ক, নক্স)। জিহ্বার মধ্যস্থলে মলিন কপিশ দাগ। (ব্যাপ্ট)। জিহ্বার স্ফীততা। দন্ত বেদনা, দাঁত দীর্ঘতর অনুভব হয়। **গলমধ্য।**—গলায় শুষ্কতা ও অবস্পর্শতা। **আমাশয়।**—বিবমিষা, বিশেষতঃ প্রাতে উঠিবামাত্র। (নক্স, পেট, পলস)। অম্ল উদ্গার। বারম্বার অল্প অল্প বাতোদ্গারে বোধ হয় যেন পাকাশয় শুষ্ক খাদ্যে পূর্ণ রহিয়াছে। আমাশয়ে চাপন, চর্ব্বণ, অথবা ক্ষীণতা বা শূন্যতা অনুভব। (হাইড, ইগ্নে, সিপি)। **উদর।**—আমাশয়ে ও উদরে আক্ষেপিক কর্ত্তনবৎ বেদনা। (কলোস)। উদরের স্ফীততা ও স্পর্শাসহ্যতা। (বেল)। **মল।**—কোমল, শ্লেষ্মবৎ, কর্দ্দমবর্ণ, কষ্টে নিঃসারিত মল। কঠিন পিণ্ড মিশ্রিত মল। অম্ল শ্লেষ্মবৎ মল। প্রাতঃকালে উঠিবামাত্র মল-বেগ; মলত্যাগান্তে মল-দ্বারে জ্বালা। **জননেন্দ্রিয়।**—(পুং)—শিথিলিত শিশ্ন সহ মৈথুন প্রবৃত্তি (এগ্নস, এসার, আর্জ্জ * কোনা), অথবা সঙ্গমেচ্ছা ব্যতীত কষ্টকর লিঙ্গোদ্রেক। মানসিক অবসাদ সহ ধ্বজভঙ্গ। ঘন ঘন স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্রাব। (* ফস-এসি, সিঙ্ক)। মুষ্কদ্বয়ের স্ফীততা। (স্ত্রী)।—ভগ ও যোনির কণ্ডূয়ন। (গ্রাফ)। জরায়ুতে থল্লীর ন্যায় বেদনা। **শ্বাসযন্ত্র।**—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র সূচী-বেধ। (ব্রাই, কালী-কা)। স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী আকুঞ্চিত অনুভূত হয়; ও তন্নিমিত্ত গভীর শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা জন্মে। শ্বাস কষ্ট। বক্ষঃস্থলে পীড়কা, ও তাহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—পৃষ্ঠে বাতের বেদনা (রস)। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাতের বেদনা। অনবরত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দুর্ব্বলতা অনুভব।

দেহ।—সর্বাঙ্গে ক্লান্তি। (সিক্ল)। অতিশয় স্নায়বীয়তা। (একটিয়া, কফি)। সর্ব্বশরীরে অতিশয় দপ দপ। (গ্লন, পলস ফিপি)। **নিদ্রা।**—নিদ্রালুতা। নিদ্রাহীনতা। নিদ্রাবস্থায় গোঙ্গাঁ ও কোঁকোঁ করা। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। **চর্ম্ম।**—চর্ম্মের খরস্পর্শিতা। স্থানে স্থানে অত্যধিক কণ্ডূয়ন। (মলফ)। **জ্বর।**—উষ্ণগৃহেও শীতানুভব। গাত্রের উত্তপ্ততা ও ঘর্ম্মশূন্যতা। মুখমণ্ডল, মস্তক ও হস্তের উত্তাপ, জঙ্ঘা ও পদের শীতলতা। **উপচয়।**—গৃহের অভ্যন্তরে অধিকাংশ রোগলক্ষণের বৃদ্ধি। **উপশম।**—অনাবৃত বায়ুতে ও সঞ্চালনে উপশম। (পলস)।

—*—

ক্রিয়োজোটম—ক্রিয়োজোট—আলকাতরার তৈল।

সুরা-সার সহযোগে ক্রিয়োজোটের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—রসিকাযন্ত্রে, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্র ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে ক্রিয়োজোটের ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ ঐ সকল যন্ত্রের প্রতিশ্যায় ও তৎসহকারে বিধান-বিকার, ক্ষত এবং বিনাশের সম্ভাবনা জন্মে। নিঃস্রবের তীব্র ও দাহক প্রকৃতি ক্রিয়োজোটের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—সহানুভৌতিক ও পুরাতন বমন; জীর্ণদন্ত জনিত দন্তশূল। দুর্ব্বল বালক দিগের রোগে ক্রিয়োজোট বিশেষ উপযোগী। গণ্ডমালা জনিত রোগ। পচা ক্ষত। শোথ। কর্কট-রোগ। প্রতিশ্যায়। দন্তোদ্গম-কাঠিন্য। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা। অগ্নি-মান্দ্য। জরায়ু হইতে শোণিত স্রাব। শ্বেত-প্রদর। যোনী-কণ্ডূয়ন।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

দন্তশূল।—টেষ্ট বলেন যে ধূমশুষ্ক মাংস ক্রমাগত ভোজন করিলে দন্ত নষ্ট হয় ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং সাধারণতঃ শরীরের আময়িক অবস্থা জন্মে সুতরাং সদৃশ চিকিৎসানুসারে এই সকল অবস্থায় ক্রিয়োজোট উপযোগী। দন্তক্ষয় বশতঃ দন্তশূলে এতদ্বারা যে কেবল বেদনারই উপশম জন্মে এমন নহে, দন্তক্ষয়ও নিবারিত হয়। দ্বাদশ ক্রমের

ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। সহজে শিশুদিগের দন্ত উদ্গত না হইলে ও উদ্গত দন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। কোষ্ঠবদ্ধ বিশিষ্ট, ও ক্ষীণকায় বালকদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। প্রফুল্ল, বলবান, রক্ত প্রধান বালকদিগকে ইহা সেবন করাইলে তাহাদের এক অসুখ জন্মে যে ইহার ক্রিয়া প্রতিষেধার্থ ফিরম মেটালিকম ব্যবস্থা করা আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। ডাঃ হিউজ ও ডাঃ ম্যাডেন দন্তোদ্গম কষ্টে এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। ডাঃ গরেন্স দন্তোদ্ভেদ-কষ্টে ক্রিয়োজোট অমূল্য ঔষধি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিনি অপরাহ্ন ছয়টা হইতে পূর্বাহ্ন ছয়টা পর্য্যন্ত রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি ও তজ্জন্য শিশুর অনিদ্রা ক্রিয়োজোট প্রয়োগের অপর একটী লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করেন।

বমন।—বৃহৎমাত্রায় ক্রিয়োজোট খাইলে বমন জন্মে, তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় এতদ্দ্বারা অতিসার ও রক্তাতিসার উৎপন্ন হয়। বমন নিবারণে কি এলোপ্যাথি কি হোমিওপ্যাথি উভয় মতেই ক্রিয়োজোট বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক "সঃ করোতি স নশ্যতি" হোমিওপ্যাথির এই মহাবাক্য এলোপ্যাথদিগকেও এস্থলে স্বীকার করিতে হয়। ক্ষয়কাস, যকৃতের কর্কটিকা, পুরাতন বৃক্ক-পীড়া ও গর্ভাবস্থাদির উপদাহ জনিত সহানুভৌতিক বমনে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ২-৬ ক্রমের ঔষধ ব্যবহার্য্য। কোন কোন চিকিৎসক শুক্রবায়ুজনিত বমনেও ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। ডাঃ হিলবার্স বলেন যে এতদ্দ্বারা এই সকল অবসন্নকর রোগে শারীরিক বলও সংরক্ষত থাকে।

বিবমিষা।—গর্ভাবস্থার দুর্দ্দম্য প্রাতঃকালীন বিবমিষায় এই ঔষধি প্রায় ব্যর্থ হয় না। ৩য় ক্রম বিশেষ উপযোগী।

স্ত্রী-রোগ।—ডাঃ ওয়ালের পরীক্ষায় দেখাযায় যে জরায়ু, যোনি, ও ভগে ক্রিয়োজোটের ক্রিয়া দর্শে, এবং এতদ্দ্বারা পীতবর্ণ, দুর্গন্ধময়, তীব্র স্রাব; ভগদেশে কণ্ডূয়ন, দংশন ও জ্বালা লক্ষণাপন্ন শ্বেতপ্রদর; এবং মলিন বর্ণ তীব্র স্রাব বিশিষ্ট রজসাধিক্য জন্মে। এজন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার শ্বেতপ্রদর ও অতিরজঃ রোগে এবং পূতি শ্বেতপ্রদর সহবর্ত্তী ভগ-কণ্ডূয়নে

ক্রিয়োজোট ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গুয়েজি বলেন যে ঋতুশোণিতের পর্য্যায়শীল প্রবাহ ও নিয়োদর হইতে যোনিতে তীব্র সূচীবেধ ক্রিয়োজোটের প্রয়োগ লক্ষণ।

অগ্নিমান্দ্য।—দুর্দ্দম্য অজীর্ণ রোগে যদি প্রতিনিয়ত বিবমিষা বিদ্যমান থাকে কিন্তু বাস্তবিক বমন না হয়, অপিচ পাকস্থলিতে শীতলতা অনুভূত হয় তবে ক্রিয়োজোট ব্যবহেয়।

ক্ষত।—নিহাট-স্ফোটি, দগ্ধ ও উপদংশজক্ষত এবং দুর্গন্ধি ক্ষতে ক্রিয়োজোট দ্রবরূপে অর্থাৎ বিশুদ্ধ ক্রিয়োজোট এক বিন্দু, ৮০ বিন্দু জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে।

জটুল (জতুক)।—ডাঃ হেম্পেল বলেন যে ক্রিয়োজোটের ১বিন্দু উগ্র অরিষ্ট ৮০ বিন্দু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন ২।৩ বার বাহ্য প্রয়োগ করিলে উপত্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া জটুল বিলুপ্ত হয়। ক্রোটন অয়েল দ্বারাও এইরূপ ফলদর্শে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস)।—পুরাতন বায়ুনলীভুজ প্রদাহে অতিশয় শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইলে ১০ আউন্স ফুটিত জলে ৩।৪ বিন্দু ক্রিয়োজোটের উগ্র অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া বাষ্প আঘ্রাণ করিলে শ্লেষ্মাস্রাব নিবারিত ও উহার দুর্গন্ধ দূরীকৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—স্মৃতির ক্ষীণতা। (এগার, এম, * এনাক, লেড, * মার্ক, * নক্স-ম, ন্যাট, ফস এসি।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন। কপালে বিশেষ দপদপকর বেদনা। অতিরিক্ত মদিরা পানের পরবর্ত্তী মস্তকের ভড়ভাব ন্যায় জড়তা। (এন্ম, লেড)।

চক্ষু।—অবগুণ্ঠনের মধ্যদিয়া দেখিবার ন্যায় দৃষ্টি। (* পলস, সলফ)। চক্ষে উত্তাপ, জ্বালা ও অশ্রুস্রাব। (এক, আর্স, মার্ক ক)। লবণাক্ত জলের ন্যায় তীব্র অশ্রু। চক্ষুর পাতা ও উহার প্রান্তভাগের স্ফীততা। (পলস, রাস্টাক, সল)।

নাসিকা।—নাসিকার সম্মুখে দুর্গন্ধ। (ক্যাল্ক)। ঘন ঘন হাঁচি, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, নীলের আভাবিশিষ্ট; স্ফীত মুখমণ্ডল। গালে গোলাকার আরক্ততাসহ মধ্যে মধ্যে উত্তাপাবেশ। (স্ট্যাফ, সলফ)।

মুখ-মধ্য।—শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা। এণ্ট-ক্রু, ব্রাই, নক্স, পলস, (সলফ)। দাঁতে আকর্ষণী বেদনা। (মার্ক)। মাঢ়ী হইতে সহজে রক্তস্রাব হয়, মাঢ়ীতে ছিদ্র ও ক্ষত। (মার্ক, নাইট-এসি, ফস)। মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ। (আর্স, আইয়োড, নাইট-এসি, নক্স)। দন্তক্ষয় ও তজ্জনিত দন্তশূল। (মার্ক) কৃমিদন্ত; ক্ষয় দন্তোদ্ভেদ, বিশেষতঃ যখন দন্ত বহির্গত হইয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রোগীর ধাতু-বিকৃতি ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। (ক্যাল্কে)। পারদজনিত লালাস্রাব (ক্রিয়োজোটের কবল ব্যবহারে আরোগ্য হয়)।

আমাশয়।—তিক্তাস্বাদ, বিশেষতঃ গলায়। গর্ভাবস্থার ন্যায় বিবমিষা। (নক্স ম, কাশী কা, পলস)। ঈষৎ মিষ্ট জল; বা ভুক্তদ্রব্য বমন। (+ ফস, + ভিরাট-এ)। সহানুভৌতিক বমন। পাকাশয়ের বামে বেদনা বিশিষ্ট কঠিন স্থান।

উদর।—উদরে গুরু আহারের ন্যায় পূর্ণতা অনুভব। (লাইকো)। কুক্ষিদেশে আকুঞ্চন। (একন)। দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করা যায় না। (ক্যাল্ক, কার্বো, গ্রাফ, ল্যাক)। উদরের স্ফীততা। (এণ্ট-ক্রু, ব্রাই, ক্যাপস, কলস)। প্রসব বেদনার ন্যায় উদর বেদনা। পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ।

মল।—কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন এবং উহা অতিশয় বেগ প্রয়োগের পর বহির্গত হয়। (ব্রাই, নক্স, সলফ)। দুর্গন্ধ মল নিঃসরণসহ অতিসার ও রক্তামাশয়।

মূত্রযন্ত্র।—ঘন ঘন মূত্র প্রবৃত্তি (একন, এপিস, ক্যান্থ); মূত্রবেগ সম্বরণ করা যায় না এবং অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসারিত হয় (মার্ক)। দুর্গন্ধিমূত্র (বেন, ক্যাল্ক, সলফ এসি, নাইট এসি); বর্ণশূন্য মূত্র (ইগে,

ফস এসি); আরক্ত অধঃক্ষেপবিশিষ্টমূত্র। (বেল, ল্যাইকো, কার্ব্বো, সিপি, গ্রাফ)।

জননেন্দ্রিয়।—নিয়মিতকালের অনেক পূর্ব্বে, অধিক দিন স্থায়ী অতিরিক্ত রজঃস্রাব। (ক্যাল্ক)। পীতবর্ণ প্রদর, বস্ত্রে পীতবর্ণ দাগ লাগে, ও তৎসহ অতিশয় দুর্ব্বলতা। (কার্ব্বো-এ)। কাঁচা শস্যের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর। স্ত্রী-অঙ্গে বেদনা ও জ্বালা। ভগাধরে ও যোনীদেশে অতিশয় কণ্ডুয়ন, (ক্যাল্ক, কোনা); তন্নিমিত্ত ঐ সকল স্থান মর্দ্দন করিতে হয়; বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গ স্ফীত, উত্তপ্ত, কঠিনীভূত ও বেদনাবিশিষ্ট। পর্য্যায়শীল রজঃস্রাব। প্রসবদ্বার হইতে পূতি স্রাব নিঃসরণ। দুরারোগ্য জরায়ু-ক্ষত। পূতি গন্ধ বিশিষ্ট প্রসবান্তিকস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গসহ গলার কর্কশতা। (মেফ, নক্স)। শ্বাস কৃচ্ছ্রতা। (একন, আর্স, ফস)। বমন-প্রবৃত্তিসহ আক্ষেপিক কাস। (এন্ট-টার্ট, ইপি)। বক্ষঃস্থলে জ্বালা। (আস, নক্স)। বক্ষঃস্থলে, হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে সূচীবেধ, (লিল, কালী কা)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতত্ব। প্রসব বেদনার ন্যায় কটিদেশে বেদনা। (এক্ট, পলস)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অঙ্গে ছিঁড়বৎ বেদনা। (আর্স)। বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে বাতকণ্টকবৎ বেদনা।

দেহ।—দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। নিয়মিত সময় অপেক্ষা সকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে গ্লানি অনুভব। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অবদরণ। (হাইড)।

ত্বক।—কণ্ডুয়ন, সন্ধ্যাকালে অতিশয় বৃদ্ধি পায়; সর্ব্বাঙ্গে পূয়পূর্ণ পীড়কা। (ক্রোট, আইরিস)।

নিদ্রা।—অতিশয় নিদ্রার প্রবৃত্তি, ঘন ঘন জৃম্ভণ। নিদ্রাহীনতা, কোন দৃষ্টমান কারণ ব্যতীত পার্শ্বপরিবর্ত্তন।

উপচয়।—প্রাতে; রাত্রে; অনাবৃত বায়ুতে; শীতলতায়; শীতকালে; শীতল জলে স্নানে; শীতল দ্রব্য আহারে; ও বিশ্রামে বৃদ্ধি।

উপশম।—উত্তাপে ও বিচরণে উপশম প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।—বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ; এবং দীর্ঘ ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—উত্তেজক, বায়ুনাশক, মূত্রকারক, কফনিঃসারক, বমননিবারক ; স্থানিক উগ্রতাসাধক, পচননিবারক, রক্তশোধক। বমন, উদরাময়, মধুমেহ, রক্তস্রাব, প্রাচীন বায়ুনলী ভুজ প্রদাহ পুরাতন প্রমেহ, পুরাতন পচাক্ষত, বিবিধ চর্মরোগ ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা, ॥০—১ মিনিম।

ক্রোকস স্যাটাইভাস—সেফ্রণ—কুঙ্কুম।

ক্রোকস আইরিডেসিজাতীয় উদ্ভিদ। কাশ্মীর, পারস্য ও ইউরোপে জন্মে ; ইহার পুষ্পের কেশর জাফ্রান হইতে পরিস্রব প্রক্রিয়া দ্বারা ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্রোকসের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, এবং তদ্দ্বারা মস্তিষ্কের উপদাহ ও রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন হইয়া গুল্ম-বায়ু জনিত উন্মাদ জন্মে। অপর, ইহার ক্রিয়াবশতঃ জরায়ুতে রক্ত-সঞ্চয় এবং উহা হইতে রক্তস্রাবও হয়।

অধিকার।—তাণ্ডব ; গুল্মবায়ু ; প্রবল রক্ত-স্রাব ; ও জরায়ু হইতে রক্ত-স্রাবে প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—অধিক মাত্রায় ক্রোকস সেবনে রজঃস্রাব হয়, সুতরাং সদৃশ মতানুসারে রক্তমাত্রী (অতিরজঃ) রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ, সংযত, ও আলকাতরার ন্যায় রক্তস্রাব ইহার প্রয়োগলক্ষণ। ডাঃ হিউজ বলেন যে তিনি এইরূপ লক্ষণাপন্ন অনেক রোগিণীকে ঋতুকালে ক্রোকস ও বিরাম সময়ে চায়না সেবন করাইয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। উদরে কোন সজীব পদার্থ সঞ্চরণ করিতেছে এপ্রকার অনুভব অতিরজঃ ও অন্যান্য রোগে ক্রোকস প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ। এই নিমিত্ত ডাঃ টেষ্ট কল্পিত গর্ভে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন। ক্রোকসের বিষক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং নাসিকা

হইতে কৃষ্ণবর্ণ আঠাবৎ রক্তস্রাব হয়; অপিচ, কোন কোন ব্যক্তির অপরিমিত হাস্য জন্মিয়া থাকে। অতএব এই প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে গুল্মবায়ু বা তরুণ উন্মাদ রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। ডাঃ এলেন ও নর্টণ বলেন যে ক্ষীণদৃষ্টি রোগে রোগী যখন বারংবার চক্ষু মিট্‌মিট্ করে ও মুছে তখন ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—চিত্তের অস্থিরতা, ক্রোধ ও পরক্ষণেই তন্নিমিত্ত অনুতাপ, বিষণ্ণতা ও প্রফুল্লতা। (ইগ্নে, নক্স-ম, প্লাট)। অস্বচ্ছন্দ, ব্যাকুলিত ও দুঃখিত ভাব। প্রফুল্লতা বিশিষ্ট উন্মাদ; গান করিবার অতিশয় ইচ্ছা অত্যন্ত হাস্য, ও পরিহাস। (হাইয়স, * ষ্ট্রামো)। **মস্তক।**—মস্তিষ্কে সহসা খোঁচার ন্যায় অনুভব ও তজ্জন্য চমকিত হইয়া উঠা। **চক্ষু।**—বারংবার চক্ষু মিট্ মিট্ করা ও মোছা, বোধ হয় যেন চক্ষুর উপরে সূত্রবৎ শ্লেষ্মা রহিয়াছে। (এলম, পলস)। কনীনিকা অতিশয় প্রসারিত। চক্ষুতে যেন যন্ত্রণাজনক ধূম প্রবেশ করিয়াছে এপ্রকার অনুভব। আলোক স্বাভাবিক অপেক্ষা অপরিষ্কার দেখায়, বোধ হয় যেন অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। (ব্যারাইট, কষ্ট, হাইয়স, পেট, ফস, * পলস, * সলফ)। চক্ষুর অভ্যন্তরে যেন অবিরত জল আসিতেছে এরূপ অনুভব। বারংবার দৃঢ়রূপে অক্ষিপুট রুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি। (ইউফ্রে)। উপরের পাতার স্পন্দন। **নাসিকা।**—কপালে বড় বড়, শীতল ঘর্ম্ম-বিন্দু সহ * নাসিকা হইতে আঠা আঠা, কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় রক্তস্রাব। প্রবল হাঁচি। **গলমধ্য।**—উপজিহ্বা যেন দীর্ঘ হইয়াছে এপ্রকার অনুভব। **আমাশয়।**—শীতল পেয় দ্রব্যের অতিশয় পিপাসা। (এক, * ব্রাই)। উদ্গার। * পাকাশয়-গহ্বরে ও উদরে যেন কোন জীবিত পদার্থ লম্ফন করিতেছে এপ্রকার অনুভব (থুজা) এবং তৎসহ বিবমিষা ও কম্প। **মলদ্বার।**—মলদ্বারের বামপার্শ্বে সময়ে সময়ে সূচী-বেধ। মলদ্বারে অসহ্য মোচড়ান। মলদ্বারে সূত্র-কৃমির ন্যায় সুরসুর। **জননেন্দ্রিয়।**—(পুং)—সঙ্গম প্রবৃত্তির উদ্রেক। (স্ত্রী)।—ঋতুস্রাব হইবে এপ্রকার অনুভব, তৎসহকারে উদর বেদনা ও যোনির দিকে

চাপ। (একটিয়া, * কলো, * পলস)। * যৎসামান্য সঞ্চলনে অন্ত্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ, আঠাবৎ, রজ্জুর ন্যায় সংযত রক্তস্রাব। (সাইক্লে, ইগ্নে, প্লাট, স্যাবাইনা)। **শ্বাসযন্ত্র।**—দুর্ব্বলকর প্রবল শুষ্ক কাসের আক্রমণ। নিশ্বাসের দুর্গন্ধ। (ক্যাম্প, সাল্ফ)। বাম বক্ষে মৃদু সূচী বেধ। বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব, বারংবার দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা। **দেহ।**—* শরীরের নানা স্থানে জীবিত পদার্থের ন্যায় উল্লম্ফন অনুভব। নানাস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ, আঠাবৎ, সংযত রক্তস্রাব। সন্ধ্যাকালে অতিশয় অবসন্নতা ও শ্রান্তি এবং তৎসহ অতিশয় নিদ্রালুতা। **নিদ্রা।**—বিশৃঙ্খল ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। **উপচয়।**—প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। **উপশম।**—অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

ক্রোটন টিগ্লিয়ম—ক্রোটন অয়েল—জয়পাল-কনকফল।

ইউফর বিয়েসি জাতীয় ক্রোটন টিগ্লিয়ম নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষ সিংহল ও আসিয়ার অন্যান্য স্থানে জন্মে। ইহার বীজ হইতে তৈল নিষ্পীড়ন করিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—অন্ত্র-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মোপরি জয়পালের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। অন্ত্রে ইহার ক্রিয়া বশতঃ রক্তের জলীয়াংশ ক্ষরিত হইয়া জল বৎ অতিসার, ও চর্ম্মে প্রকৃত পামা উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—শিশুদিগের ঈষৎ পীত বা হরিদ্বর্ণ মলযুক্ত, অতিবেগে নিঃসারিত অতিসার, (অল্পমাত্র জলপান করিলেই রোগ বৃদ্ধি পায়)। বিসূচিকার পূর্ব্ববর্ত্তী অতিসারে, ও চর্ম্মরোগে এই ঔষধির প্রয়োগ হইয়া থাকে। পামা; কটিবন্ধবৎ দদ্রু; এবং চর্ম্মের দুর্নিবার কণ্ডূয়ন ও জ্বালায় ইহার ব্যবহার আছে।

আময়িক প্রয়োগ।—**পামা (একজিমা)।**—অসহ্য কণ্ডূয়ন ও জ্বালা এবং পীতবর্ণ স্রাবযুক্ত পীড়কা লক্ষণে ক্রোটন ব্যবহৃত হয়। অধ্যাপক ই, উইলসন বলেন যে এক বিন্দু জয়পালের তৈল, গাত্রে মর্দ্দন করিলে অবিলম্বে সেই স্থানে পামা উৎপন্ন হয়। মুখমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয়ের পামা রোগেই এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। এই রোগে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগও

হইয়া থাকে; পেট্রোলিয়ম সাবান বা স্বচ্ছ সাবান দ্বারা সাবধানে পীড়কা প্রক্ষালন করিয়া জয়পালের তৈল ২দ বা ৩দ ক্রম স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। প্রায়ই এক বা দুই বারের অধিক প্রয়োগ করিতে হয়না। তৈল প্রয়োগের পর, তজ্জনিত উপদাহ নিবারণার্থে একভাগ গ্লিসারিণ ও একভাগ ওডিকোলন বা জল একত্র মিশ্রিত করিয়া পীড়িত স্থানে সংলগ্ন করা কর্ত্তব্য। **বিসূচিকা**।—রক্তের জলীয়াংশ নিঃসৃত হইয়া যে প্রকার অতিসার জন্মে সেই প্রকার অতিসারে ক্রোটন উপযোগী। সুতরাং বিসূচিকার পূর্ব্ববর্ত্তী অতিসারে ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে সহসা পিচকারীর ন্যায় বেগে তরল মল নিঃসরণ এই ঔষধি প্রয়োগের একটি বিশেষ লক্ষণ। **বেদনা**।—ডাঃ গরেন্সি বলেন যে স্তন্যদায়িনীদিগের স্তনাগ্র হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিচরণশীল বেদনা এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চক্ষু।—অতিশয় অশ্রুস্রাব (ইউফ্রে)। **কর্ণ**।—বামকর্ণের অভ্যন্তরে আক্ষেপিক বেদনা। **পাকাশয়**।—পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব। (সিপি) পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা অনুভব (ইগ্নে, সলফ)। **উদর**।—উদর পূর্ণ ও স্ফীত এবং তৎসহ নাভির চারিদিকে মোচড়ান বেদনা। (কলোসি)। শূন্যতা ও ক্ষুধা অনুভব; অন্ত্র কূজন। প্রধানতঃ উদরের বাম পার্শ্বে কলকল শব্দ, বোধ হয় যেন অন্ত্র কেবল জলপূর্ণ। (ফেলি)। * অন্ত্রের অভ্যন্তরে জলের ন্যায় প্রবল শব্দ। **মল ও মলদ্বার**।—আধ্মান ও তৎপরে সত্বর মলপ্রবৃত্তি। (এলো)। * সহসা মলস্রাব, ও তৎসহ অতিশয় বায়ু নিঃসরণ। (এলো)। নাভীপ্রদেশে চাপ দিলে মলদ্বার পর্য্যন্ত এক প্রকার ক্লেশানুভব, মলদ্বারে অবিরত বহির্দ্দিকে চাপানুভব। মলদ্বারে বেদনা, বোধ হয় যেন বলপূর্ব্বক কোন গোঁজ বাহির হইতেছে। * অবিরত মল প্রবৃত্তি ও তৎপরে সহসা লেহবৎ, দুর্গন্ধি, মলিন হরিৎ মলস্রাব, এই মল সরলান্ত্র হইতে তীব্রবেগে বহির্গত হয়। (ম্যাগ্নে-কা)। অতিশয় পাতলা, হরিদ্রাবর্ণের জলের ন্যায় মল। বেদনা শূন্য জলবৎ অতিসার। (আর্স, সিক, পডো)। **জননেন্দ্রিয়**।—(পুং)—* লিঙ্গমুণ্ডে ও অণ্ডকোষে তীব্র কণ্ডুয়ন। অণ্ড

কোষ কুঞ্চিত উহা প্রবলবেগে কণ্ডূয়ন করিতে হয়; কণ্ডূয়নে উপশম বোধ হয়। * অণ্ডকোষে বিদাহী কণ্ডূয়নকর বেদনা, বিচরণে উহা বৃদ্ধি পায়। অণ্ডকোষের আরক্ততা। * অণ্ডকোষ ও উপস্থে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। (রস)। শ্বাস-যন্ত্র।—* বোধ হয় যেন ফুসফুস প্রসারিত করিতে পারা যাইবে না। (এলাক)। বক্ষের উপরপার্শ্বে পূর্ণতা অনুভব, ও তৎসহ বাম বক্ষে এবং উভয় স্কন্ধাস্থির দিকে জ্বালাকর সূচীবেধ। ত্বক্ ; বাম উরুতে, অণ্ডকোষের ঠিক সম্মুখে রক্তবর্ণ ও রক্তস্রাবী পীড়কা, বিচরণে ও স্পর্শে উহাতে অতিশয় বেদনা। চর্ম্মে আরক্ততা, কণ্ডূয়ন ও যন্ত্রণাপ্রদ জ্বালা, জলপূর্ণ ও পূয়পূর্ণ পীড়কার উৎপত্তি ; পীড়কা হইতে ত্বকোন্মোচন। (এণ্টিটার্ট, রস সলক)। কণ্ডূয়নশীল পূয়পূর্ণ পীড়কা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—উষ্ণ ও বিরেচক। জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি উদরী ও শোথাদিতে ব্যবহৃত হয়। সদ্যজ্বরে—জ্বরমুরারি রস ; আধ্মান, শূল, উদরীতে—মহানারাচ রস ও ইচ্ছাভেদী রস ; দুর্দ্দম্য বিলম্বিকায় কফকেশরস, ও পাণ্ডুরোগে-পাণ্ডুসূদন রস ইত্যাদি ঔষধের প্রধান উপাদান জয়পাল।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অতি বিরেচক ; বিষমাত্রায় প্রাদাহিক বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাহ্য প্রয়োগে, চর্ম্মে আরক্ততা ও পূয়যুক্ত উদ্ভেদ জন্মে। কোষ্ঠবদ্ধ, শোথ, ধনুষ্টংকার, সংন্যাস ও উন্মাদাদি রোগে বিরেচনার্থ আভ্যন্তরিক, এবং কাশ, পুরাতন বাত ও পুরাতন সন্ধিরোগে প্রত্যুগ্রতা সাধনার্থ জয়পালের তৈলের স্থানিক প্রয়োগ হয়। মাত্রা, অর্দ্ধ হইতে দুই মিনিম।

ক্রোটেলস হরিডস।—গোখুর সাপের বিষ।

ক্রিয়া।—অন্যান্য সর্পবিষের ন্যায় মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমূলে ক্রোটেলসেরও মুখ্য ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। ইহার গৌণক্রিয়া বশতঃ রক্তবিকৃত, ও রক্ত-তন্ত বিনষ্ট হয় এবং রক্তস্রাব, ও গাত্রে কালিমাদি জন্মে। পীত জ্বরে রক্ত বিদুষ্ট হইয়া যে প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়, এই

বিষের ক্রিয়া বশতঃও ঠিক সেইরূপ অবস্থা জন্মে। অতএব সেই রোগে এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

অধিকার।—পীতজ্বর; সন্নিপাত জ্বর, আরক্ত জ্বর; পাণ্ডু; রক্তের গুণাপকর্ষ নিবন্ধন রক্ত-স্রাব প্রভৃতিতে এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—স্থানিক রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে এবং তদ্দ্বারা রক্ত বিষাক্ত ও স্নায়ুর শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িলে ক্রোটেলস ব্যবহৃত হয়। পীতজ্বরে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। কালিমা বা রক্ত স্রাববিশিষ্ট পাণ্ডুরোগ; সন্নিপাতজ্বর ও বসন্ত রোগে রক্তস্রাব, এবং আভিঘাতিক কোথ প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার আছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—রাত্রিতে বিশেষ প্রলাপ। বুদ্ধির জড়তা; বাক্যের বিশৃঙ্খলা, অসম্বদ্ধ উত্তর। স্মৃতিশক্তির অতিশয় ক্ষীণতা। (এনেক, ক্রিয়োস)। **মস্তক।**—ভ্রমি। চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত শিরঃপীড়া। শঙ্খদেশে সূচী-বেধ ও বেদনা। অত্যন্ত মস্তক-কণ্ডূয়ন। (কার্ব্বোল-এসি, সলফ)। **চক্ষু।**—* চক্ষুর পীতবর্ণ। (* চেল, পডো, আইয়োড)। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডল। চক্ষু হইতে রক্ত ক্ষরণ, চক্ষুর উপরে চাপ ও যাতনা। **নাসিকা।**—নাসারন্ধ্র ও শরীরের অন্যান্য দ্বার হইতে শোণিত স্রাব। **মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলের পীত (চেল, পডো) অথবা সীস বর্ণ। **মুখ-মধ্য।**—দন্তমূলের শুভ্রতা। * জিহ্বার স্ফীততা ও প্রদাহ। জিহ্বা ও গলায় আকুঞ্চন বশতঃ বাক রোধ। **গল-মধ্য।**—পিপাসা ব্যতীত গলশোষ। **আমাশয়।**—দুর্নিবার জ্বালাকর পিপাসা। আমাশয়ের উপদাহিতা বশতঃ ভুক্ত দ্রব্যাদি উদ্গীরণ। ভুক্তদ্রব্য; হরিদ্বর্ণ তরল পদার্থ; বা রক্ত বমন। পাকাশয়-গহ্বরে বেদনা। উদরোর্দ্ধদেশে ও কুক্ষিদেশে কাপড় রাখা যায় না। (ক্যাল্ক, ল্যাকে)। **উদর।**—সমগ্র উদরের স্ফীততা। উদরে জ্বালাকর বেদনা। (আর্স)। **মল ও মলদ্বার।**—মলদ্বার ও শরীরের অন্যান্য দ্বার হইতে রক্তস্রাব। (হেমে) অতিসার। **মূত্র-যন্ত্র।**—মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব। পীত বা লোহিতাভ পীতবর্ণ মূত্র। **শ্বাস-যন্ত্র।**—

ক্ষীণ ও কর্কশস্বরবিশিষ্ট স্বরভঙ্গ। রক্তাক্ত শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন সহ কাস। আয়াস সাধ্য প্রশ্বাস। **নাড়ী**।—দ্রুত, ক্ষীণ, প্রায় অনমুভবনীয় নাড়ী। (একন, আর্স)। **দেহ**।—প্রদাহিত, স্ফীত ও বিগলিত হস্ত পদ। (আর্স, ল্যাকে)। বিশ্রামকালে হস্ত-কম্প। সর্ব্ব শরীরের শোথ। (এপিস, আর্স)। চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, মুখ, মল-দ্বার ও মূত্র দ্বারাদি সমুদায় এবং দন্তমূল ও নখের নিম্ন হইতে রক্তস্রাব। *যৎসামান্য শ্রমে সহজে শ্রান্তি। সমস্ত শরীরের কম্পন সম্বলিত দুর্ব্বলতা। পেশীর পক্ষাঘাত। * সমস্ত শরীরের পীতবর্ণ। (চেল, আইয়োড, পডো)।

ক্লিমেটিস ইরেক্টা—অপরাইট বার্জ্জিন্‌স বাওয়ার।

ক্লিমেটিস রেণন কিউলেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার পত্র ও কাণ্ড হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চর্ম্ম, লসিকাগ্রন্থিমণ্ডল, এবং মূত্র ও জননযন্ত্রে ক্লিমিটিসের ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—অণ্ড-প্রদাহ; নিরুদ্ধপ্রকশ, তারকামণ্ডলপ্রদাহ প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—কুচিকিৎসিত প্রমেহ রোগের পরবর্ত্তী অণ্ড-প্রদাহে ও অণ্ডের বেদনা-শূন্য স্ফীততায় এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়। নিরুদ্ধ প্রকশ (ষ্ট্রিকচার) রোগেও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ হির্স বলেন যে আক্ষেপিক নিরুদ্ধপ্রকশেই এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রদাহিত নিরুদ্ধপ্রকশেও ক্লিমেটিসের বিস্তর প্রশংসা করেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে পুরাতন স্বল্পমেহ (গ্লীট) রোগের পরবর্ত্তী মূত্রমার্গ-সংকোচের প্রারম্ভাবস্থায়ই এই ঔষধি আরোগ্যকর; দীর্ঘকাল স্থায়ী বিধান-বিকারে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল দর্শেনা। অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের পুরাতন প্রদাহ, ও তারকামণ্ডলপ্রদাহে এই ঔষধের ব্যবহার আছে। শীতাসহতা লক্ষণেই তারকামণ্ডলপ্রদাহে ইহা প্রযোজিত হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজ

আমবাত ও উপদংশ জনিত তারকামণ্ডলপ্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পামা রোগেও ডাঃ হেম্পেল ক্লিমেটিসের আরোগ্যকর গুণ স্বীকার করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকের পৃষ্ঠভাগে রসস্রাবী পীড়কা (লাইকো, পেট্রোল, সিপি), এই পীড়কার গ্রীবা পর্যন্ত সম্প্রসারণ, এবং উহাতে অতিশয় তুর তুর ও কণ্ডুয়ন। কর্ণ।—উত্তাপ সহ কর্ণের বাহ্যাংশে জ্বালা। চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ; চক্ষুতে চিড়িক ও অবদরণ। মুখ-মধ্য।—দন্ত বেদনা, শীতল জল প্রয়োগে ক্ষণ কালের নিমিত্ত বেদনার উপশম (কফি); শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি (মার্ক)। উদর।—উরু-সন্ধি-প্রদেশে অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য। উরুসন্ধি-গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা (ক্যালক, নাইট-এসি), ও তাহাতে কণ্টকবেধবৎ বেদনা। মল।—কোষ্ঠ-কাঠিন্য (ব্রাই, ক্যালক, নক্স, ওপি, সলফ)। মূত্রযন্ত্র।—প্রতিহত মূত্র-ধারা (কোন), মূত্র-রোধক লে, মূত্রত্যাগের প্রারম্ভে, ও মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা। মূত্র মার্গের দীর্ঘকাল স্থায়ী সঙ্কোচন ও আকুঞ্চন। সমুদায় মূত্র একবারে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। পুং-জননেন্দ্রিয়।—* মুষ্কের দক্ষিণার্দ্ধের স্ফীততা (পলস); অণ্ডের শিথিলতা ও ঝুলায়মানতা। (ক্যাম্ফ, সলফ)। * ব্যথিত, প্রদাহিত, ও স্ফীত অণ্ড। (বোভ, স্পঞ্জ)। * দক্ষিণ রেতঃ-রজ্জুতে অনুভবাধিক্য, অণ্ড উপরের দিকে আকৃষ্ট। (রোড, জিঙ্ক)। ত্বক।—গ্রন্থির বেদনা বিশিষ্ট স্ফীততা ও কঠিনতা। (ক্যাল্ক, আইয়োড) রসস্রাবী কণ্ডুয়নশীল পামা (পেট্রোল, * গ্রাফ, মার্ক); শীতল জলে ধৌত করিলে; শয্যার উত্তাপে, (মার্ক); ও আর্দ্র পোল্টিশ প্রদানে উহার বৃদ্ধি।

ক্লোরাল হাইড্রেট—হাইড্রেট অভ ক্লোরাল।

ক্লোরাল সহকারে জলমিশ্রিত করিলে হাইড্রেট অভ ক্লোরাল প্রস্তুত হয়। ক্ষার সহযোগে ইহা ক্লোরোফরমে পরিণত হয়।

ক্রিয়া।—ক্লোরাল স্নায়বীয় অবসাদক। অহিফেনের ক্রিয়ার সহিত

ইহার ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এতদ্দ্বারা বৃহৎমস্তিষ্ক এত শীঘ্র আক্রান্ত হয় যে অহিফেণে ভেসোমোটর স্নায়ুর স্বল্পতা বশতঃ যে প্রাথমিক উত্তেজনা প্রকাশ পায় ক্লোরালের ক্রিয়ায় তাহা প্রায় দেখা যায় না। তবে কখন কখন গাত্রের আরক্ত রাগ সহকারে শিতপিত্ত, ইরিথিমা; রোমান্তিকা, আরক্তিকা (স্কার্লেটিনা) প্রভৃতির ন্যায় অতিশয় কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয়। অপর, চক্ষের শুক্লমণ্ডল জলপূর্ণ, উত্তপ্ত, অমসৃণ, স্ফীত, ও অল্প অল্প বেদনা বিশিষ্ট হইয়া উঠে, এবং কখন কখন অশ্রুস্রাব হয়।

অধিকার।—মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য।

আময়িক প্রয়োগ।—নিদ্রানাশ।—অনিদ্রায় এই ঔষধি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সেবন করা উচিত নহে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে বিশেষ সাবধান পূর্ব্বক কোন কোন রোগীর পক্ষে হাইড্রেট ক্লোরাল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শীতপিত্ত (আর্টিকেরিয়া)।—এই রোগে এক গ্রেণ বা তদপেক্ষা অল্প মাত্রায় ক্লোরাল সেবনে অতিশয় উপকার দর্শে। ডাঃ হিউজ পুরাতন শীতপিত্তে ইহার অতি প্রশংসা করেন। উপদংশ।—উপদংশ রোগের প্রাথমিক ক্ষতে ও ব্রণক্ষতে (বাঘির ঘা) ২০ গ্রেণ হাইড্রেট ক্লোরাল ১ ড্রাম জলে মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে অতিশয় উপকার দর্শে। এতদ্দ্বারা সত্বর রোগ আরোগ্য হয় এবং উপদংশ বিষ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। শ্বাস।—উৎকট শ্বাস কাস রোগে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় হাইড্রেট ক্লোরাল ব্যবস্থা করিলে নিদ্রাবেশ হইয়া আক্ষেপ নিবারিত হয়। নিদ্রার পরে পুনর্ব্বার রোগের আক্রমণ প্রকাশ পাইলে আর এক মাত্রা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। চক্ষু-প্রদাহ।—ডাঃ ডাইস ব্রাউন বলেন যে চক্ষু উঠায় এই ঔষধি বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিশৃঙ্খল চিন্তা; অসম্বদ্ধ আলাপ; রাত্রিকালে, বিশেষতঃ শিশুদিগের দন্তোদ্গমসময়ে ভয়; পানাত্যয়; সূতিকোন্মাদ। কশেরুক মজ্জায় রক্তসঞ্চয়, আভিঘাতিক বা স্বয়ম্ভূত কিম্বা শিশুদিগের ধনুষ্টঙ্ক

(টিটেনাস)। তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া)। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তসম্ভূত স্নায়ুশূল; আঘাতজনিত মস্তশূল। অনিদ্রা। **রক্তসঞ্চলন যন্ত্র।**—অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্র; শ্বাসরোধ অনুভব; বক্ষাস্থির নিম্নভাগে চাপবোধ, প্রায় অননুভব-নীয় নাড়ী; অত্যন্ত পিপাসা; অভিদ্রুত, ক্ষীণ, বিষম ও পর্য্যায়শীল নাড়ী; পাকাশয় প্রদেশে অসহ্য শূন্যতা ও ভারবোধ; ঘনশ্বাস, হৃৎপিণ্ড অবিকৃত, কিন্তু উহার ক্রিয়া বর্দ্ধিত ও বেগ মন্দীভূত। **পরিপাক যন্ত্র।**—দন্তোদ্গম কালে উদরাময়, রাত্রিতে উহা বৃদ্ধি পায়; বালকদিগের তীব্র উদর-বেদনা; পাকাশয়-শূল; পিত্তপ্রণালীর আক্ষেপ, ও পিত্তাশ্মরি নির্গমন কালে বেদনা। **জননেন্দ্রিয়।**—প্রমেহ রোগে লিঙ্গোচ্ছ্বাস, প্রসব-বেদনা, জরায়ুর আক্ষেপ ও রজঃশূল। (রক্তস্রাবের সম্ভাবনা থাকিলে এই সকল রোগে ইহা ব্যবস্থেয় নহে)। **ত্বক।**—রক্তস্রাবী ধূম্ররোগ (পার্পুরা হেমরেজিকা); আরক্ত জ্বরের ন্যায় পীড়কা; কোমল ক্ষত, ও ক্ষতযুক্ত ব্রধ্ন; অতিশয় পূয স্রাবী নিস্তেজ সদ্যব্রণ ও ক্ষত।

ডাক্তার হেল বলেন যে বেদনা নিবারণ ও নিদ্রা জন্মাইবার নিমিত্ত হাই-ড্রেট অভ ক্লোরাল প্রয়োগ করিতে হইলে টলুর পাক (সিরপ) সহযোগে ব্যবস্থা করা উচিত। মাত্রা একড্রামে দশ গ্রেণ। হাইড্রেট অভ ক্লোরাল প্রচুর পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার নিদ্রাকর মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ন্যূনাধিক কুড়ি গ্রেণ।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বেদনানিবারক, আক্ষেপনিবারক, অবসাদক ও নিদ্রাকর। আক্ষেপ ও বেদনা নিবারণার্থ বিবিধ রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। বিষ মাত্রায়, মূর্চ্ছা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, নাড়ীর দ্রুততা, ক্ষীণতা ও বৈষম্যদোষ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হ্রস্বতা, অঙ্গ-কম্প, পাকাশয়ে যন্ত্রণা ও চিন্তাবৈলক্ষণ্য জন্মে। অবশেষে নাড়ী লোপ, অতি পিপাসা, অবসন্নতা, অঙ্গপ্রসারণ, মস্তকাবনতি, ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হয়। মাত্রা, পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ২০ হইতে ৬০ গ্রেণ।

গোয়েকম অফিসিনেল — লিগনম ভাইটী।

গোয়েকম, জাইগোফিলেসী জাতীয় উদ্ভিদ। জামেকা প্রভৃতি আমেরিকার দ্বীপে জন্মে। ইহার ধূনা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া। — পেশীর বিধানতন্তুতে গোয়েকমের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ আমবাত ও সন্ধি-বাতের ন্যায় বেদনা জন্মে।

অধিকার। — আমবাত ও সন্ধিবাত জনিত রোগে, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারের পরে, এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। — বাতরক্ত রোগের বেদনায়, বেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি পাইলে এবং পীড়াক্রান্ত স্থলে উত্তাপ থাকিলে, বিশেষতঃ রোগী পূর্ব্বে পারদ সেবন করিয়া থাকিলে হানিম্যান এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। সম্প্রতি কিয়ৎপরিমাণে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে গলদেশে গোয়েকমের ক্রিয়া দর্শে, এই নিমিত্ত কোন কোন চিকিৎসক তালুমূল-প্রদাহ ও ঝিল্লিকপ্রদাহ রোগে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। তালুমূল-প্রদাহ এই ঔষধে প্রথম উপক্রমেই বিলীন হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমবাতিক বাধক বেদনায়ও ইহার ব্যবহার আছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন। — স্মৃতি-ক্ষীণতা, বিশেষতঃ নাম বিস্মরণ। মস্তক। — মস্তকের একপার্শ্বে মুখ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত আমবাতিক বেদনা। চক্ষু। — * চক্ষে স্ফীততা ও বহির্ম্মুখতা অনুভব, অক্ষিপুট যেন ক্ষুদ্র হওয়া প্রযুক্ত চক্ষু আবৃত করিতে পারিবে না এপ্রকার অনুভব। কর্ণ। — বামকর্ণে ছিন্নকর বেদনা সহ প্রবল কর্ণবেদনা। আমাশয়। — শূন্যোদগার। মল। — কঠিন * খণ্ড খণ্ড মল বিশিষ্ট কোষ্ঠ-কাঠিন্য। মূত্রযন্ত্র। — অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব সম্বলিত বার'বার মূত্র প্রবৃত্তি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। — গ্রীবার বামপার্শ্বে মস্তক পৃষ্ঠ হইতে সূচী-বেধ। পৃষ্ঠের সমগ্র বামপার্শ্বে, গ্রীবাদেশ হইতে ত্রিকদেশ পর্য্যন্ত, আমবাতিক অনম্যতা, তৎসহ বৎসামান্য সঞ্চালনে অসহ্য বেদনা, স্পর্শ করিলে বা বিশ্রামকালে এই বেদনা অনুভূত হয় না। নিদ্রা। — অপরাহ্নে নিদ্রা যাইবার অতিশয় ইচ্ছা। উপচয়। — সঞ্চালনে ; উপবিষ্ট

থাকিলে; প্রাতে, শয্যা হইতে উঠিলে পর, অথবা সায়াহ্নে শয়ন করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

গ্যাম্বোজিয়া—গ্যাম্বোজ।

গটিফেরি জাতীয় শ্যাম দেশীয় গ্যাম্বোজ বৃক্ষের ধুনা পরিশোধিত সুরায় দ্রব করিয়া এই ঔষধের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে গ্যাম্বোজের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ উপদাহ, নিঃস্রবাধিক্য, ও সময়ে সময়ে প্রদাহ জন্মে।

অধিকার।—প্রতিশ্যায় জনিত রোগঃ শুক্রমণ্ডল-প্রদাহ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হিলবার্গ উগ্র উদরবেদনা বিশিষ্ট গ্রীষ্মকালীন অতিসারে গ্যাম্বোজের দ্বিতীয় ক্রম বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া প্রশংসা করেন। ডাঃ ফিলিপস যুবকযুবতীদিগের রক্তাতিসারে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী বলেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবামাত্র শিরোঘূর্ণন। চক্ষু।—সায়াহ্নে বা অপরাহ্নে চক্ষে অত্যন্ত জ্বালা, ও আলোক-দ্বেষ, অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে তাহার উপশম, কিন্তু প্রাতে পুনরাগমন। সায়াহ্নে অতিশয় চক্ষু-কণ্ডূয়ন। রাত্রিতে অক্ষিপুট সংযোজন। নাসিকা।—প্রবল পুরাতন হাঁচি। দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্রের শুষ্কতা। মুখমধ্য।—সম্মুখের দন্তের প্রান্তে শীতলতা অনুভব। গলমধ্য।—গলার দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র হুল-বেধ। গলার অভ্যন্তরে জ্বালা ও খরস্পর্শতা অনুভব। আমাশয়।—আহারে অরুচি। সন্ধ্যাকালে অতিশয় পিপাসা। আমাশয় হইতে উৎপন্ন বিবমিষা। ভয়ঙ্কর বমন ও বিরেচন, তৎসহ মূর্চ্ছা। (ভিরেট)। আমাশয়ে চর্ব্বণবৎ যাতনা। (ইগ্নে)। আমাশয়ে সূচী-বেধবৎ বেদনা। (ব্রাই, কালী কা)। আমাশয়ে ক্ষতবৎ যাতনা, আহারান্তে তাহার নিবৃত্তি। উদর।

—নাভী-প্রদেশে নখাঘাতের ন্যায় বেদনা সহ উদরের স্ফীততা। অন্ত্র-কূজন। (লাইকো)। উদর ও উরু-স ন্ধ-স্থানে চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা। মল।—ঘন ঘন, বিশেষতঃ সায়াহ্নে ও রাত্রিতে বায়ু নিঃসরণ। আপাকর বেদনা, সরলান্ত্রের কূন্থন, গুহ্যভ্রংশ, নাভী-প্রদেশে অবিরত চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা, ও সময়ে সময়ে আমস্রাব লক্ষণাপন্ন অতিসার। উদর বেদনা ও কূন্থন সংহিত প্রভূত জলবৎ অতিসার। পূর্বাহ্ণ অতিসার, মল অতিশয় বেগে নিঃসৃত হয়। পীত ও হরিদ্বর্ণ এবং আমসংযুক্ত আতিসারিক মল, মলস্রাবের অতিশয় বেগ, চাপ, ও সরলান্ত্র নিক্রমণ। (নক্স)। মূত্র।—অনেকক্ষণ অন্তর মূত্র ত্যাগ। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—শ্বেতপ্রদর। শ্বাস-যন্ত্র।—বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে চাপ। বক্ষঃস্থলে বেদনা, বোধ হয় যেন উহার সকল স্থানেই ক্ষত হইয়াছে। (রুমেক্স)। বুকাস্থিতে অতিশয় বেদনা-জনক পুনঃ পুনঃ সূচী বেধ। দেহ।—স্কন্ধে ছিন্নকর বেদনা। শরীরের নানাস্থানে জ্বালা অনুভব। (আর্স)। উৎকণ্ঠাসহ বিবর্দ্ধিত উত্তাপ। (একন)। নিদ্রা।—নিদ্রালুতা। উৎকণ্ঠা ও বিরক্তিপূর্ণ স্বপ্ন। উপচয়।—সায়াহ্নে বা রাত্রিতে বৃদ্ধি। অধিকাংশ লক্ষণ উপবিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে বিরাম পড়ে।

—•—

গ্র্যাফাইটিস—ব্লাক লেড—প্লম্বেগো।

এই ধাতুদ্বারা লিখিবার মসি প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম গ্র্যাফাইটিস। ঔষধার্থে প্রথমতঃ ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চর্ম্ম, লসিকা, পরিপাকযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ে গ্রাফাইটিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ চর্ম্মে এক প্রকার রক্ত-স্রাবী চিপিটিকা বিশিষ্ট পীড়কা জন্মে। (স্রাবহীন শল্কবিশিষ্ট পীড়কায়, লাইকোপোডিয়ম; গাঢ় কঠিন চিপিটিকায় মেজিরিয়ম; এবং সহজে চিপিটিকা বিচ্ছিন্ন হইলে ও তাহার তলে কাঁচা ও রক্তস্রাবী ত্বক থাকিলে হিপার; ব্যবহার্য্য)।

অধিকার।—চর্ম্মের কণ্ড্যবস্থা। পুরাতন চর্ম্ম পীড়কা; শারীর ব্রণ;

ও বিসর্প; চর্ম্ম বিদারণ ও উপত্বক বিশ্লেষ; দদ্রু। বৃহদাকার ও গ্রন্থিল মল বিশিষ্ট কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং তৎসহযোগে চর্ম্মের শুষ্কতা ও কর্কশতা। বিলম্বিত ও স্বল্প রজঃ (বিশেষতঃ চর্ম্মরোগ ও কোষ্ঠবদ্ধ সহ), অন্ত্রের স্ফীততা ও কাঠিন্য; বৃদ্ধিরোগ (অণ্ডকোষে জলসঞ্চয়) কর্কশ স্বরসহ শুষ্ককাস। অগ্নিমান্দ্য; অতিসার; ধ্বজ-ভঙ্গ; শ্বেত প্রদর; গ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিন্য। গণ্ডমালা জনিত রোগ।

আময়িক প্রয়োগ।—দদ্রু।—জ্বালা, অসহ্য যন্ত্রণা; ক্ষতযুক্ত অবস্থা; বৃদ্ধদিগের দদ্রু। **বুলীকা (খুসকী)।**—এই রোগে আর্সেনিক দ্বারা বিশেষ উপকার না দর্শিলে গ্রাফাইটীস বা লাইকো ব্যবহৃত হয়। **পামা।**—চিবুক বা কর্ণের পশ্চাৎভাগে আর্দ্র পীড়কা, হস্তের চর্ম্মের বিদারণশীলতা, অঙ্গুলীর পীড়কা। পুরাতন পামা রোগে ইহা অতিশয় উপকারী। আর্সেনিকের ন্যায় বোধ হয় গ্রাফাইটিসও চর্ম্মের পোষণ ক্রিয়া বৰ্দ্ধিত করে। ডাঃ হেল কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত আক্রান্ত একজন পামা রোগীকে ইহার পঞ্চম হইতে ত্রিংশ ক্রম ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ বেইস করতলের বিচর্চ্চিকা রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ গবেন্সি বলেন যে শিরীষের ন্যায় আটাবৎ ও পাতলা স্রাব ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ হিউজ বলেন যে সম্ভবতঃ আর্সেনিকের ন্যায় গ্রাফাইটিসের ও চর্ম্মের পরিপোষণ ক্রিয়ার উপর প্রভাব আছে তাহাতেই এতদ্দ্বারা চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। **স্বল্পরজঃ।**—চর্ম্মপীড়া ও মলরোধ সহ স্বল্পরজঃ ও মৃতপাণ্ডু প্রভৃতিতেও ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ডাঃ ওয়েসেলহিফ্ট বলেন যে যুবতীদিগের রজঃক্ষীণতায় পলসেটিলা এবং বিগত যৌবনা অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্কাদিগের পক্ষে গ্রাফাইটিস বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে রক্তহীনতা অপেক্ষা পাণ্ডুবর্ণ, স্বল্প, নিয়মিত সময়ের পরে স্রাবিত ঋতুতেই এই ঔষধ অধিক ফলপ্রদ। ডাঃ হিউজ বলেন যে লুপ্ত রজঃ অপেক্ষা স্বল্প, পাণ্ডুবর্ণ ও বিলম্বিত রজঃস্রাবেই ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। **ইন্দ্রবিদ্ধ (এলোপেশিয়া)।**—ডাঃ গরেন্সি বলেন যে কেশপতন ও নখের অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন এই ঔষধে নিবারিত হয়। **স্তন-রোগ।**

—প্রদাহ ও ব্রণ জনিত্‌ স্তনের কাঠিন্য ও ক্ষত-চিহ্ন গ্রাফাইটীস সেবনে দূরী-কৃত হয়। স্ত্রীদিগের ডিম্বাশয় বিবর্দ্ধন ও পুরুষের জল-দোষ বা অণ্ড-বিবর্দ্ধনও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। **কোষ্ঠবদ্ধ (কন-ষ্টিপেশন)**।—ডাঃ হিউজ বলেন যে বৃহদাকার, গ্রন্থিল ও অতি কৃচ্ছ্রে নিঃসারিত মল লক্ষণে গ্রাফাইটীস একটী প্রধান ঔষধ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* বিমর্ষতা ও নিরাশতা (ইগ্নে, পলস, ন্যাট-মি), কেবল মৃত্যু-চিন্তা। (এক, আর্স)। * আশঙ্কাশীলতা, ও বিলাপ-প্রবৃত্তি। (ন্যাট মি, পলস)। **মস্তক**।—* মস্তকে, বিশেষতঃ মস্তকের পৃষ্ঠভাগে আকুঞ্চিতবৎ বেদনা। * মস্তকে অবশতা ও কোমলতার ন্যায় বেদনা। * কেশ-পতন। (ন্যাট-মি, * নাইট-এসি, * সলফ, ফস)। সমগ্র মস্তকের পামা, তদুপরি বৃহৎ মলিন চিপিটিকা, তদ্দ্বারা কেশ-সংযোজন (ভায়োলা); স্পর্শ করিলে উহাতে বেদনা। (মার্ক, মেজ, নাইট-এসি, লাইকো, সলফ)। **চক্ষু**।—চক্ষুর রোমে শুষ্ক নেত্র-মল। * চক্ষুর পাতার প্রান্তের (মার্ক-করো, * সলফ), ও বহির্দ্দিকের কোণের প্রদাহ। * উভয় কর্ণের পশ্চাতে রসস্রাবী ক্ষত. (ক্যাল্ক, হিপার), এই ক্ষতের গাল ও ঘাড় পর্য্যন্ত প্রসারণ। **নাসিকা**।—* ঘ্রাণশক্তির অতিশয় প্রখরতা (বেল), ফুলের গন্ধে অসহ্যতা। * নাসি-কার অভ্যন্তরে ক্ষত ও বেদনা। (মার্ক, নাইট এসি)। **মুখমণ্ডল**।—* মুখমণ্ডলে অবিরত লূতাতন্তু থাকার ন্যায় অনুভব। (এলম, ব্যারাইট-কা, বোর, ক্যালাড)। * মুখমণ্ডলে কণ্ডুয়নশীল পীড়কা, কণ্ডুয়ন করিলে উহা হইতে রসস্রাব। (হিপ, লাইকো)। * শীতের ন্যায় ওষ্ঠ ও নাসা রন্ধ্রের ক্ষত ও অবদরণ। (এন্টক্রু, এরম)। * মুখমণ্ডলে, বিশেষতঃ হনুদেশে ও মুখের চতুর্দ্দিকে রসস্রাবী পীড়কা, (ক্যাল্ক, ফস, লাইকো)। **মুখ-মধ্য**।—* মুখের কোণে পীড়কা (এন্ট-ক্রু ,লাইকো)। * জিহ্বার নিম্ন পার্শ্বে ও অগ্রভাগে জ্বালাকর ফোস্কা। (মার্ক, নাইট-এসি)। **আমাশয়**।—* আমিষ আহারে অরুচি ; *মিষ্টদ্রব্যে বিরক্তি ও বিবমিষার উৎপত্তি ; লবণাক্ত দ্রব্যে

অপ্রবৃত্তি। * বারংবার উদ্গার, ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদবিশিষ্ট উদ্গার। (এণ্ট ক্রু, কার্ব্বো-এ পলস)। আমাশয়ে আকুঞ্চন ও কামড়ানবৎ বেদনা। **উদর।**— * উদরের অতিশয় স্ফীততা। (আর্স ক্যাল্ক, মার্ক)। * বায়ুপূর্ণের ন্যায় উদরের পূর্ণতা। (কার্ব্বো ভে লিক)। **মল ও মলদ্বার।**— * মলিন বর্ণ, অর্দ্ধ পরিপাচিত, অসহ্য দুর্গন্ধবিশিষ্ট মল; * সূত্রবৎ আমজড়িত পিণ্ডাকার মল ও তৎসহ মলদ্বারে যন্ত্রণা। * মলদ্বার-কণ্ডূয়ন (আর্স, * ক্যাল্কে, * সিনা, * সল্ফার), * মলদ্বার মুছিলে উহাতে সূচীবেধবৎ যাতনা। **মূত্রযন্ত্র।**— * মূত্র ঘোলা হয় (চেল, সিনা, ডিজি) এবং উহা হইতে শুভ্রবর্ণ (ক্যাল্ক, ক্যান্থ, কলোস) অথবা ঈষৎলোহিত বর্ণ অধঃপতিত পদার্থ পড়ে। (বেল, কার্ব্বো, ক্রিয়োজ, সিপি)। **জননেন্দ্রিয়।**—(পুং)।— * অণ্ডকোষে কণ্ডূয়ন, ও রসস্রাবী পীড়কা। (হিপ, রস)। রতিকালে রেতঃস্রাব বিহীনতা। (স্ত্রী)।— * অতিশয় পাতলা, শুভ্রবর্ণ, শ্লেষ্মাময় প্রভূত স্রাবের বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর তৎসহ পৃষ্ঠদেশে দুর্ব্বলতা। * অতিশয় বিলম্বে, অত্যন্ত অল্প পরিমাণ; ও পাণ্ডুবর্ণ রজঃ। (* পলস)। * ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রী-অঙ্গ কণ্ডূয়ন। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**— * হস্তের চর্ম্মের কঠিনতা, ও স্থানে স্থানে বিদারণ। (হিপার)। * হস্তের অঙ্গুলীর নখের স্থূলত্ব প্রাপ্তি। (এণ্ট ক্রু)। * জঙ্ঘার অবদরণ; পদাঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবদরণ। * নিতম্ব দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাতনা সংযুক্ত ক্ষত। (মার্ক)। **দেহ।**—সর্ব্ব শরীরের অবসন্নতা। (আর্স, * সিক্ক * ফস)। **ত্বক।**— * শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়নশীল বড় বড় পীড়কা এবং তাহা হইতে বিদাহী জলবৎ আঠা আঠা স্রাবনিঃসরণ। (ক্লিম, সেপি, রস)। * চর্ম্মের, বিশেষতঃ বালকদিগের চর্ম্মের অবদরণ। (চাইনম, ইগ্নে, পাইকো)। **উপচয়।**—রাত্রিতে; প্রাতে; শীতল হইলে; ঋতুকালে ও ঋতুর পরে; রজঃ লোপবশতঃ, এবং বিচরণের প্রারম্ভে বৃদ্ধি। **উপশম।**—উদ্গার উঠিলে, ও অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ করিলে উপশম প্রাপ্তি। **উপযোগিতা।**—মেদরোগপ্রবণ ব্যক্তি; ও নিয়মিত সময়ের অনেক পরে রজঃস্রাবশীলা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

—*—

গ্লনয়েন — নাইট্রো গ্লিসারিণ।

এই ঔষধি গ্লিসারিণ, নাইট্রিক ও সলফিউরিক এসিড সহযোগে প্রস্তুত হয়। প্রুসিক এসিডের ন্যায় মানবদেহে অবিলম্বে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

ক্রিয়া।—মেডিউলা অবলঙ্গেটা, সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ু, ও ভ্যাসো-মোটর স্নায়ুতে গ্লনয়েনের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এবং অর্কাঘাত অর্থাৎ সর্দ্দিগর্ম্মির ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কে স্পন্দ-জনক ও দপদপকর পূর্ণতা (বেদনা নহে) গ্লনয়েনের প্রধান প্রমাণ-লক্ষণ।

অধিকার।—অতিশয় রৌদ্র ভোগের মন্দ ফল। মানসিক উত্তেজনা, ভয়, ও উপঘাতাদি প্রাপ্তির মন্দফল। আতপঘাত; মূর্চ্ছা; মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয়; শিরঃপীড়া; অপস্মার এবং আক্ষেপ।

আময়িক প্রয়োগ।—শিরোবেদনা।—মস্তিষ্কের উপদাহবশতঃ করোটীর অভ্যন্তরে রক্তসঞ্চালন উত্তেজিত হইলে বেলেডোনা; রক্তসঞ্চলনের উত্তেজনা বশতঃ মস্তিষ্ক উপদাহিত হইলে গ্লনয়েন ব্যবহার্য্য। সুতরাং মস্তিষ্ক-বিধানের উপদাহ বা প্রদাহোপক্রম জনিত রক্তসঞ্চয়ে বেলেডোনা; এবং অতিশয় শীত বা উত্তাপ, মনোভাব, ও রজঃ বা রক্তস্রাবাদি রোধ বশতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যে গ্লনয়েন উপযোগী। গ্লনয়েন প্রয়োগোপযোগী শিরঃপীড়া মস্তক সঞ্চালন বা শরীর সঞ্চালনে বর্দ্ধিত ও বাহ্যিক চাপ প্রদানে উপশমিত হয়। কিন্তু রোগী মস্তক আবৃত রাখিতে পারে না। হৃৎপিণ্ড ও ধমনির ক্রিয়াধিক্য এবং কখন কখন বিবমিষা ও বমন লক্ষণ বিশিষ্ট, রক্তসঞ্চয়জনিত স্পন্দনশীল বিদীর্ণকর শিরোবেদনায়ও এই ঔষধ উপযোগী। রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া, মস্তকে পূর্ণতা ও আকৃষ্টতা অনুভব এবং শিরোঘূর্ণন এই ঔষধি প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। আতপ-ঘাত।—প্রবল শিরোঘূর্ণন, যন্ত্রণা, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উগ্র বেদনা এবং আকস্মিক চৈতন্যলোপ ও পতন লক্ষণা-পন্ন আতপঘাত (সর্দ্দিগর্ম্মি) রোগের গ্লনয়েন অতি প্রধান ঔষধ। ডাঃ হিউজ বলেন যে অর্কাঘাতের পরিণাম ফল স্বরূপ শিরঃপীড়া; সূর্য্যোত্তাপ জনিত বা তদ্দ্বারা বিবর্দ্ধিত শিরঃপীড়া; ও গ্যাসের আলো জনিত শিরঃ-

পীড়ায় এই ঔষধে আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। রজোনিবৃত্তি ও রজঃস্তম্ভ বশতঃ রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। গর্ভাবস্থা জনিত মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয়েও ইহা অতিশয় উপকারী। স্নায়ুশূল।—মস্তিষ্কে প্রবল রক্তসঞ্চয় সহ স্নায়ুশূল ও সূতিকাক্ষেপ। হৃৎস্পন্দ।—উষ্ণবায়ু ও ভয়াদিজনিত হৃৎস্পন্দনের ন্যায় স্নায়বীয় হৃৎস্পন্দন রোগ, গ্রীবার ধমনী স্পন্দন ও দ্রুতগামিনী নাড়ী সহকারে মস্তকে রক্তাবেগ। দন্তশূল।—উত্তাপ ও সর্দ্দি লাগিবার পরে শিরঃপীড়া বিশিষ্ট দন্তশূল প্রভৃতিতে গ্লনয়েনের ব্যবহার আছে। সংন্যাস।—সংন্যাস রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী মস্তকের সামান্য রক্ত-সঞ্চারে, এবং মস্তিষ্কের কোমলতা বা অর্ব্বুদ জনিত রক্তসঞ্চারে ডাঃ কাফকা এই ঔষধের বিশেষ প্রশংসা করেন। অপস্মার রোগের আক্রমণ কালে কোন পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে গ্লনয়েন প্রথম দশমিক ক্রম জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিলে রোগের আবেগ নিবারিত হয়। এমিল নাইট্রাইট অঘ্রাণ করিলেও এই প্রকার ফল দর্শে। কিন্তু রোগাক্রমণের প্রারম্ভে রোগীর মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ লক্ষণেই এমিল ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধদ্বয় বিরাম কালে ব্যবহৃত হয় না এবং ইহাদের রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যতীত সম্যক আরোগ্যকর গুণ নাই।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—* মস্তকের অতিশয় বৃহত্তরতা অনুভব। * মস্তকে পূর্ণতা, মস্তকে স্পষ্ট নাড়ীর স্পন্দন অনুভব (বেল); * বেদনা ব্যতীত দপদপ। * মস্তকে যেন রক্ত উঠিতেছে এরূপ অনুভব। (বেল)। * মস্তক সঞ্চালনে আশঙ্কা, বোধ হয় যেন নড়িলে মস্তক খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে। *মস্তকে, কপালে, শঙ্খ-দেশে, মূর্দ্ধাদেশে, মস্তকের পশ্চাদ্দেশে দপদপ; সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি (ব্রাই); স্থির হইয়া বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিলে এবং চাপ দিলে উপশম। * যুগপৎ মস্তিষ্ক ও নাড়ীর স্পন্দন। * মস্তিষ্কে আন্দোলিত বা তরঙ্গের ন্যায় গতি। (সিঙ্ক, চাইনস)। শঙ্খদেশের ধমনীর স্পন্দন, উহা উত্থিত দেখায় ও রজ্জুবৎ অনুভূত হয়। (বেল)। মস্তক-পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা, এই বেদনা কপাল-প্রান্ত ও চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত

হয়। ঋতুকালে বা ঋতুর পরিবর্ত্তে দপদপ কর শিরঃপীড়া। (সিম্ব)। * মস্তক সঞ্চালনে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি। সূর্য্যের উত্তাপে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (বেল, ন্যাট-কা); অনাবৃত বায়ুতে ও চাপ প্রদানে উপশম। শিরোঘূর্ণন। **চক্ষু।**—চক্ষুর সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ ও শিখা দর্শন। (বেল, সাইক্লে, সলফ)। প্রতিস্পন্দনে দৃষ্ট পদার্থ নৃত্যবিশিষ্ট দেখায়। চক্ষে বেদনা। ভ্রমন্ত দৃষ্টি। (* বেল, * হাইয়স, ষ্ট্রামো)। প্রসারিত কনীনিকা, উর্দ্ধদিকে ঘূর্ণিত চক্ষু। (বেল)। **কর্ণ।**—বধিরতা, কর্ণ অবরুদ্ধবৎ অনুভূত হয়; (কোন)। কর্ণনাদ, কম্পমান স্পন্দন। **মুখমণ্ডল।**—উত্তাপ, সর্দ্দিগর্ম্মি, ও রক্ত-সঞ্চয়াদি সময়ে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ। শিরঃপীড়া সহকারে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা। মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ একবার আইসে একবার যায়। **মুখমধ্য।**—* সমস্ত দন্তে দপদপকর বেদনা। **গল-মধ্য।**—কোমল তালু ও গলার কণ্ডুয়ন। গলা যেন স্ফীত হইতেছে এপ্রকার অনুভব। **শ্বাসযন্ত্র।**—গভীর প্রশ্বাসে প্রবৃত্তি। বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন ও যাতনা। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—হৃৎপিণ্ডের প্রবল ক্রিয়া, সর্ব্ব শরীরে সুস্পষ্ট স্পন্দন। অতিশয় হৃৎস্পন্দ। (স্পিজি)। নাড়ীর দ্রুততা; পর্য্যায়ক্রমে পতন ও উত্থান; অর্দ্ধাঘাতে নাড়ীর মৃদুতা ও ক্ষীণতা। **দেহ।**—অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। (আর্স, ব্রাই, সিক্ক, ফস)। * সমস্ত শরীরে বেদনাশূন্য দপদপ। (এণ্ট ক্রু, সলস, সিপি, জিঙ্ক) গ্রীবার চারিদিকে অশিথিলতা। **জ্বর।**—সর্ব্বাঙ্গীন উষ্ণতা; উত্তাপাবেশ প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে ও বক্ষঃস্থলে। **উপচয়।**—সঞ্চরণে; মদিরা পানে; আক্রান্ত স্থান সঞ্চালনে বৃদ্ধি। **উপশম।**—রাত্রিতে, ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম প্রাপ্তি।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া। এতদ্দ্বারা ধমনীর অতিশয় শিথিলতা জন্মে। অতি মাত্রায় মেডিউলা অবলঙ্গেটা, এবং নিউমোগ্যাষ্ট্রিক ও ভেসো-মোটার স্নায়ুর উপর ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও হৃৎকম্প উপস্থিত করে। হৃৎশূল রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার ক্রিয়ার সহিত নাইট্রেট অভ এমিলের ক্রিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে।

চায়না — সিঙ্কোনা অফিসিনেলিস — পেরুভিয়ান বার্ক।

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণস্থিত প্রদেশ এবং পেরুদেশে সিঙ্কোনেসি জাতীয় সিঙ্কোনা বৃক্ষ জন্মে। এই বৃক্ষ নিম্ন ভূমিতে উৎপন্ন হয় না। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহার পত্র চিরহরিৎ ও অতি সুরভী। এক্ষণ ভারতবর্ষেও দার্জিলিং প্রভৃতিস্থানে ইহার কর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। সিঙ্কোনার বীযা সলফেট অভ কুইনা হইতে ঔষধার্থে বিচূর্ণ ও দ্রব এবং পীতবর্ণ বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে, বিশেষতঃ গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের যে অংশ শরীরের পোষণ ক্রিয়ার উপরে কার্য্য করে তাহাতে সিঙ্কোনার ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ ও ক্লান্তি, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম এবং জীবনীশক্তির ক্ষীণতা জন্মে। রক্ত পরিমাণে ও গুণে পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ পাতলা ও জলীয় হইয়া উঠে এবং রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার শিথিলতা জন্মে এবং উহার ফলস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও উপদাহিতা উৎপন্ন হয়, অপর রক্তস্রাব, অতিঘর্ম্ম, অতিমূত্র ও জলবৎ অতিসারাদি নানা প্রকার শারীরিক ক্রিয়া বিকার প্রকাশ পায়। পরিপোষণমণ্ডলে যকৃৎ ও প্লীহায় সিঙ্কোনার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া নিবন্ধ যকৃতে রক্তাধিক্য ও রক্ত-সঞ্চয় জন্মে এবং যকৃতের অন্যান্য স্বাভাবিক ক্রিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে নানাবিধ পিত্ত-লক্ষণ ও পাণ্ডু উপস্থিত হয়। প্লীহায়ও সিঙ্কোনা রক্তাধিক্য জন্মায়। এই রক্তাধিক্য হইতে রক্ত-সঞ্চয় ও পরিণামে প্লীহার বিবর্দ্ধন জন্মে। গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যদিয়া ক্রিয়া করিয়া এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শারীরিক বিকার জন্মাইয়া সিঙ্কোনা জ্বর উৎপন্ন করে। সিঙ্কোনা জনিত জ্বর ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় এবং পর্য্যায়শীলতা উহার বিশেষ প্রকৃতি।

স্নায়ুমণ্ডলের অতিশয় অনুভবাধিক্য ও তন্নিমিত্ত সামান্য স্পর্শে, সঞ্চালনে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি; পরন্তু ক্ষুধা ও পিপাসা হীনতা সহ অবসন্নতা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—রক্তস্রাব, উদরাময়, শুক্রমেহ, অতিঘর্ম্ম, শ্লেষ্মাস্রাব, পূযস্রাব ও দীর্ঘকাল স্তনদান ইত্যাদি কারণে শারীরিক দ্রববিধানের

অপচয় জন্য দুর্ব্বলতা। সামান্য পর্য্যায় জ্বর; ব্রণশোথ অথবা বহু-কালব্যাপী পূয নিঃসরণ জনিত বিলেপী জ্বর (হেকটিক ফিভার): এবং অবসন্নতাসহ স্বল্পবিরামজ্বর; সপর্য্যায় স্নায়ুশূল ও অন্যান্য পর্য্যায়শীল রোগ; স্নায়ুমণ্ডলের অনুভবাধিক্য; কম্পজ্বর ও প্লীহা সহবর্ত্তী শোথ; অতি দৌর্ব্বল্য জনিত ঘর্ম্ম। বিরক্তকর স্বপ্ন, তন্দ্রা, উদ্বেগ ও চকিততা এবং জাগরিত হইবার পরেও কিয়ৎকাল উৎকণ্ঠা। রক্ত সঞ্চালনের ক্ষীণতার চিহ্ন স্বরূপ নখরের নীলিমা ও হস্ত পদের শীতলতা, এবং অবসন্নতা সহ কশেরুক মজ্জার উপদাহ। ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর; অগ্নিমান্দ্য; অতিসার, পাণ্ডু; যকৃৎ প্রদাহ, প্লীহা, বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায, শিশুদিগের পুরাতন পাকাশয়-প্রদাহ; পিত্ত পীড়া প্রভৃতিতে এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। বলকর ও পর্য্যায় জ্বরঘ্ন বলিয়াই চায়নার বিশেষ খ্যাতি।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বিষম জ্বর।—আতা-পতন দৃষ্টে নিউটন যেমন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সিঙ্কোনার জ্বরোৎপাদক ও জ্বরঘ্ন শক্তি দেখিয়া হানিম্যান সেইরূপ হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার করেন। সিঙ্কোনা ম্যালেরিয়া নাশক। সুতরাং অনুপদেশজাত বিষম জ্বরে ঈষৎ পীতবর্ণ মুখাকৃতি; আহারান্তে তন্দ্রালুতা; যকৃত বা প্লীহার স্ফীততা অথবা বেদনা, জলবৎ, কি পিচ্ছিল অথবা পিত্তমিশ্রিত উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে এবং জ্বরের শীত, উষ্ণ ও স্বেদাবস্থা নিয়মিতরূপে প্রকাশ পাইলে চায়না ব্যবস্থেয়। হানিম্যান বলেন যে উষ্ণাবস্থার ঠিক পূর্ব্বে ও পরে পিপাসা; জ্বরাবেশের প্রারম্ভে হৃৎস্পন্দ, উৎকণ্ঠা, বিবমিষা, অতিশয় পিপাসা, পুনঃ পুনঃ ক্ষুধা, নিম্নোদরে চাপক বেদনা, বা শিরঃপীড়া, বাহিরের শিরার স্ফীততা, এবং মস্তকে রক্তের গতি বিষমজ্বরে চায়না প্রয়োগের লক্ষণ। ডাঃ চার্জ্জ বলেন যে প্রকৃত শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসার অভাব চায়নার বিশেষ লক্ষণ। শীত বা উষ্ণাবস্থায় পিপাসা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয় নহে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এক মাত্রা ও বিরামকালে চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেব্য। মনঃপূত হইলে চিনিনম সলফ (কুইনাইন) এক দশমিক ক্রমের চূর্ণ, এক গ্রেণ মাত্রার

বর্ণিতার কথা বলিতে পারে। রোগী অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন করিয়া থাকিলে চায়নার পরিবর্তে আর্স, কার্ব্বো, সিড্রণ, বা ক্যাট্রু-মিউর প্রয়োগ করা উচিত। স্বল্প বিরাম জ্বরেও বিরামকালে চায়না ব্যবহার্য্য। সিঙ্কোনা বা কুইনাইন দ্বারা কি প্রকারে বিষমজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে বিস্তর তর্কবিতর্ক উল্লিখিত আছে, স্থানের অসদ্ভাবশতঃ আমরা তাহার সমুদায় সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না, কেবল সারাংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সিঙ্কোনা বাস্তবিক পর্য্যায় নিবারক নহে, কিন্তু ম্যালেরিয়া নাশক, সুতরাং ম্যালেরিয়া সম্ভূত জ্বর ও অন্যান্য পর্য্যায়শীল রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ: কেহ কেহ বলেন যে ম্যালেরিয়া আণুবীক্ষণিক জীবাণুময় এক-প্রকার অদৃশ্য বিষাক্ত পদার্থ। কুইনাইনের এইসকল জীবাণুবিনষ্টকারিণী শক্তি আছে বলিয়া এতদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারিত হয়। কিন্তু যদি তাহাই হইবে, তবে ট্রিকনিয়া ও মার্কুরিক্লোরাইডের প্রটোপ্লাজম বা জীবাণু বিনাশিনী শক্তি সত্বেও তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ কোন উপকার দর্শে না কেন? পক্ষান্তরে, ক্যামোমাইল, গোলমরিচাদির জীবাণুবিনাশক কোন গুণ নাই, অথচ তাহাদের দ্বারা বিষমজ্বর আরোগ্য হয় কেন? অতএব এই মত সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ডাঃ উড বলেন যে সম্ভবতঃ যে সমস্ত স্নায়ু মূলের বিকার বশতঃ এই সকল পর্য্যায়শীল রোগ উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত স্নায়ুমূলে কুইনাইনের প্রবল প্রভাব নিবন্ধন এতদ্দ্বারা পর্য্যায়শীল রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কুইনাইন পূর্ব্বেই ঐ সকল স্নায়ু মূলে স্বীয় প্রভাব স্থাপন করিয়া রোগের প্রভাব প্রকাশ পাইতে দেয়না সুতরাং রোগের আবেশ প্রতিরুদ্ধ হয়। কোন ঔষধের রোগের সহিত সাদৃশ্য আছে কিনা তাহা নিরূপণ করিতে হইলে ইহাই দেখা আবশ্যক যে রোগ ও ঔষধ ঠিক এক অভিমুখে কার্য্য করে কিনা, একই স্থান আক্রমণ করে কিনা, এবং বস্তুত ক্রিয়া করে, একই প্রকারে ক্রিয়া করে কিনা, তাহা হইলেই সেই রোগে সেই ঔষধ সদৃশ মতানুযায়ী হইল। অতএব কুইনাইন দ্বারা ঠিক বিষম জ্বর উৎপন্ন না হইলেই যে কুইনাইন বিষম জ্বরের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নহে এমন নহে। ফলতঃ কুইনাইনের বিষ-ক্রিয়ায় যে বিষম জ্বর উৎপন্ন হয়

তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সংগৃহীত আছে। তবে কাহারও জ্বর কস্মেও না তাহাতে যে একেবারে ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইনের কোনরূপ শাখিত্ব দূরীকৃত হইল তাহা নহে। ঔষধের ক্রিয়া দুই জাতীয়, নিশ্চিত ও অনিশ্চিত। এক প্রকার সকল ব্যক্তিতেই সমভাবে প্রকাশ পায়, যথা, বেলেডোনা দ্বারা সকলেরই কনীনিকা প্রসারিত হয়। অন্যপ্রকার ক্রিয়া কেবল বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই প্রকাশিত হয়; যথা,—কুইনাইন বা বার্ক সেবনে কাহার কাহারও জ্বর হয়, কাহার কাহারও হয় না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণের সহিত স্বয়ম্ভূত রোগের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায় এবং এই সমস্ত রোগেই সদৃশ মতের মূলসূত্র "সমঃ সমং শময়তি" প্রকৃষ্টরূপে প্রয়োজিত হয়। সিঙ্কোনার জ্বর এই প্রকার।

দুর্ব্বলতা।—রস রক্তাদি শারীরিক আস্রাবের অতি নিঃসরণ অর্থাৎ রক্তস্রাব, অতিসার, অতিঘর্ম্ম, অতিমূত্র, অতিরিক্ত স্তন্যদান বা শুক্র-ক্ষয়াদি জন্য খেদ বিশিষ্ট যে দৌর্ব্বল্য জন্মে, চায়নার বিষ ক্রিয়া বশতঃ রক্তের জলভাগ বিনষ্ট হইয়া সুস্থ শরীরে যে একপ্রকার বিশেষ দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় তাহার সহিত সেই দৌর্ব্বল্যের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, অতএব শরীরের তরলবিধানের অপচয় জনিত দৌর্ব্বল্যে চায়না বিশেষ ফলপ্রদ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত দুর্ব্বলতার কারণ শরীরে কার্য্য করিতে থাকে সে পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা দৌর্ব্বল্যে কোন উপকার দর্শে না। রক্ত-স্বল্পতা বিশিষ্ট দৌর্ব্বল্যে ফিরম এবং স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে ফসফরিক এসিড উপযোগী। রক্তবহানাড়ীর শূন্যগর্ভতা ও শক্তির ক্ষীণতা, কিন্তু তৎসহকারে স্নায়ুমণ্ডল ও রক্তসঞ্চলনযন্ত্র মণ্ডলের উপদ্রাহিতা বিদ্যমান থাকিলে, অর্থাৎ দুর্ব্বলতা স্বয়ংই রোগ হইলে চায়না সুব্যবস্থেয়। এই রূপ দুর্ব্বলতা তরুণ বা পুরাতন হউক, চায়না দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিলেপী জ্বর।—প্রাদাহিক জ্বরে একোনাইট ও সন্নিপাত জ্বরে আর্সেনিক যেরূপ পরম উপকারী, বিলেপী জ্বরে চায়না সেইরূপ ফলপ্রদ। হানিমান বলেন যে প্রারম্ভ হইতেই বিকৃত স্রাব নিঃসরণ হইতে থাকিলে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে পূয়স্রাবে ও তাহা হইতে উৎপন্ন শীত, দাহ, ও ঘর্ম্ম বিশিষ্ট বিলেপী জ্বরে চায়না অতিশয় উপকারী।

অর্দ্ধাবভেদক (হেমিক্রেনিয়া)।—পূতিবাষ্প (ম্যালেরিয়া) বা রক্তনাশ জন্য স্নায়ুশূলে ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে চায়না কিম্বা কুইনাইন ব্যবহৃত হয়। হানিমান বলেন যে পীড়িত স্থান সঞ্চালনে ও স্পর্শ করিলে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এরূপ স্নায়ুশূল বা আমবাত জনিত বেদনা দ্বাদশ ক্রমের চায়না ব্যবহারে অনেক সময় সত্বর আরোগ্য হয়।

অতিসার।—চায়নার বিষক্রিয়া বশতঃ অতিসার জন্মে অতএব গ্রীষ্মকালীন সামান্য অতিসারে (শরৎকালীয় অতিসারে নহে); এবং আহারান্তে, রাত্রিতে, কি প্রত্যূষে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যযুক্ত, উদরবেদনা বিশিষ্ট বা বেদনা শূন্য অতিসারে ঈষৎ কপিশবর্ণ মল; দুর্ব্বলতা; পিপাসা ও ক্ষুধামান্দ্য লক্ষণে চায়না ব্যবহার্য্য। অন্ত্র-প্রদাহ বা অন্ত্রক্ষত জনিত উদরাময়ে আর্সেনিকাদি উপযোগী।

পাণ্ডু।—মলিন পীতবর্ণ মুখমণ্ডল, যকৃতে সূচীবিদ্ধ অনুভব, পিচ্ছিল পৈত্তিক আস্বাদ ও ক্ষুধাহীনতা, এই সকল লক্ষণ থাকিলে দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পূতিবাষ্পসম্ভূত, পৈত্তিক উদরাময় সংযুক্ত পাণ্ডুরোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। ডাঃ গেয়ার বলেন যে টি ভাষ্মরি জনিত শূল ষষ্ঠ ক্রমের চায়না সেবনে আরোগ্য হয়। ক্রমশঃ দীর্ঘকাল বিরামের পর ঔষধ সেবন করাইয়া অবশেষে মাসে এক মাত্রা ব্যবহার করা উচিত। তিনি বলেন যে কখন কখন এই ঔষধ সেবনে রোগের আক্রমণ অধিক ঘন ঘন প্রকাশ পায় অনন্তর একেবারে স্থগিত হয়।

প্লীহা।—মলিন পীতবর্ণ মুখমণ্ডল বিশিষ্ট প্লীহারোগীদিগের পক্ষে চায়না ব্যবস্থেয়।

রক্তাতিসার।—ম্যালেরিয়া জনিত রক্তাতিসার এবং পূতি ও পর্য্যায়শীল রক্তাতিসারে চায়না ব্যবস্থেয়। সূত্রবৎ ক্ষীণনাড়ী, ও অন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও হস্ত পদের শীতলতা, এই ঔষধির প্রয়োগ লক্ষণ।

অনিয়মিত রজঃস্রাব।—সামান্য অনিয়মিত রজঃস্রাবে পলসেটিলা সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে চায়না ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। প্রথমতঃ তিন দিন পলস সেবন করিয়া পরে তিন দিন চায়না সেবন কর্ত্তব্য। যতদিন

রোগ আরোগ্য না হয় ততদিন এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটী ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

রজসাধিক্য।—অতিশয় রজঃস্রাব জন্য দৌর্ব্বল্য, অনিয়মিত রজসাধিক্য, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ শোণিতস্রাব, মূর্দ্ধাদেশে জ্বালা, কর্ণনাদ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে চায়না ব্যবস্থেয়। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে একদিন পর এক দিন রোগ বৃদ্ধি পাইলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মূর্চ্ছা।—অতিশয় রক্তক্ষয়, উদরাময়, ঘর্ম্মস্রাব ও অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রযুক্ত গর্ভাবস্থায় মূর্চ্ছা রোগে এই ঔষধি ফলপ্রদ।

শুক্রমেহ।—সহজে ও সতত জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও তজ্জনা রেতঃস্রাব এবং উদরের যৎসামান্য উপদাহে উহার উপচয়, এতদ্বারা উপশমিত হয়।

পাদশোথ।—গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব ও উদরাময়াদি জনিত পাদশোথে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই সকল কারণ সম্ভূত সাধারণ শোথেও ইহা উপকারী।

উদর-শূল।—ডাঃ লডহাম বলেন যে গর্ভাবস্থায় পৈত্তিক শূলে চায়না বিশেষ প্রতিষেধক।

দুগ্ধ-জ্বর।—এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় শীত, কম্প ও অবসন্নতা লক্ষণে চায়নার প্রয়োগ হয়।

সূতিকোন্মাদ।—অধিক দিন স্তন্যদান ও অতিশয় শোণিতস্রাব বশতঃ উন্মাদে এতদ্বারা উপকার দর্শে।

স্তন্য-হ্রাস।—রক্তস্রাব, উদরাময়, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি কারণে স্তন্যস্রাব হ্রাস হইলে এই ঔষধি বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—পর্য্যায় স্নায়ুশূল, ঘোর দৃষ্টি, কর্ণনাদ, ও আরক্ত মুখমণ্ডল সহ শিরোঘূর্ণন এবং তৎপরে অবসন্নতা ও কুন্থন; অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম সম্ভূত দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন কম্পন। রক্তরসাদির অতিক্ষয় জনিত শিরোবেদনা ও স্নায়ুপীড়া। মস্তকাদি।—পর্য্যায়শীল স্নায়ুশূল এবং রক্ত

সহগ্র বমিত শিরঃশূল ও মুখমণ্ডলের শূল; মস্তকোপরি আকুঞ্চন অনুভব এবং সঙ্গীতবৎ ধ্বনি, গুণ গুণ বা গর্জ্জন শব্দ শ্রবণ লক্ষণাপন্ন শিরোবেদনা; কর্ণনাদ সহ স্নায়বীয় বাধির্য্য। আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় অনিদ্রা। হ্যানিম্যান বলেন যে রাত্রিতে শান্তি-শূন্য এবং উৎকণ্ঠা ও চকিততাজনক স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা চায়নার লক্ষণ। যাহাদের রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় তাহাদের পক্ষে প্রায় কোন রোগেই চায়না সুব্যবস্থেয় নহে। অতিরিক্ত কাফি পানের মন্দফলে নক্সভমিকা যেরূপ ফলপ্রদ, অতিরিক্ত চা সেবনের মন্দফলে চায়না সেইরূপ উপযোগী। সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য বা অতিরিক্ত পূয, রক্তাদি নিঃসরণ বশতঃ তিমির রোগ। **পরিপাকযন্ত্র।**—পুরাতন গ্রহণী, অথবা প্রত্যহ কিম্বা আহারান্তে বেদনাহীন অতিসার; মলের সহিত অজীর্ণ দ্রব্য নির্গমন; অতিসার প্রবণ, গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, বৃহৎউদরবিশিষ্ট বালক বালিকাদিগের কৃমি। **মূত্রযন্ত্র।**—রক্তমেহের পর্য্যায়শীল আক্রমণ। **জননেন্দ্রিয়।**—স্বপ্নদোষ। অনিয়মিত প্রসব বেদনা; অতিশয় রক্তঃস্রাব, শ্বেতপ্রদর ও স্তনদ্বারা জনিত দুর্ব্বলতা। **ত্বক।**—বিকৃত-রক্ত রোগীদিগের দুষ্ট ক্ষত ও স্ফোটক শীতল, শুষ্ক বা পিচ্ছিল চর্ম্ম; শোথ; রক্তস্রাবী কোথ (গ্যাংগ্রিণ)। দীর্ঘকালস্থায়ী রোগের পরবর্ত্তী স্ফোটক। পূযস্রাব জনিত অবসন্নতা।

প্রতিষেধক।—এলোপ্যাথিমতে অতিরিক্ত বার্ক বা কুইনাইন সেবনের মন্দফল, লক্ষণানুসারে আর্স, ফির, ভিরাট, বেল, ইপিক, কার্ব্বো ব্যবহারে নিবারিত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অনুৎসাহ, (অধিকন্তু আইওস।—অত্যন্ত প্রফুল্লতা, কোফ, ল্যাক, উদাস্য ও বিরাগ, (মার্ক, * কস-এসি) * সকল প্রকার পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি। প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে মনে নানাপ্রকার ভাব ও কল্পনার উদয় (কফি)। যৎসামান্য বিষয়ে অতিশয় আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা। ক্রোধপ্রবণতা, সহজে রাগোৎপত্তি।

মস্তক।—মস্তক উত্তোলনে শিরোঘূর্ণন, (* আসন হইতে উঠিবার সময়, শীত বহকালে শিরোঘূর্ণন, * পলস) আন্দোলন অনুভব সহ মস্তকের

গুরুত্ব,, (মস্তকের লঘুত্ব. * ষ্ট্রাম) * অভ্যন্তর হইতে বাহিরের দিকে মস্তকে চাপ, বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে. (একন, বেল, ব্রাই) মস্তিকে ঘূর্ণ- বৎ বেদনা, স্পর্শনে ও মানসিক পরিশ্রমে উহা বৃদ্ধি পায়। * রক্ত স্রাবাদির পর দপদপ কর শিরঃপীড়া, (আঘাত বা সজ্বাতের পর, আর্ণ, সিক) বায়ু প্রবাহে ও সংস্পর্শে শির.পীড়া বৃদ্ধি পায় কিন্তু দৃঢ়রূপে চাপিয়া রাখিলে উপ- শমিত হয় (বেল।—পলস দ্রষ্টব্য)। মত্ততার ন্যায় মস্তকের জড়তা। (নক্স, পলস); সর্দ্দি রাত্রি জাগরণ বা অনিদ্রায় মস্তকের জড়ত্ব। প্রতিশ্যায় অবরুদ্ধ জন্য শিরঃপীড়া। অতিরিক্ত রতিক্রিয়ার পর মস্তক-পৃষ্ঠে বেদনা। (ফস এসি. ষ্টাফ)। * মস্তিক করোটীতে তরঙ্গের ন্যায় আঘাত করে এরূপ মস্তকবিদীর্ণকর শিরোবেদনা : (গ্লন)। মস্তকে অতিশয় ঘর্ম্ম (সিলি) বিশেষতঃ অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ সময়ে।

চক্ষু।—উত্তাপ ও জ্বালা সংযুক্ত চক্ষুর আরক্ততা। বালুকা পাতের ন্যায় চক্ষুতে চাপানুভব, (কষ্ট, ইউফ।—লবণের ন্যায় জ্বালা, নক্স) চক্ষুর শ্বেতমণ্ডলের পীতবর্ণ, (রক্তবর্ণ, থুজা) পড়িবার সময় অক্ষর গুলি পাণ্ডুবর্ণ ও একত্র মিলিত দেখা যায়, চারিদিকে যেন বিচলিত হয়, সিকিউ)। দৃষ্টির ক্ষীণতা ও অপরিচ্ছন্নতা।

কর্ণ।—* কর্ণনাদ, (ক্যাল্ক-কা গ্রাফ, নক্স ভ।—গর্জ্জন ও গুণ গুণ ধ্বনী বেল, লাইক, নাইট এসি।—সঙ্গীতধ্বনি, তৎপরে কর্কশ ধ্বনি, ক্যাল্ক- কা।—কর্ণে চড় চড় শব্দ, ব্যারাইট-কা, কালী কা নাইট-এসি।—কর্ণে দপ দপ, ক্যাল্ক, ফস, রস।—কর্ণে ফর ফর, ফস, বস, সলফ) শ্রুতি-শক্তির ক্ষীণতা।

নাসিকা।—বারংবার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে (এগ, এম, ব্রাই,)। (রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ব্রাই, হেম) তরল প্রতিশ্যায (জলবৎ স্রাব ও জ্বালা, আর্স)। নাসামূলে বেদনা। (এক, কালী-বা, হিপার)।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা, নীল প্রান্তবিশিষ্ট অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু, (আর্স, ভিরেট ; স্নায়ুশূল, স্পর্শ করিলে ও শয়ন করিলে উহা বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত ও বিদারিত ওষ্ঠ (আর্স)।

মুখ মধ্য।—শুষ্ক, নীরস, ও ফোট বিশিষ্ট ওষ্ঠ, (* ব্রাই) ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠ। দপদপকর দন্তশূল স্পর্শ করিলে বৃদ্ধিপায় ও দৃঢ়রূপে চাপিয়া রাখিলে উপশমিত হয়। (উষ্ণ দ্রব্য মুখে রাখিলে দন্তশূলের বৃদ্ধি ও শীতল দ্রব্য মুখে রাখিলে উপশম প্রাপ্তি, ব্রাই, এতদ্বিপরীত, এণ্ট-ক্রু) লালাস্রাব, অপিচ, পারদ সেবন জনিত। জিহ্বায় গাঢ় মলিন বা পীতবর্ণ লেপ।

আমাশয়।—ক্ষীণ পরিপাকশক্তি। দুগ্ধপানে সহজে পাকাশয়ের ক্রিয়া-বিকৃতি (সলফ।—তৈলাক্ত আহার্য্য দ্রব্য সহ্য হয় না, * পলস) ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, (ক্যাল্ক-কা, চায়না, কোনা, * পলস) আহারান্তে তিক্ত উদ্গার, (অম্ল উদ্গার, ক্যাল্কে-কা, নক্স ভ) অম্ল শ্লেষ্মা, জল, ভুক্ত দ্রব্য, পিত্ত ও রক্ত বমন, (ইপি, দ্রষ্টব্য)।

উদর।—আহারান্তে নিম্ন-উদর পূর্ণ ও আকৃষ্ট বোধ হয়, উদ্গার উঠিলেও উপশম বোধ হয় না। (আহারান্তে শূন্যতা অনুভব স্ট্যাফ সায়স) আবদ্ধ আধ্মান, (কার্ব্বো ভে) নখাঘাতের ন্যায় উদর বেদনা, বেদনা বশতঃ অবনত হইয়া থাকিতে হয়, (কলো দ্রষ্টব্য) যকৃৎ স্ফীত ও স্পর্শে বেদনা বিশিষ্ট। (স্পর্শনে বা সঞ্চালনে যকৃতে সূচীবেধবৎ বেদনা ব্রাই)।

মল।—কষ্টে মল নিঃসরণ (ফস এসি) * বেদনাশূন্য, অতিশয় দুর্ব্বলকর, অজীর্ণ দ্রব্য সংযুক্ত অতিসার (* আর্স * পডো) জলবৎ সাদা, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, বা পীতবর্ণ মলবিশিষ্ট অতিসার; রাত্রিতে আহারের পর বৃদ্ধি, (কেবল দিবাভাগে অতিসার, * পেট্র) ফল আহারের পর উদরাময়, (পলস দ্রষ্টব্য)। * অজীর্ণ দ্রব্য সংযুক্ত মল (এণ্ট ক্রু, ক্যাল্ক, ফস, পডো); কৃষ্ণবর্ণ মল (আর্স, লেপ্ট), পীতবর্ণ মল (চেল); পাতলা, জলবৎ, অনৈচ্ছিক মল (আর্স, হাইয়োস)।

মূত্রযন্ত্র।—মলিন, আবিল, স্বল্প মূত্র। (কপিশ কৃষ্ণবর্ণ মূত্র, কলচ, ন্যাট মি, টেরেব।—দুগ্ধের ন্যায় মূত্র, ফস এসি।—* মূত্র কিছুকাল থাকিলে দুগ্ধের ন্যায় হইয়া উঠে, সিনা) মূত্রমার্গে সূচীবেধ, (আলা, ক্যাপ)। বারংবার মূত্র স্রাব (এপিস, আর্জ, ফস এসি)।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—কঠিন মৈথুনের পর, স্বপ্নাবস্থায় অতিশয়

দৌর্ব্বল্য জনক রেতঃস্রাব, (অধিকন্তু, জেল কঙ্কুম ফস এসি।—লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত অনৈচ্ছিক রেতঃস্রাব, কাষ্ট, জেল) মৈথুন প্রবৃত্তি; অশ্লীল চিন্তা। ধ্বজভঙ্গ। (এগ্নস, ক্লস-এসি, ক্যান্ফ)। অতিরিক্ত রেতঃস্রাবের মন্দ ফল (এগাস নক্স, কস-এসি, ষ্টাফ)। (স্ত্রী) বিচরণ সময়ে স্ত্রীদিগের জননেন্দ্রিয়ে গুরুত্ব অনুভব, (দণ্ডায়মান সময়ে, সপফ) অধিক পরিমাণ, কৃষ্ণবর্ণ ও সংযত রক্তঃ, (প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা সংযুক্ত, সিমি, * ক্যাম) গর্ভস্রাবের পর মূর্চ্ছাজনক রক্তস্রাব। (রক্ত মলিন ও সূত্রবৎ * ক্রোক) বঙ্ক্ষণ প্রদেশের দিকে চাপ সহ ঋতুর পূর্ব্ববর্ত্তী * শ্বেত প্রদর; রক্তমিশ্রিত স্রাব বিশিষ্ট শ্বেত প্রদর। প্রসূতিদিগের কামোন্মাদ (প্লাট. ভিরাট এ)।

শ্বাসযন্ত্র।—হাস্য, আলাপ, বা জলপানে উদ্রিক্ত হয় এপ্রকার কাস, (ড্রাস * কস) পরিষ্কার স্বচ্ছ শ্লেষ্মা, অথবা রক্তের রেখামিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ কাস। ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব (অধিক রক্তস্রাবের পর) রাত্রিতে শয়ন করিলে বক্ষঃস্থলে চাপানুভব, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা। হৃৎপিণ্ডের ঊর্দ্ধে বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ। (নিশ্বাস ত্যাগ করিবার বা কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ, বেল ব্রাই, পলস)। বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয় সহ হৃৎকম্প (একন)।

পৃষ্ঠ।—স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থানে প্রস্তরের ন্যায় চাপানুভব। (স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে আকৃষ্টবৎ বেদনা রস) পৃষ্ঠে সূচীবেধ। কটিদেশে অনেকক্ষণ অবনত হইয়া থাকিবার ন্যায় বেদনা। সামান্য সঞ্চরণে পৃষ্ঠে ও গ্রীবায় ঘর্ম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—একহস্ত শীতল, অপর হস্ত উষ্ণ, (ডিজি, পলস, দক্ষিণ জানুসন্ধির ছিন্নকর বেদনাবিশিষ্ট উত্তপ্ত স্ফীততা। (জানুসন্ধির উপরিভাগে বেদনাসংযুক্ত স্ফীততা, রস) পদের আমবাতিক স্ফীততা। (জলপূর্ণ স্ফীততা, * আর্স ব্রাই)। সকল অঙ্গের শিথিলতা ও হস্তকম্প। অঙ্গের অবশতা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, বিশেষতঃ উরুদেশের গুরুত্ব। লিখিবার সময় হস্ত-কম্প (কাষ্ট)। বামহস্তের পৃষ্ঠের স্ফীততা। উরুর অস্থিতে বেদনা। * বহু ক্ষণ ভ্রমণের পর যে প্রকার ক্লান্তি বোধ হয় অঙ্গাদিতে সেই প্রকার অনুভব। (আর্জ্জ-নাইট, ক্যাল্ক, নাইট-এসি)।

দেহ।—* অতিশয় দুর্ব্বলতা (সলফ); স্নায়ুমণ্ডলের অনুভবাধিক্য (নক্স); বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অতিপ্রাখর্য্য (বেল); ক্লেশে অতিশয় অনুভবাধিক্য (ক্যামো, সিপি); বায়ুপ্রবাহ সহ্য করিতে পারা যায় না। (অর, কফি)। যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় সেই পার্শ্বের অবশতা। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা (আর্ণ, ব্যাপ্ট); সন্ধি, অস্থি ও অস্থিবেষ্ট বাতকণ্টকাক্রান্ত অনুভূত হয়।

ত্বক।—*ত্বকের পীতবর্ণ (ব্রাই); পাণ্ডু। (মার্ক, কস)।

নিদ্রা।—নানা প্রকার চিন্তা মনে উদয় হয় বলিয়া অনিদ্রা। মস্তকে বেদনাসহ অনিদ্রা; জাগরিত হইলে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন বশতঃ উৎকণ্ঠা। মধ্য রাত্রির পর অর্থশূন্য গোলমেলে স্বপ্ন। অবিরত তন্দ্রা বা অতৃপ্তিকর নিদ্রা (আর্ণ, ওপি, ল্যাক)।

জ্বর।—ক্ষুদ্র ও দ্রুত নাড়ী, আহারান্তে নাড়ীর বেগের হ্রাস। সর্ব্বাঙ্গীন শীত, জলপানে শীত বর্দ্ধিত হয়, শীতের পূর্ব্বে ও পরে পিপাসা, (আর্স দ্রষ্টব্য।—কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা, ক্যাপ) শীতাবস্থায় শিরঃপীড়া, বিবমিষা ও পিপাসাভাব। দাহাবস্থায় মুখ ও ওষ্ঠ শোষ ও জ্বালা। আরক্ত মুখমণ্ডল এবং শিরঃপীড়া। দাহাবস্থার পর পিপাসা ও অতিশয় ঘর্ম্ম। * প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্মবিশিষ্ট তরুণজ্বর। অতিশয় রক্তস্রাবের পর সন্নিপাত জ্বর। দুর্ব্বলকর নৈশঘর্ম্ম, (ফস, ফস এসি, * সিলি)। অভ্যন্তরে অতিশয় শীত, হস্তপদ বরফের ন্যায় ও মস্তকে রক্ত সঞ্চয়। ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসার বৃদ্ধি। * নিদ্রাবস্থায় অতিশয় ঘর্ম্ম (ফস), অথবা গাত্র আবৃত করিলে অতিশয় ঘর্ম্ম। * যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় সেই পার্শ্বে ঘর্ম্ম।

উপচয়।—ঈষৎসামান্য স্পর্শে; বায়ুপ্রবাহে, রাত্রে; রাত্রিতে; পানভোজনান্তে; দুগ্ধপানে; বিচরণে; সঞ্চালনে, এবং একদিন পর একদিন রোগের বৃদ্ধি।

বিশেষ লক্ষণ।—* একদিন পর একদিন রোগের বৃদ্ধি, (এম) * পর্য্যায়শীল স্নায়ুশূল, ঈষৎসামান্য সংস্পর্শে উহার বৃদ্ধি (অপিচ, কলো।—বাহ্য উত্তাপ দ্বারা নিবারিত হয় এ প্রকার পর্য্যায়শীল আক্রমণ, আর্স।—

উত্তাপে বৃদ্ধি, শীতলতায় হ্রাস, পলস) শারীরিক রস রক্তাদি তরল বিধানের অপচয় জনিত, মধ্যকল (ক্যাল ক-কা, ফস এসি) অন্নবাত বায়ু প্রবাহে ক্লেশ জন্মে। ছিন্নকর বেদনা ; উহা রাত্রিতে, আহারান্তে, বা স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (বেদনা দ্রষ্টব্য)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—আগ্নেয়, বলকারক, উত্তেজক, পর্য্যায়-নিবারক। অধিক মাত্রায়, প্রস্থিল স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া দুর্ব্বলতা রক্তস্রাব, অতিঘর্ম্ম, অতিমূত্র জলীয় অতিসার, যকৃৎ-রোগ পাণ্ডু, প্লীহা-বিবর্দ্ধন, বিরামশীল জ্বর প্রভৃতি উৎপন্ন করে। অপিচ,—পিপাসা ক্ষুধা মান্দ্য, বিবমিষা, বমন, নাড়ীর চাঞ্চল্য, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় ; জ্বর বা অন্ত্র মধ্যে প্রদাহ থাকিলে এলোপ্যাথি মতে সিঙ্কোনা সেবনে তাহা বৃদ্ধি পায়। রোগান্তে দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ ও পর্য্যায় জ্বরে আভ্যন্তরিক এবং ছুষ্টক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। মাত্রা, ১০-৬০ গ্রেণ।

চিনিনম—কুইনাইন।

কুইনাইন সিঙ্কোনার উপক্ষার। ঔষধার্থে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

অতি মাত্রায় কুইনাইন সেবন করিলে বধিরতা ; কর্ণ-নাদ ; দৃষ্টি-বিকার; পূর্ণত্ব, গুরুত্ব, শিরোঘূর্ণন, ও কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষণাপন্ন শিরঃপীড়া ; এবং চক্ষু, কর্ণ, ও মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয় উপস্থিত হয়। অতএব ডাঃ হিউজ রক্ত-সঞ্চয় জনিত পুরাতন শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। কুইনাইনের বিষ-ক্রিয়াবশতঃ পৃষ্ঠদেশের কশেরুকায় স্পর্শ-দ্বেষ, পাকাশয়ে বেদনা, ও মূত্রে ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ জন্মে; এজন্য জ্বর ও অন্যান্য রোগে এই সমস্ত লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কুইনাইন ব্যবহার করা উচিত। অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিলে রক্ত-সঞ্চলনের ক্ষীণতা, গাত্র-তাপের ন্যূনতা, ও শীতাদবিশিষ্ট এক প্রকার স্থান-বিভ্রমশীল বাত জন্মে, সুতরাং তরুণ বাতরোগে ফরাসিস চিকিৎসকেরা এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কুইনাইন

দ্বারা রক্তের শুভ্রাণুর ক্রিয়া বিনষ্ট হয় এবং উহারা কখনও রক্তবর্ণ হইতে পারে না। ব্রিকেট বলেন যে কুইনাইন দ্বারা রক্তের জল বর্দ্ধিত ও লোহিত কণা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কুইনাইনের প্রতিষেধক গুণ সুনিশ্চিত নহে। শুভ্রাণু বিনষ্ট হয় বলিয়া কোথাও কোথাও রক্তাল্পতা রোগে কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজ প্রাদাহিক জ্বরে এবং ... কুইনাইন ব্যবহার উপযুক্ত মনে করেন না। তবে পাইমিয়া ও সেপ্টিসিমিয়া রোগে কুইনাইন প্রয়োগে তাঁহার আপত্তি নাই। স্নায়ুশূল মাত্রেই কুইনাইন উপযোগী নহে। ডাঃ রিংগার বলেন যে অক্ষিকোটরের উদ্ধস্থ স্নায়ুতে কুইনাইনের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, অতএব এই স্নায়ুর স্নায়ুশূলে ও পূর্ব্বকালজ স্নায়ুশূলে কুইনাইন ফলপ্রদ। তরুণ ও উপসর্গ-শূন্য ম্যালেরিয়া জ্বরে বিরামকালে কুইনাইন ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে শীত, দাহ ও ঘর্ম্মাবস্থা যথা নিয়মে উপস্থিত হইলে কুইনাইন প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। (চায়না দ্রষ্টব্য)।

চিমাফাইলা অম্বেলেটা—প্রিন্সেস পাইন।

ইহার সরস পত্রের অরিষ্ট হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মূত্র পথে চিমাফাইলার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—জনন ও মূত্রপথের পীড়া, মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মাস্রাবরোগ, মূত্রাশয়ের দাহ ও উপদাহ, উপদাহজনিত নিরুদ্ধপ্রকাশ (মূত্রমার্গের সংবৃতি)। প্রাচীন প্রমেহ।

আময়িক প্রয়োগ—অর্ব্বুদ।—ক্ষতজনিত কর্কটাকার অর্ব্বুদ ও তৎসহ কক্ষগ্রন্থির বিবর্দ্ধন (কসা) এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। **মূত্রাশয়-প্রদাহ।**—মূত্রাশয়ের প্রাচীন প্রদাহে চিমাফাইলা বিশেষ ফলপ্রদ। **মূত্রমেহ (গ্লীট)।**—ডাঃ হেল বলেন যে মূত্র-মেহরোগে চিমাফাইলা বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

অল্পমূত্রনিঃসরণ; ঘন ঘন মূত্রপ্রবৃত্তি ও তৎসহ মূত্রমার্গে জ্বালা ও যন্ত্রণা। মূত্রে সূত্রবৎ ঘনীভূত শ্লেষ্মা বা রক্তময় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্ররোধ-

রোগ ও অংশজরোগে সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ। উপস্থের প্রান্তভাগ হইতে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত মূত্রমার্গে অতিশয় কণ্ডূয়ন ও ক্লেশকর উপদাহ।"

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—সঙ্কোচক, বলকর ও মূত্রকর। শোথ; উদরী; মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ও মূত্রযন্ত্রের অন্যান্য রোগে ব্যবহৃত হয়।

চেলিডোনিয়ম মেজস—সিলাণ্ডাইন।

চেলিডোনিয়ম পেপেবারেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার সরস বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—যকৃৎ যন্ত্রে চেলিডোনিয়মের প্রবল ক্রিয়া দর্শে, এবং তন্নিবন্ধন যকৃতে রক্তসঞ্চয়, প্রদাহ; পাণ্ডু, ও যকৃতের উৎকট উপদ্রবজনিত অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ প্রকাশ পায়। ফুসফুসেও চেলিডোনিয়মের ক্রিয়া জন্মে, এবং ফুসফুসের রক্ত সঞ্চয়, প্রদাহ, ও যকৃৎবৎ আকৃতি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির অভ্যন্তরীণ ও নিম্নস্থ কোণের নীচে অবিরত বেদনা এই ঔষধির প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—যকৃৎ-প্রদাহ; পাণ্ডু; পিত্ত-শিলা; সাধারণ পিত্ত প্রকোপ, অতিসার; স্নায়ুশূল; ফুসফুস-প্রদাহ; হৃপশ্বকাস প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—চেলিডোনিয়মের অতিক্রিয়া বশতঃ যকৃতে বেদনা; স্পর্শ-দ্বেষ; দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা; উজ্জ্বল পীতবর্ণ কোমল মল, বা শ্বেতবর্ণ কঠিন মল; প্রগাঢ় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র; কাহারকাহারও গাত্রে পীতবর্ণ অথবা পাণ্ডু উৎপন্ন হয়; সুতরাং যকৃদ্রোগে চেলিডোনিয়ম উপকারী। ডাঃ গারন্সি বলেন যে দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নকোণে বেদনা ও বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সেই বেদনার বিস্তৃতি যকৃদ্রোগে এই ঔষধির প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ হিউজ সামান্য পাণ্ডুরোগে প্রথমেই এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। টেট বলেন যে শ্বাসযন্ত্রে চেলিডোনিয়মের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। তিনি হৃপশ্বক কাস ও ফুসফুস প্রদাহে ইহা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। হৃপশ্বক কাসে কোষে-

মিয়মের পরে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। দক্ষিণ ফুসফুসের প্রদাহ-রোগে যকৃৎ আক্রান্ত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী; শান্তপ্রকৃতি রোগীদিগের পক্ষে ইহা ব্রাইয়োনিয়া অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। বালকদিগের প্রতিশ্যায় জনিত ফুসফুস প্রদাহে শ্বাবাধিক্য ও তাহা তুলিয়া ফেলিতে অক্ষমতা থাকিলে ডাঃ লডলাম এই ঔষধি ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। বাহ্যিক বায়ুশূলেও ইহার ব্যবহার আছে; দক্ষিণ পার্শ্বেই ইহার বিশেষ অধিকার দৃষ্ট হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় উৎকণ্ঠা। মস্তক।—পৈত্তিক উপদ্রবসহ শিরো ঘূর্ণন। (পডো)। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত শিরঃগৌরব। * মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে চাপক বেদনা। চক্ষুর উপরে বন্ধনের ন্যায় কপাল-বেদনা। (জেলস, মার্ক, নাইট-এসি, সলফ)। * মস্তক পৃষ্ঠে গুরুত্ব। (ল্যাকে)। চক্ষু।—চক্ষুর উপরে ও অভ্যন্তরে ছিন্নকর স্নায়বীয় বেদনা। * চক্ষুর শুক্লাংশের মলিন পীতবর্ণ। (ক্যাম্ফ, ক্রোটাল, আইয়োড প্লব, পডো)। অক্ষি-গোলকে বেদনা, চক্ষু সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি। (এক-টিয়া, * ব্রাই)। ঝাপসা দৃষ্টি। কর্ণ।—কর্ণ হইতে যেন বেগে বাতাস বাহির হইতেছে এপ্রকার অনুভব। কর্ণ অবরুদ্ধ অনুভব। (কার্ব্বো ভে)। কর্ণের অভ্যন্তরে ও চতুর্দ্দিকে স্নায়বীয় বেদনা। (বেল, মার্ক, পলস); উচ্চ কর্ণনাদ। মুখমণ্ডল।— * মুখ মণ্ডলের (হিপার, ক্যাউ-মি, সিপি), বিশেষতঃ কপাল, নাসিকা, গাল ও চক্ষুর শ্বেতমণ্ডলের পীতবর্ণ। * গণ্ড-স্থলের মলিন, রক্তাভ পীতবর্ণ। (ব্যাপ্ট, জেলস)। দক্ষিণ গণ্ডাস্থিতে বেদনা; স্ফীতবৎ অনুভব। মুখ-মধ্য।—অপরাহ্নে দক্ষিণ কর্ণ হইতে দক্ষিণ পার্শ্বের দন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিন্নকর বেদনা। শুষ্ক; * গাঢ় পীতবর্ণ লেপাবৃত (সিক্ক, আইয়োড, ফস, রুমেক্স); শ্বেতবর্ণ, আঠা আঠা জিহ্বা। মুখে তিক্ত জল সঞ্চয়। * যখন আহার বা পান না করা যায় তখন মুখে তিক্ত আস্বাদ। (ব্রাই, মস্ক, পলস, সলফ)। আমাশয়।—উদ্গার; বমন। আমাশয়-গহ্বরের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তীব্র সূচী-বেধ। উদর।

যকৃৎ-প্রদেশ হইতে পৃষ্ঠাভিমুখে বেদনা। যকৃৎ-প্রদেশে সূচীবেধ। (আর্স, ব্রাই, সিঙ্ক, ক্যালীকা, মার্ক, নক্স, সিপি)। * যকৃদ্দেশে বেদনা। নাভী-পরিসরে বেদনা, * বোধ হয় যেন উদর রজ্জুদ্বারা আকুঞ্চিত হইতেছে। (প্লম্ব, পডো, ট্যাবাক)। উদরের স্ফীততা ও কঠিনতা। অন্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা। (ব্রাই, * কলোচ, মার্ক)। উভয় উরুসন্ধিস্থলে আক্ষেপিক আকৃষ্টবৎ বেদনা। **মল ও মলদ্বার।**— মলদ্বারে জ্বালা, কর্ত্তনবৎ যাতনা, তুরতুর, ও কণ্ডুয়ন। মলদ্বারের সঙ্কোচন ও কণ্ডুয়ন (সলফ)। * পাতলা; লেহবৎ; উজ্জ্বল পীতবর্ণ মল (ইথু, বোরা)। ধূসর; আঠাবৎ; আমসংযুক্ত মল। **মূত্র-যন্ত্র।**— দক্ষিণ বৃক্ক ও যকৃতে আক্ষেপিক বেদনা। মূত্রাশয়ে বেদনা। আবিল মূত্র,ত্যাগকালে মূত্রনালীর অভিমুখে উগ্র বেদনা। * মলিন পীতবর্ণ; ত্যাগান্তে আবিল; কপিশাভ লোহিত মূত্র। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**— * নিয়মিত সময়ের অনেক পরে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণ ও অধিকদিন স্থায়ী রজঃ। (ফির)। **শ্বাস-যন্ত্র।**— স্বরভঙ্গ। (কার্ব্বো-ভে, কষ্ট, ফস)। জাগরিত হইবার পরে, শয্যা হইতে উঠিলে কাস, তৎসহ বক্ষঃস্থলের নিম্নে ধূলি থাকার ন্যায় অনুভব; যক্ষ্মার ন্যায় অতিশয় নিষ্ঠী-বন বিশিষ্টকাস; থাকিয়া থাকিয়া প্রবল কাস। (ড্রোস)। হ্রস্ব ও আয়াসিত শ্বাস, তৎসহ বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন অনুভব। বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা। বুকাস্থির মধ্যস্থলের পশ্চাদ্ভাগে আক্ষেপিক চাপ ও উহার বায়ু-নলী-ভুজ পর্য্যন্ত প্রসারণ এবং তৎসহ আকুঞ্চন। বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ (ব্রাই, কলীকা), দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক। (ক্যাম্ফ)। * দক্ষিণদিকের পঞ্জরাস্থির নিম্নে সূচী-বেধ। **পৃষ্ঠ ও গ্রীবা।**— * গ্রীবার অনম্যতা। (রস, লাইকো); পৃষ্ঠ ও স্কন্ধের মধ্যস্থলে অনম্যতা। দক্ষিণ গ্রীবার ও দক্ষিণ স্কন্ধের পেশীতে বেদনা। * দক্ষিণ স্কন্ধাস্থিতে বা উহার নিম্নে বেদনা (পডো), * সূচী-বেধ। দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা। * দক্ষিণ অংশফলকাস্থির নিম্নকোণে অবিরত বেদনা (এস), এই বেদনা বক্ষঃস্থল বা আমাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। **নিদ্রা।**— * বারংবার জৃম্ভণ, দিবাভাগে নিদ্রা-লুতা। (নক্স-ম)। **দেহ।**—আহারান্তে ও প্রাতে বিচরণান্তে অতিশয়

দুর্ব্বলতা ও অলসতা। অঙ্গ বিশেষের পাক্ষাঘাতিক আকৃষ্টতা ও খঞ্জতা। জ্বর।—সর্ব্বশরীরের, অধিকন্তু হস্ত-পদের শীত ও শীতলতা। সায়াহ্নে, শয়নান্তে প্রবল উত্তাপ। প্রাতঃকালের প্রাক্কালে ঘর্ম্ম। (ক্যাল্ক, রস)। উপচয়।—প্রাতে; ও অপরাহ্নে বৃদ্ধি। উপশম। সায়াহ্নে উপশম।

জিঙ্কম—জিঙ্ক—যশদ—দস্তা।

জিঙ্কম মেটেলিকম, জিঙ্কম সলফিউরিকম ও জিঙ্কম অকসিডেটম ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জিঙ্কমের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে জিঙ্কমের প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহার ক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কে, দীর্ঘীভূত মজ্জায় ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছে উপদাহেরন্যায় অবস্থা জন্মিয়া তৎপরে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমূলের অবসাদন উৎপন্ন হয়। এই অবসাদনই এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ক্লোরোসিস বা হরিৎপাণ্ডু রোগে রক্তের যেরূপ অবস্থা জন্মে জিঙ্ক দ্বারাও সেই প্রকারে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

অধিকার।—স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্ন ও উপদাহিত অবস্থায় ব্যবহার্য্য, অর্থাৎ আঘাত, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা, অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম, অপ্রচুর আহার ও ব্যায়ামাভাব জনিত নীরক্ততা বশতঃ এবং জরায়ু ও জরায়ু-সংলগ্ন অন্যান্য যন্ত্রের ক্ষয়কর রোগজন্য স্নায়ুমণ্ডলের যে দৌর্ব্বল্য জন্মে তাহাতেই এই ঔষধি সুপ্রয়োজ্য। প্রাচীন শিরঃপীড়া, অঙ্গস্পন্দ বা অঙ্গকম্প, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি ও স্তিমিত রক্তসঞ্চলনের অন্যান্য লক্ষণ সহ স্নায়বীয় অবসাদনেও ইহা উপযোগী। শোথ; পক্ষাঘাত, আক্ষেপ, তাণ্ডব; বাত, কামোন্মাদ; শ্বেত-প্রদর, ক্ষীণ-রজঃ; শুক্র-মেহ; অণ্ড প্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি; পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার উপদাহ, ও মস্তিষ্ক রোগ প্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

উন্মাদ।—প্রাচীন শিরোবেদনা, মস্তিষ্কের অবসাদন, বিষাদ, পক্ষাঘাত ও মানসিক দৌর্ব্বল্য।

গুল্মবায়ু।—সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে রোগাক্রমণ; গলাভ্যন্তরে পিণ্ড বৎ বোধ; পরিষ্কার জলবৎ মূত্র; ক্রন্দন, অবসন্নতা ও ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল প্রভৃতি লক্ষণে ভেলেরিয়েনেট অভ জিঙ্ক ফলপ্রদ। ডাক্তার বার্ট বলেন যে তিনি এই ঔষধির ২য় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া শত শত রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

জ্বর।—পুনঃ পুনঃ শীত, গ্লানি, বমনেচ্ছা, বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন, ও তৎপরে অল্পকাল উষ্ণাবস্থা এবং প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্মস্রাব লক্ষণ বিশিষ্ট কম্পজ্বর।

বমন।—উদ্গার ভিন্ন সহসা ভুক্তদ্রব্য বমন ও রোগীর দিন দিন শীর্ণতা প্রাপ্তি। বুকজ্বালা, অল্প অল্প উদ্গার, উদরাধ্মান, অম্লত্ব ও কোষ্ঠবদ্ধ, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট পুরাতন ভুক্তদ্রব্য বমন-রোগ।

উদরাময়।—শিশু ও বালকদিগের অতিসারে বিবমিষা দমনার্থে আহারান্তে প্রথম দশমিক হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত অক্সাইড অভ জিঙ্ক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। ডাঃ ব্রেকেনরিজ বলেন যে গঁদের মণ্ড সহযোগে এক গ্রেণ মাত্রায় অক্সাইড অভ জিঙ্ক, আহারান্তে সেবন করিলে শিশুদিগের উদরাময় আরোগ্য হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

শিরোরোগ।—পুরাতন শিরঃপীড়া। প্রাচীন মস্তিষ্ক-ক্ষয়। আরক্ত-জ্বরাদিতে আশঙ্কিত মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। **স্নায়ুশূল।**—ফসফাইড অব জিঙ্ক স্নায়ুশূলে ফলপ্রদ। ডাঃ হেল ভেলেরিয়েনেট অব জিঙ্ক এক গ্রেণের দশভাগ হইতে শতভাগ মাত্রায় স্নায়ুশূলে অতিশয় উপকার করিতে দেখিয়াছেন। ডাঃ ক্লিফটন বলেন যে সলফেট অব জিঙ্ক স্নায়বীয় শিরঃশূলে অতিশয় উপকারী। এই রোগের বমন বিশিষ্টরূপে এই ঔষধি জ্ঞাপক।

চক্ষু-প্রদাহ।—ডাঃ লিডাম সদ্যজাত শিশুদিগের চক্ষু-প্রদাহের পরবর্ত্তী অক্ষিপুটের দানাময়তায় জিঙ্ক আভ্যন্তরিক ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

কোষ্ঠবদ্ধ।—ডাঃ গরেন্সি শুষ্ক, অপ্রচুর, কষ্টে নিঃসারিত মল লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মস্তিষ্কের অবসাদন। বিষাদ-বায়ু, উদাসীনতা ও উত্তেজনার হ্রস্বতা; শুক্রবায়ু; পুরাতন মস্তিষ্ক-ক্ষয়-রোগ, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের পূর্ব্বরূপ; বেপথু (পেরালেসিস এজিটান্স); আরক্ত জ্বরে অথবা তরুণ মস্তিষ্কোদক রোগে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত; অবনত ব্রহ্মরন্ধ্র বিশিষ্ট শিশুদিগের আক্ষেপরোগ; তাণ্ডব; অপস্মার; মৃৎপাণ্ডু সম্ভূত শিরঃশূল, শ্রমবিমুখতা, শূন্যদৃষ্টি, অর্থশূন্য বা জড়বুদ্ধিবৎ আলাপ, স্মৃতিক্ষীণতা, তিমির দৃষ্টি, দৌর্ব্বল্য এবং অঙ্গগৌরব বা অঙ্গ স্পন্দন; স্নায়ুশূলজনিত বেদনা; বিলেপীজ্বর ও ঘর্ম্ম ব্যতীত শরীর ক্ষয়; স্বপ্ন সঞ্চরণ (সমনমবিউলিজম), পেশির স্পন্দন সংযুক্ত স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা। * মনের এক প্রকার সুপ্তাবস্থা।

মস্তক।—নিরুৎসাহ ও তীব্র বেদনাসহ শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বিশেষতঃ পশ্চাৎ কপালে: * অল্পমাত্র মদিরাপানেও শিরঃপীড়া। (নক্স)। কেশপতন।

চক্ষু।—চক্ষুর শ্বেতাংশের প্রদাহ ও আরক্ততা, * সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি, বোধহয় যেন চক্ষে বালুকা রহিয়াছে, এবং তৎসহ ঘন ঘন অশ্রুস্রাব। (আর্স, কষ্ট, পলস সলফ)। * প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে চক্ষুতে ও চক্ষুর পাতায় অতিশয় জ্বালা, ও উহাতে শুষ্কতা ও চাপ অনুভব। (আর্স, এলম, সলফ)। চক্ষুর কোণে কণ্ডূয়ন ও সূচীবেধ, ও তৎসহকারে ঝাপসা দৃষ্টি। * রাত্রে চক্ষুর পাতা সংযোজন। (গ্রাফ, লাইকো, মার্ক, রস, পলস, সলফ)। আলোকদ্বেষ (এক, বেল, মার্ক, সিলি, সলফ)।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে, পটহের নিকট বারংবার তীব্র সূচী-বেধ। কর্ণবেদনা, বিশেষতঃ বালকদিগের। (পলস)।

নাসিকা।—নাসিকার অভ্যন্তরে ক্ষতের ন্যায় অনুভব। নাসাবরোধ। (নক্স, সিলি)।

মুখমণ্ডল।—একবার পাণ্ডু একবার রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল। (একন)। মুখমণ্ডলের অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা। শুষ্ক ও বিদারিত ওষ্ঠ (আর্স, ব্রাই)।

মুখ-মধ্য।—দন্তে আকর্ষণ ও ছিন্নকর বেদনা। সামান্য স্পর্শে রক্ত

মূল হইতে রক্তস্রাব। (কার্ব্বো, মার্ক, নাইট-এসি, ফস)। অতিশয় লালা-স্রাব।

গল-মধ্য।—গল-শোথ ও গলায় শ্লেষ্মা সঞ্চয়। গলাব্যথা।

আমাশয়।—মুখে লবণাস্বাদ। (ন্যাট-মি, মার্ক)। অতি ক্ষুধা। (ব্রাই, ফির, আইয়োড, লাইকো)। ক্ষুধাহীনতা। (এল, আর্স)। করতলে উত্তাপসহ পিপাসা। শূন্য অম্ল উদ্গার। (কার্ব্বো, ফস, নক্স, সলফ)। মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণের পর বুকজ্বালা। বিবমিষা ও বমন। (এণ্ট টার্ট, গোব)। রক্তাক্ত শ্লেষ্মা উদ্গীরণ। পাকাশয়ে জ্বালা। (আর্স, ক্যাম্ফ, আইরিস)। পাকাশয়-গহ্বরে চাপ।

উদর।—আহারান্তে কুক্ষিদেশে খালধরার ন্যায় বেদনা ও তৎসহ শ্বাসকষ্ট। উদরের অতিশয় পূর্ণতা ও স্ফীততা। আহারের পর উদরে চাপ ও আকৃষ্টতা (কার্ব্বো, সিঙ্ক, নক্স)। আধ্মান-শূল, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে; উচ্চ অন্ত্র-কূজন (এলো, লাইকো, সলফ); বারংবার উষ্ণ ও দুর্গন্ধ অপান নিঃসরণ। (এলো, ব্রাই)। উদরে কর্ত্তনবৎ তীব্র বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—মলদ্বারে জ্বালা বা কণ্ডূয়ন। (সলফ) মলদ্বারে কৃমির ন্যায় সুরসুর। (সিপি, স্পাইজি)। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুদ্র, কঠিন, শুষ্ক, খণ্ড খণ্ড মল (এম মি, ন্যাট-মি); অপ্রচুর; কষ্টে নিঃসারিত মল। (সলফ)।

মূত্র-যন্ত্র।—বাম বৃক্ক প্রদেশে চাপ। মূত্রাশয়ে মূত্রের প্রবল চাপ। প্রাতে ঘোলা মূত্র। পশ্চাদ্দিকে অবনত হইয়া বসিয়া কেবল মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায়। বেড়াইবার, কাসিবার ও হাঁচিবার সময় অনিচ্ছায় মূত্র-স্রাব। (কষ্ট, ন্যাট-মি, পলস)। সংযত ফসফেটিক অধঃপতিত পদার্থবিশিষ্ট অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)—অধিকক্ষণ স্থায়ী ও প্রবল লিঙ্গোদ্রেক। অণ্ডকোষে আকর্ষণ, উচ্চ রেতঃরজ্জু পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। (এগুনীপরিত, বার্ব্ব, হেম, মার্ক, পলস)। একটী অণ্ডকোষ উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট। প্রাচীন শালানেহ। জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতা অথবা স্নায়ুকেন্দ্রের উপদাহ বশতঃ রতি-

কালে অতি দ্রুত রেতঃস্রাব; কিম্বা স্বপ্ন-দোষ। প্রমেহস্রাব বিলোপ জন্য পীড়কা। (স্ত্রী)।—রাত্রিতে দুর্নিবার মৈথুন-প্রবৃত্তি। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে রজঃপ্রকাশ অথবা রজঃলোপ। ঋতুকালীন বড় বড় সংযত রক্ত খণ্ড স্রাব। গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাবী প্রদর, রক্তাক্ত শ্লেষ্মাস্রাব (এলম); ঋতুর পরে প্রদরস্রাব বশতঃ অবদরণ (পলস)।

শ্বাস-যন্ত্র।—বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও বেদনা। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাংশে অতীব্র সূচী-বেধ। বক্ষঃস্থলে আকৃষ্টতা ও চাপানুভব। শুষ্ক আক্ষেপিক কাস (হাইয়স, সিপি, সিলি, সলফ); রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস; বালকেরা এই প্রকার কাসে জননেন্দ্রিয়ে হস্ত প্রদান করে; * ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালীন এইরূপ লক্ষণাপন্ন কাস, মিষ্টদ্রব্য আহারে কাসের বৃদ্ধি। নিশ্বাসত্যাগ কালে বক্ষঃস্থলে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও রক্তমিশ্রিত পিচ্ছিল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহকারে শুষ্ক আক্ষেপিক কাস ও ফুসফুস প্রদাহ। আক্ষেপিক শ্বাস-কাস।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠের উপরিভাগের পেশীতে অনম্যতা ও বেদনা। * লিখিলে বা কোন পরিশ্রম করিলে গ্রীবা-পৃষ্ঠে ক্লান্তি অনুভব। বিচরণ সময়ে কটিদেশে দুষ্ট বেদনা ও দুর্ব্বলতা। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে আকৃষ্টতা অনুভব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—সন্ধির অনম্যতা ও বেদনা, বেদনা সতত্‌ই আক্রান্ত অঙ্গের আড়াআড়ি হইয়া থাকে, দীর্ঘাদীর্ঘি হয় না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি, দুষ্টতা ও বেদনা অনুভব। হস্ত পদের শীতলতা। সন্ধিস্থলে প্রবল কণ্ডূয়ন। লিখিবার সময় হস্ত কম্প (ন্যাট-মি)। অঙ্গুলী সন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা। * জঙ্ঘার শিরার স্ফীততা। (হেম, * পলস)। উরু ও * জানুর অভ্যন্তরগহ্বরকণ্ডূয়ন। * জঙ্ঘার দীর্ঘাস্থিতে জ্বালাকর বেদনা। পদে অত্যন্ত ঘর্ম্ম। (নাইট-এসি, সিপি, সিলি, সলফ)।

দেহ।—* বিবিধ পেশীর স্পন্দন (এগার, সিক)। * নিদ্রাবস্থায় রাত্রিতে সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দন। অতিশয় গাত্র গৌরব, দুর্ব্বলতা ও গ্লানি।

নিদ্রা।—অতৃপ্তিকর নিদ্রা; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন; * স্বপ্নে চিৎকার। নৈশ ঘর্ম্ম।

ত্বক।—পুরাতন ও পুঁজযুক্ত দদ্রু। বেদনাবিশিষ্ট দুর্গন্ধ্য ব্রণ। কক্ষ-পীড়কা দূরীকৃত হইবার পরে স্নায়ুশূল।

উপচয়।—আহারান্তে ও সন্ধ্যাকালে অধিকাংশ লক্ষণের প্রকাশ। মদিরাপানে; নস্যতমিকা সেবনে, বিশ্রামে; উপবিষ্ট অবস্থায়; উত্তাপে; ও ঋতুকালে রোগের বৃদ্ধি।

উপশম।—ক্যাম্ফর সেবনে; অনাবৃত বায়ুতে; ও আহারকালে উপশম।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—চক্ষুরোগ, মূত্ররোগ ও শ্বাসরোগবিনাশক।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অল্প মাত্রায়, সঙ্কোচক, আগ্নেয়, স্নায়বীয় বলকারক ও আক্ষেপনিবারক; অধিক মাত্রায়, বমনকারক। বিষ মাত্রায়,—পাকাশয়, ও অন্ত্রে প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াবিকার জন্মিয়া সংন্যাস, আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

জেলসেমিয়ম সেম্পার ভাইরেন্স—ইয়োলো-জেসেমিন—উডবাইন।

লোগেনিএসী জাতীয় এই পরম সুন্দর লতিকা মার্কিন খণ্ডের দক্ষিণ প্রদেশে জন্মে। বসন্তের প্রারম্ভে কুসুমিত হইলে ইহার সুমধুর সৌরভে বায়ু আমোদিত হয়। উজ্জ্বল পীতবর্ণ পুষ্প, মনোহর সৌরভ ও নিবিড় ছায়ার নিমিত্ত তথায় এই লতা উদ্যানে রোপিত হইয়া থাকে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গতিশক্তিবিধায়িনী স্নায়ুমণ্ডলে জেলসেমিয়মের প্রবল ক্রিয়া দর্শে এবং মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় অযুক্ত রক্তসঞ্চয় জন্মিয়া তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশীমণ্ডলীর অবসন্নতা ও পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা হৃদ্‌-স্পন্দন বিবর্দ্ধিত, মানসিক শক্তি মন্দীভূত, শৈম্মিক ঝিল্লী উপদাহিত ও প্রদাহিত এবং স্বল্প বিরাম জ্বর ও কফ-জ্বরের অনুরূপ অবস্থা প্রকাশিত হয়। তন্দ্রালুতা, অলসতা, অস্থিরতা ও

উপদাহিত্য লক্ষণাপন্ন স্নায়বীয় অবসাদ জেলসিমিয়মের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

জেলসিমিয়মের ক্রিয়া একোনাইট ও বেলেডোনার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। কোনায়মের সহিত ইহার ক্রিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। কোন কোন বিষয়ে ইহা ক্লোরোফরমের সমকক্ষ।

অধিকার।—অশুভ সংবাদ জনিত অসুখ; ভয়জনিত অসুখ (একন, ওপি)। স্বল্পবিরাম, সবিরাম, ও সন্নিপাত জ্বর। আক্ষেপ প্রবণ ক্ষোট-জ্বর। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায়। তিমির। স্নায়ু-শূল। অপস্মার। আক্ষেপ। পক্ষাঘাত। শুক্রমেহ। স্নায়বীয় শীত। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় মাতৃকাপ্রদাহ। পৃষ্ঠবংশে ও মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয়। আমবাত। পেশী-শূল। বাধক-বেদনা। ডিম্বাশয়ের উপদাহ। বিলম্বিত বা ক্ষীণ প্রসব বেদনা। জরায়ু-মুখের কাঠিন্য। কৃত্রিম প্রসব বেদনা। গর্ভস্রাব। সূতিকাক্ষেপ। অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব। পেশীর শক্তি সম্পূর্ণ বিলোপকর স্নায়ুমণ্ডল ও মাংসপেশীর তরুণ বেদনা। অস্ত্রোপচারজনিত শিরোলক্ষণ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—রক্ত সঞ্চলন-যন্ত্রে জেলসিমিয়মের ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ কাহার কাহার প্রথমে শীত ও তৎপরে দাহ বিশিষ্ট জ্বর উৎপন্ন হয়। এজন্য সামান্য আরক্ত জ্বর; স্ত্রী ও বালকদিগের সামান্য জ্বর, (যখন একোনাইট দ্বারা যথেষ্ট ফল দর্শে না এবং একোনাইটের অধিকারের অতিরিক্ত ও বেলেডোনা আবশ্যক করে না এরূপ মস্তিষ্ক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে)। শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর ও স্বল্পবিরাম প্রকৃতির অন্যান্য জ্বরে, (এই জ্বরে ঘর্ম্ম না হইয়া সন্ধ্যাকালের প্রকোপ অবস্থা অবসান হয় এবং অজীর্ণ লক্ষণ থাকে না) এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে ব্যাপ্টিসিয়া দ্বারা পাকাশয়িক জ্বর ও একোনাইট দ্বারা প্রাদাহিক জ্বর যেরূপ প্রথম উদ্যমেই ভঙ্গ হয় তদ্রূপ জেলসিমিয়ম দ্বারাও শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর হীন-বল হইয়া থাকে। অন্ত্রের বিধান-বিকার বিহীন স্নায়বীয় জ্বর ও আন্ত্রিক জ্বর; জলবৎ নাসাস্রাব, স্বরভেদ ও শীতসহ শ্লেষ্মার্ত্তীয় উত্তেজনাবস্থা; জ্বরে পীড়কা

উত্থিত হইবার সময় শিশুদিগের আক্ষেপ; অতিশয় অস্থিরতা সহ জ্বরভাব; ইহার আবস্তু। তীব্র জ্বরে অতিশয় অস্থিরতা ও দুর্নিবার পিপাসা লক্ষণে একোনাইট; প্রলাপ সংযুক্ত দাহ ও শুষ্ক জিহ্বা লক্ষণে ব্যাপ্টিসিয়া ও বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার জ্বরে জেলসেমিয়ম ফলপ্রদ নহে। এই ঔষধি প্রযোগোপযোগী জ্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু। সর্দ্দি লাগিবার পরে ও হামের পূর্ব্বে যে জ্বর হয় তাহাতে ইহা ব্যবহার করিলে সমধিক উপকার দর্শে। আলস্য; গাত্র-গৌরব; মস্তক, পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মৃদু বেদনা; মস্তকের বৃহত্ত্ব ও পূর্ণত্ব অনুভব; জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ আর্দ্র লেপ; অনতিক্রুত, পূর্ণতাপ্রবণ, কোমল নাড়ী, জ্বরে জেলসেমিয়মের প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ হিউজ বলেন যে শিশুদিগের স্বল্পবিরামজ্বরে রাত্রির প্রাক্কালে জ্বরের প্রকোপ ও প্রাতে ঘর্ম্ম ব্যতীত উত্তাপের হ্রাস হইলে নিশ্চয়ই এই ঔষধে উপকার দর্শে।

পক্ষাঘাত।—অতিমাত্রায় জেলস সেবন করিলে পেশীমণ্ডল এত অবশ হইয়া পড়ে যে রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞান সত্ত্বেও চক্ষুরুন্মীলন কিম্বা মুখ-বিকাশে সমর্থ হয় না; সুতরাং কোন কোন স্থানিক পক্ষাঘাতে, বিশেষতঃ অক্ষিপুটের পক্ষাঘাতে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

স্বরঘ্ন।—শিশুদিগের আক্ষেপিক তরুণ স্বরঘ্ন রোগে একোনাইট দ্বারা উপকার না জন্মিলে ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে জেলস সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

তিমির।—আলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা দ্বিত্বদৃষ্টি, বিশৃঙ্খল দৃষ্টি, অক্ষি-কোটরে বেদনা,—এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট এবং অতিরিক্ত অক্ষিচালনা, অপরিমিত কুইনাইন সেবন, কৃমি ও মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় জনিত তিমির রোগ এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপশমিত হয়; আলোক-বিদ্বেষে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়।

অভিষ্যন্দ।—তির্য্যক দৃষ্টি, আলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা, ও অক্ষিকোটরে স্নায়ুশূল লক্ষণে ইহা ব্যবহার্য্য।

প্রতিশ্যায়।—এই রোগের পূর্ব্বরূপে ও বিকশিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় নাসিকা হইতে জলস্রাব, গলদেশ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, কাস ও স্বরভঙ্গ লক্ষণে জেলস ব্যবহৃত হয়। বায়ুনলী-ভুজের তরুণ প্রদাহের প্রার

অবস্থায় এবং প্রতিশ্যায়জনিত চক্ষু প্রদাহেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কাস।—বালকদিগের উগ্রকাস। স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ সহকারে কণ্ঠ ও বক্ষে বেদনা। শীত ঋতুর পরে গ্রীষ্মকালের আগমনে গলদেশের শিথিলতা; বায়ুনলী ভুজ প্রদাহের ও ফুসফুস-প্রদাহের প্রারম্ভাবস্থায় কাসে, একোনাইট ব্যবহারোপযোগী উত্তেজনা না থাকিলে জেলস ব্যবহার্য্য।

প্রমেহ।—মূত্রমার্গের আক্ষেপ ও শুক্রমেহ সংযুক্তপ্রমেহে, হ্রাস-প্রাপ্ত অবস্থায় জেলস ব্যবহৃত হয়। মূত্রমার্গের প্রদাহ ও লিঙ্গোদ্রেক বিশিষ্ট প্রমেহেও ইহা উপযোগী।

কষ্টরজঃ।—আক্ষেপিক কষ্টরজঃ রোগে এই ঔষধি বিলক্ষণ স্বাস্থ্য-কর। ডাঃ হিউজ জেলসেমিয়মের আক্ষেপ-নিবারণীশক্তি বশতঃ সামান্য বাধক বেদনায় ও প্রসবান্তিক বেদনায় ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। উগ্র অরিষ্ট ব্যবস্থেয়।

প্রসব-বেদনা।—প্রসবকালে জরায়ুমুখের শিথিলতা সাধনার্থে জেলস বিশেষ উপযোগী এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উগ্র অরিষ্ট ১—৫ বিন্দু মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। প্রসব কালে সম্মুখদিক হইতে কর্ত্তনবৎ বেদনা পশ্চাদ্দিকে ও ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করিলে এবং তাহার উগ্রতা বশতঃ স্বাভাবিক প্রসব-বেদনার ব্যাঘাত জন্মিলে ডাঃ গবেন্সি হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। তরুণ আক্ষেপেই ইহা ফলপ্রদ।

রোমান্তী।—উদ্ভেদ ধীরে অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলে কিম্বা সহসা বিলীন হইলে, বিশেষতঃ আক্ষেপরোগের প্রবণতা থাকিলে ঘন ঘন জেলস ব্যবস্থেয়। কেহ কেহ পলসেটিলার পরিবর্ত্তে এই ঔষধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—উগ্রবায়ু, ভয় বা অন্য কোন মানসিক কারণ বশতঃ দন্ত ঘর্ষণ ও কম্প সহ শীতলতা; শীত কেবল বায়ুপ্রকোপ জনিত স্নায়ু-

ভব ; স্নায়বীয় অঙ্গস্পন্দন সহ স্নায়ুশূল ; কশেরুক-মজ্জায় রক্ত সঞ্চয় বা উপদাহ বশতঃ পৃষ্ঠ, স্কন্ধ ও পশ্চাৎ গ্রীবা প্রভৃতিতে বেদনা ; গুল্মবায়ুগ্রস্তা রোগিণীদিগের অকারণে স্নায়বীয় উত্তেজনা ; রাত্রি জাগরণ বশতঃ আলস্য, অবসাদ ও প্রায় সংজ্ঞাহীনতা ; সুরাপায়ীদিগের অনিদ্রা ও মানসিক ঔদাসীন্য ; গুল্মবায়ু জনিত অচৈতন্য ও হনুস্তম্ভ (লক-জ) ; নিস্পন্দবায়ু (ক্যাটালেপ্সি) ; কণ্ঠনালীদ্বারের আক্ষেপ ; শৈরিক রক্তসঞ্চয় বশতঃ সংজ্ঞাশূন্যতা ও সংন্যাস, মানসিক উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা ; গ্রীষ্মকালে তন্দ্রালুতা (পাকাশয় বা যকৃৎ পীড়া জনিত নহে)। মস্তক।—জেলসেমিয়ম দ্বারা রক্তসঞ্চয় জন্মে অতএব মস্তকের ও পৃষ্ঠবংশের অপ্রবল রক্ত সঞ্চয়ে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ পৃষ্ঠবংশের রক্ত-সঞ্চয়ে ইহার বড়ই প্রশংসা করেন। শঙ্খদেশে বন্ধনবেষ্টনের ন্যায় অনুভব ও অধিক পরিমাণ মূত্র-স্রাব হইয়া উপশম লক্ষণাপন্ন শিরঃপীড়া, ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল, গ্রীবাপৃষ্ঠ হইতে প্রসারিত মৃদু ও গুরুত্ববৎ বেদনা. এবং দ্রুত গমনে শিরোঘূর্ণন লক্ষণাপন্ন শিরঃপীড়া ; অন্ধগ্ন শিরঃপীড়া, শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন সহকারে মস্তকে শৈরিক রক্তসঞ্চয়, ঘোরদৃষ্টি, দ্বিত্ব দৃষ্টি ও অতিশয় শব্দানুভাবকতা বিশিষ্ট অর্দ্ধশিরঃশূল ; স্নায়বীয় শিরঃপীড়া—প্রথমতঃ বেদনা গ্রীবাদেশে আরম্ভ হইয়া তথা হইতে সমুদায় মস্তকে ব্যাপ্ত হয় অথবা মস্তকের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত থাকে এবং সঞ্চালনে অথবা উচ্চ উপাধানে মস্তক রাখিলে উপশমিত হয় ; শিরোঘূর্ণন, শিরোভাব, অপ্রফুল্লতা ও প্রায় সংজ্ঞাহীনতা সহ আকস্মিক শিরঃপীড়ার এই ঔষধ ফলপ্রদ। ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত আতপঘাত, মস্তিষ্কজ্বর (যখন একোনাইট দ্বারা উপকার দর্শে না)। চক্ষু কর্ণাদি।—মস্তিকের রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত ; চক্ষুর পেশীর শক্তিহীনতা জনিত অন্যান্য রোগ ; দৃষ্টি ক্ষীণতা ; পাক্ষাঘাতিক তির্য্যকদৃষ্টি। আকস্মিক বধিরতা সহকারে কর্ণনাদ। রক্তসঞ্চলনযন্ত্র।—ক্রিয়াবিকার ও হৃৎকম্প রোগ বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য ও তৎসহ গুরুতর দপদপ অনুভব। হৃদ্রোগ জনিত মস্তক ও চক্ষুর পীড়া। শ্বাসযন্ত্র।—গুল্মবায়ুর ন্যায় গলদেশের আক্ষেপিক পীড়া ; ঝিল্লীক প্রদাহের অনুবর্তী অথবা অন্যকারণ জনিত স্বরযন্ত্র মুখ ও স্বরযন্ত্রের

পক্ষাঘাত; সর্দ্দিজনিত পক্ষাঘাত বশতঃ বাকরোধ; বায়ুনলী-ভুজের তরুণ প্রদাহ ও ফুসফুস-প্রদাহের প্রথমাবস্থা (যখন একোনাইট প্রয়োগের উপযোগী উত্তেজনা থাকে না)। **পরিপাকযন্ত্র।**—সর্দ্দি জনিত বিশুদ্ধ স্নায়বীয় দন্তশূলে এক বিন্দু অমিশ্র অরিষ্ট দন্তে সংলগ্ন করিলে উপকার দর্শে। ঈষৎ জ্বর ও সহসা উচ্চ ক্রন্দন সহ দন্তোদ্গমকষ্ট; কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা ও বধিরতা সহযোগে গলাবেদনা, পাকস্থলীর আক্ষেপ, পাকাশয়ে রক্তসঞ্চার—পাকাশয়ে গুরুভার, আকর্ষণ ও অতীব্র বেদনা, শূন্যোদরতা অনুভব ও তৃষ্ট ক্ষুধা আঠাবৎ পৈত্তিক মল, অতিশয় উদরাধ্মান ও স্নায়বীয় অবসন্নতা, নিদ্রালুতা, বিষণ্ণতা, শিরঃপীড়া ও প্রদাহ লক্ষণ বিশিষ্ট রক্তাতিসার; পাণ্ডুরোগ। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রাশয়ের মুখরোধক পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ বৃদ্ধ ও বালকদিগের অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব; মূত্রাশয়ের আক্ষেপ, অশ্মরির আগমন বশতঃ মূত্রনালীর (ইউরিটার) আক্ষেপ। **জননেন্দ্রিয়।**—শিশ্নোদ্রেক ব্যতীত অনৈচ্ছিক রেতঃপাত এবং শিশ্নের কোমলতা ও শীতলতা বিশিষ্ট শুক্রমেহ; স্থানিক রক্তসঞ্চয় অথবা মানসিক কারণ জন্য শুক্রক্ষীণতা, হস্তমৈথুন জনিত কোন কোন প্রকার শুক্রমেহ ও মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা। সর্দ্দি জনিত ও রক্তসঞ্চয় বিশিষ্ট রজঃস্তম্ভ, কৃত্রিম প্রসব বেদনা ও প্রসবান্তিক বেদনা, অন্যান্য লক্ষণ শূন্য সামান্য অতিরজঃ রোগ, গর্ভবতীদিগের আক্ষেপিক পাকাশয়শূল; সূতিকাক্ষেপ। **চর্ম্ম।**—মৃত জ্বর সহকারে সামান্য অরুণিমা (ইরিথিমা) ও বিসর্প (ইরিসিপেলাস), হাম সদৃশ বিলোপশীল উদ্ভেদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—হতবুদ্ধিতা, মনোভাব সংযোজন করা যায় না, (জিপিচ, ব্যাপ্ট) অতিশয় কোপনতা, কাহারও কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হয় না, (কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, ভিজি।—অবিরত কথা বলা, + ষ্ট্রাম) প্রফুল্লতার পরে অবসন্নতা, (ল্যাক)। সংজ্ঞা-লোপ।

মস্তক।—মত্ততার ন্যায় আন্দোলন। * মত্ততার ন্যায় শিরোঘূর্ণন, (ক্যান-সা, ক্রোক, * নক্স।—আসন হইতে উত্থান, শির অবনত, বা উর্দ্ধে

দৃষ্টি করিবার সময় শিরোঘূর্ণন, *পলস) মুখমণ্ডলে উত্তাপ এবং শীত সহকারে মস্তকে পূর্ণতা। (মস্তকে শূন্যতা বা শূন্য-গর্ভতা অনুভব, কোরাল, ইগ্নে, অক্সেল-এসি), মস্তকের চারিদিকে রজ্জুবন্ধনের ন্যায় বেদনা, (মার্ক, সলফ।—চাপিয়া ধরিলে শিরঃপীড়ার উপশম, * পলস) মস্তকের পশ্চাৎ-ভাগে অত্যুগ্র বেদনা, নড়িলে ও মস্তক অবনত করিলে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়; শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা ও পশ্চাৎ গ্রীবায় বেদনাসংযুক্ত শিরঃপীড়া; * মস্তিষ্ক ঘূষ্টবৎ অনুভূত হয়, (হেল।—বোধ হয় যেন সমগ্র মস্তক ঘৃষ্ট হইয়াছে, চায়না)। * মস্তকের গুরুত্ব, প্রভূত পরিমাণে জলবৎ প্রস্রাব ত্যাগান্তে উহা উপশমিত হয়।

চক্ষু।—* অক্ষিপুটের অতিশয় গুরুত্ব, চক্ষু নিমীলিত রাখা যায় না, (অপিচ রস, সিপি।—চক্ষু বিকশিত ও এক-দৃষ্টি বিশিষ্ট, লরো, ষ্ট্রামো.) ঘোর-দৃষ্টি (গর্ভাবস্থায়) চক্ষু ঘূষ্টবৎ অনুভূত হয়, (অত্যন্ত বড় বোধ হয়, মেজ, ফস এসি) কনীনিকা প্রসারিত, (অপিচ, বেল, ক্রোক।—কনীনিকা সঙ্কুচিত, সিক, ফস) আলোকে অতিশয় তৃপ্তি, (বেল দ্রষ্টব্য)। * ঘোরদৃষ্টি ও শিরোঘূর্ণন। * চক্ষুর সম্মুখে ধূমের ন্যায় আকৃতি (লাইক, ফস), ও তৎসহ চক্ষুর উপরে বেদনা। স্কন্ধের দিকে মস্তক অবনত করিলে এক বস্তু দুইটার ন্যায় দেখায়।

কর্ণ।—সহসা ক্ষণস্থায়ী শ্রুতিশক্তির বিলোপ; কর্ণে গর্জ্জন শব্দ।

নাসিকা।—নাসাপথের উপদাহ; হাঁচি; তুরতুর; প্রতিশ্যায়। (একন, মার্ক-করো, শ্যাঙ্গ)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ভার ও বুদ্ধিশূন্যবৎ (ব্যাপ্টি); আরক্ত ও স্পর্শে উত্তপ্ত (ব্যাপ, ওপি)।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—শুষ্ক, উত্তপ্ত ও লেপাবৃত ওষ্ঠ। পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা ও তৎসহকারে দুর্গন্ধ নিশ্বাস। গলা ও পাকাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত মুখজ্বালা, (কাষ্ট।—গলা পর্য্যন্ত উত্থিত পাকাশয়-জ্বালা, মার্ক।—গলায় শীতলতা, কার্ব্বো ভে, লরো) গলায় শল্য থাকার ন্যায় অনুভব, (হিপার দ্রষ্টব্য)। * জিহ্বার অবশতা; জিহ্বা এত পুরু

বোধ হয় যে ভাল করিয়া কথা বলা যায় না; জিহ্বার আংশিক পক্ষাঘাত। (কষ্ট, কৌন, হাইয়স)। গলাধঃকরণযন্ত্রের পক্ষাঘাত।

আমাশয়।—অম্ল উদ্গার, (নাইট এসি, নক্স ভ।—তিক্ত উদ্গার, বেল, চায়না।—স্বাদ-গন্ধ হীন উদ্গার, হিপার) বিবমিষা, (শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া সহবর্ত্তী) পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব, (ইগে, সিপি।—আহারের পর, স্ট্যাঙ্গ, সারস।—আহারের পর অতিশয় পূর্ণতা অনুভব, চায়না, *লাইক নক্স-ভ)।

মল ও মলদ্বার।—কোমল মল, সহজে নিঃসারিত হয় না, বোধ হয় যেন গুহ্যাবরক পেশী সঙ্কুচিত হইয়াছে। *আকস্মিক অবসাদকর মনোভাব, ভয়, শোক, ও অশুভ সংবাদ বশতঃ অতিসার, (এপি, ইগে, ফস এসি।—ক্রোধজনিত, ক্যাম।—বিরক্তি জনিত, কলো) পীতবর্ণ শ্লৈষ্মিক মল। গুহ্যাবরক পেশীর পক্ষাঘাত, (বেল, হাইয়স)।

মূত্রযন্ত্র।—প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার মূত্র; (ফস-এসি), মূত্রস্রাবে শিরঃপীড়ার উপশম। স্নায়বীয় শিশুদিগের শয্যামূত্র।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং) লিঙ্গোদ্রেক সহকারে বা লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত অজ্ঞাতসারে রেতঃস্রাব, ও তৎপরে অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং অপ্রফুল্লতা, (হস্তমৈথুনের পর, *চায়না, *ফস-এসি) (স্ত্রী)।—জরায়ুতে ভার অনুভব, (নক্স-ভ,—পূর্ণতা অনুভব, চায়না) বক্ষঃস্তম্ভ ও তৎসহকারে আক্ষেপ, কক, নক্স-ম। অর্দ্ধপার্শ্বিক শিরঃপীড়া সহকারে, *পলস) *জরায়ুমুখের কাঠিন্য, (*একন, বেল, *কোন) গর্ভাবস্থায় জরায়ুতে অতিশয় বেদনা ও শিরঃপীড়া। *জরায়ু-প্রদেশে সুতীব্র প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, এই বেদনা পৃষ্ঠ ও উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। (একটি, সিকে)। আক্ষেপিক বা স্নায়ুশূলজনিত বাধকবেদনা। (একটি)। গর্ভাবস্থায় নিম্নোদরে ও জঙ্ঘায় খল্লী; দ্বিত্ব-দৃষ্টি; তন্দ্রালুতা (নক্স মস্কে); পেশীর শক্তিলোপ; এবং আক্ষেপ। (*বেল, *হাইয়স)। ক্ষীণপ্রসব বেদনা বা প্রসব বেদনার অভাব; জরায়ু মুখ বিস্তৃতরূপে বিকশিত; পেশী শক্তির সম্পূর্ণ ক্ষীণতা। (কলো)। কৃত্রিম প্রসব বেদনা; অশিথিলিত জরায়ু-মুখ। (একট-বেল।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাসরোধের আশঙ্কা জনক কণ্ঠনালীদ্বারের আক্ষেপ, (কাকেরধ্বনিরন্যায় নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দসহ, * ক্লোর।—মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠের নীলবর্ণ ও আক্ষেপ সহ, কুপ।—বায়ুবাহীনলের গ্রন্থির স্ফীততা সহ, আইয়োড) গল-মধ্যের ক্ষতবৎ কর্কশতা। বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে আকুঞ্চন অনুভব, (* ক্যাক, পলস, ভিরেট-এ,) হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ, (* ডিজি, কষ্ট, ইগ্নে) বোধ হয় যেন বিচরণ না করিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে, (ডিজি দ্রষ্টব্য)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার পেশীর বেদনা। (একন)। পৃষ্ঠ-বংশ হইতে মস্তক ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—সকল অঙ্গের কম্পন। (কক, কোন, হাইয়স)। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশী ও সন্ধিতে গভীর-মূল অতীব্র বেদনা। হস্ত পদে স্নায়বীয় ও বাত জনিত বেদনা। (এক্ট, ব্রাই, রস)। * যৎসামান্য পরিশ্রমে নিম্নাঙ্গে শ্রান্তি। জঙ্ঘার পেশীর শক্তিহীনতা, ও ইচ্ছার অনায়ত্ততা।

দেহ।—শরীর ও মনের অতিশয় উত্তেজনাশীলতা। * কম্পন ও দুর্ব্বলতা; অনাবিষ্টতা ও অবসন্নতা সহজে শ্রান্তি। (ফির)। * গতি-শক্তির সম্যক নিষ্ক্রিয়তা সহ সমগ্র পেশীমণ্ডলে শিথিলতা ও অবসন্নতা।

নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা, অপ্রিয় স্বপ্ন। (হাইয়স) স্নায়বীয় উপদাহ বশতঃ অনিদ্রা। (বেল, কফি)। নিদ্রালুতা কিন্তু মন স্থির করিয়া নিদ্রা যাওয়া যায়না।

জ্বর।—নাড়ীর গতি মৃদু, কিন্তু সঞ্চরণে উহার দ্রুততা জন্মে। (সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাড়ীর গতির দ্রুততা, কষ্ট।—প্রাতঃকালে দ্রুততা, সন্ধ্যাকালে মৃদুতা, আর্স) নাড়ী দ্রুত, কোমল, ক্ষীণ, প্রায় অনুভব হয়না। (একন, আর্স)। শ্বাস কষ্ট সহকারে শীতল হস্ত পদ। প্রতিদিন এক সময়ে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে শীত, (পূর্ব্বাহ্ন দশটার সময়, ন্যাট-মি, অপরাহ্ন চারিটার সময়, লাইক।—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ঠিক এক সময়ে, * স্ক্যাবে) শীতের পর দাহ এবং দাহের অনেক পরে ঘর্ম্ম। পায়ের শীতলতা, বোধ হয় যেন পা শীতল জলে রহিয়াছে। * পিপাসা ব্যতীত জ্বর, (* পলস)।

শীত, পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা, শ্রান্তি অনুভব; (প্রতিদিন অপরাহ্ণ চারি পাঁচ ঘটিকার সময়)। হস্ত পদ শীতল; মস্তক ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ। নিদ্রালুতা সহ অঙ্গের উত্তাপ; দুর্বলতা, রোগী স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিতে চায়।

উপচয়।—বিচরণে; শয্যার উষ্ণতায; ধূমপানে; মদিরাপানে; মধ্যরাত্রির পর, আর্দ্র ঋতুতে ও ঋতুপরিবর্ত্তনে রোগের বৃদ্ধি।

উপযোগিতা।—স্নায়ু-প্রধান ব্যক্তি; যুবক যুবতী; ও বালক বালিকা দিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—সমুদায় মাংসপেশীর অবসন্নতা, (সিমি।—স্নায়ু-মণ্ডলের অবসন্নতা, ফস, ভিরেট-এ) কৃত্রিম মৈথুনজন্য পৃষ্ঠবংশের অবসন্নতা বশতঃ সর্ব্ব শরীরে লঘুত্ব অনুভব। * কৃত্রিম মৈথুন জনিত অক্ষমতা ও অবসন্নতা। তাম্রকূট সেবনে বৃদ্ধি পায় এরূপ শিরঃপীড়া, (তাম্রকূট সেবনে উপশমিত হয় এ প্রকার শিরঃপীড়া, ডায়েড) আকস্মিক মনোভাব, ভয় আনন্দ বা শোকের মন্দফল, (ইগে, ওপি)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—নিদ্রাকর, মাদক, বেদনা ও আক্ষেপ নিবারক। দন্তশূল, স্নায়ুশূল, শ্বাসকেন্দ্রের অতিশয় উত্তেজনা বশতঃ কাস এবং অন্যান্য স্নায়বীয় রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। বিষমাত্রায়,—দ্বিত্বদৃষ্টি, তিমির দৃষ্টি, উপরের অক্ষিপুটের পতন, দোলায়মান গতি, পেশীমণ্ডলের কোন কোন স্থানের পক্ষাঘাত, কনীনিকার বিস্তার, মুখে ফেণ নির্গম, পেশী সকলের শিথিলতা, লুপ্তপ্রায় নাড়ী সহকারে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা আদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া মৃত্যু হয়। গতিশক্তি বিধায়িনী-স্নায়ুমণ্ডলীতে ইহার ক্রিয়া দর্শে এবং মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় অত্যুগ্র রক্তসঞ্চয় জন্মে।

টিউক্রিয়ম—টিউক্রিয়ম মেরম ভেরম—ক্যাটটাইম।

এই উদ্ভিদ ভূমধ্যসাগরের তীরে জন্মে। সমগ্র সরস উদ্ভিদ হইতে আরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—কৃমিঘ্ন। নাসা ঝিল্লীতেও ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—গাঢ়, হরিতাভ আস্রাববিশিষ্ট নাসার্ব্বুদ; ঘ্রাণাভাব, নাসিকার অবরোধ ও পূর্ণতা অনুভব; এই সকল রোগে টিউক্রিয়ম আঘ্রাণ দ্বারা প্রয়োজিত হয়। মূত্রমার্গের অর্ব্বুদ (পলিপস); যুবকদিগের কৃমি; বিচর্চ্চিকা; শব্দযুক্ত পীড়কা, কুনখ (কুনী) রোগে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—কৃমি।—সরলান্ত্রে অতিশয় উপদাহ, স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা, অনিদ্রা, শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণাপন্ন সূত্র-কৃমিরোগে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। যুবকদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা নিম্নক্রমে ব্যবহার্য্য। শ্বেতপ্রদর।—সূত্রকৃমির উপদাহ বশতঃ বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদরে ইহা ব্যবহৃত হয়।

টেরিবিন্থিনা—অয়েল অভ টরপেনটাইন—তার্পিন তৈল।

নানাজাতীয় সর্জ্জ তরু হইতে এই তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিস্রাব প্রক্রিয়া (চোয়ান) দ্বারা পরিশোধিত হইয়া ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। শোধিত সুরা সহকারে ইহার দ্রব প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—বৃক্ককেই টর্পেণ্টাইনের প্রধান ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ বৃক্ককে উপদাহ, রক্ত সঞ্চয় ও প্রদাহ জন্মে, অধিকন্তু তৎসহকারে রক্ত-মূত্র ও অণ্ডলাল-মূত্র উৎপন্ন হয়। টার্পেনটাইন কিয়ৎপরিমাণে সমস্ত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতেও ক্রিয়া করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন এতদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্ত সঞ্চয় ও প্রতিশ্যায় জনিত প্রদাহের উপক্রম জন্মে, কিন্তু মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় ও তজ্জন্য উহাতে প্রদাহ এবং মূত্র কৃচ্ছ্র জন্মে।

অধিকার।—বৃক্ক-প্রদাহ। অণ্ডলাল-মূত্র। রক্ত-মূত্র। মূত্রাশয় প্রদাহ। মূত্রমার্গ-প্রদাহ। প্রমেহ। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ও অন্ত্রের ক্ষত। কৃমি। অতিসার। শোথ। শীর্ণতা। উদরাধ্মান।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

উদরাধ্মান।—এক ড্রাম পরিমাণে টর্পেণ্টাইন খাইলে আধ্মান

জন্মে, সুতরাং সান্নিপাত জ্বর ও সূতিকারোগ জনিত উদরাধ্মানে টেরিবিন্থ প্রায় অমোঘ।

সান্নিপাতিক জ্বর।—টর্পেণ্টাইন চর্ম্মে বাহ্য প্রয়োগ করিলে যে প্রকার আরক্ততা জন্মে, অতিমাত্রায় সেবন করিলেও আমাশয় ও অন্ত্রে সেই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়। সুতরাং অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবে; মূত্রস্তম্ভে, ও আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় অনেক দিন পর্য্যন্ত অন্ত্র-ক্ষত থাকিলে ও তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ উদরাধ্মান জন্মিলে টর্পেণ্টাইন ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ যখন জিহ্বা প্রান্ত ও অগ্রভাগ হইতে ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার না হইয়া শীঘ্র পরিষ্কার হইয়া পড়ে তখন ইহা ব্যবহার্য্য।

মূত্রপিণ্ড-প্রদাহ।—অল্প পরিমাণে টর্পেণ্টাইন সেবন করিলে মূত্রপিণ্ডে মূত্রকর ক্রিয়া দর্শে। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ উৎপন্ন হয় এবং নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়; যথা,—স্বল্প, মলিন ও রক্তময় মূত্র, মূত্রপিণ্ডে রক্তাধিক্য; অতিশয় রক্তস্রাব; অণ্ডলাল মূত্র; শোথ, এই সকল লক্ষণে মূত্রপিণ্ডের তরুণ প্রদাহে এই ঔষধি ফলপ্রদ। রক্ত সঞ্চয়ের আধিক্য থাকিলে ইহা উপযোগী। উপত্বক স্খলনের প্রাবল্যে তত প্রশস্ত নহে। শীতজাত মূত্রপিণ্ডপ্রদাহেই ইহা সমধিক উপকারী।

মূত্র-স্তম্ভ।—ডাঃ সরকার বলেন যে ওলাউঠা রোগের মূত্রস্তম্ভে যদি ক্যান্থেরাইডিস দ্বারা মূত্রপিণ্ডে ক্রিয়া না দর্শে তবে টর্পেণ্টাইন সেবনে উপকার জন্মিতে পারে। টর্পেণ্টাইনের বিবক্রিয়া বশতঃ বৃক্ককে রক্ত সঞ্চয় জন্মিয়া মূত্র-নাশ সমুৎপন্ন হয়। ওলাউঠার মূত্রনাশে নাড়ীর ক্ষীণতা বা লুপ্ততা থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী।

রক্তস্রাব।—টর্পেণ্টাইনের বিষক্রিয়ায় রক্ত-মূত্র, রক্ত-কাস, রক্ত-ধাত্রী, ও বাধক জন্মে অতএব এই সকল রক্ত-স্রাবে এতদ্দ্বারা রক্ত বন্ধ হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—পানাত্যয়; গৃধ্রসী ও অধোশাখার পুরাতন বাতরোগ। বাতজনিত চক্ষু প্রদাহ; মূত্র বিকার জনিত তন্দ্রাদোষ। **পরিপাকযন্ত্র।**—অন্ত্রের ক্ষত ও রক্তস্রাব; পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ; উদরা-

ধ্যান, বদ্ধমূল বেদনা, শিরোঘূর্ণাদি লক্ষণ বিশিষ্ট ফিতার ন্যায় ও অন্যান্য প্রকার কৃমি, শুক্তি ভক্ষণ বশতঃ পাকস্থলির বিশৃঙ্খলাসহ চর্ম্মোপরি আরক্ত উদ্ভেদ। মূত্রযন্ত্র।—মূত্রাশয়ের প্রদাহ ও শ্লেষ্মাস্রাবরোগ, প্রমেহ জনিত মূত্রমার্গ প্রদাহ, বৃক্কক্ষয় জনিত রক্তমেহ, এই সকল রোগে কটিদেশে ভারবোধ ও বেদনা, পেশীশক্তির অবসন্নতা, শিরোঘূর্ণন, মূত্রাশয়ের উগ্রতা, বেদনা সহকারে অথবা কষ্টে অল্প অল্প রক্তবর্ণ মূত্র নির্গমন, বিশেষতঃ প্রস্রাবে রক্ত, মূত্রপথে জ্বালা, মূত্রাশয়ে চৈতন্যাধিক্য, ক্ষুধাহীনতা, উদরাময় ও প্রচুর শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে টেরেবিন্থ ব্যবহেয়।

সতর্কতা।—বাত, দগ্ধক্ষত ও সদ্যব্রণ প্রভৃতিতে নির্ব্বিশেষে টর্পেন্টাইন বাহ্য প্রয়োগ করিলে প্রায়ই অপকার জন্মে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অচৈতন্য, তন্দ্রাদোষ (ইউরিমিয়া)। (বেল, ওপি)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, মস্তকে অত্যন্ত চাপ ও পূর্ণতা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রবল রক্তস্রাব। (এক, ব্রাই, বেল, হেম, ইপি)।

মুখমণ্ডল।—মুখের মৃত্তিকার ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ। (আর্স)।

মুখ-মধ্য।—জিহ্বা আরক্ত, মসৃণ ও চিক্কণ, বোধ হয় যেন জিহ্বাতে জিহ্বা কণ্টক নাই।

আমাশয়।—ক্ষুধাহীনতা। শ্লেষ্মা বমন। পাকাশয়ে জ্বালা।

উদর।* নিম্নোদরের অত্যন্ত স্ফীতত্ব। (সিঙ্ক, গ্রাফ, হিপ), উদরাধ্মান (একন, কস-এসি), উদর বেদনা।

মল।—আম ও জলময় মল, প্রাতে উহার বৃদ্ধি। বৃক্ক-প্রদাহ সহকারে অন্ত্রের প্রতিশ্যায় ও অতিসার।

মূত্রযন্ত্র।—বৃক্ক প্রদেশে গুরুত্ব ও চাপ। * বৃক্ক প্রদেশে জ্বালাকর ও আকৃষ্টবৎ প্রবল বেদনা। যন্ত্রণা প্রদ মূত্রকৃচ্ছ্র। (ক্যান্থ, ক্যানসাট। * স্বল্প ও রক্তময় মূত্র। (আর্স, ক্যান্থ, কলচ, হেম, ফস)। ভায়োলেটের গন্ধ বিশিষ্ট মূত্র।

শ্বাস-যন্ত্র।—শ্বাস কষ্ট, বোধ হয় যেন ফুসফুসের রক্ত সঞ্চয় বশতঃ হইতেছে। বায়ু-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় শুকতা।

নাড়ী।—দ্রুত, ক্ষুদ্র, সূত্রবৎ, প্রায় অননুভবনীয় নাড়ী।

দেহ।—* অতিশয় অবসাদ। (আর্স, সিঙ্ক, ফস, সিকে)। মধ্যে মধ্যে গাত্র-স্পন্দ। (হাইয়স, ষ্ট্রামো)। সর্ব্বাঙ্গে শীতল আঠাবৎ ঘর্ম্ম। (ক্যাম্ফ, * ট্যাবেক, ভিরেট)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—উত্তেজক; বায়ুনাশক, আক্ষেপনিবারক, কখন কখন ঘর্ম্মকারক; কফনিঃসারক; বিরেচক ও কৃমিনাশক, অতি মাত্রায়,—উদরে উষ্ণতা, বিবমিষা ও বিরেচন উপস্থিত হয়। ভেদ না হইলে শিরোগৌরব, শিরোঘূর্ণন, বুদ্ধির জড়তা; রক্তবর্ণ স্বল্পমূত্র, কখন বা রক্ত মিশ্রিত মূত্র, মূত্রত্যাগে জ্বালা, মূত্রগ্রন্থিতে বেদনা ও শরীরে জ্বর প্রকাশ পায়। সন্নিপাত জ্বর, সূতিকাজ্বর, অতিসার, বাহ্যিক প্রদাহ, আমবাত, বাতরক্ত, রক্তস্রাব, শূলবায়ু, অপস্মার, কৃমি, প্রাচীন প্রমেহ, মূত্রস্তম্ভ ইত্যাদি বিবিধ রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা,রক্তরোধার্থ ও মূত্রকরনার্থ ৫ হইতে ৩০ মিনিম; উত্তেজনার্থ ৩০ মিনিম হইতে ১।২ ড্রাম, বিরেচন ও কৃমিনাশার্থ ২ ড্রাম হইতে ১ আউন্স।

ট্রিলিয়ম—বেথরুট।

ট্রিলিয়ম ট্রিলিএসি জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা আমেরিকায় জন্মে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ও রক্তবহা কৈশিকানাড়ীতে, বিশেষতঃ জরায়ুর ঝিল্লী ও কৈশিকাতে ট্রিলিয়মের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, এবং এই ক্রিয়া বশতঃ শৈরিক ও ধামনিক রক্তস্রাব হয়।

অধিকার।—জরায়ুর রক্তস্রাবে। (কলো)।

আময়িক প্রয়োগ।—আমেরিকায় রক্তরোধক বলিয়া ট্রিলিয়মের বিশেষখ্যাতি আছে। জরায়ুহইতে রক্তস্রাবে ডাঃ হেল ইহা ব্যবহার করিয়া

ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রোগে হেমেমেলিস ও মিলিফোলিয়ম বিফল হইলে ট্রিলিয়ম ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব। (একন, বেলে, ব্রাই, হেম, ইপি)। **মুখ-মধ্য।**—দন্তমূল হইতে, দন্তোত্তোলনের পরে রক্তস্রাব। (হেমে)। **আমাশয়।**—রক্ত-বমন। (হেমে, ইপি) **মল ও মলদ্বার।**—প্রায় পরিষ্কার রক্তস্রাব বিশিষ্ট রক্তাতিসার। পাতলা, জলবৎ, রক্তরঞ্জিত অতিসার। **জননেন্দ্রিয়।**—* জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। * রজোনিবৃত্তিকালে জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব। প্রভূত পরিমাণে রজঃস্রাব। অবসন্নকর, অধিক পরিমাণ স্রাববিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর। দীর্ঘকালস্থায়ী অধিক পরিমাণ প্রসবান্তিকস্রাব (কেলো)। **শ্বাস-যন্ত্র।**—পূয বা রক্তময় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস। রক্ত-কাস (ইপি)।

ট্যাবেকম—টোব্যাকো—তাম্রকূট।

তাম্রকূট সোলেনেসী জাতীয় উদ্ভিদ। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ ভার্জ্জিনিয়া দেশজাত পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ু ও দীর্ঘীভূত মজ্জায় ট্যাবেকমের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, এবং এই ক্রিয়া বশতঃ পেশীমণ্ডলের শিথিলতা ও পক্ষাঘাত জন্মে। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ, শিরোঘূর্ণন, শীতল ঘর্ম্ম ও বৈষম্য দোষ বিশিষ্ট নাড়ী সহকারে অত্যন্ত বিবমিষা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—ভয়ঙ্কর বিবমিষাবিশিষ্ট স্নায়বীয় রোগ ও হৃৎকম্প; সামুদ্রিক বিবমিষা; ওলাউঠা; আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি; শ্বাস, শ্বাস-রোধ প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। মূত্রনালীর স্নায়ুশূল রোগে ট্যাবেকম ব্যবহৃত হয়। অতিশয় হৃৎকম্প সংযুক্ত হৃদ্বেষ্ট-শূলাতেও ইহার ব্যবহার আছে। রজোনিবৃত্তি বশতঃ বিবমিষা, হৃৎকম্প, শীতবোধ, মাংসপেশীর অতিশয়

দুর্ব্বলতা। বিসূচিকা রোগে ভেদবন্ধ হইলেও কখন কখন বিবমিষা ও বমন থাকে, এই অবস্থায় ট্যাবেক ব্যবহৃত হয়। সামান্য সঞ্চালনে বিবমিষা ও বমন বৃদ্ধি পাইলে ইহা উপযোগী। ওলাউঠার বিকাশ ও পতনাবস্থারও ইহার ব্যবহার আছে। (মৎ কৃত ওলাউঠার চিকিৎসা দ্রষ্টব্য)।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—ব্যাকুলতা, বিলাপান্তে উহার উপশম। অমুধ্যানে কষ্ট। মস্তক।—আমাশয়ের বিবমিষা সহকারে শিরোঘূর্ণন; গৃহের অভ্যন্তরে উহার বৃদ্ধি, ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম। মস্তকের কম্প। মুখমণ্ডল।—* আমাশয়ের বিবমিষা সহ মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ। (এন্ট-টার্ট, আর্স, ইপি)। * পাণ্ডুবর্ণ, পতনাবস্থাপন্ন, শীতল ঘর্ম্মসিক্ত মুখমণ্ডল। (ভিরেট)। মুখমণ্ডলের অস্থিতে ও দন্তে অত্যন্ত ছিন্নকর বেদনা। মুখ-মধ্য।—মুখ হইতে ফেণা নিঃসরণ। (কক, সিক, লরো)। * প্রভূত লালাস্রাব। (হিপ, মার্ক, নাইট-এসি)। *মুখের ও গলার অভ্যন্তরে শুভ্রবর্ণ স্থূলশ্লেষ্মা সঞ্চয়, উহা বারংবার কাসিয়া তুলিতে হয়। আমাশয়।—অতিশয় পিপাসা। * বিবমিষা ও বমন, সঞ্চরণে উহার বৃদ্ধি। * থাকিয়া থাকিয়া ভয়ঙ্কর বিবমিষা, তৎসহ শিরোঘূর্ণন; ও সর্ব্বশরীরের শীতল ঘর্ম্মসিক্ততা (ভিরেট); * সামুদ্রিক বিবমিষা। (কক, পেট)। বিবমিষাসহ আমাশয়ে শীতলতা অনুভব (ক্যাম্ফ, কলচি)। * আমাশয়-গহ্বরে ক্ষীণতা, ও শিথিলতা অনুভব। (ইপি)। উদর।—নাভীর অভ্যন্তর দিকে বেদনাজনক সঙ্কোচন; উদরের পেশীর সঙ্কোচন। (* চেল, * প্লম্ব, পডো)। আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি। মল।—কোমল মলত্যাগকালে কটিদেশে প্রচণ্ড বেদনা ও তৎসহ কুন্থন ও জ্বালা। পীতাভ হরিৎ, অথবা হরিদ্রাভ, আঠা আঠা মল বিশিষ্ট অতিসার। ওলাউঠার ন্যায় মল (আর্স, * ক্যাম্ফ, * কুপ্র, * ভিরেট)। শ্বাস-যন্ত্র।—শ্বাস-কষ্ট। বক্ষঃস্থলের প্রবল আকুঞ্চন। হুপশব্দক কাসের প্রতি আবেগের পর হিক্কা। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—সবল হৃৎস্পন্দ। (একন, * আর্স, অরম, * স্পাইজি)। উভয় স্কন্ধের মধ্য বেদনা ও হৃৎস্পন্দন সহ রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডে যাতনার আক্রমণ। অতিশয় ক্ষীণ, কোমল, মন্দ,

অনমুক্তবনীয়, ক্ষুদ্র, বৈষম্য-দোষযুক্ত নাড়ী। দেহ।—* অতিশয় দুর্ব্বলতা। (আর্স, সিঙ্ক, কস)। অস্থিরতা, অবিরত স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা। জ্বর।—জানু হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত বরফের ন্যায় শীতলতা। শরীর উষ্ণ, হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল। হস্তে, কপালে ও মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম। (ভিরেট)। * শীতল আঠাবৎ ঘর্ম্ম। (আর্স, ক্যাম্ফ, * মার্ক, কস, টেরেব, ভিরেট)।

ট্যারাকসেকম—ড্যাণ্ডিলিয়ন।

কম্পোজিটী জাতীয় এই বৃক্ষ ইউরোপ খণ্ডে ও হিমালয় প্রদেশে জন্মে। শরৎকালে সংগৃহীত সমগ্রবৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপাক পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, ও যকৃতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—অগ্নিমান্দ্য লক্ষণাপন্ন পাকাশয় ও যকৃৎ রোগ; মাংস প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক স্বাদের ব্যতিক্রম, আহার বা পানান্তে অতিশয় শীতবোধ; জিহ্বা শ্বেতবর্ণ মলাবৃত কিন্তু স্থানে স্থানে যেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এরূপ দৃষ্ট হয়, পাকাশয় ও অন্ত্র মধ্যে আধ্মান; পাকাশয় ও যকৃতে (কনকনে ও টনটনে) বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন নয় বটে, কিন্তু সহজে বহির্গত হয় না; পাকাশয়ের বিশৃঙ্খলার পরে কণ্ডুয়নযুক্ত পীড়কা। শিরঃপীড়া। যকৃৎ-বিবর্দ্ধন। পাণ্ডু। আমবাত।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—বাম শঙ্খ-দেশে আকৃষ্টবৎ অথবা সূচীবেধ বৎ বেদনা, বসিয়া থাকিলে বাড়ে, দাঁড়াইলে বা বেড়াইলে থাকে না। মস্তকের পৃষ্ঠদেশে ছিন্নকর বেদনা। শয়ন করিলে পর মস্তক-পৃষ্ঠের নিম্নভাগে চাপ ও গুরুত্ব। চক্ষু।—বামঅক্ষি গোলকে জ্বালা। কর্ণ।—বামকর্ণে আকৃষ্টবৎ বেদনা। মুখমণ্ডল।—আরক্ত ও উত্তপ্ত। মুখ-মধ্য।—অম্ল সেবনের পর যেরূপ হয় তদ্রূপ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ। * জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ লেপ, উহা স্থানে স্থানে উঠিয়া যায় ও সেই স্থান মলিন, আরক্ত, ও স্পর্শ-দ্বেষিবিশিষ্ট হয়। মুখে লালা-সঞ্চয়, বোধহয়

যেন স্বরযন্ত্র অবরুদ্ধ হইতেছে। আহারান্তে মুখে তিক্তাস্বাদ। (ব্রাই, নক্স পলস)। **আমাশয়।**—তিক্ত উদ্গার; হিক্কা। অতিরিক্ত ঘৃতাক্ত দ্রব্যাদি আহারের ন্যায় বিবমিষা, ও বমন-প্রবৃত্তি ((পলস)। **উদর।**—উদরের বামপার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা। উদরে যেন জল বিম্ব উৎপন্ন ও বিদীর্ণ হইতেছে এপ্রকার ভাব। **মল।**—মল কঠিন নহে কিন্তু কষ্টে নিঃসারিত হয়। **শ্বাস-যন্ত্র।**—বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ। (ব্রাই, কালী-কা)। দক্ষিণদিগের পঞ্জিকা-মধ্য-পেশীর স্পন্দন। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—বাম গ্রীবাপৃষ্ঠে স্পন্দন বাহুর স্পন্দন। হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বরফের ন্যায় শীতল। বাম উরুতে সূচীবেধবৎ বেদনা। পদাঙ্গুলীতে জ্বালা। দক্ষিণ পদের পৃষ্ঠে আকৃষ্টবৎ বেদনা। জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে বেদনা। **নিদ্রা।**—দিবসে জৃম্ভণ ও নিদ্রালুতা। বিস্মৃত-স্বপ্ন। **জ্বর।**—আহার বা পানান্তে শীত। (ক্যাপসি)। **উপচয়।**—বসিলে প্রায় সমুদায় লক্ষণের প্রকাশ ও বিচরণে তিরোধান।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পিত্তনিঃসারক, মূত্রকারক স্বেদজনক, মৃদু বিরেচক, পরিবর্ত্তক, আক্ষেপ ও বলকারক। পুরাতন যকৃৎ রোগে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। এক্‌ষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সেকমের মাত্রা, ১০ — ৩০ গ্রেণ।

ডলকেমেরা — বিটারস্থইট — উডি-নাইটশেড।

সোলেনিসি জাতীয় সোলেনম ডলকেমেরা নামক বৃক্ষ ইউরোপে জন্মে ইহার তরুণ শাখা ও পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ও পেশীর বিধানতন্তুতে ডলকেমেরার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ প্রতিশ্যায়ের ন্যায় সর্দ্দি এবং আর্দ্রতা ও বৃষ্টিভোগের ন্যায় শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। গ্রন্থিকা, চর্ম্ম ও গ্রন্থিতেও ডলকেমেরা ক্রিয়া করে এবং তজ্জন্য এতদ্দ্বারা গ্রন্থি বিবর্দ্ধন, কৌষিক-ক্ষরণ (সেলুলার ইফিউজন), ও চর্ম্মপীড়কা উৎপন্ন হয়।

বর্ষা ও শীত ঋতুতে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—আর্দ্রতা ও সম্পূর্ণ সিক্ততা জনিত নানা প্রকার রোগ,

যথা:—প্রতিশ্যায়, অতিসার, মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মাস্রাব, মৃদুবাত, শীতপিত্ত। পক্ষাঘাত। উদর-বেদনা। হুপিংকাস। গণ্ডমালা ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

প্রতিশ্যায়।—নাসিকারুদ্ধ, (শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি পায়), থাকিয়া থাকিয়া কাস, কষ্টে শ্লেষ্মা নির্গমন ও বিবমিষা।

অতিসার।—সর্দ্দি বা আর্দ্রতা জনিত শরৎ কিম্বা গ্রীষ্মকালীয় অতিসার; রাত্রিকালীন পিচ্ছিল বা পৈত্তিক অতিসার; শূল সংযুক্ত ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, জলবৎ অথবা রক্তময় মলবিশিষ্ট অতিসার বা রক্তামাশয়।

আমবাত।—আর্দ্রবায়ু সেবন বশতঃ অথবা প্রতিশ্যায় জনিত প্রাচীন মৃদুবাত ও তৎসহ স্ফীততা; বিশ্রামে বেদনা বৃদ্ধি পায় ও সঞ্চালনে উপশমিত হয়।

মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মাস্রাব রোগ।—মূত্রে দুর্গন্ধ, পূয ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত স্রাব এবং মূত্রকৃচ্ছ্র।

কামোন্মাদ।—ডলকেমেরার অতিক্রিয়া বশতঃ জননেন্দ্রিয়ে উত্তাপ, কণ্ডূয়ন, ও কাম-প্রবৃত্তির উদ্রেক জন্মে। ডাঃ হেরিং স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ে উত্তাপ, কণ্ডূয়ন, ও দদ্রুর ন্যায় পীড়কা লক্ষণাপন্ন মৃদু কামোন্মাদে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন।

শীতপিত্ত।—আর্দ্রতা জন্য কণ্ডূয়ন ও জলবৎ বিশিষ্ট পীড়কা। শীতলবায়ুজনিত পীড়কায় একোনাইট ব্যবস্থেয়।

আর্দ্র বা সিক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ডলকেমেরা সেবন করিলে সর্দ্দি জন্মে না।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—ক্রোধ ব্যতীত তিরস্কারে প্রবৃত্তি। অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা। বিবাদ-প্রবণতা। (ব্রাই, কামো, নক্স)।

মস্তক।—প্রাতঃকালে নিদ্রাহইতে জাগরিত এবং শয্যা হইতে উঠিবার সময় * শিরোঘূর্ণন। কপালে ও শঙ্খদেশে ভেদনবৎ শিরঃপীড়া, (দক্ষিণ পার্শ্বে, বেল) মধ্যরাত্রের পরে এবং চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি,

ও আলাপ করিবার সময় হ্রাস প্রাপ্তি। কপালে ধনধনে বেদনা, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক অত্যন্ত বড় হইয়াছে, (মস্তক যেন অত্যন্ত বড় হইয়াছে, আর্জ্জেন্টা. নাই।—নক্স দ্রষ্টব্য) গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগ হইতে মস্তকের পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত উত্থিত অচৈতন্যকর বেদনা। মস্তকের পশ্চাৎভাগে শীত। মস্তকের গুরুত্ব, (লঘুত্ব, হিপার * ষ্ট্র্যামো :—শূন্যগর্ভত্ব, ইগ্নে, ওপি)। মস্তকে পুরু পীড়কা ও তজ্জন্য কেশপতন। (গ্রাফ, মার্ক)।

চক্ষু।—সর্দ্দি লাগিয়া চক্ষু প্রদাহ। চক্ষের তারা অতিশয় প্রসারিত।

কর্ণ।—কর্ণ ও কর্ণমূলে সূচীবেধ। কর্ণবেদনা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব, উজ্জ্বল লোহিত রক্ত (ইপি) ও উত্তপ্ত, তৎসহ নাসিকার উপরে চাপ। (এক, হেম)। শুষ্ক প্রতিশ্যায় শীতল বাতাসে উহার বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল।—মুখের দক্ষ বিস্ফোটনবশতঃ মুখমণ্ডলে বেদনা ও জ্বালা বা ন।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—তিক্ত আস্বাদ। মুখে লালা সঞ্চয়। শুষ্ক, কর্কশ জিহ্বা। (আর্স, ব্রাই)। জিহ্বার পক্ষাঘাত, (—ব্যারাইটা, * [হাইয়স :—গলনলীর পক্ষাঘাত, হাইড্রোসা-এসি) সর্দ্দি লাগিবার পর গলা বেদনা, (বায়ম, * মার্ক)। শীতল বাতাস বা জল লাগিলে যে প্রকার অবশতা জন্মে জিহ্বার ও তদ্রূপ অবশতা।

আমাশয় ও অন্ত্র।—পীতবর্ণ তৃপ্তিকর শ্লেষ্মা বমন, মিষ্ট জল বা পিত্তবমন, আইরিস।—ইপি দ্রষ্টব্য। অতিশয় পিপাসা। আহারে অরুচি। * পাকাশয়ে পূর্ণতা ও নিম্ন উদরে শূন্যতা অনুভব। * সর্দ্দি জনিত উদর-বেদনা, বোধ হয় যেন অতিসার জন্মিবে। নিম্ন উদরের শোথ। সর্দ্দিবশতঃ গ্রন্থির স্ফীতত্ব, (* মার্ক

মল।—সর্দ্দি জনিত উদরাময়, * আমময়, হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ এবং শুভ্রবর্ণ মল, (বিরক্তি বশতঃ অতিসার, * কলো :—ক্রোধ জনিত, * কেম, ওপি।—মলিন জলপান বশতঃ জিঙ্ক।—চুণ মিশ্রিত জল পান জন্য ক্যাল্ক) উদর বেদনা সংযুক্ত অতিসার; জলবৎ মল, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে শীতল

পানীয় সেবন জন্য অতিসার * ব্রাই) * উদ্ভেদ বিলোপ, শীত, অথবা দস্তে-দাম বশতঃ অতিসার।

মূত্র-যন্ত্র।—আবিল ও শ্বেতবর্ণ মূত্র, (কিছুকাল থাকিলে পর মূত্র শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠে, সিনা) মূত্রের অধঃপতিত পদার্থ কখনও সাদা, কখনও লাল ; মূত্রে দুর্গন্ধ, (নাইট-এসি দ্রষ্টব্য) মূত্রকৃচ্ছ্র, কষ্টে মূত্রস্রাব। মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মা স্রাব রোগ। (একন, * ক্যান্থ, কাম্ফ)। অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব।

জননেন্দ্রিয়।—সর্দ্দিজন্য রজঃরোধ, (মার্ক, পডো, সলফ। — সর্দ্দি লাগিয়া বা পা ভিজিয়া রজঃরোধ * পলস) * ঋতুর পূর্ব্বে গাত্রে পীড়কার উৎপত্তি (ঋতুকালে পীড়কার উৎপত্তি, কালী-কা। ঋতুর পূর্ব্বে পুরাতন দদ্রুর অতিশয় কণ্ডূয়ন, কার্ব্বো-ভে। — ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে শ্রান্তিজনক কাস, গ্রাফ) শীতলতা বা আর্দ্রতা বশতঃ প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাবঅবরোধ, ভয় বশতঃ, ওপি) সর্দ্দি জন্য স্তন্যরোধ, (পলস।—অতিরিক্ত স্তন্যস্রাব, ক্যাল্ক, রস)।

শ্বাস-যন্ত্র।—সর্দ্দিবশতঃ শ্বাসকষ্ট ও শ্লেষ্মা সঞ্চয়। কর্কশ ভগ্নস্বর। (কার্ব্বো ভে)। উজ্জ্বল রক্ত নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাস। সবল শ্লেষ্মাস্রাবী কাস, গৃহের অভ্যন্তরে ও বিশ্রামকালে উহার বৃদ্ধি। বক্ষঃস্থল হইতে অতিশয় শ্লেষ্মাস্রাব। (এন্ট-টার্ট, ইপি)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—সর্দ্দি জনিত গ্রীবা-স্তম্ভ, পৃষ্ঠ ও কটি-বেদনা। (একট)। দক্ষিণ কটিতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, চাপিলে উহার ক্ষণিক নিবৃত্তি। * অধিক ক্ষণ অবনত হইয়া থাকিলে যেরূপ বেদনা জন্মে সেইরূপ কটি বেদনা। (সিঙ্ক, * পলস)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—বামবাহুতে পাক্ষাঘাতিক মুষ্টবৎ বেদনা। উরুদেশে ছিন্নকর ও আকৃষ্টবৎ বেদনা ; দাঁড়াইলে থাকেনা, বসিলে পুনরায় উপস্থিত হয়।

দেহ।—আর্দ্র ও শীতল বায়ুবশতঃ ঘর্ম্ম বিলোপের পর শোথ। পীড়কা-বিলোপ অথবা সর্দ্দি জনিত পক্ষাঘাত।

ত্বক।—রসস্রাবী দক্র, কণ্ডূয়ন করিলে উহা হইতে রক্তস্রাব হয়। (মার্ক, নাইট এসি)। * সর্ব্বাঙ্গে শীতপিত্ত (একন), উহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন; কণ্ডূয়নান্তে জ্বালা হয়; উষ্ণতায় বৃদ্ধি ও শীতে হ্রাস পায়। সর্ব্বাঙ্গে কপিশমিশ্রিত পীতবর্ণ গাঢ় চিপিটিকা। শরীরের স্থানে স্থানে কণ্ডূয়ন। (সলফ)।

জ্বর।—বেদনাসহ শীত। সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মশূন্য জ্বালাকর উত্তাপ। (একন, আর্স, ব্রাই)। দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম। (আর্ণ, কার্ব্ব-এ, সিলি)।

উপচয়।—রাত্রিতে; বিশ্রামে (এম-কা, রোড, রস); শীতল বাতাসে; বর্ষাকালে (রস); ও ঋতু পরিবর্ত্তিত হইয়া শীতল হইলে রোগের বৃদ্ধি।

উপশম।—আসন হইতে উত্থানের পর; সঞ্চরণে; উত্তাপে বা গ্রীষ্ম কালে উপশম।

বিশেষ লক্ষণ। *শীত ও বর্ষা ঋতুতে সন্দি ও বাতজনিত রোগে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী, (শুষ্ক, শীতল পশ্চিম দিকস্থ বায়ু বশতঃ উৎপন্ন রোগ, একন)* বায়ু শীতল হইলে রোগ লক্ষণের বর্দ্ধিত অবস্থা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও গ্রন্থির স্রাবাধিক্য, ও ঘর্ম্ম রোধ। সঞ্চরণে রোগ লক্ষণের উপশম প্রাপ্তি, (*বস।—সঞ্চরণে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, ব্রাই)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পরিবর্ত্তক, স্বেদজনক ও মূত্রকারক। পুরাতন চর্ম্মরোগে ও বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাথের মাত্রা ১—৪ আউন্স।

ডায়োস্কোরিয়া ভিলোসা—ওয়াইলড ইয়ামরুট।

ডায়োস্কোরিয়া ডায়োস্কোরিয়েসি জাতীয় উদ্ভিদ। এই মূল ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে। ইহা হইতে অরিষ্ট ও ইহার বীর্য্য ডায়োস্কোরিণ হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া ডায়োস্কোরিয়া প্রধানতঃ নাড়ী প্রদেশে ক্রিয়া করে এবং পিত্তশূলের ন্যায় তীব্র বেদনা জন্মায়।

কলোসিন্থ জ্ঞাপক বেদনার ন্যায় এই বেদনা অবনত হইলে অথবা চাপ পাইলে উপশমিত হওয়া দূরে থাকুক বরং বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শরীর সম্প্র-সারণ করিলে অতিশয় শান্তনা জন্মে।

অধিকার।—দুর্দ্দমা পিত্তশূল, আক্ষেপিক উদরশূল; আগ্মানশূল; হৃদদাহ; সাংঘাতিক বিসূচিকা; রক্তাতিসার; রজঃশূল; বাহ্যবলী অর্শ; শুক্রমেহ; মূত্রমার্গের আক্ষেপিক সংবৃতি; বাতজনিত অঙ্গগ্রহ।

আময়িকপ্রয়োগ—শূলবেদনা।—ভুক্তদ্রব্য বমন সংযুক্ত শূলের আকস্মিক আক্রমণে এই ঔষধি উপকার জনক। গর্ভাবস্থায় পৈত্তিক শূলে অনেকানেক চিকিৎসক ডায়োস বিশেষ উপযোগী মনে করেন। নাভীর নিকটে অবিরাম বেদনা ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ ক্লিফটন বলেন যে পাকাশয় বা অন্ত্রের আধ্মানিক শূলে বারংবার বায়ু নিঃসরণেও কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম অনুভূত না হইলে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হেরিং বলেন যে ডায়োস্কোরিয়া জ্ঞাপক বেদনা কলোসিন্থ জ্ঞাপক বেদনা অপেক্ষা অধিক অবিরাম। (কলোসিন্থ দ্রষ্টব্য)

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অযথা নামে আহ্বান। মস্তক।—মস্তকের উপরিভাগে ও সম্মুখে চাপক বেদনা; মস্তকে উত্তাপ ও বেদনা সহযোগে শিরোঘূর্ণন, তৎ-পরে পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা। চক্ষু।—ক্ষীণ ও অসচ্ছলতা বিশিষ্ট চক্ষু প্রান্তে পাতা সংযোজন। কর্ণ।—দুই কর্ণের সম্মুখভাগেই অস্ত্রবেদনা। কর্ণের সম্মুখে ও পশ্চাতে তীব্র বেদনা। নাসিকা।—নাসিকা-পথের উপদাহ ও অতিশয় হাঁচি। (একন, জেলস)। বাম নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্তস্রাব। নাকের অভ্যন্তরে দুর্গন্ধ। পরিপাক যন্ত্র।—শ্বেতবর্ণ মলাবৃত জিহ্বা। ঘন ঘন শূন্যোদগার, পাকাশয়ে বা অন্ত্রে কর্ত্তন, মোচড়ান অথবা আক্ষেপবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা; এই বেদনা কোন ক্ষুদ্র স্থানে সহসা আরম্ভ হয় এবং বমনের পর সহসা নিবারিত হয়। কোষ্ঠবদ্ধ, অতি-সার অথবা অতিশয় কুন্থন সংযুক্ত রক্তামাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেদনা, এই বেদনা পৃষ্ঠদেশে সঞ্চারিত হয় এরূপ বোধ হয়। যকৃৎ ও পিত্তকোষে কর্ত্তন-

বং সুতীব্র বেদনা। (এই ঔষধে পিত্তশিলা নির্গমনের বেদনা উপশমিত হয়) উদরাময়ের পূর্ববর্ত্তী দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ রোধ। মলিন বা কৃষ্ণবর্ণ পিণ্ডাকার মল। উদরে বেদনা, এই বেদনা সর্ব্বদা অবস্থান পরিবর্ত্তন করে এবং দূরবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ হস্তপদাদিতেও অনুভূত হয়। শূল বেদনা, এই বেদনা অবনত হইয়া থাকিলে ও বিশ্রাম করিলে বৃদ্ধি পায়, অবিরত বিচরণ করিলে উপশমিত হয় এবং এতৎ সহযোগে উদরে বায়ুজন্য অতিশয় শব্দ হইয়া থাকে। (কলোসিন্থ জ্ঞাপক বেদনা অবনত হইয়া থাকিলে উপশমিত হয়)। প্রাতঃকালীন অতিসার। নাভী প্রদেশে অবিরত বেদনা। অন্ত্র-কূজন ও অধিক পরিমাণে বাত নিঃসরণ। বঙ্ক্ষণ দেশ হইতে মুষ্ক পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা। **জননেন্দ্রিয়।**— জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য সংযুক্ত শুক্রমেহ, নিদ্রাবস্থায় রেতঃস্রাব। পুরুষাঙ্গের অবিরত উত্তেজনা ও বারংবার উদ্রেক। শীতল ও শিথিলিত শিশ্ন। (এগনস, ক্যাম্ফ) অণ্ডকোষ ও নাভীর নিম্নবর্ত্তী প্রদেশে উগ্র গন্ধ ঘর্ম্ম। মৈথুন প্রবৃত্তির হ্রস্বতা। **শ্বাস-যন্ত্র।**— গণ্ডকণ্ডুয়ন বিশিষ্ট কাস। উভয় ফুসফুসে অনুগ্র বেদনা অথবা তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। **হৃৎপিণ্ড।**—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীব্র বেদনা। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—গ্রীবা পৃষ্ঠ অনুগ্র বেদনা। প্রাতঃকালে পৃষ্ঠের খঞ্জতা। অতিশয় পৃষ্ঠবেদনা। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—বামস্কন্ধে বেদনা। মণিবন্ধে, হস্তে ও প্রকোষ্ঠের অস্থিতে বেদনা। উরুদেশে বেদনা। জানুর দুর্ব্বলতা ও বেদনা। জঙ্ঘার উগ্র বা অনুগ্র বেদনা। গুলফ সন্ধির ক্ষীণতা ও বেদনা। **দেহ।**—অস্থিরতা, কম্পন। শ্রান্তি ও ক্লান্তি অনুভব। শরীরের নানা-স্থানে কণ্ডুয়ন। (কার্ব্বলিক এসিড, মেজ)। **উপচয়।**—সন্ধ্যাকালে শয়নের পর, রাত্রিতে, শয়নে; ও অবনত হইলে রোগের বৃদ্ধি। **উপ-শম।**—অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে; সঞ্চালনে; অশ্বারোহণে; পদচালনে; ও দণ্ডায়মানে উপশম প্রাপ্তি।

ডিজিটেলিস পরপিউরিয়া—পর্পেল ফক্স গ্লভ।

স্ক্রফিউলেরিয়েসি জাতীয় ডিজিটেলিস পর্পিউরিয়া নামক বৃক্ষ ইউরোপ খণ্ডে জন্মে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার সরস পত্র হইতে অরিষ্ট এবং উপক্ষার ডিজিটেলিন হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। চিকিৎসার্থে সাধারণতঃ ডিজিটেলিসের প্রথম দশমিক ক্রম বা মূল অরিষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া।—নিউমোগ্যাষ্ট্রিক ও ভ্যাসোমোটর স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর পেশীতে ডিজিটেলিসের প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শে। এবং তজ্জন্য এই সমস্ত বিধানতন্তুর অতিশয় দুর্ব্বলতা, এমন কি পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, অপিচ, রক্তসঞ্চালনের মন্দীভূততা ও নাড়ীর স্পন্দনের বিরামশীলতা জন্মে। ডিজিটেলিসের গৌণ ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক, বৃক্ক ও পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকারও উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাড়ীর অতিশয় মন্দ-গতি ও সবিরাম গতি ডিজিটেলিসের প্রধান প্রযোগলক্ষণ।

অধিকার।—হৃদ্রোগ, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের পৈশিক বিধানের রোগ। ফুসফুসপাকাশয়িক স্নায়ুর (নিউমোগ্যাষ্ট্রিক নার্ভ) পীড়া। মূত্র-গ্রন্থির বিধানের উপদাহ। সম্মুখ কপালে বেদনা, তিমির দৃষ্টি ও কর্ণনাদ লক্ষণাপন্ন মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহাদি মস্তিষ্করোগ। পাকাশয়ের ও অধো-গামী স্থূল বৃহদন্ত্রের (ডিসেণ্ডিং কোলন) প্রদাহ। পাণ্ডু। নীলপাণ্ডু। পাকাশয়িক ও পৈত্তিক পীড়া।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা।—সুস্থাবস্থায় ডিজিটেলিস হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলকর এবং রুগ্নাবস্থায় বলকর। শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছাপ্রবণতা, পরিশ্রমে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, ও হৃৎকম্প, এই সমস্ত অথবা ইহার কতকগুলি হৃৎপিণ্ডের পেশীময় প্রাচীরের দুর্ব্বলতার লক্ষণ। এই দুর্ব্বলতা সচরাচরই দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ডিজিটেলিস ইহার অতিশয় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হৃৎশূল।—এই রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় পূর্ব্বসূচনা ব্যতীত ঘন ঘন রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইলে ডিজি ব্যবহার করা উচিত।

হৃৎস্পন্দন।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৈষম্য, কখনও অতিশয় দ্রুত-ক্রিয়া, কখনও বা প্রায় ক্রিয়ালোপ; বিচরণে বা শয়নে অসমর্থতা; অতিশয় যন্ত্রণা,—এই সকল লক্ষণ থাকিলে ৩।৪ বিন্দু উগ্র অরিষ্ট ৩ ঘন্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। অরিষ্ট অপেক্ষা ডিজিটেলিসের কাণ্ট দ্বারা অধিক উপকার দর্শে। ১০ আউন্স ফুটিত পরিস্রুত জলে ৩০ গ্রেণ ডিজিটেলিস এক ঘন্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইলেই কাণ্ট প্রস্তুত হয়। এলোপ্যাথেরা ইহার ১ ড্রাম মাত্রার ব্যবস্থা করেন।

শোথ।—প্রায় সকল প্রকার শোথ রোগেই ডিজিটেলিস মহোপকারী। অনেক সময় আরোগ্যাশা বিহীন রোগীদিগের পক্ষেও এতদ্দ্বারা আশ্চর্য্য ফল দর্শে। ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও বিষম নাড়ী, মলিন বর্ণ মুখমণ্ডল, মলিন বর্ণ ওষ্ঠ, কষ্টপ্রদ শ্বাসকৃচ্ছ্র, অধিক পরিমাণে জলসঞ্চয় বশতঃ উত্তানভাবে (চিত হইয়া) শয়নে অক্ষমতা ডিজিটেলিস প্রয়োগের লক্ষণ। হৃৎপিণ্ড বা মূত্রগ্রন্থির পীড়া বশতঃ শোথরোগে ডিজি এই যন্ত্রদ্বয়ের ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিয়া উপকার দর্শায়। দুরারোগ্য অবস্থায় মূত্রগ্রন্থির উপরে ডিজিটেলিস অরিষ্টের পটি প্রয়োগ কিম্বা সিকি গ্রেণ সার জলে গুলিয়া মূত্রগ্রন্থির নিকটে অধস্ত্বাচ-প্রক্ষেপ কর্ত্তব্য। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্যের যতই আধিক্য থাকে ততই ডিজিটেলিস দ্বারা উপকার দর্শে। শৈরিক রক্তাধিক্য অর্থাৎ নীলবর্ণ ও গ্রীবা পার্শ্বস্থ শিরার (জগুলার ভেন) পূর্ণতা লক্ষণাপন্ন হৃদ্রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ। অতএব হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা ক্রিয়া বৈষম্য বশতঃ যে শোথ জন্মে তাহাতে ডিজিটেলিস সেই দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেওয়াতে স্রাবিত রক্তাম্বু পুনরায় আচুষিত হয় এবং বৃক্ক উহা গ্রহণ করিয়া মূত্র রূপে নিঃসারিত করিয়া দেয়। শিথিলকায় ও দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের শোথেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

শিরঃপীড়া।—গুরুত্ববোধ, দপদপ, তমোদৃষ্টি, চক্ষুর সম্মুখে স্ফুলিঙ্গ ও বর্ণ দর্শন,—এই সকল লক্ষণ সংযুক্ত সম্মুখ কপালের শিরঃপীড়া।

কর্ণনাদ।—বাষ্পীয় যন্ত্রের ন্যায় শব্দ। হানিমান বলেন যে অন্যান্য লক্ষণের সহিত ঐক্য হইলে ফুটিত জলের ন্যায় হিস হিস শব্দ বিশিষ্ট শ্রুতি-ক্ষীণতা ডিজিটেলিস সেবনে আরোগ্য হয়।

স্বপ্নদোষ।—লিঙ্গোদ্রেক সহ স্বপ্নদোষে ডিজিটেলিসের বীর্য্য ডিজিটেলিন ১ম বা ২য় দশমিক ক্রম, মধ্যাহ্নে আহারান্তে এক এক মাত্রা সেবন করিতে ডাক্তার হেম্পেল বিধি দেন। ডাঃ বার এক দিন পর এক দিন প্রাতে তৃতীয় দশমিক ক্রমের একমাত্রা (এক গ্রেণ) সেবন করিতে বলেন।

মূর্চ্ছা।—গর্ভাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা বশতঃ মূর্চ্ছা, ডিজিটেলিস প্রয়োগে সত্বর অপনীত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞানসাধক স্নায়ুর ক্রিয়াবিকার; হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা প্রযুক্ত রক্তসঞ্চালনের ব্যতিক্রম বশতঃ প্রলাপ। তরুণ মস্তিষ্কোদকে ডিজি উপকারী। রক্তসঞ্চলন যন্ত্র।—হৃৎপিণ্ডের সকল প্রকার ও সর্ব্বাবস্থার দুর্ব্বলতা, অপিচ, হৃৎগহ্বরের সম্পূর্ণ প্রসারণ ও হৃৎপিণ্ডের পেশী প্রাচীরের দুর্ব্বলতা ও অবসাদন (এস্থিনিয়া); রক্তসঞ্চালনের শিথিলতা; মন্দগামী, বিষম ও পর্য্যায়হীন নাড়ী, অল্পমাত্র শরীর সঞ্চালনেই নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি, অথবা হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ও ক্ষীণ ক্রিয়া; হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন ও অস্থিরতা; ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ; পুরাতন যকৃৎ প্রদাহ; রক্তসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা অথবা রক্তোবৈষম্য জনিত বা তৎসহবর্ত্তী নীলপাণ্ডু (সায়েনোসিস), উদরী ও শোথ। সঞ্চিত শোথ দূরীকরণে ডিজিটেলিসের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। শ্বাসযন্ত্র।—প্রচুর, তরল, ও পূযময় নিষ্ঠীবন সংযুক্ত কাস; ফুসফুসে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ সহকারে কাস, হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা ও রক্তময় বা নির্য্যাসবৎ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ; আহারান্তে কাস উপস্থিত হয় এবং তদ্ভাবা বমন ও অত্যন্ত অবসন্নতা জন্মে; মূর্চ্ছা ও ঘর্ম্ম প্রবণতা; বাত জনিত হৃদ্বেষ্ট প্রদাহ। পরিপাক যন্ত্র।—ডিজিটেলিসের বিষ-ক্রিয়া বশতঃ অধোগামী স্থূল বৃহদন্ত্রের প্রদাহ জন্মে। এতদ্বারা মলের পাংশুবর্ণ উৎপন্ন হয়। ডাঃ ইনমান সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কোলন পর্য্যন্ত না আসিলে মলের কপিশ বর্ণ জন্মেনা এবং শিশুদিগের মলও এই স্থানেই হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে। কোলনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে যে রস স্রাবিত হয় সম্ভবতঃ তদ্দ্বারা অনেকটা মলের বর্ণ জন্মিয়া থাকে। ডিজিটেলিস

কোলনের উপর ক্রিয়া করিয়া মলের বর্ণ শুভ্র করে। শিশুদিগের শ্বেতবর্ণ মল যকৃতের দোষবশতঃ জন্মেনা, কোলনের স্বাভাবিক নিঃস্রব বিকৃত হইয়া এপ্রকার ভস্ম-বর্ণ মল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকার অবস্থায় ডিজিটেলিস্ একটী প্রধান ঔষধ। কখন কখন এই ঔষধে প্রকৃত পাণ্ডু-রোগও আরোগ্য হইয়া থাকে। জনন ও মূত্রেযন্ত্র।—বৃক্কেও ডিজি-টেলিসের উপদাহকব ক্রিয়া দর্শে। এজন্য বৃক্কের দাহাময় অপকর্ষে ও আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী তরুণ ব্রাইটসডিজিজে কেহ কেহ ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—নিরাশা ও শঙ্কাপূর্ণতা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা। (অতি-শয় মৃত্যুভয় ও একাকী থাকিতে আশঙ্কা, * আর্স, লাইক) কথা বলিতে অপ্রবৃত্তি, (ফস-এসি, ষ্টান।—অবিরত কথাবলার ইচ্ছা, * ষ্ট্রাম।—কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি, কোনা, নাইট এসি,ফস) * অতিশয় উৎকণ্ঠা (আর্স,রস)।

মস্তক।—কম্পনসহ শিরোঘূর্ণন, (* শীতসহ, পলস) কপালে ও শঙ্খদেশে সূচীবেধ, (মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে, ক্যাল্ক।—ব্রহ্মরন্ধ্রে, ইপি।—ক্যাল্ক দ্রষ্টব্য) মস্তক অবনত করিবার সময় বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক সম্মুখ দিকে পতিত হইবে, (বামদিকে, ন্যাটম্স) সহসা মস্তকে কড় বড় শব্দ ও তৎসহ-কারে ভীত হইবার ন্যায় চকিত হইয়া উঠা। বসিবার সময় বা বেড়াইবার সময় মস্তক পশ্চাৎদিকে হেলিয়া থাকে।

চক্ষু।—অক্ষিগোলকে দপদপ। প্রাতঃকালে অক্ষিপুট সংলগ্ন হইয়া থাকে, (কষ্ট) ঘোর দৃষ্টি। * দ্রব্যাদি হরিদ্বর্ণ বা পীতবর্ণ দেখায়, (রক্তবর্ণ দেখায়, বেল।—কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ক্যাপ) চক্ষুর সম্মুখে নানা প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হয়। চক্ষুর তারা প্রসারিত ও চৈতন্য-শূন্য। (বেল, সিক, হাইয়স, ওপি, ষ্ট্রামো)।

কর্ণ।—স্ফুটিত জলের ন্যায় উভয় কর্ণে হিস হিস শব্দ।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর; রুগ্ন, ও শববৎ আকৃতি বিশিষ্ট মুখ।

আমাশয়।—অবিরত লালাস্রাব সহকারে মুখে মিষ্টাস্বাদ (মার্ক

দ্রষ্টব্য) অম্ল বা আস্বাদশূন্য মুখ-প্রসেক, (তিক্ত, ইগ্নে, পেট) অত্যন্ত বিব-মিষা, বোধ হয় যেন মৃত্যু হইবে, (ইপি, লোব) বমন করিলে উহা উপশমিত হয় না। প্রাতঃকালীন বমন, (ক্রিয়ো, নক্স, পলস) ভুক্তদ্রব্য বমন। (* অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মাবমন, ইপি. এন্ট-টার্ট।—তিক্ত বা অম্ল জল বমন, পলস) পাকাশয়ে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব। পাকাশয়ে বারংবার চাপানুভব, (প্রস্তরের ন্যায় চাপ, ক্যাম, নক্স) গলনলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত পাকাশয়-জ্বালা, (পাকাশয়গহ্বরে জ্বালা, আর্স, নক্স) পাকাশয়ে আক্ষেপ, (আস. নক্স) ক্ষুধাহীনতা (এন্ট-ক্রু আর্স, ফস। * অত্যন্ত পিপাসা (এক. ব্রাই)।

মল।—জলময় অতিসার। * শুভ্র বা ভস্মের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট মল, অধিকন্তু সিষ্ট, কালী-কা।—শুভ্র, খটিকার ন্যায় মল, * কাল্ক কা, * পডো) মলত্যাগের পূর্ব্বে শীত। (মলত্যাগ সময়ে শীত, আর্স, * মার্ক, * ভিরেট।— মলত্যাগের পর শীত, ক্যান্থ) পাণ্ডুরোগ কালীন অতিসার, নক্স ভ)। কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—অবিরত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, এক একবার কেবল কয়েক বিন্দু মাত্র মূত্রপরিত্যক্ত হয়। (আর্স,এপিস, কলো)। মলিন, কপিশ, উত্তপ্ত এবং জ্বালাকর মূত্র ও তৎসহকারে মূত্রাশয়গ্রীবায় কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্রাশয় গ্রীবার প্রদাহ, (ক্যান্থ) রাত্রে বারংবার মূত্রত্যাগ। (কোনা, ফস, লিপি)। স্বপ্নে অতিশয় রেতঃপাত।

শ্বাসযন্ত্র।—সিদ্ধ শ্বেতসারের ন্যায় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস ; বক্ষঃস্থলে বেদনা। বিচরণকালে এবং চিৎ হইয়া থাকিলে শ্বাসকষ্ট, (শয়ন করিলে উপশম প্রাপ্তি, আইয়োড) * বিষম, কষ্টসাধ্য, বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস সংযুক্ত শ্বাস।

হৃৎপিণ্ড।—অল্প মাত্র সঞ্চলনে অতিশয় হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, (আইয়োড।—প্রবল হৃৎকম্প, বিশেষতঃ রাত্রিতে ও শয়ন করিলে, *আর্স। —চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়, আইয়োড।—বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়, ক্যাক্ট, লাইক) * বোধ হয় যেন নড়িলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে। (* বোধ হয় যেন লৌহবন্ধনে হৃৎপিণ্ড

আবদ্ধ হইয়া উহার ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হইতেছে, ক্যাক্ট।—হৃৎপিণ্ড যেন নিপীড়িত হইতেছে, আর্স, আইয়োড) হৃৎপিণ্ডে পুনঃ পুনঃ সূচীবেধবৎ যাতনা, কষ্ট, ইগে, * স্পিজি।—হৃৎপিণ্ডে বারংবার কম্পন, কোনা, * নক্স।—হৃৎপিণ্ডে বেদনা জনক আক্ষেপ, ফ্লোর-এসি।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে জ্বালা, কালীকা।—শীতলতা, ন্যাট মি।—স্পিজি দ্রষ্টব্য। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা; থাকিয়া থাকিয়া দ্রুত হৃৎ-স্পন্দ, (কোনা, ন্যাট-মি, কালী-কা), কখন কখন অনিয়মিত হৃৎকম্প।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—এক হস্তে শীত, অপর হস্তে উত্তাপ, (চায়না, ইপি, পলস।—এক হস্তে জ্বালা, উত্তাপ ও পাণ্ডুতা, অন্য হস্তে শীতলতা ও আবক্ততা, মস্ক।—এক পা শীতল অপর পা উত্তপ্ত, লাইক) বামবাহুর গুরুত্ব ও পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা, (দক্ষিণ বাহুর, কষ্ট।—উভয় বাহুর, ডক্ক, ন্যাট-মি) পদদ্বয়ের অতিশয় দুর্ব্বলতা। * জানু সন্ধির শোথ। দিবসে পদের স্ফীতভা, রাত্রিতে উহার হ্রাস প্রাপ্তি।

দেহ।—* অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শক্তিক্ষয়। (আর্স, ব্রাই, ফস)। আক্ষেপ। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব।

নিদ্রা।—অতৃপ্তিকর নিদ্রা। নিদ্রাতে শরীরে স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয় না। বারংবার জাগরণ।

জ্বর।—মৃদু ও বিষম-গতি নাড়ী, (কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ী, *একন. * বেল) সামান্য সঞ্চালনে নাড়ীর মৃদুগতি দ্রুত হইয়া উঠে। অতিশয় মন্দগতি নাড়ী। (ক্যান-ইণ্ড, ওপি, ফিব)। অন্তরে শীত, বাহিরে তাপ, (কাস্ক-কা।—বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ ও তদ্বিপরীত অবস্থা, ইগে।—আর্স দ্রষ্টব্য)। সহসা উত্তাপাবেশ, ও তৎপরে অতিশয় দুর্ব্বলতা। * গাত্রের অতিশয় শীতলতা। * হস্তপদের শীতলতা। শীতল, আঠা আঠা, প্রভূত ঘর্ম্ম। (আর্স, ক্যাম্ফ, ভিরেট)।

বিশেষ লক্ষণ।—* যে সকল রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় ও নাড়ীর অনিয়মিত বা বিষম গতি জন্মে তাহাতেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অতিশয় স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। অন্তর ও বহিরঙ্গের শোথ। উক্তগৃহে রোগ লক্ষণের

বৃদ্ধি প্রাপ্তি, (* পলস।—ডিরেক্ট দ্রষ্টব্য।—উষ্ণগৃহে উপশম প্রাপ্তি *আস, হিপ, বস)। * বিমর্ষতা।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—স্নায়বীয় অবসাদক, মূত্রকারক ও শৈত্যকারক, বাহ্য প্রয়োগে স্থানিক উগ্রতা সাধক। বিষ মাত্রায়—হৃৎপিণ্ডের পেশীর দুর্ব্বলতা ও হৃদগহ্বরের সঙ্কোচন; মূর্চ্ছা, নাড়ীর বৈষম্য, পর্য্যায়শীলতা অথবা মন্দগতি ও ক্ষীণতা; বিবমিষা; শিরঃপীড়া; বমন, অতিশয় অবসাদন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃদ্রোগ; শোথ; উদরী; অপস্মার; শ্বাস কাস, উন্মাদ, স্নায়ুশূল, প্রমেহ, শুক্রমেহ প্রভৃতি রোগে ডিজিটেলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চূর্ণের মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই গ্রেণ।

ড্রোসেরা রোটণ্ডি ফোলিয়া—রাউণ্ড লিভড সনডিউ।

গ্রেটবৃটনে উচ্চ ভূমিতে এবং উত্তর ও মধ্য ইউরোপে শৈবালময় জলাশয়ে এই উদ্ভিদ জন্মে। পুষ্পোদগম সময়ে সমগ্র বৃক্ষ হইতে ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুর উপর ক্ষমতা থাকাতে ড্রোসেরা শ্বাসযন্ত্রে প্রবলভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং হুপিং কাসের ন্যায় একপ্রকার আক্ষেপিক শুষ্ক কাস উৎপন্ন করে।

অধিকার।—আক্ষেপিক কাস; হুপশব্দক কাস, যক্ষ্মা; রক্তোৎকাস ও পাকাশয়ের উপদাহ, স্নায়বীয় ও সহানুভূতি জনিত কাস। স্বরযন্ত্র কণ্ডুয়ন ও ভুক্ত দ্রব্য বমন সহকারে কাস।

আময়িক প্রয়োগ।—যক্ষ্মা।—অতিশয় নিষ্ঠীবন, ঘন ঘন রক্তস্রাব এবং দারুণ আক্ষেপিক কাস। কাস।—স্নায়বীয়; সমবেদনাজনিত ও আক্ষেপিক কাস; এই কাস রাত্রে বৃদ্ধি পায়; এতৎসহযোগে উদ্গার ও বমন এবং সময়ে সময়ে রক্ত মিশ্রিত নিষ্ঠীবন বিদ্যমান থাকে। থাকিয়া থাকিয়া কাসের আক্রমণ উপস্থিত হয় এবং রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। শয়ন করিলে ও রাত্রিতে কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ডাঃ ব্রাউন বলেন যে বমনজনক শুষ্ক আক্ষেপিক কাসে ড্রোসিরা দ্বাদশক্রম বা ক্রুগ্রম মেট মাত্রক্রম দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে। হুপশব্দক কাস।—স্বরভঙ্গ ও উচ্চস্বর

বিশিষ্ট কাসের ঘন ঘন আবেগ, কখন কখন মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, জরাভাব অথবা ঘর্ম্ম ও বমন সহকারে প্রবল জ্বর;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে হুপশব্দক কাসে একোনাইট ও বেলেডোনা ব্যবহারের পর ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুব্যাপক হুপশব্দক কাসে ড্রোসেরা সাধারণতঃ ফলপ্রদ। কিন্তু গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের পক্ষে এতদ্বারা কোন উপকার দর্শে না। এক এক বার কাসের আক্রমণের পর এক এক মাত্রা ঔষধি সেব্য। ডাঃ রডক বলেন যে নিম্নক্রমেই ড্রোসেরা এই রোগে বিশেষ উপযোগী। ডাঃ বেইস বলেন যে প্রথম ক্রমের ড্রোসেরা পুনঃ পুনঃ সেবনে উপসর্গশূন্য হুপিংকফ তিন চারি সপ্তাহে আরোগ্য হয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে তিনি এই রোগের প্রাতিশ্যা [illegible] অবস্থায় একোনাইট ও ইপিকাক এবং কাসের আক্ষেপিক অবস্থায় ড্রোসেরা ব্যবহার করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অস্বচ্ছন্দতা; পড়িবার সময় এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট রাখা যায়না। ব্যাকুলিত ও বিমর্ষভাব। মস্তক।—মস্তকে, বিশেষতঃ কপালে ও গণ্ডস্থলের অস্থিতে চাপক বেদনা। দক্ষিণ শঙ্খদেশের চর্ম্মে ক্লেশানুভব। নাসিকা।—বারংবার হাঁচি. তৎসহ তরল প্রতিশ্যায় বা শুদ্ধভাব। মুখ-মধ্য।—প্রভূত পরিমাণে জলবৎ লালার প্রসেক। আমাশয়।—বারংবার হিক্কা। কুক্ষিদেশে আকুঞ্চক বেদনা ও সেই বেদনা বশতঃ কাসিতে অতিশয় কষ্ট। মূত্রযন্ত্র।—বারংবার মূত্র প্রবৃত্তি, কিন্তু অতি অল্প অল্প বা বিন্দু বিন্দু মূত্রস্রাব। শ্বাস-যন্ত্র।—নিশ্বাস গ্রহণ কালে স্বরযন্ত্রে ধূম্রবৎ অনুভব। স্বরভঙ্গ ও অতিশয় মৃদু স্বর। (কার্ব্বো-ভে, কষ্ট, কস)। যাতনা, প্রত্যেকটি কথা বলিবার সময় গলা আকুঞ্চিত হয়; বিচরণ সময়ে শ্বাসকষ্ট হয়না। কথা বলিলে বক্ষঃ-লক্ষণ ও গল-লক্ষণ বর্দ্ধিত হয়। (কষ্ট, কস); * কাসের আবেগ এত শীঘ্র শীঘ্র ও প্রবলভাবে উপস্থিত হয় যে রোগী প্রায় নিশ্বাস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। রাত্রিতে কাস; সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পরে কাস; রাত্রি দুইটার সময় জাগরণ। (এমন-কা, কালী-কা)। বমন প্রবৃত্তি সহযুক্ত আক্ষেপিক কাস। কাসের সময়ও

তৎপরে ভুক্তদ্রব্য বমন। (এণ্ট-টার্ট, ইপি)। পূযময় বা রক্তময় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস। (সিঙ্ক, লাইকো, * ফস, প্লব, সিপি * সিলি)। * গলকোষ ও কোমল তালুতে বন্ধুরতা, শুষ্কতা ও অবদরণ অনুভব এবং তজ্জন্য শীতবর্ণ শ্লেষ্মাময় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, (পলস), স্বরভঙ্গ, ও বক্ষঃস্থলে যাতনা, বোধ হয় যেন কথা বলিবার ও কাসিবার সময় বায়ু প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারা যাইবে না। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খঞ্জতা ও ঘৃষ্টতা অনুভব। দীর্ঘাস্থিতে, বিশেষতঃ সন্ধি-স্থলে চর্ব্বণ ও সূচী-বেধবৎ বেদনা। **দেহ।**—সর্ব্বশরীর দুর্ব্বল, চক্ষু ও গণ্ডস্থল নিমগ্ন। চর্ম্মে কণ্টক-বেধবৎ জ্বালাকর বেদনা। মুখমণ্ডলের উত্তাপ, হস্তের বরফবৎ শীতলতা, ও পিপাসাহীনতা সহ সর্ব্বশরীরের জ্বরজনিত কম্প।

—— * ——

থুজা অক্সিডেণ্টেলিস—আরবর ভাইটী।

কনিফেরি জাতীয় থুজা অক্সিডেণ্টেলিস বৃক্ষের নবীন পল্লব হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—জননও মূত্রযন্ত্রে, গুহ্যদ্বারে ও চর্ম্মে থুজার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ উপদাহ জন্মে এবং নিঃস্রবের অম্ল ও বিদাহী প্রকৃতি সমুৎপন্ন হয়, অপর এতদ্দ্বারা শরীরের তরল পদার্থের বিশ্লেষ ও বিধান-তন্তুর বিনাশেরও সম্ভাবনা জন্মে। কচ্ছু-বিষে (সোরা) সলফার ও উপদংশ-বিষে মারকিউরি যে প্রকার উপযোগী, মাষক-বিষে (সাইকোসিস) থুজাও সেই রূপ ফলপ্রদ। কচ্ছু বিষ ও উপদংশবিষের অন্তর্ব্বর্ত্তী অবস্থাকেই হানিমান মাষক-বিষ বা সাইকোসিস নামে অভিহিত করিয়াছেন। শরীরে এই বিষের অবস্থান বশতঃ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী ও চর্ম্মে মাংস কন্দ বা কিণ এবং মাষকাদি (আঁচিল) উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—কিণ, কন্দ, অর্ব্বুদাদি মাষক-বিষ জনিত রোগ, উপদংশ জনিত দদ্রু; প্রমেহ, মাষক; রেণুলা (জিহ্বার নিম্নের অর্ব্বুদ); মুখের উপক্ষত; শ্বাসকাস প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

সাময়িক প্রয়োগ।—প্রমেহবিষজনিত নানাপ্রকার পীড়কায় এই

ঔষধি অতিশয় উপযোগী। উপদংশ বিষজাত এই সকল উপসর্গে মারকিউরি বা নাইট্রিক এসিড ফলপ্রদ। মাংসকন্দ বা কিণ (কণ্ডাইলোমেটা) রোগে থুজা বিশেষ উপকারী; প্রতিদিন একবার মূল অরিষ্টের অনুলেপ প্রদান এবং রাত্রে ও প্রাতে ৬ ক্রমের এক এক মাত্রা ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। বহু-পাদ (পলিপস) ও মাষক (ওয়ার্টস) রোগেও থুজা অতিশয় ফলপ্রদ। এতৎসেবনে জরায়ু ও স্বরযন্ত্রের বহুপাদ আপনাপনি স্খলিত হইয়া পড়ে। মাষক দূরীকরণে থুজার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। দুই একটী হইলে প্রত্যহ মূল অরিষ্ট দ্বারা অনুলেপিত করিলেই আরোগ্য হয়। কিন্তু অনেকগুলি একত্রিত হইয়া উৎপন্ন হইলে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। চর্ম্ম বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে মাংস কন্দ, অর্ব্বুদ, ছত্রক, বহুপাদ, যাহা কেন উৎপন্ন হউক না তাহাতেই থুজা ব্যবহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধাতুগত প্রমেহ-বিষ নিবন্ধন যাহাদের আর্দ্রবায়ু বা শীতল জল সহ্য হয় না, অথবা গ্রন্থি বিবর্দ্ধনাদি নানা-প্রকার জটিল পুরাতন রোগ জন্মে, ডাঃ ভন গ্রোভল বলেন যে থুজা সেবনে তাহাদের ধাতুগত প্রমেহ-বিষ ধ্বংস হয় এবং ন্যাট্রম সলফিউরিকম সেবনে ধাতু দোষ সংশোধিত হইয়া এই সকল রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। থুজার বিষ-ক্রিয়া বশতঃ তরুণ প্রমেহ রোগের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায় অতএব তরুণ প্রমেহেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন প্রমেহ রোগে, বিশেষতঃ মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থি আক্রান্ত হইলে এই ঔষধ অধিক ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বুম বলেন যে প্রমেহ রোগ ৬। ৭ সপ্তাহ থাকিলে প্রায়ই তদ্দ্বারা মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থি পীড়িত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় থুজা অত্যন্ত উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে এই গ্রন্থির তরুণ ও পুরাতন প্রদাহে এবং লিঙ্গ-মণির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। চক্ষুর বহির্ঝিল্লীর রোগে ও উপদংশজনিত তারকামণ্ডল প্রদাহে ডাঃ এলেন ও নর্টণ থুজার অতিশয় প্রশংসা করেন। বসন্ত রোগে এতদ্দ্বারা পূঁয প্রতিবিদ্ধ ও আরোগ্য হয়। অশ্বাদি পশুর মাষক রোগে থুজা উপকারজনক। জিহ্বার নিম্নভাগের অর্ব্বুদ এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়। ডাঃ সরেঞ্জি বলেন যে বাম ডিম্বাশয়ে থুজার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে; সুতরাং উহার

পুরাতন প্রমেহে বা বাধকজনিত বেদনায় থুজা অতিশয় উপযোগী। এই বেদনা বিচরণে বা অশ্বারোহণে অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং সচরাচর এত তীব্র হইয়া উঠে যে রোগিণীকে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* বিরক্ত-চিত্ততা ও বিমর্ষতা। * জীবনে বিতৃষ্ণা (অরম)।

মস্তক।—মস্তকের নানাস্থানে সময়ে সময়ে বেদনা, * মূর্দ্ধাদেশে যেন প্রেক বিদ্ধ হইতেছে এপ্রকার অনুভব। * কপালের বাম পার্শ্বের উন্নত স্থানে, ও দক্ষিণ পার্শ্বে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা। (আর্ণ, এগার, এনেক, কফি, ইগে)।

উদর।—* উদরের স্থানে স্থানে উচ্চতা, যেন ভ্রূণের বাহু প্রসারিত হওয়াতে এপ্রকার হইয়াছে,* বেদনা ব্যতীত,উদরে জীবিত পদার্থের ন্যায়সঞ্চরণ অনুভব। (ক্রোক্স)। মল ও মলদ্বার।—মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে মাংসকন্দ। মলত্যাগকালে মলদ্বারের বেদনা সংযুক্ত সংকোচন। মলদ্বারে অতিশয় অনুভবাধিক্য। (সলফ)। যৎসামান্য স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট অর্শবলী। মলদ্বারে কষ্টপ্রদ সূচী-বেধ। অর্শবলীতে চাপ ও জ্বালা। মলদ্বার কণ্ডূয়ন। (সলফ, নক্স-ভ, সিলি, সিপি)। * প্রত্যহ প্রাতঃকালে কখনওবা বেদনাশূন্য, কখনওবা উদর বেদনাবিশিষ্ট অতিসার। (এলো, ন্যাটেম, সলফ)। * উজ্জ্বল পীতবর্ণ (চেলি); জলবৎ; প্রবলবেগে নিঃসারিত; অতিশয় শব্দায়মান অপান সংযুক্ত (এলো), পিপার ছিদ্র দিয়া জল নিঃসরণের ন্যায় কলকল শব্দ বিশিষ্ট মল। কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, নক্স, ওপি, কস, সলফ)।

মূত্রযন্ত্র।—অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাবসহ ঘন ঘন মূত্র বেগ। মূত্রত্যাগের পর মূত্রমার্গ দিয়া কয়েক বিন্দু মূত্র নিঃসৃত হইতেছে এরূপ অনুভব। মূত্রত্যাগকালে মূত্র মার্গে জ্বালা। (আর্স. কোন, ন্যাট কার্ব্ব)। স্বল্প, মলিন বর্ণ; অথবা জলবৎ প্রভূত মূত্র-নিঃসরণ। প্রমেহ, মূত্র-মার্গের মুখ পূযাবৃত; পীতনিশ্রিত হরিদ্বর্ণস্রাব ক্ষরণ। (হাইড, মার্ক)। জননেন্দ্রিয়।—

(পুং)।—* মেঢ্র ত্বকে ও লিঙ্গমণিতে রক্তস্রাবী মাষক। (* নাইট-এসি, ষ্টাফ)। মেঢ্র ত্বকের স্ফীততা। মেঢ্র ত্বক ও লিঙ্গমণিতে কণ্ডূয়ন। (সলফ)। রাত্রিকালে বেদনাবিশিষ্ট লিঙ্গোদ্রেক; রেতঃ-স্রাব। জননেন্দ্রিয়ে, বিশেষতঃ

মুখে ও বিটপদেশে প্রভৃত ঘর্ম। (সিলি, সলফ)। (স্ত্রী)।—মাষকবিন জনিত আর্দ্র, শোণিতস্রাবী, দুর্গন্ধি মাংস-কন্দ। (নাইট-এসি)। স্ত্রী-অঙ্গে কণ্ডূয়ন ও দংশন। শ্লেষ্মাময় স্রাববিশিষ্ট প্রদর। ত্বক।—শরীরের নানা স্থানে, বিশেষতঃ হস্তে ও জননেন্দ্রিয়ে * মাষকাকার মাংসকন্দ। (নাইট-এসি, ফস-এসি, ষ্টাফ)। গাত্রের নানাস্থানে প্রবল কণ্ডূয়ন। নিদ্রা।—* ক্রমাগত নিদ্রাহীনতা। (এক্ট, কফি)। বাম পার্শ্বে শয়নে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। ঘর্ম্ম।—রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম, ঘর্মসিক্ত বস্ত্র, * তৈলার্দ্রের ন্যায় পীতবর্ণ দেখায়। উপচয়।—প্রাতে, পূর্ব্বাহ্নে; অপরাহ্ণ তিনটার পর বিশ্রামকালে; শয্যার উত্তাপে; মদিরা পানে; ও তাম্রকূট সেবনে বৃদ্ধি। উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে; ও উষ্ণতায় উপশম। উপযোগিতা।— শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু; এবং শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণকেশ, শুষ্ক দেহতন্তু, ও স্থূল ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

নক্সভমিকা-ষ্ট্রীকনাস নক্সভমিকা-পয়জননট-কুচিলা—বিষমুষ্টি।

ভারত সাগরীব দ্বীপপুঞ্জে, দাক্ষিণাত্য ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে লোগে-নিয়েসী জাতীয় একপ্রকার বৃহদায়তন বৃক্ষ জন্মে, নক্সভমিকা তাহারই ফল। এই ফলের বীজ হইতে ঔষধার্থে বিচূর্ণ বা অতিশয় তিক্ত অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য তিক্ত ঔষধের ন্যায় এতদ্দ্বারাও লালাস্রাব উদ্রিক্ত ও বর্দ্ধিত হয়।

ক্রিয়া।—নক্সভমিকা প্রধানতঃ পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছে এবং গতি শক্তি ও জ্ঞানশক্তি বিধায়িনী স্নায়ুর মূলে ক্রিয়া করে; এতদ্দ্বারা পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছের সেই অংশই বিশিষ্ট রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে যাহার আধিপত্য বশতঃ প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। নক্স ভমিকার ক্রিয়ায় অতিশয় উপদাহ ও উত্তেজনশীলতা জন্মিয়া পেশীর ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা সমুৎপন্ন হয় এবং ইহার আতিশয্য হইলে প্রবল ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আকুঞ্চন উপস্থিত হইয়া অবশেষে পেশীর সঞ্চালন ক্রিয়ার সম্যক বিলোপ, বা পক্ষাঘাত জন্মে। এই ধনুষ্টঙ্কার

বিশিষ্ট রূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহ-যষ্টি আক্রমণ করে; ইহাতে শরীর ধনুকের ন্যায় বক্র, অঙ্গাদি আনত ও শ্বাসযন্ত্রের পেশী সমস্ত আকুঞ্চিত হয়। শ্বাসযন্ত্রের পেশীর আকুঞ্চন বশতঃ শ্বাস কষ্ট, এমন কি শ্বাস-রোধও জন্মিয়া থাকে; অপর, সেই সময়ে মুখমণ্ডল, হনু, গল দেশ, অন্ন-নলী, অন্ত্র-পথ ও মূত্র-পথের আক্ষিপ্ত অবস্থাও প্রকাশ পায়। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায়ও কোন প্রকার মনোবিকার লক্ষিত হয়না। এই আক্ষেপের আবেশ বিরাম শীঘ্র। বিরাম কালে যৎসামান্য শব্দে, স্পর্শে বা বায়ু প্রবাহে বিদ্যুতের ন্যায় সহসা আবার রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইতে পারে। (ট্রামো)। অবশেষে জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা অথবা অবরুদ্ধতা নিবন্ধন মৃত্যু হয়। পেশীমণ্ডলে এই প্রকার ক্রিয়া ব্যতীত পরিপোষণ যন্ত্রে ও পরিপোষণ ক্রিয়ায়ও নক্স-ভমিকার বিলক্ষণ অধিকার আছে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ পরিপোষণ-যন্ত্রের নিঃস্রব পরিবর্দ্ধিত, ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত ও যান্ত্রিক বিধানের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া পাকাশয়, যকৃৎ ও অন্ত্র সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়ার লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। নক্স-ভমিকার ক্রিয়া বশতঃ অন্ন-পথের যে প্রকার উপদাহ জন্মিয়া অগ্নি-মান্দ্যের লক্ষণ ও কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয় শ্বাস যন্ত্রেও সেই প্রকার উপদাহ জন্মিয়া এক প্রকার শুষ্ক প্রতিশ্যায়ের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন করে এবং উহাতে নাসা-পথ অবরুদ্ধ হয় ও শুষ্ককাস জন্মে। জনন ও মূত্রযন্ত্রেও নক্স-ভমিকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, এতদ্দারা প্রথমতঃ এই সকল যন্ত্রের বিবর্দ্ধিত উত্তেজনা ও তৎপরে অবসন্নতা ও শিথিলতা উৎপন্ন হয়।

পরিপাক সম্বন্ধীয় রোগ, বিশেষতঃ অব্যায়াম, দীর্ঘকাল ব্যাপী আহারের দোষ, অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য আহার, উত্তেজক পানীয় পান, উগ্র ঔষধ ও মিশ্র ঔষধ সেবন বশতঃ এই সকল রোগ জন্মিলে নক্স-ভমিকা বিশেষ উপযোগী।

অধিকার।—স্নায়ুমণ্ডলের আক্ষেপিক রোগ; কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে অগ্নিমান্দ্য; অজীর্ণ লক্ষণ ও আক্ষেপিক বেদনাদি বিশিষ্ট বিষমজ্বর। অতিরিক্ত উত্তেজনার পরবর্ত্তী অবসাদন অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারীতা, কার্য্যব্যস্ততা, অতিশয় অধ্যয়ন ও উৎকণ্ঠা, অথবা সুরা, তাম্রকূট, কাফি এবং অন্যান্য উত্তেজক দ্রব্য সেবন বশতঃ স্নায়ু সমূহের অপরিমিত পরিচালনা হইতে;

স্নায়ুমণ্ডল ও পরিপাকযন্ত্রের যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে নক্স ভমিকা বিশেষ উপযোগী। সুতরাং যাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে অথবা বসিয়া থাকে, অতিশয় অধ্যয়ন করে বা অপরিমিত সুরাপান করে তাহাদের পীড়ায় এই ঔষধি সমধিক উপকারক। ডাঃ টেট বলেন যে নিরামিষ ভোজী অপেক্ষা আমিষ ভোজীদিগের পক্ষেই নক্স-ভমিকা বিশেষ উপযোগী। অন্ত্র-বৃদ্ধি; যকৃৎপ্রদাহ; অর্শ; অবসাদ-বায়ু; সন্ন্যাস; নাসিকা, বক্ষঃ, অন্ত্র, ও মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়; অতিরজঃ; বাত; বাতরক্ত; আক্ষেপ; পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগেও নক্স-ভমিকা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বিষম জ্বর।—জ্বরারম্ভে হস্ত পদের অবশতা অনুভব, এক সময়ে শীতোত্তাপ অথবা অন্তরে শীত বাহিরে তাপ, কিম্বা বাহিরে শীত অন্তরে তাপ, গাত্রবস্ত্র উন্মোচনে বা গাত্র সঞ্চালনে শীত; বিবমিষা শিরোঘূর্ণন, শীতাবস্থায় অঙ্গুলী সকল অবশ ও নখ নীলবর্ণ। অপরাহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্রি বা প্রাতঃকালের জ্বরে এই সকল লক্ষণ থাকিলে নক্স ব্যবস্থেয়। পর্য্যায় জ্বরে প্রথমতঃ ইপিকাক ব্যবহার করিয়া তৎপরে নক্স ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। আমরা কোষ্ঠকাঠিন্য সহ আপরাহ্নিক বিষমজ্বরে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

ধনুষ্টঙ্ক।—বিষমাত্রায় নক্সভমিকা সেবনে ধনুষ্টঙ্ক জন্মে সুতরাং আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কে নক্সভমিকা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। চৈতন্য বিশিষ্ট ধনুষ্টঙ্ক, পর্য্যায়ক্রমে শিথিলতা ও শ্বাস-রোধ সহকারে ধনুষ্টঙ্কের আক্ষেপ এই ঔষধি জ্ঞাপক লক্ষণ।

অপস্মার।—১৮৭০ সালের মেডিক্যাল ইনভেষ্টিগেটর নামক পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে ষোলবৎসর যাবৎ এক ব্যক্তির অপস্মার রোগ ছিল। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে তাহার কোষ্ঠবদ্ধ থাকিত এবং রাগান্বিত হইলেই রোগ উপস্থিত হইত। রোগকালে সমুদয় পেশীর আক্ষেপিক অনম্যতা, পশ্চাৎদিকে মস্তক নিক্ষেপ, শিরোঘূর্ণন, পশ্চাৎগ্রীবায় মৃদু বেদনা, কর্ণে শব্দ, চক্ষুর ক্ষীণতা, মুখশোষ, উদরাধ্মান এবং বাহু ও জঙ্ঘার অবশতা, এই

সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইত। এই রোগীকে ২০ বিন্দু [illegible] অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া, ৩ ঘণ্টা অন্তর, ২ ড্রাম মাত্রায় ক্রমাগত ৮ দিবস ব্যবস্থা করাতে তাহার রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে ভ্রমি, ও মুখমণ্ডলে কীটচারণার ন্যায় সড়সড়, অনন্তর বাহুদ্বয়ের প্রবল বিক্ষেপ, অবশেষে অচৈতন্য লক্ষণেও এইরোগে নক্স ব্যবহৃত হয়।

সংন্যাস।—সংন্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়ে এই ঔষধ উপযোগী। মস্তকে শোণিত বা মস্ত ক্ষরিত হইলেও নক্সভমিকাই উৎকৃষ্ট ঔষধি, কিন্তু প্রবল জ্বর থাকিলে একোনাইট ও প্রবল রক্তসঞ্চয়ে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়। অব্যায়ামী, অতিভোজী ও সুরাপায়ীদিগের রোগেই নক্স-ভমিকা বিশেষ ফলপ্রদ।

পক্ষাঘাত।—অপরিমিত মদিরা পান জন্য পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর পীড়া হইতে পক্ষাঘাত জন্মিলে ও তৎসহকারে অরুচি, বিবমিষা ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি নক্স-ভমিকার প্রয়োগ সূচক লক্ষণ পাইলে এই ঔষধির উগ্র অরিষ্ট ব্যবস্থেয়। গতিশক্তি বা জ্ঞানশক্তি সাধিনী স্নায়ুর ক্রিয়ার ক্ষীণতাবশতঃ যে পক্ষাঘাত জন্মে অর্থাৎ সামান্য তিমির, গুদভ্রংশ ও বৃদ্ধদিগের অবারিত মূত্র রোগে বিষম মত (এলিপ্যাথি) অনুসারে রোগাক্রান্ত স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী ত্বকের নিম্নে নক্স ভমিকা বা ষ্ট্রিকনিয়া (বাট বা আশি ভাগের একভাগ গ্রেণ) পিচকারী দিয়া প্রয়োগ করিলে তাড়িত বা ইচ্ছা শক্তি (উইল পাওয়ার) প্রয়োগের ন্যায় বিলক্ষণ ফল দর্শে।

অবসাদবায়ু।—যকৃৎ পীড়া, কোপ ও বিরক্তি প্রবণতা।

অনিদ্রা।—অপরিমিত আহার, মাদক সেবন, অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ ও বায়ুবৃদ্ধি বশতঃ অনিদ্রায় নক্স ভমিকা ব্যবস্থেয়। অবসাদ-বায়ুগ্রস্ত যে সকল ক্রোধী রোগীর শিরোঘূর্ণন উপসর্গ থাকে, ও যাহারা মানসিক পরিশ্রমে শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের অনিদ্রায় নক্স ভমিকা স্নায়ুমণ্ডলের সুস্থিরতা জন্মাইয়া নিদ্রা উৎপাদন করে।

মদাত্যয়।—অতিমাত্রায় নক্স-ভমিকা সেবন করিলে অনিবার্য্য-

তার ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায় অতএব মদাত্যয় রোগের প্রারম্ভ ও আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় নক্স উপযোগী। সুরাপায়ীদিগের প্রাতঃকালীন বমন ও হস্তকম্পেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

শিরঃপীড়া।—শিরাস্পন্দ, মস্তক ঘূর্ণন, মুখমণ্ডলের আরক্তভা, মস্তকে বিদীর্ণবৎ বেদনা, বিবমিষা, বমন বা মলরোধ লক্ষণ সংযুক্ত, রক্তসঞ্চয়-জনিত শিরঃপীড়া;—এই শিরঃপীড়া আহারান্তে, মানসিক পরিশ্রমে, কাসিলে অথবা মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি পায়। বলবান ও রক্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ শিরঃপীড়ায় নক্স-ভমিকা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। গুল্মবায়ুগ্রস্তদিগের অর্দ্ধশিরঃশূল; মাদক দ্রব্য সেবনের পর শিরোবেদনা, এবং আলোকাসহ্যতা সহ উগ্র শিরঃপীড়া এই ঔষধি সেবনে আরোগ্য হয়। অতিভোজন জনিত অথবা গর্ভাবস্থায় শিরোবেদনায় নক্স বিশেষ উপযোগী। রোগীর প্রকৃতি ইগ্নেশিয়া অপেক্ষা নক্সভমিকার অনুযায়ী হইলে অর্দ্ধাবভেদক (মিগ্রেন) প্রভৃতি স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায়ও নক্সভমিকা উচ্চক্রমে ফলপ্রদ।

কাস।—কাসিতে কাসিতে পাকাশয়ে মৃদু বেদনা ও বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া; গলাভ্যন্তরে উপদাহ, বোধ হয় যেন গলার ছাল উঠিয়া গিয়াছে। আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা। প্রত্যূষে কাস বৃদ্ধি পায়। "পাকাশয়িক কাস" আহারান্তে কাসের উদ্রেক হয়।

শ্বাস-কাস।—রোগের আক্রমণ সময়ে বক্ষঃস্থলের পেশীর অনম্যতা, রোগীর অতিশয় উৎকণ্ঠা, বক্ষাস্থির নিম্নে বেদনা এবং প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন হইয়া রোগাবেশের নিবৃত্তি; বিরামকালে জিহ্বায় পীতবর্ণ গাঢ়লেপ, অল্প অল্প বিবমিষা, আধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধ, ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিশৃঙ্খলা, ইচ্ছামত আহার বিহারে সঙ্কোচ; এই সকল লক্ষণে বিশুদ্ধ আক্ষেপিক শ্বাসকাস রোগে বায়ুনলীভুজের বিধানবিকার না থাকিলে নক্স-ভমিকা ব্যবহৃত হয়। নক্স ভমিকা সম্ভবতঃ এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি। রোগের আক্রমণের পূর্ব্বে ও পরে পাকাশয়ের যে প্রকার বিকৃত অবস্থা জন্মে নক্স ভমিকা সেবনে তাহা সংশোধিত হয়। শ্বাসরোগে নক্স-ভমিকার সন ক্রিমের বিচূর্ণ ব্যবহার্য্য।

অগ্নিমান্দ্য।—অগ্নিমান্দ্যাদি পরিপাক যন্ত্রের রোগে নকস-ভমিকার বিস্তর অপব্যবহার হয়। সর্ব্বত্রই স্নায়ু ও পেশীতেই নকসের প্রধান ক্রিয়া দর্শে এই কথা স্মরণ রাখিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আহারান্তে পাকাশয়ে বেদনা, স্পর্শদ্বেষ ও পূর্ণতা, বুকজ্বালা; অম্লোদগার; আধ্মান; অল্প অল্প ভুক্তদ্রব্য বা পিত্ত বমন; মুখে অম্ল বা তিক্ত আস্বাদ; প্রত্যূষে শিরো-বেদনা; আহারান্তে তন্দ্রা, অলসতা ও কার্য্যে-অপ্রবৃত্তি; অন্ত্রের ক্রিয়া-বৈষম্য ও নিরর্থক মলবেগ; এবং ঈষৎ পীতবর্ণ মুখমণ্ডল; জিহ্বার অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত পরিস্কার এবং পশ্চাদ্ভাগ গাঢ় মলাবৃত, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট তরুণ ও প্রাচীন অগ্নিমান্দ্য রোগে নকসভমিকা ব্যবহৃত হয়। পিত্ত-প্রধান, অতিশয় মানসিক পরিশ্রমশীল, অব্যায়ামী ও মদিরাপায়ী ব্যক্তিদিগের মন্দাগ্নি রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অগ্নিমান্দ্যের সহিত অর্শপ্রবণতা থাকিলে নকস ভমিকার পরে সলফার প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার দর্শে। গুরু-পাক দ্রব্য আহার বা মত্ততান্তে বেদনা, বমন ও উদগার লক্ষণা-পন্ন তরুণ অজীর্ণ রোগেও নকস বিশেষ ফলপ্রদ। জোসেট বলেন পাক-স্থলীর প্রসারণ ও অতিশয় বমন লক্ষণাপন্ন পুরাতন আমাশয়প্রদাহে উচ্চ ক্রমে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে প্রয়োগে উপকার দর্শে। আমাশয়-শূলে বেদনা স্নায়বীয় অপেক্ষা আক্ষেপিক প্রকৃতির হইলে ডাঃ হেম্পেল নকসভমিকা ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হৃদদাহেও ইহা উপকারক। ফলতঃ আমাশয়ের বিধানবিকারবিহীন বেদনা বিশিষ্ট অধিকাংশ রোগেই নকস-ভমিকা ফলপ্রদ।

দন্তশূল।—মানসিক পরিশ্রম ও আহারান্তে বৃদ্ধি; মুখদ্বারা বায়ু আকর্ষণে ও উত্তাপ প্রয়োগে হ্রাস প্রাপ্তি। অগ্নিমান্দ্য বা গর্ভ সংসৃষ্ট দন্ত-শূল।

শূলবেদনা।—আধ্মান জনিত আক্ষেপিকশূলে, অন্ত্রে ও মূত্রাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা; এবং অন্ত্রের ক্রিয়া-বৈষম্য, বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণে নকস ব্যবস্থেয়।

অর্শ।—যকৃতে নকস ভমিকার ক্রিয়ার প্রভাব বশতঃ যকৃতের তরুণ রক্তাধিক্যে; উদরের রক্তাধিক্যে, ও অর্শরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

অব্যায়ামী বা সুরাপায়ীদিগের অর্শরোগে পর্য্যায়ক্রমে মলরোধ ও উদরাময়, বলীনির্গমন, কটিবেদনা, মূত্রত্যাগে যন্ত্রণা, এবং আহারান্তে বা মানসিক পরিশ্রমকালে রোগের বৃদ্ধি; এই সকল লক্ষণ থাকিলে রাত্রিতে নক্স ও প্রাতে সলফ এক এক মাত্রা এক সপ্তাহ অথবা এক পক্ষ পর্য্যন্ত ব্যবহেয়। অর্শের আক্রমণকালে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা দেয়। অধিকাংশ রোগীরই এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। গর্ভাবস্থায় অর্শ রোগেও এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়। রক্তস্রাবশূন্য অর্শ ও তৎসহকারে মস্তকে রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়ায় ইহা সলফার সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

রজঃশূল।—অসময়ে স্বল্প রজঃস্রাব, মস্তকে রক্তসঞ্চয়, শীতবোধ, ও অগ্নিমান্দ্য। ডাঃ গারন্সি বলেন যে সরলান্ত্র পেশীর উপদাহতা জরায়ু রোগে নকস-ভমিকা প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

জরায়ু প্রদাহ।—ডাঃ হার্টম্যান বলেন যে এই রোগে নকস ভমিকা অতিশয় ফলপ্রদ। অগর্ভাবস্থা, গর্ভাবস্থা বা প্রসবের পর যে অবস্থায়ই জরায়ু প্রদাহ জন্মে তাহা তই এই ঔষধ উপকার দর্শে। অনেক বিখ্যাত নামা চিকিৎসক ইহার প্রশংসা করেন।

ক্রন্দ।—অবিরত বিন্দু বিন্দু স্রাব নিঃসরণ বিশিষ্ট কন্দ (জরায়ু ভ্রংশ) ও প্রস্রংশিনী, (যোনিভ্রংশ) এবং তৎসহ অজীর্ণ, আধ্মান, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধ ও কুন্থন, খণ্ড খণ্ড স্থূল মল নির্গমন, পৃষ্ঠবেদনা ও উরুদেশে চাপক বেদনা লক্ষণে ইহা ব্যবহেয়।

গর্ভাবস্থায় বমন।—শিরোঘূর্ণন, অস্থিরতা, কোপনতা, মুখ-প্রসেক হিক্কা, পাকাশয়ে ভারবোধ ও মলরোধ ইত্যাদি লক্ষণে শ্যামাঙ্গী গর্ভিণীদিগের পক্ষে নক্স বিশেষ উপযোগী।

অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।—গর্ভাবস্থায় মুহুর্মুহুঃ মূত্রপ্রবৃত্তি, মূত্রাশয় গ্রীবার আক্ষেপিক বেদনা ও জলবৎমূত্রস্রাব লক্ষণে, বলিষ্ঠা ও উগ্র প্রকৃতি বিশিষ্টা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ ব্যবহেয়।

গর্ভস্রাব।—কোষ্ঠবদ্ধ ও কুন্থন জন্য গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় নকস প্রয়োজ্য।

কোষ্ঠবদ্ধ।—গর্ভাবস্থায় ও প্রসবান্তে কোষ্ঠবদ্ধে নক্স ও সল্ফর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধেও নক্স-ভমিকার ব্যবহার আছে। প্রায়ই ডিসেণ্ডিংকোলনের আকুঞ্চন বশতঃ পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন হয়। নক্স-ভমিকায় অন্ত্রের ক্রিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া বরং বিবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং অন্ত্রের অনিয়মিত ও আক্ষেপিক ক্রিয়া বশতঃ বিফল মলপ্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা জন্মে না। অতএব এই প্রকার কোষ্ঠবদ্ধে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—মদ্যপায়ীদিগের ন্যায় অঙ্গ কম্পন; ইন্দ্রিয় সকলের অস্বাভাবিক প্রখরতা; পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার স্নায়ুশূল জনিত পীড়া ও তৎসহ বেদনা ও সুড় সুড় অনুভব, স্পর্শনে, সঞ্চালনে, ও ভয়ঙ্কর স্বপ্নপূর্ণ অস্থির নিদ্রায় উহা বৃদ্ধি পায়; মন্দাগ্নি বা মত্ততা সহবর্ত্তী মুখচাপা; মানসিক অবসাদ, ও অন্যান্য স্নায়বীয় পীড়া। শ্বাসযন্ত্র।—মস্তকে আবদ্ধ সর্দ্দি; শুষ্ক সর্দ্দি; শুষ্ক আক্ষেপিক কাস; পাকাশয় অথবা যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্য সহযোগে কাস; বৃদ্ধদিগের বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ; শ্বাসকাস সময়ে হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ। পরিপাক যন্ত্র।—উদরাধ্মান; মুখ-প্রসেক, মুখে অম্ল ও তিক্ত জলোদ্গম, আহার উদরস্থ করিবার অব্যবহিত পরেই উদ্গার বা বমনচেষ্টা ব্যতীত ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরণ; বুকজ্বালা; আহারান্তে পাকাশয়ে যন্ত্রণা এবং তৎসহ স্ফূর্ত্তিহীনতা ও কোপনতা; পাকাশয়ে চর্ব্বণবৎ বেদনা; অল্পমাত্র আহার গ্রহণে বেদনা; উদরোর্দ্ধদেশ ও কুক্ষিদেশে বেদনা; আক্ষেপিক বমন ও বমনোদ্যম; আধ্মান জনিত আক্ষেপিক শূল (কলোসিন্থ, ককুলাস ও আইরিস দ্রষ্টব্য)। আক্ষেপিক রক্তামাশয় রোগের আক্রমণ; স্ত্রী ও বালকদিগের অন্ত্রবৃদ্ধি; অস্বাভাবিক আহার জীর্ণ না হওয়াতে শিশুদিগের উদরাময় ও বমন; কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে সরলান্ত্র-নির্গমন বা গুহ্যদ্বারের সংবৃত্তি; পুরাতন যকৃদ্রোগ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের। আক্ষেপিক পাকাশয়-শূল। মূত্রযন্ত্র।—মূত্রাশ্মরি নির্গমনকালীন আক্ষেপ; পৃষ্ঠবংশের নিম্ন ভাগের পুরাতন উপদাহ বশতঃ মূত্রকৃচ্ছ্র; মূত্রাশয় দ্বারের আকুঞ্চক পেশীর

পক্ষাঘাত নিবন্ধন অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। বাতরক্ত বা সুরাপান বশতঃ মূত্রাশয়ের উপদাহ। জননেন্দ্রিয়।—পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও রেতঃস্খলন, অণ্ডাকর্ষণ সহকারে রেতঃরজ্জুর আক্ষেপিক বেদনা; আক্ষেপিক আর্ত্তবশূল। অবিরত বিন্দু বিন্দু রজঃস্রাব।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অবসাদ, (বেল, ক্যাক, পলস।—প্রফুল্লতা, এগ্নস, ক্যান, ক্রোক) * গোলমাল, আলাপ, উগ্রগন্ধ ও উজ্জ্বল আলোক সহ্য হয় না, (* বেল, ষ্ট্রাম।—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াক্ষীণতা, * হেল, রাণ-বল্ব।—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াধিক্য, ক্যাপ) * অতিশয় কোপনতা, ও একাকী থাকিতে ইচ্ছা, (চায়না, ম্যাগ-মি।—একাকী থাকিতে ভয়, * আর্স, কালী-কা, ল্যাকে) * বিবাদ-প্রবৃত্তি ও চিত্ত-বৈরক্তি, (ব্রাই, ক্যাম, লাইক।—মধুর প্রকৃতি, ক্রোক, ইগে, ল্যাকে) কথা বলিতে ভুল হয়, অন্যায় অযৌক্তিক উত্তর, (বেল দ্রষ্টব্য) * ক্ষিপ্তত্ব, পরম আত্মীয়দিগকেও হত্যা করিবার ইচ্ছা। (বাধা দিলে ঐরূপ ইচ্ছার পুনঃ প্রকাশ, মার্ক) * সুরাপায়ীদিগের মানসিক রোগ (মদাত্যয়) মৃদুপ্রলাপ, (হাইবস, * মিউর-এসি, রস) * মত্ততা ও রাত্রিজাগরণ জনিত রোগ। সকল প্রকার পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি (নাইট-এসি, কস।—আলাপে অপ্রবৃত্তি, ডিজি, ক্স এসি)।

মস্তক।—ঘোর দৃষ্টি ও কর্ণনাদ সহকারে * শিরোঘূর্ণন। * মস্তক অতিশয় বড় বোধ হয়, (আর্জ্জ-না, গ্লন।—অতিশয় ক্ষুদ্র বোধ হয়, কফি।—দীর্ঘ বোধ হয়, হিপার) শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে, তৎসহকারে পাকাশয়ের অসুস্থ নিবন্ধন অম্ল বমন, (ব্রাই, সারস।—মিষ্ট জল বমন বিশিষ্ট পাকাশয়িক শিরঃপীড়া, * আইরিস) সুরা বা কফি সেবন, অতিশয় মানসিক পরিশ্রম ও অব্যায়াম বশতঃ সবমন শিরঃপীড়া। ব্রহ্মরন্ধ্রে চাপক বেদনা, বোধ হয় যেন প্রেক বিদ্ধ হইতেছে, (ইগে।—একপার্শ্বিক বেদনা, বোধ হয় যেন মস্তকের পার্শ্বে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে, কফি) প্রাতঃকালে; শীতল বায়ুতে; মানসিক পরিশ্রমে এবং শয়ন করিলে শিরোলক্ষণের বৃদ্ধি, (বেল দ্রষ্টব্য)। * প্রাতে মত্ততার ন্যায় শিরোগৌরব। (ক্রিয়োজ) —

* প্রাতে শয্যায় থাকিতে থাকিতে শিরঃপীড়া (কালী বা, ন্যাট্‌-মি. নাইট-এসি)। * আহারান্তে, বিশেষতঃ চক্ষু সঞ্চালন করিলে মস্তকে গুরুত্ব ও চাপ। * কপালে আকৃষ্টতা, বোধ হয় ভিতরের দিকে চাপিত হইতেছে। * কপালে বেদনা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র স্ফীততা।

চক্ষু।—উপরের পাতায় চাপ, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে। চক্ষের অভ্যন্তরে সংযত রক্তের ন্যায় বেদনাশূন্য চিহ্ন। চক্ষু হইতে রক্তস্রাব (বেল, কার্ব্বো, ক্যাম) চক্ষে লবণ পতনের ন্যায় জ্বালা ও বেদনা, (বালুকা পতনের ন্যায়, কষ্ট, পলস, সলফ) চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায় রেখা দর্শন। চক্ষে দিবা-লোক সহ্য হয় না, (প্রদীপের আলোক সহ্য হয় না. বেরা, হিপার, ফস)। * আলোকদ্বেষ ও প্রাতে উহার অতিশয় বৃদ্ধি। ঘোর দৃষ্টি (কষ্ট, জেলস)। * প্রাতে অক্ষিপুটের প্রান্তবর্ত্তী গহ্বরে যাতনাপ্রদ শুষ্কতা অনুভব।

কর্ণ।—ছিন্নকর ও হুলবেধবৎ বেদনা সহকারে কর্ণশূল, (ক্যাম দ্রষ্টব্য) * কর্ণনাদ, (চায়না দ্রষ্টব্য) প্রাতঃকালে কর্ণে গর্জ্জন শব্দ, (বেল, লাইক, নাইট এসি)। * কর্ণকণ্ডুয়ন।

নাসিকা।—* দিবসে তরল এবং রাত্রিতে শুষ্ক প্রতিশ্যায়, (মার্ক দ্রষ্টব্য) মস্তকে যন্ত্রণাদায়ক গুরুত্ব সহকারে সামান্য প্রতিশ্যায়ের প্রথম অবস্থা। * প্রতিরুদ্ধ নাসারন্ধ্র হইতে অধিক পরিমাণে তীব্র শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, পীতের আভাযুক্ত মুখাকৃতি, (মার্ক। ধূসর মিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ, কার্ব্বো-ভে।—পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা, অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু ও চক্ষুর নীলপ্রান্ত, * আর্স, চায়না।—স্ফীত আরক্ত মুখমণ্ডল, ব্রাই, হাইয়স) এক গণ্ডের আরক্ততা ও উত্তাপ, এবং অপর গণ্ডের পাণ্ডুবর্ণ, (একন, * ক্যাম)। * হনুর ধনুষ্টংকার জনিত আকুঞ্চন। (সিকু, হাইয়স)। মুখমণ্ডলে মদিরাপান জনিত পীড়কা।

মুখ-মধ্য।—ছিন্নকর দন্তবেদনা, শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি, ও উষ্ণতায় হ্রাস প্রাপ্তি; (শীতল দ্রব্য সংযোগে উপশম ও উষ্ণ দ্রব্যে বৃদ্ধি; * ব্রাই, কস, পলস।—উষ্ণ বা শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি. ক্যাক, মার্ক) দন্তমূল স্ফীত, শ্বেতবর্ণ, গলিত, ও রক্তস্রাবী, (নাইট-এসি) রক্তময় লালা, (আর্স হাইয়স,

মার্ক, রস।—মার্ক দ্রষ্টব্য) * মুখের উপক্ষত; মুখের অভ্যন্তরে ও গলায় মধ্যে দুর্গন্ধি ক্ষত; (* কালী-ক্লোর, নাইট্ এসি) উজ্জল লোহিত প্রান্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ বিদারিত জিহ্বা, (লাইক, মার্ক দ্রষ্টব্য) জিহ্বা ভার বোধ হয়, (কলচ, * মিউর এসি, ন্যাট-মি)।

গল-মধ্য।—* গলা বেদনা, কিছু গিলিবার সময় বোধ হয় যেন গলার উপত্বক উঠিয়া গিয়াছে। মুখপর্য্যন্ত বিস্তৃত গলা জ্বালা)। গলায় শীতলতা, কার্ব্বো-ভে, লরো, ভিরেট) গলা আকুঞ্চিত বোধ হয়, (ন্যাট-মি, হাইয়স) সর্দ্দি জনিত গলা-বেদনা।

আমাশয়।—* আহারে, বিশেষতঃ রুটি, জল, কফি ও তামাকে অরুচি সহকারে ক্ষুধা। ব্রাণ্ডী ও খটিকা সেবনের আকাঙ্ক্ষা, (হিপার দ্রষ্টব্য) প্রত্যূষে পচা বা তিক্ত আস্বাদ, (মার্ক, পলস।—আহারান্তে তিক্ত বা অম্ল আস্বাদ, লাইক, পলস) * তিক্ত, অম্ল উদ্গার, (নাইট-এসি, * ফস, সল-এসি) * মুখে তিক্ত জলোদ্গম, (ব্রাই, ইগ্নে, পলস।—মিষ্টজল, মার্ক, প্লম্ব।—স্বাদশূন্য জল, ডিজি) প্রাতঃকালে বিবমিষা (ক্যাল্ক, পলস, সলফ), তাম্রকূট সেবনান্তে বিবমিষা (ইগ্নে); আহারান্তে বিবমিষা, (আর্স, * ব্রাই পলস।—পানান্তে বিবমিষা, পলস, রস) ভুক্তদ্রব্য বমন (ইপি, ফস), পিত্ত বমন (আইরিস, পডো); রক্ত বমন, (হেম, ওপি, পডো; অম্লগন্ধ শ্লেষ্মা, বা সংযুক্ত মলিন রক্ত বমন, (* ইপি দ্রষ্টব্য) গর্ভবতীদিগের বমন, (কোন, * ক্রিয়ো, * ইউফোব, ভিরেট) * গলা হইতে শ্লেষ্মা তুলিবার সময় বমনের ন্যায় চেষ্টা। পাকাশয় প্রদেশে চাপ দিলে কষ্ট অনুভব (আর্স, ব্রাই, * মার্ক, * ফস) উদরোর্দ্ধ প্রদেশে আকৃষ্টতা ও পূর্ণতা। * পাকাশয়-গহ্বরে অবদরণ অনুভব। * কটিদেশে দৃঢ় বসন রাখা যায় না, (চায়না, হিপার, * লাইক) * অল্পমাত্র আহার গ্রহণে অতিশয় পূর্ণতা অনুভব, (চায়না, লাইক, * নক্স-ম।—আহারান্তে শূন্যতা অনুভব, সাঙ্গ, সারুস) পাকাশয়ে প্রস্তরের ন্যায় চাপানুভব, আহারান্তে উহা বিশেষরূপে অনুভূত হয়, (আর্স, ব্রাই, মার্ক, * পলস) * পাকাশয়ে খালধরার ন্যায় আকুঞ্চক বেদনা,

(* কলো দ্রষ্টব্য) পাকাশয়ে দপদপ, (আইয়োড, * পলস, রস, সিপি ; * পাকাশয়ে জ্বালা, কার্ব দ্রষ্টব্য)।

উদর।—যকৃৎ প্রদেশে দপদপ, (ব্রাই দ্রষ্টব্য) * বমনেচ্ছা সহকারে নিম্নোদরে কর্ত্তন বা শূলবাতের স্থায় বেদনা। আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি, (ওপি, * ট্যাবেক)। পরে নাভী বিবর্দ্ধন। * আহারান্তে নিম্নোদরে বায়ুজনিত আধ্মান (লিঙ্ক লাইকো, নকসভম, রস)। * বঙ্ক্ষণ-অঙ্গুরীয়কে দুর্ব্বলতা অনুভব, বোধ হয় যেন অন্ত্র বৃদ্ধি জন্মিবে ; অথবা বেদনা অনুভব, বোধহয় যেন অন্ত্র-বৃদ্ধি আরম্ভ হইবে। (নাইট-এসি)। * আধ্মান, অজীর্ণ, ও অতি ভোজন জনিত উদরবেদনা।

মল ও মল-দ্বার।—* স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্য, বৃহৎ, কঠিন মল, বারংবার নিরর্থক মলপ্রবৃত্তি, (ব্রাই, কোন, লাইক ;—ক্ষুদ্র, কঠিন মল ও নিরর্থক মলপ্রবৃত্তি, লাইক, সলফ।—অত্যন্ত বৃহদাকার, কঠিন, শুষ্ক, দগ্ধবৎ মল, ব্রাই।—লাইক দ্রষ্টব্য) নাভীমূলে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; সরলান্ত্রে চাপ ; মলদ্বারে আকুঞ্চন ; পুরীষ মিশ্রিত রক্তময় আম লক্ষণাক্রান্ত রক্তাতিসার। (কঠিন পিণ্ড মিশ্রিত তরল মল, (কোনা, লাইক) রক্ত মিশ্রিত আলকাতারার ন্যায় মল, (মার্ক, * লেপ। কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধময় মল, (আর্স, চায়না) * বেদনা বিশিষ্ট অর্শবলী, অর্শবলী হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসরণ, (ক্যাল-ফস)। * রক্তস্রাবশূন্য অর্শ। * মলত্যাগের পর আরও মল রহিয়াছে এরূপ অনুভব (এলো, লাইকো), কিন্তু উহা বহিষ্কৃত করিতে পারা যায়না। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসার (এক্ট, এণ্ট-ক্রু, পডো)। সরলান্ত্রে আকুঞ্চন ও সংকোচন অনুভব সহকারে মলের সহিত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব। * বিশেষতঃ প্রাতে কৃষ্ণবর্ণ অতিসার। (ক্রমেকস, সলফ)।

মূত্রযন্ত্র।—বৃক্ক শূল, উপস্থ ও জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা। * বেদনা জনক ও প্রায় নিরর্থক মূত্রপ্রবৃত্তি, (ক্যান, পলস) * কয়েকবিন্দু লোহিত বর্ণ, রক্ত মিশ্রিত, জ্বালাকর মূত্রস্রাব সহকারে মূত্রপ্রবৃত্তি, (ক্যান, কাষ্ট) * রক্তময় মূত্র, (ইপি মিলিফ, লিক, টেরেব)। বেদনা ব্যতীত মূত্রের সহিত আঠাবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—সহজে কামোদ্রেক (কোন), বিশেষতঃ প্রাতে যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোদ্রেক। অশ্লীল স্বপ্ন সহ রেতঃস্রাব। অণ্ডকোষে আকুঞ্চক বেদনা। (স্ত্রী)।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মলিন কৃষ্ণবর্ণ রজঃস্রাব, (ব্রাই, *ক্যাল-ফস, সিমিসি।—নিয়মিত সময়ের অনেক পরে পাণ্ডুবর্ণ স্বল্প পরিমাণ রজঃস্রাব, গ্রাফ, * পলস, সলফ। —পলস দ্রষ্টব্য) * অনিয়মিত রজঃ, একবারও উহা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ পায়না, (আইয়োড, নকস-ম, রুটা, সিপি) কষ্ট-রজঃ, (এক্ট-রেসি) বস্ত্রে পীতবর্ণ চিহ্নকর, জরায়ুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা সংযুক্ত ও দুর্গন্ধময় স্রাব বিশিষ্ট প্রদর, (নাইট-এসি দ্রষ্টব্য) * বারংবার মূত্র ও মলত্যাগের ইচ্ছা সহকারে কৃত্রিম ও ক্ষীণ প্রসব বেদনা। জরায়ুকম্প, (যোনিকম্প, * মার্ক, * সিপি)। * ঋতুকালে বিবমিষা শীত ও মূর্চ্ছাবেশ। * জননেন্দ্রিয়ের অভিমুখে চাপানুভব, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক সর্দ্দি ও শুষ্ক কাস সহকারে বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়ের প্রথম অবস্থা। কটিদেশে আকুঞ্চন অনুভব সহকারে শুষ্ক কাস। দুই প্রহর রাত্রির পরে, প্রাতঃকালে, পরিশ্রম করিলে, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, আহার ও পানান্তে কাসের বৃদ্ধি, (পানাহারে কাসের উপশম প্রাপ্তি, স্পঞ্জ।—শীতল জল পানে উপশম, কষ্ট, কুপ।—শয্যায় উঠিয়া বসিলে উপশম, * হাইয়স, পলস) হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে বেদনা জনক দপদপ, (ক্যান, কোন) বমন প্রবৃত্তি ও বক্ষঃগৌরব সহ * হৃৎস্পন্দ, (* ডিজি দ্রষ্টব্য) বক্ষঃস্থলের বহির্দ্দিকে বোঝার ন্যায় চাপানুভব। * গলায় বন্ধুরতা ও অবদরণ সংযুক্ত স্বরভঙ্গ (কষ্ট); তজ্জন্য কাস। স্বরযন্ত্রের উপরিভাগে আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা সঞ্চয়। (ব্রাই, রুমেক্স)। * প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে প্রবল কাস, ও তৎসহ সংযত রক্ত নিষ্ঠীবন (পলস), এবং বক্ষঃস্থলে অসুখ অনুভব। (আর্ণ)। * বক্ষঃস্থলে বন্ধুরতা, ও অবদরণ অনুভব। (ক্যামো)। উত্তাপ ও জ্বালা সহ বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়। আহারের পর শয়নে; আহারান্তে; কফি সেবনে; ও অধিকক্ষণ অধ্যয়নে হৃৎস্পন্দ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাপৃষ্ঠে আকৃষ্টবৎ বেদনা, (চায়না, পলস)

গ্রীবায় গুরুত্ব ও অনম্যতা। স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে সূচীবৎ বেদনা। পৃষ্ঠে সূচীবৎ বেদনা, চাপ দিলে বা স্পর্শ করিলে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়, (মার্ক, ফস)। পৃষ্ঠ আক্ষিপ্ত হইয়া ধনুকের ন্যায় বক্র হয়। (সিক, ওপি)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—প্রাতঃকালে সহসা বাহুর শক্তিহীনতা অনুভব। বাহুর পক্ষাঘাত, বোধ হয় যেন রক্তবহা নাড়ী হইতে রক্ত বাহির হইবে। (শীতলতা ও স্পর্শজ্ঞান শূন্যতা সহকারে বাহুর পক্ষাঘাত, রস) হাতে ও পদতলে ঝিঁঝি লাগে এবং হাত অবশ বোধ হয়; * নিম্নাঙ্গের অবশতা ও পক্ষাঘাত, (লাইক, প্লম্ব।—পক্ষাঘাত জনিত গুরুত্ব, ষ্টাণ, সলফ) জানুর নিম্নাংশের অবশতা। চলিবার সময় জানুসন্ধির কড় কড় শব্দ, (ইকক, কোন)। অধঃশাখার কম্পন ও অদৃঢ়তা। জানুর বেদনা জনক স্ফীতভা। জঙ্ঘায় অবশতা। রাত্রিতে জঙ্ঘাপৃষ্ঠের পেশীতে খল্লী। ক্যাল্ক, নাইট-এসি, সলফ)।

দেহ।—* সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য সহ অতিশয় দুর্ব্বলতা। (সিক্ক)। শীর্ণতা। আর্স, ফির, গ্রাফ, * ফস * আইয়োড, * ন্যাট-মি)। সর্ব্বাঙ্গে সহসা সূচীবেধ। সর্ব্বশরীর কম্প; প্রধানতঃ হস্তদ্বয়; বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; সুরাপায়ীদিগের কম্প। * সর্ব্বশরীরে যাতনাপ্রদ প্রবল আকুঞ্চন অনুভব। অনাবৃত বায়ুতে বিরক্তি। আর্স, কক, ফস, * কষ্টিকম, সিপি, সিলি)। বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিতে প্রবৃত্তি। * অল্পমাত্র স্পর্শে আক্ষেপের পুনঃ প্রকাশ। (ষ্ট্রামো)। সংন্যাস সুরাপান, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন পক্ষাঘাতিত অঙ্গের অবশতা ও শীতলতা বিশিষ্ট পক্ষাঘাত।

নিদ্রা।—রাত্রি তিনটার পর মনে নানাপ্রকার ভাব উদিত হওয়াতে অনিদ্রা, (ক্যাল্ক-কা, সিপি।—রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে অনিদ্রা, এম-কা, মার্ক) দিবাভাগে এবং আহারান্তে নিদ্রালুতা, (ব্রাই, * ফস)। নিদ্রাকালে নাক ডাকা (লরো, ওপি)। সন্ধ্যাকালে নিদ্রালুতা, রাত্রে অনিদ্রা।

জ্বর।—বাহ্য উত্তাপে শীত উপশমিত হয় না, (বেল, ফস।—বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম, আর্স, * ইগ্নে, কালী-কা।—উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি,

ইপি) সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে কম্পসংযুক্ত শীত ; নড়িলে চড়িলে ও জল পানে শীতের বৃদ্ধি, (আর্স দ্রষ্টব্য) * নীলবর্ণ ত্বক ও নখর সহকারে সর্ব্বাঙ্গের শীতলতা। পাকাশয়িক উপদ্রব বিশিষ্ট জ্বর ও কম্প-জ্বর, (ইপি, পলস) অত্যন্ত উত্তাপ, তথাপি আবৃত থাকিতে ইচ্ছা (হিপার। —অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, হাইয়স, সিক) আপরাহ্নিক ও সন্ধ্যাকালীন জ্বর, (চায়না, ফস, পলস।—প্রাতঃকালীন ও পৌর্ব্বাহ্লিক জ্বর, অ্যাট-মি, স্যাব) দুই প্রহর রাত্রির পর ঘর্ম্ম, (প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, ক্যাল্ক-কা, মার্ক, ফস এসি)। অম্ল ও দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম (আর্ণ, আর্স, *কার্ব্বো-এ, হিপার, সিলি) ; মুখমণ্ডলে শীতল ও আঠাল ঘর্ম্ম। (ক্যাম্ফর, * ভিরেট)।

উপচয়।—মানসিক পরিশ্রমে, প্রাতঃকালে, আহারান্তে বিশেষতঃ মধ্যাহ্নের আহারান্তে, সঞ্চালনে, মৃদুস্পর্শে, অনাবৃত বায়ুতে, ও গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি। বল পূর্ব্বক চাপদিলে উপশম প্রাপ্তি।

বিশেষ লক্ষণ।—কৃশদেহ, (মলিনবর্ণ মুখাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ চুল ও চক্ষু বিশিষ্ট ক্ষীণ কায়া, নাইট-এসি।—গৌর বর্ণ, রক্ত ও বায়ু প্রধান ধাতু, কৃশ, দীর্ঘ কায়া, ফস।—* কুঞ্চিত চর্ম্ম বিশিষ্ট ক্ষীণ কায়া, সিক) সর্ব্বাঙ্গে উৎক্ষেপ (সর্ব্বাঙ্গের স্পন্দন, পলস, * জিঙ্ক।—সর্ব্বাঙ্গের মধ্য দিয়া গুণ গুণ ধ্বনি, ওপি) সর্ব্বাঙ্গের গুরুত্ব, (লযুত্ব, সিপি, থুজা।—আপনাকে অতিশয় দীর্ঘ অনুভূত হয়, * ষ্ট্র্যাম) কফি, তাম্রকূট ও মদিরা সেবন, অব্যায়াম এবং অনিদ্রার মন্দ ফল, (অতিশয় অধ্যয়নের অশুভ ফল, বেল, ক্যাল্ক কা, নক্স, পলস) :

নিতান্ত আবশ্যক না হইলে নক্স-ভমিকা পূর্ব্বাহ্নে ও ইগ্নেসিয়া অপরাহ্নে সেবন করা বিহিত নহে। নক্স ভমিকার পূর্ব্বে আর্স, ইপি, ফস, সলফ, এবং নক্স ভমিকার পরে ব্রাই, পলস, সলফ সুপ্রয়োজ্য। নক্স ভমিকা, বিরেচক, উত্তেজক, ও মাদক ঔষধ এবং কফিও সুরার অতিক্রিয়া প্রত্যাহার করে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—অগ্নিমান্দ্য ও বাতব্যাধিতে ব্যবহার্য্য। বাতব্যাধি অধিকারে সমীরগজকেশরীরস, ও শূলাধিকারে শূলহরণযোগ প্রস্তুত করিতে বিষমুষ্টি ব্যবহৃত হয়।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—নক্স-ভমিকা অল্পমাত্রায়, স্নায়বীয় বলকারক, আগ্নেয়, ও কামোদ্দীপক। বিষ মাত্রায় প্রধানতঃ ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ উপস্থিত হয় ও পেশী সকলের আক্ষেপ জন্মে। বক্ষঃস্থলের পেশীর আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে। পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল, উদরাময়, পুরাতন রক্তামাশয়, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব শুক্রমেহ, বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, অপস্মার ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অরিষ্টের মাত্রা ২ হইতে ১০ মিনিম।

ষ্ট্রিকনিয়া।

নক্স-ভমিকার বীর্য্য ষ্ট্রিকনিয়া, এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা বহুলরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। নক্স-ভমিকার ন্যায় ইহার আরোগ্যাধিকার সুবিস্তীর্ণ নহে, ইহার ক্রিয়া কেবল কশেরুক-মজ্জাতেই নিবদ্ধ, মস্তিষ্কে নহে। সুতরাং হোমিওপ্যাথেরা এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করেন না। তাঁহারা কেবল পাক্ষাঘাতিক ও প্রবল আক্ষেপিক রোগে এবং আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কারে ষ্ট্রিকনিয়ার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ফসফেট-অব ষ্ট্রিকনাইন—দুর্ব্বল ও দুর্ব্বল পেশী, এবং বেদনা ও আক্ষেপ লক্ষণযুক্ত, বৃদ্ধাবস্থার বাতরোগে পরমোপকারী।

নক্স-মস্কেটা—নটমেগ—জায়ফল।

মাইরিষ্টিকেসি জাতীয় উদ্ভিদ নক্সমস্কেটার ফল হইতে শোধিত সুরাদ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া নক্সমস্কেটা পরিপাকপথে, ডিম্বাশয়ে, ও গর্ভাশয়ে ক্রিয়া করে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ যে সকল লক্ষণ সমুৎপন্ন হয় তাহাতে কোন বিধান-বিকার পরিলক্ষিত হয় না, কেবল স্নায়বীয় ক্রিয়াবিকার ও স্নায়বীয় উপদাহজনিত যৎসামান্য রক্তসঞ্চয় জন্মে। রোগের সহিত নিদ্রালুতা ও তন্দ্রালুতার বিদ্যমানতা এই ঔষধির প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—গুল্মবায়ুর আবেশ; মূর্চ্ছাবেশ; আক্ষেপ; অপস্মার; জিহ্বা, গল-নলী, ও অক্ষি-পুটের পক্ষাঘাত; তাণ্ডব; গ্রীষ্মকালীন উদরাময়; কৃমি; যকৃৎ-বিবর্দ্ধন; অগ্নিমান্দ্য গর্ভাবস্থায় বমন ও বিবমিষা; দন্ত-শূল; এবং রক্তমাত্রী প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—আধ্মানবিশিষ্ট অগ্নিমান্দ্যে নক্সমশ্চেটা বিশেষ উপযোগী। পাকাশয়ের অতিশয় স্ফীততা এবং তজ্জন্য হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে যাতনা এবং বক্ষাস্থির নিম্নে বেদনা, রোগী বলে যে সে যাহা আহার করে তাহাতেই উদরে বায়ু জন্মে; কেবল অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়, এই সকল লক্ষণে, ও হিক্কায় এই ঔষধি অতীব উপকারী। গর্ভবতী বা গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী, ও বালকদিগের রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। তন্দ্রালুতা বা মূর্চ্ছা-প্রবণতা গাত্রের শীতলতা ও ঘর্ম্মশূন্যতা, আর্দ্র ও শীতল বায়ুতে রোগের বৃদ্ধি এবং বাহ্য উত্তাপে উপশম প্রাপ্তি নক্সমশ্চেটার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। পাকাশয়ে বাতরক্তের স্থানবিকল্প হইলে ডাঃ হেইট ইহা ব্যবহার করিতে বিধি দেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* পরিবর্ত্তনশীল ভাব, * ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে ক্রন্দন। (একন আইয়োড)। * অনাবিষ্টতা চিন্তা করিতে অসমর্থতা (এনাক, ক্রিয়োজ, ন্যাট-মি, ল্যাক, মার্ক)। * স্মৃতিহীনতা। (এনাক, ক্রিয়োজ, ল্যাক, মার্ক, কল এসি)। **মস্তক।**—বামদিগের উন্নত প্রদেশে * এক ক্ষুদ্র স্থানে শিরঃপীড়া। * চক্ষুতে অতিশয় শুষ্কতা অনুভব। * পদার্থ সকল বৃহত্তর দৃষ্ট হয় (হাইয়স), অথবা অতিশয় দূরবর্ত্তী দেখায়, (অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়, প্লাট)। **মুখ-মধ্য।**—* পিপাসা ব্যতীত মুখ, জিহ্বা ও ওষ্ঠের অতিশয় শুষ্কতা (এপিস, পলস)। **মল।**—* কোমল মল, কিন্তু কষ্টে বহির্গত হয় (কার্ব্বো-ভে, সিপি)। **নিদ্রা।**—* সকল রোগের সহিতই নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ বেদনা সহকারে। * প্রায় দুর্নিবার নিদ্রা প্রবৃত্তি। (এন্ট টার্ট, এপিস, মেজ)। **উপচয়।**—শীতল, আর্দ্র ঋতুতে; স্নান করিলে বা ভিজিলে; শকটারোহণে; আহার বা পানান্তে; মদিরা পানে বৃদ্ধি। **উপশম।**—

গৃহে; ও উষ্ণ বায়ুতে উপশম প্রাপ্তি। উপযোগিতা।—স্ত্রী; বালক; স্নায়বীয় ব্যক্তি; ও বৃদ্ধদিগের রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

—*—

ন্যাট্রম কার্ব্বনিকম—কার্ব্বনেট অভসোডা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার বিচূর্ণ বা জলীয় দ্রব প্রস্তুত হয়। ইহার অধিকার তত বিস্তীর্ণ নহে।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ নাসা গহ্বর, চক্ষু, ও পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ প্রতিশ্যায়জনিত প্রদাহের ন্যায় লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—বিষাদ বায়ু; অবসাদ-বায়ু; অভিষ্যন্দ; নাসিকার প্রতিশ্যায়, অগ্নিমান্দ্য; কোষ্ঠবদ্ধ; ধ্বজভঙ্গ, শারীব-ব্রণ; দদ্রুজনিত পীড়কা; ও গ্রন্থির স্ফীততা প্রভৃতি ত এই ঔষধের ব্যবহার আছে।

আময়িক প্রয়োগ।—যৎসামান্য আহারের অত্যাচারে অসুখ করে এপ্রকার পাকাশয়িক দুর্ব্বলতায় ডাঃ হানিমান এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিধি দেন। ডাঃ বেইস বলেন যে অন্ননালীর অর্থাৎ মুখ গহ্বর হইতে গুহ্যদ্বার পর্যান্ত সমগ্র অন্ন-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অপ্রবল প্রদাহজনিত রজঃস্বল্পতায় এই ঔষধ উপকারী। ডাঃ লিপ প্লনয়েনের ন্যায় রৌদ্র বা গ্যাসের আলোকজনিত শিরঃপীড়ায়, এবং ডাঃ গরেন্সি নাসিকার বহির্ভাগের প্রদাহে ইহার প্রশংসা করেন। ডাঃ জোন্স বলেন যে নিম্নোদরে জননেন্দ্রিয়ের অভিমুখে চাপ, এবং যেন সমস্ত বহির্গত হইবে ও রজঃপ্রকাশ পাইবে এপ্রকার অনুভব লক্ষণে ন্যাট-কার্ব্ব ২০০ দ্বিশততম ক্রম বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অবসন্ন ও নিরাশ চিন্তা; অসহ্য বিষণ্ণতা ও আশঙ্কাশীলতা। (ইগ্নে, পলস)। * অধিক পরিমাণে নাসিকার শ্লেষ্মা মুখ দিয়া নিঃসরণ। (হাইড, কালী-কা)। গল-মধ্য।—* সজোরে গাঢ় শ্লেষ্মা উত্তোলন, ও

পুনর্ব্বার তাহার সঞ্চয়। * হনু-নিম্ন গ্রন্থির স্ফীততা। (ব্যারাইট, ক্যাল্ক, আইয়োড, * রস)। * মলদ্বারে নিঃসারিত পাতলা মল। (ক্রোটন)। * বিন্দু বিন্দু রক্তমিশ্রিত মল। উপচয়।—পূর্ব্বাহ্নে; * ঋটিকার সময়; সামান্য পরিশ্রমে; আহারান্তে; উপবেশন কালে; ও আলাপে বৃদ্ধি। উপশম।—সঞ্চরণে; চাপপ্রদানে; ও ঘর্ষণে উপশম।

ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম—ক্লোরাইড অভ সোডিয়ম—লবণ।

কার্ব্বনেট অভ সোডার ন্যায় ইহারও বিচূর্ণ বা জলীয় দ্রব প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—রক্ত, লসিকামণ্ডল, পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, এবং যকৃৎ ও প্লীহায় ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহার ক্রিয়া বশতঃ রক্ত দুষ্ট ও অত্যন্ত উপদাহিত হয়, এবং তাহার ফল স্বরূপ শীতাদ-প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রদাহ জন্মে, ও তাহাহইতে ত্বকে নানাপ্রকার ক্ষত ও পীড়কা, এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও গ্রন্থিল বিধানের বিনষ্টকর প্রদাহ উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক, ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম সাধারণতঃ শীতাদসদৃশ শরীরবিকারের ন্যায় অবস্থা জন্মায়। অপর, ইহার ক্রিয়া নিবন্ধন দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা কুচিকিৎসিত বিষমজ্বরের লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ ও শরীর-বিকার প্রকাশ পায়। এই প্রকার জ্বরেই ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমের বিশেষ আরোগ্যকর গুণ দেখা যায়।

অধিকার।—আর্দ্রভূমি বা নবকর্ষিত ভূমির সমীপবর্ত্তী স্থানের কুচিকিৎসিত, কুইনাইন অপসেবিত, দুর্নিবার বিষম জ্বর; শীতাদজনিত পীড়া; পেশীর সঙ্কোচন জনিত, আজন্মজাত শারীরিক বিকৃতি (ঘর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্য প্রয়োগ); কোষ্ঠবদ্ধ; গ্রীষ্মকালীন অতিসার; বিষাদ-বায়ু; অভিব্যঙ্গ; প্রতিশ্যায়; যকৃৎ-বিবর্দ্ধন; প্লীহা-বিবর্দ্ধন; প্রমেহ; শ্বেতপ্রদর; হরিৎপাণ্ডু প্রভৃতি রোগে এই ঔষধের ব্যবহার আছে।

আময়িক প্রয়োগ।—অতিমাত্রায় ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ; যকৃতে সূচী-বেধবৎ বেদনা; জননেন্দ্রিয়ে উপদাহিতা সহকারে মৈথুনপ্রবৃত্তির লাঘব; মাসিক রজঃস্রাবে বিলম্ব; বিলাপ প্রবণতা; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে বেদনা; রক্ত ও বিধান-তন্তুর শীতাদজনিত অপকর্ষ;

অতিমূত্র, চর্ম্মে উপদাহ, বিশেষতঃ ওষ্ঠে দদ্রু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোষ্ঠবদ্ধ, বিলম্বিত ঋতু, পরিপোষণ-ক্রিয়ার ক্ষীণতা, বিশেষতঃ শরীরের শীর্ণতা, ত্বকের রুক্ষতা ও বিবর্ণ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে প্রাতে জাগিবা মাত্র অতিশয় শিরঃপীড়া, রুটিতে অরুচি, লবণে প্রবৃত্তি, মলদ্বার সঙ্কোচন, এবং ঋতুপাতে বিমর্ষতা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ হিউজ বলেন যে তিনি এইরূপ লক্ষণাপন্ন একজন রোগীকে ত্রিংশ ক্রমের ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ বেইস বলেন যে অবসাদ-বায়ু রোগে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশা, মুখশোষ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহিতা, জিহ্বার বেদনা বা জিহ্বায় ক্ষত এবং কঠিন মল বিশিষ্ট পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী। কোন কোন আমেরিক চিকিৎসক বিষমজ্বরে ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকমের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে পুরাতন বিষমজ্বরে পূর্ব্ব-বর্ণিত ধাতু-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। কিন্তু আমেরিক চিকিৎসকেরা কি পুরাতন, কি তরুণ উভয় প্রকার বিষম জ্বরেই নিম্নলিখিত লক্ষণে ন্যাট্রম বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—ওষ্ঠে বড় মটরের ন্যায় জ্বর-স্ফোট; শীতের পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, দাহাবস্থায় পিপাসার অভাব, দাহাবস্থায় বা দাহা-বস্থার অবসানে মস্তিষ্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় শিরো-বেদনা; পূর্ব্বাহ্ণে জ্বরের আক্রমণ; জ্বর বিরামের পর রোগীর শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা এবং উঠিতে বা কোন কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি। ডাঃ মিচেল বলেন যে পূর্ব্বে তিনি কেবল পুরাতন জ্বরে ও কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী জ্বরেই ইহা ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস যে তরুণ জ্বরেও এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ঐকাহিক জ্বরে ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম তিনি বিশেষ ফলপ্রদ মনে করেন। অতিশয় ঘর্ম্ম ও শীতাবস্থায় পিপাসা তাঁহার মতে ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ বার পুরাতন জ্বরে ধূসরাভ পীতবর্ণ আকৃতি লক্ষণে এবং প্লীহা ও যকৃৎ বিবর্দ্ধনে এই ঔষধ ব্যবহার

করিয়ে দিথি দেন। আমেরিকায় জ্বরে ইহার উচ্চক্রম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বার্কট বলেন যে বাতরক্ত ও আমবাতে মল ও মূত্রস্রাব দ্বারা রোগ-দোষ সম্যক প্রকারে নিঃসারিত না হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। সর্ব্বাঙ্গের বা নিম্নাঙ্গের শীতলতায় ইহা বিশেষ উপযোগী। অক্ষিপাক প্রভৃতি কোন কোন প্রকার অক্ষিরোগে ডাঃ নর্টন ও এলেন ইহার বিস্তর প্রশংসা করেন। নিম্নে দৃষ্টি করিলে চক্ষে তীব্র বেদনা চক্ষুরোগে ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। এলোপ্যাথিমতে চক্ষে কষ্টিকাদি তীব্র ঔষধ প্রয়োগের পরেই তাঁহারা ইহা বিশেষ উপযোগী মনে করেন। পেশীর দুর্ব্বলতাজনিত দৃষ্টিক্ষীণতা রোগে, সঞ্চালনে চক্ষুর আকৃষ্টতা ও অনম্যতা অনুভূত হইলে তাঁহারা ন্যাট্রম বিশেষ ফলপ্রদ বলেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—*বিষণ্ণতা, নিরুৎসাহিতা, বিলাপশীলতা (নক্স-ম, পলস, ইগে রস); সান্ত্বনায় উহার বৃদ্ধি। মস্তক।—* বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া; (ব্রাই, মার্ক, পলস, স্যাঙ্গ)। * কাসিতে কাসিতে শিরঃপীড়া। * কপালে, উভয় চক্ষের উপর চাপক বেদনা। *গ্রীবা-পৃষ্ঠে চুলের প্রান্তে কণ্ডূয়নশীল পীড়কা। চক্ষু।—* দৃষ্টবস্তু বিশৃঙ্খল দেখায়, অক্ষর ও সীবন সূত্র সম্মিলিত দৃষ্ট হয়। * ব্যবহারে চক্ষু শ্রান্ত হইয়া পড়ে। * চক্ষুর প্রদাহ, আরক্ততা, ও জলস্রাব। * কোন বস্তুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে চক্ষুতে চাপানুভব। * প্রাতঃকালে চক্ষুতে বালুকার ন্যায় অনুভব। (আর্স, * কষ্ট, ইগে, * সলফ)। মুখমণ্ডল।—* বামগণ্ডের আরক্ততা। মুখ-মধ্য।—*জিহ্বাতে ক্ষত ও ফোস্কা (লাইকো, মিউর-এসি)। * তিক্ত আস্বাদ (ব্রাই, নক্স, পলস, সলফ), লবণাক্ত অস্বাদ (মার্ক), * সম্পূর্ণ স্বাদাভাব। (পলস)। আমাশয়।—* দুর্নিবার প্রবল পিপাসা (আর্স, ব্রাই, রস)। মল ও মলদ্বার।—* গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন অনুভব সহকারে কোষ্ঠবদ্ধ, কষ্টে, শুষ্ক, কঠিন, খণ্ডখণ্ড মল নির্গমন, এবং তাহাতে মলদ্বারের বিদারণ ও রক্তস্রাব, ও বেদনা। *হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দনের পর্য্যায়শীলতা। (কোন, ডিজি, বাপী-কা)। দেহ।—অতিশয় শীর্ণতা। (আর্স, ফিম, গ্রাফ, আইয়োড,

কম)। * সহজে ক্লান্তি ; * অতিশয় অবসাদ (আর্স, সিঙ্ক, কস)। জ্বর। * প্রবল শিরঃপীড়া ও পিপাসা সহ দাহ ; পৃষ্ঠে শীত, এবং বক্ষতলে ও পদতলে ঘর্ম। উপচয়।—প্রাতে ও সায়াহ্নে, পূর্বাহ্ন দশটার সময় ; বৃষ্টি-ভ্রমাতে, সূর্য্যতাপে ; সাধারণতঃ উত্তাপে বৃদ্ধি। উপশম।—খোলা বায়ুতে ; অজ্ঞানাবস্থায় ; আহারান্তে ; উঠিয়া বসিলে উপশম।

পডফিলম পেলটেটম — মে-এপেল — ম্যাণ্ড্রেক।

ম্যাণ্ড্রাগোরা জাতীয় পডফিলম পেলটেটম সম্ভবতঃ বাইবেলে উল্লিখিত ম্যাণ্ড্রেক বৃক্ষ। ইহার সকল মূল ঔষধ প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত হয়। মূল হইতে অরিষ্ট ও ইহার ধুনা পডোফাইলিন হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—যকৃৎ ও পরিপাক-পথে পডফিলমের বিশেষ ক্রিয়াদর্শে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও গ্রন্থিল বিধানের সহিতই ইহার বিশেষ সম্বন্ধ। এতদ্বারা উহাদের উপদাহ, অতিশয় নিঃস্রব নিঃসরণ, প্রদাহ, এবং কখন কখন ক্ষত ও পূয়োৎপত্তি পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে।

অম্ল, হরিদ্বর্ণ, পৈত্তিক মলবিশিষ্ট প্রাতঃকালীন অতিসার পডোফিলমের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—শ্লৈষ্মিক বিধান-স্তর ও তৎসংসৃষ্ট গ্রন্থিমণ্ডলের, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্রের গ্রন্থি সকলের উপদাহ, সুতরাং যকৃৎপ্রদাহ, অন্ত্র-প্রদাহ, পাকাশয় প্রদাহ ও কখন কখন বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহে এবং মূত্রমার্গ প্রদাহে পডফিলম সদৃশ চিকিৎসার অনুমত। পিত্ত-শিলা, পাণ্ডু, অতিসার, শিশু-বিসূচিকা, দন্তোদ্ভেদকালীন অর্শ, গুদ-ভ্রংস, পীস-শূল, কোষ্ঠ-বদ্ধ, পিত্ত-জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, লালাস্রাব, পারদদোষ প্রভৃতিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—পিত্তজ্বর, মোহজ্বর ও সান্নিপাতিকজ্বর, (সান্নিপাতিকজ্বরে অন্ত্রের পেয়ারাথ্যগ্রন্থি প্রদাহিত হইলে এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে) পিত্ত প্রকোপের সঙ্গে সঙ্গে ও বিবিধ প্রকার জ্বরের পূর্ব্বে দিবাভাগে তন্দ্রা ও রাত্রিকালে অস্থিরতা। প্রাতঃকালীন জ্বরবেগ ও জ্বরের স্বল্পবিরাম প্রকৃতি। মৃদু বা লুপ্তপ্রায় নাড়ী।

পিত্ত-প্রকোপ।—বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন, তিক্তাস্বাদ, উদ্গার, বমন, ও বিরেচন, এবং মলিন মূত্র, এই সকল লক্ষণ সংযুক্ত পিত্তপ্রকোপ।

যকৃদ্রোগ।—যকৃতের তরুণ উপদাহ, রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ, পৈত্তিক অতিসার ও যকৃৎ বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার হেল বলেন যে যকৃদ্রোগে পডফিলমের মাত্রা বিচার নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং তন্নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্যঃ—(১) অতিমাত্রায় পডফিলম সেবন করিলে যকৃতের যেরূপ অবস্থা জন্মে সেইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ যকৃতের তরুণ রোগে উচ্চ ও মধ্য ক্রম ব্যবস্থেয়। (২) পডফিলমের গৌণ ক্রিয়ার ন্যায় লক্ষণে অর্থাৎ যকৃতের পুরাতন রোগে নিম্নক্রম ব্যবস্থেয়। (৩) কোন কোন রোগে যথা,—পিত্ত প্রণালীর অবরোধ জন্য পিত্তস্রাব রোধ ও পিত্তাশ্মরী রোগে মূল (আদত) পডফিলম ব্যবহার্য্য। ডাঃ এলেন বলেন যে ম্যালেরিয়াজনিত যকৃদ্দোষ সংশোধনে পডফিলম বিশেষ উপযোগী। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয়ক্রম এবং উদরাময় থাকিলে ত্রিংশ বা তদূর্দ্ধক্রম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যকৃৎবিবর্দ্ধন।—পিত্ত বমন, অতিসার ও তৎসহ সরলান্ত্র নির্গমন; তিক্ত আস্বাদ, মলিন মূত্র; লাবণ্যহীন মুখমণ্ডল;—এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট যকৃত বিবর্দ্ধনে পডফ উপকারজনক। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তৃতীয় ক্রম ও উদরাময় থাকিলে ত্রিংশ ক্রম ব্যবস্থেয়।

উদরাময়।—সম্পূর্ণ পাণ্ডুরোগের সহবর্ত্তী উদরাময় অথবা কোষ্ঠরোধসহ পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়; বারংবার স্বাভাবিক মল নিঃসরণ, প্রাতঃকালে কুন্থন সংযুক্ত অতিসার; খটীকার ন্যায় অথবা পীতবর্ণ অতি দুর্গন্ধি পুরীষ, (বিশেষতঃ শিশুদিগের দন্তোদ্গম সময়ে মস্তিষ্ক লক্ষণ থাকিলে) পডো ব্যবহার্য্য। যে সকল শিশুরা মাতৃস্তন্য পান করিতে পায় না তাহাদের অতিসারের পরে, কঠিন খণ্ড খণ্ড, হরিত মিশ্রিত কর্দ্দম বর্ণ মল সংযুক্ত কোষ্ঠ কাঠিন্যে ডাক্তার রিংগার এই ঔষধি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। এতদ্বারা মল স্বাভাবিক বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে, উদরাধ্মান নিবারিত হয় এবং শিশু শান্ত ও ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠে। স্থূলান্ত্রপ্রদাহ, রক্তামাশয়

(বিশেষতঃ গুদভ্রংশসহ) ; বিসূচিকা, অর্শ ও অন্ত্রপথের অন্যান্য প্রাদাহিক পীড়ায়ও পডফিলম ব্যবহৃত হয়। এলোপ্যাথেরা এই ঔষধি ক্যালোমেলের ন্যায় পিত্তনিঃসারক ও বিরেচক স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্দারা অধিক পরিমাণে পিত্তনিঃসারিত হয়, সুতরাং বিরেচিত মলের প্রকৃতি অনুসারে পডফিলম "উদ্ভিদ পারদ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত।—তরুণ বাতরক্ত (গাউট) রোগে পডফ ১ম, ২ গ্রেণ মাত্রায় প্রাতেও রাত্রিতে সেবন করিলে; যথেষ্ট উপকার দর্শে।

অন্ত্র-প্রদাহ।—পডফিলমের বিষক্রিয়া বশতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রে অত্যন্ত রক্তাধিক্য জন্মে ও সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্র রক্তমিশ্রিত আসাবৃত দৃষ্ট হয় এবং কখন কখন দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রে প্রকৃত ক্ষত উৎপন্ন হয় অতএব ডিওডিনমের ক্ষতে; এবং জিজুনম ও ইলিয়মের প্রদাহে এই ঔষধ ফলপ্রদ। ক্ষুদ্র অন্ত্রের সামান্য প্রদাহ, মলের আকৃতিপরিবর্ত্তনশীল উদরাময়; প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি; দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রের প্রদাহ; পিত্তপ্রণালীর পীড়া ও পাণ্ডুপ্রণবতায়ও ইহা উপকারী।

রক্তাতিসার।—কোলনে পডোফিলমের ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না! সুতরাং কোলনের প্রদাহজাত সামান্য রক্তামাশয়ে এই ঔষধ উপযোগী নহে। কিন্তু রেক্টম বা সরলান্ত্রের প্রাদাহিক উপদাহজনিত রক্তামাশয়িক অতিসারে এতদ্দারা সত্বর উপকার দর্শে। বালকদিগের মধ্যেই এই প্রকার রোগ দৃষ্ট হয় এবং ইহার সহিত গুদভ্রংশ বিদ্যমান থাকে।

অতিসার।—প্রত্যূষে অতিরিক্ত, স্বাভাবিক আকার, বারংবার বিরেচন বিশিষ্ট পুরাতন উদরাময়ে এই ঔষধ ফলপ্রদ। বালকদিগের আকস্মিক, দুর্গন্ধময়, দৌর্ব্বল্যকর অতিসার, প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্নে রোগের বৃদ্ধি; বমন-বেগ; তন্দ্রা, মস্তকে ঘর্ম্ম ও অস্থিরতা লক্ষণেও ইহা উপযোগী। এলোজ ও সলফার সূচক প্রাতঃকালীন অতিসারে মলবেগ ধারণ করা যায় না, কিন্তু পডফিলম জ্ঞাপক অতিসারে অত ত্রস্ততা থাকে না।

সরলান্ত্র নির্গমন।—কুন্থন ও দুর্গন্ধি মলস্রাব বিশিষ্ট অতিসারের সহিত, অথবা দন্তোদ্গমের উপদাহ, কিংবা দুর্ব্বলতা বশতঃ সরলান্ত্র নির্গত

হইলে পডক উপযোগী। অতি অল্প মাত্রায় ঔষধ ব্যবহেয়। অতি মাত্রায় এই ঔষধে জদভ্রংশ জন্মে।

স্ত্রীরোগ।—সরলান্ত্রের উপসর্গ সংযুক্ত কন্দরোগে, সদৃশ চিকিৎসার মূল সূত্রানুসারে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। ডাঃ গরেন্সি বলেন নিম্ন উদরের পতনানুভব ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। ডিম্বাশয়ের উপদাহিতা এবং রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্ত পতনে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—নিরুৎসাহ, (বোভিস, চেল, আইরিস) রোগী অনুমান করে যেন সে মরিতে যাইতেছে, (একন, আর্স, নকস, সিক, ।—অতিশয় প্রফুল্লতা কক্‌ল্যাক)।

মস্তক।—আরক্ত মুখমণ্ডল সহকারে প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়া, (নকস, সলফ দ্রষ্টব্য) পর্য্যায়ক্রমে অতিসার ও শীরঃপীড়া। * দন্ত-উদ্ভেদ কালে, অথবা * উদরাময় সহকারে মস্তক আন্দোলন, (বালিসে মস্তক প্রবিষ্ট করা, এপিস, * বেল, হেল।—বালিশ হইতে মস্তক উৎক্ষেপ, * ষ্ট্রামো)। চক্ষুর উপর পূর্ণতানুভব সহ শিরোঘূর্ণন।

নাসিকা।—নাকে অসুখ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূযপূর্ণ পীড়কা।

মুখমধ্য।—জিহ্বার শ্বেতবর্ণ লেপ, ও মুখের বিরসতা, (এন্ট ক্রূ নক্স ভ,সিপি) প্রাতে মুখ ও জিহ্বার শুষ্কতা, (ম্যাগ কা, পলস, সিপি)। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (আর্ণ, অর, হিপা, আয়োড, * মার্ক, * নক্স)। মুখে অধিক পরিমাণে আঠাল শ্লেষ্মাসঞ্চয়। (কালী-বা, মার্ক-ক)। রাত্রে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, (সিকিউ, * সিনা, সিক, হাইয়স, ষ্ট্রাম)।

গলমধ্য।—* গলাবেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে যায়, (ল্যাকে দ্রষ্টব্য) গলায় শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ। গলশোষ। (এপিস, * আর্স, ব্রাই, * নক্স-ম, * পলস)।

আমাশয়।—ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরণ, (* ফস দ্রষ্টব্য) মস্তকে পূর্ণতা সহ বিবমিষা ও বমন। ভুক্তদ্রব্য বমন (ইপি, নক্স,ফস); গাঢ় পিত্ত বমন (এক, আর্স,আই); রক্তমিশ্রিত বমন (হেম, ওপি, নক্স, ষ্ট্রামো); উত্তপ্ত

ফেনিল শ্লেষ্মা বমন। * পাকাশয়ের ঊর্দ্ধদেশে শূন্য-গর্ভতা অনুভব। পচা স্বাদ ও গন্ধ সহকারে ভুক্ত দ্রব্য বমন। * মুখ-প্রসেক ও বুকজ্বালা। অম্ল উদ্গার। ক্ষুধাহীনতা। (আর্স, * লিক, ফস, * সলফ)। অধিক পরিমাণে শীতল জল পানের পিপাসা। (ব্রাই)। শূন্যোদ্গার।

উদর।—যকৃৎ প্রদেশে পূর্ণতা ও বেদনা, (একন, বার্ব্ব, ইউপ-পার। —পিত্তকোষে অবিরত অতীব্র বেদনা, ব্যাপ্ট,* লেপটা * কাইটো।—যকৃৎ প্রদেশে জ্বালাকর বেদনা, কালী-কা, মার্ক।—আকর্ষণবৎ, জ্বালাকর বা হূলবেধবৎ বেদনা, ব্রাই, কাল্ক কা। যকৃতের কাঠিন্য, আর্স, বেল, চায়না, * মার্ক, * সিলি)। উদরের পেশীর আকুঞ্চন সহ অন্ত্রে খল্লীর ন্যায় বেদনা (এলো, চেলি, প্লম); মলপ্রবৃত্তিসহ অন্ত্রে উত্তাপ।

মল ও মলদ্বার।—পুরাতন উদরাময়, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়, (কালী-বা, ন্যাট্রম, সলফ।—রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়; * আর্স, চায়না, পলস, ভিরেট) * ঈষৎ সবুজবর্ণ জলবৎ মল, (ডলকে, গ্রাট, * ম্যাগ-কা, পলস। —শুভ্রবর্ণ জলবৎ মল, বেঞ্জ-এসি, * ক্যাষ্টর, ফস, ফস-এসি।—কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ মল, আর্স, কালী-বা, ভিরেট।—পীতবর্ণ জলবৎ মল, এপিস, চায়না, ক্রোটটি, ডলকে, হাইয়স) * অধিক পরিমাণ মল, স্রোতের ন্যায় বেগে নির্গত হয় (* জেট্রো * থুজা) বালকদিগের বারংবার অতি দুর্গন্ধ, খটিকার ন্যায় মলস্রাব ও তৎসহকারে অতিশয় পিপাসা, (* ক্যাল্ক-কা, কোপে দ্রষ্টব্য) (* মলিন, পীতবর্ণ, গলিত মাংসের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট আমময় মল। শ্লেষ্মবৎ আমময় মল, (এলো, * কলচ, * হেল) বেদনাশূন্য, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল, (আর্স, * চায়না, * ফির, হাইয়স, ফস-এসি।—বেদনা শূন্য প্রাতঃকালীন অতিসার, রূমেক্স, * সলফ) শ্বেতবর্ণ আমময় মল। * মল ত্যাগকালে গুহ্যভ্রংশ, ইগ্নে, (* রূটা, সিপি) আহার বা পানান্তে বৃদ্ধি পায় এরূপ অতিসার। অর্শ। (আর্স, নক্স, সলফ)। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসার। * মলত্যাগান্তে শূন্যোদরতা অনুভব।

মূত্রযন্ত্র।—অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ; রাত্রিতে বারংবার মূত্রত্যাগ। (* কষ্ট, * পলস)। মূত্রনাশ। (একন, * বেল, * ষ্ট্রামো)।

জননেন্দ্রিয়।—* যুবতীদিগের রজঃরোধ, (* পলস দ্রষ্টব্য) শ্বেত-প্রদর; গাঢ়, স্বচ্ছ শ্লেষ্মাস্রাব (* এলম) ও তৎসহকারে জননেন্দ্রিয়ে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধ; * কন্দরোগ, (কাল্ক-কা, * কোনা, নক্স-ভ, * সিপি।—যোনীভ্রংশ, * মার্ক, সিপি ষ্টান,) * ডিম্বাশয়ে বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে। (ল্যাক দ্রষ্টব্য)। * জরায়ুতে বেদনা।

দেহ।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা। (চেলি)।

নিদ্রা।—* নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে।

বিশেষ লক্ষণ।—লক্ষণ সমস্ত, বিশেষতঃ উদরের লক্ষণ সাধারণতঃ শেষরাত্রে অর্থাৎ রাত্রি দুইটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। * পদে, গুলফে ও উরুদেশে প্রবল আক্ষেপ, (তৎসহকারে বেদনাশূন্য জলবৎ মলস্রাব) আকস্মিক উৎক্ষেপশীল বেদনা। পিত্ত প্রধান ধাতুতেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বিরেচক ও পিত্তনিঃসারক; অল্প মাত্রায়, পরিবর্ত্তক ও শোষক; কখন কখন লালা ও রজোনিঃসারক। সামান্য কোষ্ঠবদ্ধ, বিবিধ যকৃৎ রোগ ও গৌণ উপদংশে ব্যবহৃত হয়। পডোফিলম ধূনার বিরেচক ও পিত্ত-নিঃসারক মাত্রা ১ গ্রেণ।

পলসেটিলা নাইগ্রিকান্স—উইণ্ডফ্লাওয়ার-মেডো এনিমোন।

পলসেটিলা রেণনকিউলেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই পুষ্প ইউরোপের উচ্চস্থানে, শুষ্ক, বালুকাময় ও অনাবৃত ভূমিতে জন্মে। অনাবৃতস্থানে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে উইণ্ড ফ্লাওয়ার অর্থাৎ বায়ু-কুসুম বলে। সমগ্র বৃক্ষ হইতে ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, সৈহিক ঝিল্লী, শিরা, চক্ষু, কর্ণ, ও জননেন্দ্রিয়ে বিশেষতঃ স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে প্রধানতঃ পলসেটিলার ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রতিশ্যায়ের ন্যায় প্রক্রিয়া জন্মিয়া

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃস্রব পরিবর্ত্তিত, কখনও বা প্রতিরুদ্ধ, কিন্তু অনেক সময় বিবর্দ্ধিত হয়, যে সকল যন্ত্রে এই নিঃস্রব কার্য্য করিয়া থাকে সেই সকল যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে এবং স্নায়ুমণ্ডল উপদাহিত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং উহার ফল স্বরূপ পরিপাক ও শ্বাস ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, জনন ও মূত্রযন্ত্রের উপদ্রব, এবং চক্ষু কর্ণের প্রতিশ্যায়জনিত পীড়া উৎপন্ন হয়। সম্ভবতঃ মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া বশতঃ পলসেটিলা জননেন্দ্রিয়ে প্রাতিশ্যায়িক ক্রিয়া ভিন্ন অন্যবিধ ক্রিয়াও করিয়া থাকে। সৈহিক ঝিল্লীতে পলসেটিলা আমবাতিক প্রদাহ ও শিরায় স্ফীততা জন্মায়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে, বিশেষতঃ মৃদু ও কোমল প্রকৃতি স্ত্রীদিগের জননেন্দ্রিয়েই এই ঔষধের বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়।

অধিকার।—পরিপাক যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, সৈহিক ঝিল্লী, শিরা, জননেন্দ্রিয়, চক্ষু, এবং কর্ণের পীড়া। অর্থাৎ গাঢ়, অনুগ্র, পীতাভ-হরিৎ স্রাব বিশিষ্ট প্রতিশ্যায় জনিত পীড়া, বাত জনিত পীড়া; রজোনাশ; বাধক বেদনা; হরিৎ পাণ্ডু, শ্বেতপ্রদর; প্রসবান্তিক বেদনা; প্রসবান্তিক স্রাব রোধ, স্তন্য-রোধ; স্তনের স্ফীততা; জরায়ু সম্বন্ধীয় বিবিধ বৈলক্ষণ্য; রজঃ লোপ বা রজঃবিশৃঙ্খলার মন্দফল; গুল্ম-বায়ু, মুক্ত প্রদাহ; বিষাদ-বায়ু; স্নায়ুশূল, চক্ষু-প্রদাহ; কর্ণ স্রাব; কর্ণ-শূল, গুরুপাক তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজনের মন্দ ফল; অগ্নি-মান্দ্য; অতিসার; রক্তাতিসার; কোষ্ঠবদ্ধ; পাকাশয়িক ও পৈত্তিক পীড়া; বিষমজ্বর; রোগান্তি, শীতপিত্ত; রাত্রিকালে শয্যামূত্র; শিরা-স্ফীততা।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বাতরক্ত ও আমবাত।—সৈহিক ঝিল্লীতে পলসেটিলার প্রবল ক্রিয়া বশতঃ এতদ্দ্বারা জানু, গুল্‌ফ, এবং হস্ত পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রান্ত হইয়া থাকে। অপর, যে প্রকার অগ্নিমান্দ্য বাতরক্তাদির মূলীভূত তাহার সহিতও পলসেটিলার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অতএব তরুণ বাতরক্তে এই ঔষধ ফলপ্রদ। রোগের আক্রমণ কালে কলচিকম ব্যবস্থেয়। যদি আম-

বাতের লক্ষণের অধিক প্রাবল্য ও জ্বর না থাকে এবং রোগাক্রান্ত সন্ধি (বিশেষতঃ ক্ষুদ্রসন্ধি) স্ফীত ও অল্প অল্প আরক্ত হয়, বেদনা একস্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণ করে, এবং তৎসহ আনুষঙ্গিক অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকে, তবে পলস ব্যবহার্য্য। ঋতু-বৈলক্ষণ্য সহ স্ত্রীলোকদিগের বাত জনিত তরুণ বাতরক্তে ইহা বিশেষ উপকারী এবং পুরাতন অবস্থায় ও কখন কখন ফলপ্রদ। ডাঃ জার প্রমেহ জনিত বাতেও এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন।

রোমান্তী।—রোমান্তী, রসগত মসূরিকা (পানি বসন্ত), স্বল্পবিরাম জ্বর এবং বালকদিগের অন্যান্য রোগে এতদ্দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কৃত, সর্দ্দি প্রশমিত ও অতিসার নিবারিত হয়। উপসর্গ শূন্য রোমান্তী রোগে ইহা প্রায় অমোঘ। প্রথমতঃ একোনাইট সেবন করিয়া জ্বর পরিবর্জ্জিত হইলে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। পলসেটিলা রোমান্তীর প্রতিষেধক ও পরিণাম ফল নিবারক। এই রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। যথা,—কাস, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে এই কাসের বৃদ্ধি, গলায় শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, অথবা ঈষৎ পীত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; ঈষৎ হরিৎ বা পীতবর্ণ গাঢ় নাসাস্রাব; নাসিকা হইতে রক্তপাত; পাকাশয়ের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য বা উদরাময়।

পাষাণগর্দ্দভ (কর্ণমূলফুলা)।—মুক বা স্তনে এই প্রদাহের স্থানবিকার হইলে পলস ব্যবস্থেয়।

কর্ণশূল।—এই রোগে প্রদাহের উগ্রতা হ্রাস পড়িলে পলস ব্যবস্থেয়। বেদনা স্থগিত হইলেও কয়েকদিন পর্য্যন্ত এই ঔষধি প্রয়োগ করা উচিত। বালকদিগের কর্ণবেদনায়; কর্ণনাদসহ প্রতিশ্যায়জনিত তরুণ বধিরতায়; এবং কর্ণের স্নায়ুশূলে পলসেটিলা উপকারী।

কর্ণস্রাব।—রোমান্তী বা পাষাণগর্দ্দভ রোগের পর কর্ণ হইতে জলবৎ বা পূযময় স্রাব নিঃসৃত হইলে পলস ব্যবস্থেয়। এরূপ লক্ষণে ক্যালী বাইক্রমও ব্যবহার্য্য। বধিরতা সংযুক্ত, গণ্ডমালা দোষবর্জ্জিত, গাঢ় স্রাব বিশিষ্ট কর্ণস্রাবেও পলসেটিলা ফলপ্রদ।

অঞ্জনী (আঁজনাই)।—পলসেটিলা এই রোগের সর্ব্ব প্রধান

ঔষধি। প্রথমেই শুদ্ধ পলস কিম্বা পলস ও একন পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করা উচিত; রোগের প্রারম্ভে ঔষধ প্রয়োগ করিলে বেলেডোনা প্রয়োগে স্ফোটক যেরূপ বসিয়া যায় সেইরূপ পলসেটিলা দ্বারা প্রায়ই অঞ্জনী বিলীন হইয়া থাকে। এক বা দুই বিন্দু স্থানিক প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। অধিক অশ্রুস্রাব লক্ষণাপন্ন তরুণ অক্ষিপুট প্রদাহেও পলসেটিলা উপকারী।

প্রতিশ্যায়।—স্বাদ ও ঘ্রাণের বৈলক্ষণ্য; নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ গাঢ় স্রাব নিঃসরণ; মস্তকের গুরুত্ব; ও জড়ত্ব; সন্ধ্যাকালে বা উষ্ণগৃহে রোগের বৃদ্ধি; কর্ণ ও মস্তকের পার্শ্বে স্থানবিকল্পনীল তীব্রবেদনা,—এই সকল লক্ষণ থাকিলে নাসিকার পুরাতনপ্রতিশ্যায়ে পলস উপকারজনক।

যক্ষ্মা।—যক্ষ্মা রোগে কডলিভার অয়েল জীর্ণ না হইলে পলস সেবনে তাহা পরিপাক পায়। এই রোগে রাত্রিকালীন শ্লেষ্মাস্রাবী কাসও এতদ্দ্বারা উপশমিত হয়। যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ অবস্থায় যে অগ্নিমান্দ্য জন্মে তাহাতেও দুগ্ধ ঘৃতাদি পরিপাক না পাইলে পলসেটিলা বা আইয়োডিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাস।—শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ। শ্লেষ্মাসঞ্চয় বশতঃ শ্বাসকষ্ট। শয়ন করিলে শুষ্ককাস। দিবাভাগে শ্লেষ্মাস্রাবীকাস; গৃহের বহির্ভাগে কাসের উপশম—এই সকল লক্ষণে পলস ব্যবস্থেয়। স্ত্রী ও বালকদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হির্শেল বলেন যে দিবাভাগে শ্লেষ্মাস্রাবী পুরাতন বায়ুনলীভুজ প্রদাহে সময়ে সময়ে এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

জ্বর।—পলসেটিলা প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের পুরাতন বিষমজ্বরে পাকাশয় ও অন্ত্রলক্ষণ এবং হরিৎপাণ্ডু ও জলীয় রক্ত বিদ্যমান থাকিলে এবং সন্ধ্যাকালে জ্বর হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। ইহার পরে কখন কখন ইপেশিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যকীয়।

শিরা-প্রদাহ।—রজোবৈলক্ষণ্য, ও শ্বেতপ্রদরাদি সংযুক্ত শিরা প্রদাহে জ্বর লক্ষণের প্রাবল্য না থাকিলে পলসেটিলা আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ হয়। জঙ্ঘার শিরাবিস্তারেও এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। শিরারোগে পলসেটিলা হেমেমেলিসের সমকক্ষ। কিন্তু প্রসবের পরবর্ত্তী জঙ্ঘার শিরা-

প্রদাহে পলসেটিলা শ্রেষ্ঠ। আবার শৈরিক রক্তস্রাবে হেমেমেলিস পলসেটিলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অর্শ বা রেতবজ্জু প্রভৃতির স্ফীততায় পলস উপযোগী।

তালুমূল-প্রদাহ।—পাকাশয়ের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য বা সংসহবর্ত্তী তালুমূল প্রদাহে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্স, ও সারকতা থাকিলে পলস ব্যবস্থেয়।

অগ্নিমান্দ্য।—শ্লেষ্মা বৈলক্ষণ্য বিশিষ্ট তরুণ বা প্রাচীন অগ্নিমান্দ্যে শুভ্র খরস্পর্শ লেপাবৃত জিহ্বা; বুকজ্বালা; বিবমিষা; অতিবেদনাভাব; বারংবার তরল মলস্রাব; মুখে অম্ল বা তিক্ত বা পূতিস্বাদ;—এই সকল লক্ষণে পলসেটিলা ফলপ্রদ। তৈলাক্ত বা দুষ্পাচ্য আহার জনিত তরুণ অগ্নিমান্দ্য রোগে পলস ব্যবস্থেয়। রজো-বৈলক্ষণ্যবিশিষ্টা নম্রপ্রকৃতি স্ত্রীদিগের রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

অতিসার।—তৈলাক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন বশতঃ বিরেচন, মুখে তিক্ত আস্বাদ, বিবমিষা, বমন, উদ্গার ও স্বল্প উদর বেদনা লক্ষণবিশিষ্ট রাত্রিকালীন অতিসারে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। শিশুদিগের আমাতিসারেও ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রদ। মৎস্য, মাংস বিশেষতঃ শূকরের মাংস, ও ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি আহার জনিত উপ-বিসূচিকায় পলস অতিশয় উপকারী। বালকদিগের রোমান্তী রোগের আনুষঙ্গিক অতিসারেও এই ঔষধ বিশেষ ব্যবস্থেয়।

প্রমেহ।—মূত্রমার্গের সংকোচন বশতঃ মূত্রের সূক্ষ্মধারা ও তৎসহ রক্তস্রাব।

রজোলোপ (প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব)।—উদরে ও পৃষ্ঠে বেদনা; গুল্মবায়ুর লক্ষণ, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে ক্রন্দন, বিবমিষা, বমন, হৃৎস্পন্দন, অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য, শিরঃপীড়া, শীত, আলস্য, পাণ্ডুবর্ণ, এই সকল লক্ষণে পলস ব্যবহার্য্য। আবশ্যক হইলে ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে সিপিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল রোগিণীদিগের স্তনে যে বেদনাবিশিষ্ট পিণ্ডাকার স্ফীততা জন্মে তাহাতেও ডাঃ গরেন্সি এই ঔষধের ব্যবস্থা করেন।

রজঃস্তম্ভ (রজোরোধ)।—অবসন্নতা, কটিদেশ ও নিম্নোদরে বেদনা, বিবমিষা ও বমন, মস্তক ও চক্ষে ভারবোধ, শীত, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ ও শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। শীত লাগিয়া রজঃ রুদ্ধ হইলে এবং একোনাইট প্রয়োগের সময় অতীত হইয়া থাকিলে পলসেটিলা সেবনে রুদ্ধ রজঃ পুনরায় প্রকাশিত হয়।

স্বল্পরজঃ:—পাণ্ডুবর্ণ, অত্যল্প জলবৎ রজঃস্রাব, এবং তৎপূর্ব্বে বা তৎসহকারে কটিবেদনা, বিষণ্ণতা, ও শীতবোধ লক্ষণ সম্পন্ন সামান্য রোগে পলস সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

আস্থানিক রজঃ।—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসাকর্ণ হইতে ঘন ঘন শোণিতস্রাব হইলে ও তৎসহ কক্ষ ও তপ্ত গাত্র ; এবং স্তনে বেদনা থাকিলে এই ঔষধি প্রয়োগ করা যায়।

অতিরজঃ।—রজো-নিবৃত্ত কালে, গর্ভাবস্থায় বা প্রসবান্তে পৃষ্ঠে ও নিম্নোদরে অবস্থানপরিবর্ত্তনশীল বেদনা সহ অধিক পরিমাণ রজঃস্রাবে পলস বিশেষ উপকারক।

কষ্টরজঃ।—গর্ভাশয়ে, নিম্নোদরে, পৃষ্ঠে ও কটিদেশে অবস্থান পরিবর্ত্তনশীল বর্দ্ধনবৎ বেদনা, ক্ষুধামান্দ্য, শীতবোধ ও শিরোঘূর্ণন সহ স্বল্প রজঃ স্রাব লক্ষণাপন্ন বাধক বেদনায় পলস ব্যবহৃত হয়। সূক্ষ্ম কেশ ও মৃদুপ্রকৃতি বিশিষ্টা যুবতীদিগের উপসর্গশূন্য কষ্টরজঃ রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে কৃষ্ণবর্ণ, সংযত, স্বল্প রজঃস্রাব ; এবং ঋতুকালে উদরাময় পলসেটিলার বিশেষ প্রযোগ লক্ষণ।

শ্বেতপ্রদর।—শ্বেতপ্রদরে অধিকাংশ রোগিণীর পক্ষেই পলস উপযোগী, অধিকন্তু অজাতরজস্কা বালিকা, ও গর্ভিণীদিগের গাঢ় এবং শ্বেতবর্ণ স্রাব নিঃসরণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শ্লেষ্মাস্রাবী সামান্য শ্বেতপ্রদর এই ঔষধে প্রায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

মৃৎপাণ্ডু।—এই রোগে স্বল্পরজঃ বা রজোলোপ, ক্ষুধামান্দ্য ও স্বাদ হীনতা, উদরাময় ও বিলাপপ্রবণতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে পলস ব্যবস্থেয়।

গুল্মবায়ু।—রজোলোপ বা জরায়ুরপীড়া বশতঃ গুল্মবায়ু রোগে

পালস প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিবার পরে সেবিনা বা সিমিসিফুগা ব্যবহৃত হয়।

গর্ভিণী রোগ।

বিবমিষা।—অতিসারপ্রবণা সুন্দরী স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় বিবমিষা রোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে।

মুখ-প্রসেক (মুখে জল উঠা)।—আহারে, বিশেষতঃ তৈলাক্ত দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি, ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদবিশিষ্ট উদ্গার; মুখের স্বাদবিপর্য্যয় বা গলিত মাংসের আস্বাদ; বমনেচ্ছা,—এই সকল লক্ষণ থাকিলে পালস ব্যবস্থেয়।

অতিসার।—নির্য্যাসবৎ হরিতের আভাযুক্ত জলের ন্যায় মল, মলস্রাবের পূর্ব্বে উদর বেদনা, মুখের পিচ্ছিলতা ও তিক্ততা এবং পিপাসাভাব—এই সকল লক্ষণসংযুক্ত গর্ভাবস্থায় অতিসারে পালস ব্যবহার্য্য। অপর, রোগিণী যদি শীত শীত বোধ করে ও ভেদ রাত্রিতে অধিক হয় তবে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।—ভীরু প্রকৃতি গর্ভিণীদিগের এই রোগে মুহু মুহুঃ মূত্রপ্রবৃত্তি, মূত্রাশয় গ্রীবায় আক্ষেপিক বেদনা ও জলবৎ মূত্রস্রাব লক্ষণ থাকিলে ৪ ঘন্টা অন্তর এক এক মাত্রা পালস ব্যবস্থেয়।

স্তন-শূল।—স্নায়বীয় স্তন বেদনা সচরাচর পালস সেবনে নিবারিত হয়।

প্রসব-বেদনা।—অনিয়মিত ও অনিশ্চিত প্রসব বেদনা, কেবল পৃষ্ঠে নিবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্তন্যলোপ।—জ্বরলক্ষণ ব্যতিরেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ স্তন্যলোপে ইহা ফলপ্রদ।

মূঢ়গর্ভ (অনন্যাচারেল লেবার)।—ভ্রূণের কুটিলগতি এই ঔষধে সংশোধিত হয়। বোষ্টন নগরের চিকিৎসকা মার্সি জ্যাকসন পনর জন গর্ভিণীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন সকলেরই ভ্রূণ-দেহ ঘূর্ণিত হইয়া মস্তক সম্মুখের দিকে আসিয়াছিল। ত্রিংশক্রম ব্যবহার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মস্তক।—গুরুপাক, তৈলাক্ত, ও অপাচ্য দ্রব্য আহার জনিত শিরঃপীড়া, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে এক পার্শ্বে তীব্র বেদনা, বোধ হয় যেন প্রেকবিদ্ধ হইতেছে, বামদিগে শিরঃপীড়া; স্নায়বীয় বা সবমন শিরঃপীড়া, (আইরিসও ব্যবহার্য্য), এই শিরঃপীড়া গুল্মবায়ু বা রজোবিশৃঙ্খলা বশতঃ উৎপন্ন হইলে পলস দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। স্তন্য বা রজোরোধ জনিত বিমর্ষতা। চক্ষু, কর্ণাদি।—পলসেটিলা প্রয়োগসূচক প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অক্ষিপুটের আবরণঝিল্লীর প্রদাহ ও তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব ও ক্লেদনিঃসরণ; রোমান্তীর পরে চক্ষুপ্রদাহ, দৃষ্টি-থরতা সহ অক্ষিপুটের স্পন্দন; সর্ব্বাঙ্গীন, বিশেষতঃ স্থানিক পীড়া নিবন্ধন চক্ষুর দুর্ব্বলতা। শিশুদিগের পূয়স্রাবী কর্ণশূল, প্রতিশ্যায় বা রোমান্তীর পরে কর্ণনাদ অথবা তরুণ বধিরতা। ঘ্রাণ শক্তির লোপ বা বৈলক্ষণ্য। বিলম্বিত রজঃ বা শ্বেত প্রদর সহ পূতিনস্য। শ্বাস-যন্ত্র।—প্রাচীন বায়ু-নলী ভুজ-প্রদাহে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; হুপশব্দক কাসের পর বায়ু-নলীভুজের শিথিলতা। পরিপাক যন্ত্র।—মাংস পিষ্টক, বসা কিম্বা অন্য কোন গুরুপাক দ্রব্য আহার জন্য মন্দাগ্নি, উদরাময় ও উদর বেদনা। স্ত্রীদিগের যৌবনের প্রারম্ভে মুখে দুর্গন্ধ। সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে ও উত্তাপে বৃদ্ধিপায় এরূপ দন্তশূল। মূত্র ও জনন যন্ত্র।—মূত্রাশয়ের পুরাতন শ্লেষ্মাস্রাব রোগ। গর্ভাবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্র; তরুণ অণ্ড-প্রদাহ (বিশেষ ফলপ্রদ), মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির-প্রদাহ (থুজা সহ ব্যবহার্য্য); মূত্রজ বৃদ্ধি (জলদোষ) (গ্রাফ ও রোডেন সহ ব্যবহার্য্য) উরু ও পর্শুকার নিম্নপ্রান্তের মধ্যস্থলে অথবা কিঞ্চিৎ উপরে, রজোবৈলক্ষণ্য সহ বামপার্শ্বিক বেদনা (সিমিসিফুগাও ব্যবহার্য্য)। অমরারোধ (ফুল না পড়া)। অতিশয় প্রসবান্তিক বেদনা। প্রসবান্তে ক্লেদস্রাব রোধ। স্তনগ্রহ ও স্তন্যস্রাবের স্বল্পতা। প্রসবের পূর্ব্বে মাসাবধি প্রত্যহ একমাত্রা পলসেটিলা প্রয়োগ করিলে যে সকল প্রসূতিদিগের প্রসবকালে অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে তাহাদের অনায়াসে সন্তান প্রসব হয়। পুরুষদিগের অণ্ড-প্রদাহের ন্যায় স্ত্রীদিগের ডিম্বাশয় প্রদাহেও পলসেটিলা বিশেষ উপযোগী;

ত্বক।—স্নায়ুরোগ বা রজোরোগ সহযোগে চর্ম্মকণ্ডূয়ন ও জ্বালা; রোমান্তীবৎ পীড়কা; শিরাপ্রসারণবিশিষ্ট, সহজে শোণিতস্রাবী ক্ষত।

বিশেষ প্রকৃতি।—যাহাদের স্বভাব কোমল ও মধুর; মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, নয়ন নীলবর্ণ, কেশ সূক্ষ্ম ও শরীর মেদপ্রবণ; যাহারা সহজে হাস্য বা ক্রন্দন করে, রোগযন্ত্রণা বর্ণনা করিবার সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং শ্বেত প্রদর অথবা অন্যান্য শ্লেষ্মাস্রাবী রোগে আক্রান্ত হয় এরূপ ব্যক্তিদিগের রোগে অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পক্ষেই পলসেটিলা বিশেষ উপযোগী। তৃষ্ণাভাব; ঘন ঘন শীতানুভব; উত্তাপ ও বিশ্রামে বেদনার উপচয়, এবং অনাবৃত বায়ুতে ও মৃদু ব্যায়ামে উহার উপশম এই ঔষধি প্রয়োগের অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ বেইস বলেন যে বামাঙ্গেই পলসেটিলার অধিকতর প্রভাব।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিষাদ, বিলাপ, বিমর্ষতা, (লাইক. প্লাট, ফস।—প্রফুল্লতা, ক্রোক, * ন্যাক) ক্রন্দন বা হাস্য প্রবণতা, (বার্ব্বা, ক্যাস্ক, ষ্টাফ, সলফ) * হৃদ প্রদেশে অতিশয় যাতনা, এমন কি উহাতে আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। অবসাদবায়ুজনিত ক্ষণবাগিতা। * সকল বিষয়েই বিরক্তি, (ক্যাস্ক।—সকল বিষয়েই উদাসীনতা, ইগ্নে, * ফস এসি) * রাত্রে উত্তাপ জনিত অস্থিরতার ন্যায় অস্থিরতা। রাত্রে ভূতের ভয়। (একন, আর্স)।

মস্তক।—মত্ততার ন্যায় শিরোঘূর্ণন, (ব্রাই, ক্যানসা, ক্রোক, * জেল) * উপবিষ্ট অবস্থা হইতে উঠিবার সময় শীতানুভব সহকারে শিরোঘূর্ণন। শির অবনত ও চক্ষু উন্মীলিত করিবার সময় এবং আহারান্তে শিরোঘূর্ণন। মত্ততা বা রাত্রিজাগরণের পর মস্তকে যেরূপ অসুখ জন্মে সেই প্রকার অসুখ। মস্তকে শূন্যতা অনুভব ও তৎসহকারে অতিশয় উদাসীনতা, (*কক, কোবাল, ইগ্নে,* অক্জাল-এসি।—মস্তকে অতিশয় পূর্ণতা অনুভব, একন, *বেল, ব্রাই, * মার্ক) *মস্তকে আঘাতের ন্যায় বেদনা, সন্ধ্যাকালে মস্তক অবনত করিলে, ও মানসিক পরিশ্রমে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। * অর্দ্ধশিরঃশূল, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইবে, (বমন বিশিষ্ট অর্দ্ধশিরঃশূল, কলো, কোন, * কালী-কা) * চাপিলে উপশমিত হয় এরূপ

শিরঃপীড়া, (এপিস, আর্জ্জেন্ট) * অধিক পরিমাণে আহার অথবা তৈলাক্ত গুরু আহার জনিত শিরঃপীড়া। (* এণ্ট, ইপি, * নক্স। কফি সেবন বশতঃ শিরঃপীড়া, ক্যাম, ইগ্নে, * নক্স। মদিরাপান বশতঃ শিরঃপীড়া, কার্ব্বো, কফি, * নক্স, পলস।—অতিশয় অধ্যয়ন বশতঃ শিরঃপীড়া, কাল্ক কা, নক্স, সলফ। শোকাদি মানসিক ভাবজনিত শিরঃপীড়া, * ইগ্নে ফস এসি, ষ্টাফ) * সন্ধ্যাকালে ও শয়ন করিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি এবং অনাবৃত বায়ুতে ও চাপিলে উপশম প্রাপ্ত, (এপিস।—* প্রাতঃকালে ও অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি এবং দৃঢ়রূপে বাঁধিলে উপশম প্রাপ্তি, আর্জ্জেন্টা, সলফ)।

চক্ষু।—* অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের প্রদাহ ও স্ফীততা, অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের ক্ষত, ইউপ, * মার্ক, সলফ) চক্ষুতে বালুকাপাত অনুভব, (কষ্ট, চায়না, ইউপ, সলফ।—লবণ পতনের ন্যায় জ্বালা ও বেদনা, নক্স) * অক্ষিপুটে, বিশেষতঃ উপরের অক্ষিপুটে অঞ্জনী, (ফস এসি লাইকো।—নীচের অক্ষিপুটে অঞ্জনী, বস)। সন্ধ্যাকালে অক্ষিপুটে কণ্ডূয়ন, কটকট, ও জ্বালা। * বাতাসে চক্ষু হইতে অতিশয় জলস্রাব। (সলফ)। * কুজ্ঝটিকা বা অবগুণ্ঠনাবৃতের ন্যায় ঘোর দৃষ্টি। (কষ্ট, কাইক্স, লরো, ফস মার্ক, পেট, সলফ) * প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে, (ডলকে) ও উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দর্শন।

কর্ণ।—* ছিন্নকর বেদনা বিশিষ্ট কর্ণপ্রদাহ, (মার্ক দ্রষ্টব্য) কর্ণে স্ফীতবোধ অনুভব। শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, বোধ হয় যেন কর্ণ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, (কাক্ষক, কষ্ট সিপি, সলফ) * হাম ও বসন্তাদির পর কর্ণ হইতে পূযস্রাব (বেল, মার্ক, সলফ) কর্ণে গুণ্ গুণ্ শব্দ, (চায়না দ্রষ্টব্য) কর্ণে প্রবল বেদনা, বোধ হয় যেন কর্ণ হইতে কিছু বলপূর্ব্বক বহির্গত হইতেছে। * কর্ণে দূরবর্ত্তী উচ্চ শব্দের ন্যায় গর্জ্জনধ্বনি ও অবরুদ্ধবৎ অনুভব। কর্ণ হইতে অনুগ্র ও প্রায় দুর্গন্ধশূন্য শ্লেষ্মা ও পূযস্রাব।

নাসিকা।—* শুষ্ক সর্দ্দি সহকারে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (বেল,

ও * রুস দ্রষ্টব্য) নাসিকা হইতে দুর্গন্ধি হরিদ্বর্ণ স্রাব, (মার্ক, রুস।—দুর্গন্ধি পীতবর্ণ স্রাব, কোনা, গ্রাফ, * নাইট-এসি) স্বাদ ও ঘ্রাণ হীনতা সহকারে প্রতিশ্যায়, (ন্যাট-মি,* ম্যাগ মি, ঘ্রাণভাব, কালী-বা, সিপি) * শীতানুভব, ও কপালে বেদনা। সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণগৃহে নাসাবোধ; প্রাতঃকালে পীতবর্ণ, অস্বচ্ছ, দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নিঃসরণ। (নাইট এসি)। * নাসিকায় প্রাচীন প্রতিশ্যায়ের ন্যায় দুর্গন্ধ। (সলফ)

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল। ঈষৎ পীতবর্ণ মুখাকৃতি, (আর্স, বপ্ট, মার্ক।—ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মুখমণ্ডল, আর্স, কার্ব্বো ভে) পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের লোহিতবর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ, (বেল, ক্রোক, ইগ্নে) মুখমণ্ডলে উত্তাপ। নিম্ন ওষ্ঠ স্ফীত ও মধ্যস্থলে বিদারিত।

মুখ-মধ্য।—সর্দ্দি জনিত দন্তশূল, তৎসহকারে সাধারণতঃ কর্ণ বেদনা, এক পার্শ্বে শিরঃপীড়া, ও শীতানুভব। * আহার করিলে কিম্বা কোন উষ্ণ দ্রব্য মুখে দিলে দন্তবেদনার বৃদ্ধি এবং শীতল জল মুখে রাখিলে ক্ষণিক উপশম প্রাপ্তি, (ব্রাই) * পীত বা শুভ্রবর্ণ লেপাবৃত এবং চটচটে শ্লেষ্মা দ্বারা আচ্ছন্ন জিহ্বা (মার্ক, নক্স ভ, রুস এসি।—জিহ্বা ও মুখ দগ্ধ প্রায় অনুভব করে, সিপি,* ভিরেট ভি।— * মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (অরম, আর্ণ, ক্রিও, মার্ক, নক্স)। * প্রাতঃকালে মুখমধ্য ও গল-মধ্যের শুষ্কতা এবং স্বাদশূন্য আঠাবৎ শ্লেষ্মা স্রাব অপ্রবৃত্তি। * মুখে মিষ্ট লালাসঞ্চয়। (ক্যাম্ফো, * রুস, পর)। * মুখে প্রাতে পচা মাংসের স্বাদ ও বমন-প্রবৃত্তি।

গল-মধ্য।—গলা বেদনা, বোধ হয় যেন গলা অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়াছে। গল-মধ্যের পশ্চাৎ ভাগে ত্বক উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা বিশিষ্ট অনুভূত হয়।

আমাশয়।—* বমন প্রবৃত্তি সহকারে মুখে পচা আস্বাদ, (আর্ণ, ব্রাই, * মার্ক; নক্স ভ) * পিপাসাহীনতা, (* বেল, ইপি, সিপি।—অবিরত পিপাসা, * ন্যাট-মি, নাইট-এসি, ভিরেট) সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়, (* ব্রাই, চ যনা, কলো।— সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য অতিরিক্ত লবণাক্ত বোধ হয়, আর্স, বেল, চিন, সলফ।— লবণাক্ত দ্রব্যে প্রবৃত্তি,

ক্যাল্ক, কার্ব্বো, কোরাল] বসাদ্রব্যে অরুচি (হিপা). মাংসে অরুচি (গ্রাফ) রুটিতে অরুচি (ন্যাট-মি), মাখম ও দুগ্ধে অরুচি ; ধূমপানে অরুচি। (ইগ্নে)। * ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, (এন্ট, কালক, চিন, কোন।—গলিত ডিম্বের ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট উদ্গার, আর্ণ; মিউরএসি, সিপি, সলফ।—স্বাদ গন্ধহীন উদ্গার, হিপার, ষ্টাফ) মুখে তিক্ত জলোদ্গম (ব্রাই, ইগ্নে, নকস ভ, ফস।—অম্ল জল, ডিজি, হাউড্রাস, ল্যাক, ন্যাট-স।—মিষ্ট জল, ন্যাট্-কা, প্লম, ষ্ট্যান) প্রত্যেকবার আহারের পর বমন, (* আর্স, ফিব, * আইবিস, নকস-ভ) * শ্লেষ্মা বমন। ঋতুমতী বা গর্ভিণীদিগের প্রাতঃকালীন বিবমিষা (কোন, * সাইক্লেমেন, ইপি, ফস) * ঘৃতাক্ত বা অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য আহার জন্য পাকাশয়ের বিশৃঙ্খলা (* এণ্ট, ইপি নকস) আহারান্তে পাকাশয়ে বেদনা (* আর্স, ফিব * নকস, সলফ) পাকাশয়গহ্বরে স্পন্দন (আইয়োড, বস, সিপি, টার্ট)।

উদর।—আহারান্তে উদরের স্ফীততা। উদর প্রাচীরের বেদনাসহকারে অন্ত্র প্রদাহ। * শীত অনুভব ও অন্ত্রকূজন সহকারে শূল বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে। * পাকাশয়ে ও কটিদেশে প্রস্তরের ন্যায় চাপ ; * বসিয়া থাকিলে অঙ্গে ঝিঁঝি লাগে। * উদরে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—রাত্রিকালীন উদরাময়, জলবৎ অথবা পিত্তের ন্যায় হরিদ্বর্ণ মল এবং মলস্রাবের পূর্ব্বে অন্ত্র-কূজন ও উদর বেদনা (* আর্স, ক্যাম, চায়না * মার্ক।—এইপ্রকার প্রাতঃকালীন অতিসার ফস * পডো * সল্ফ * রুমেকস) বারংবার আম মিশ্রিত তরল মলস্রাব * (আর্স বেল, * ক্যালক) ও ফল ভক্ষণজনিত উদরাময় (* আর্স, চায়না কলো।—পেয়ারা ভক্ষণ জনিত উদরাময় ভিরেট-এ।—পলাণ্ডু ভক্ষণ জনিত উদরাময় থুজা।—গুগুলি ভক্ষণ বশতঃ উদরাময় * ব্রোম, লাইক।—সর্দ্দিলাগিবার পর উদরাময় * একন, ব্রাই, ক্যাম, * ডলক।—শীতল পানীয় দ্রব্য সেবনের পর উদরাময় আর্স, ব্রাই, নকসম * পলস।—বরফাদি শীতল দ্রব্য ভক্ষণের পর উদরাময় * আর্স ; পলস।—অবিশুদ্ধ জলপানের পর উদরাময় * ক্যাম্ফ, জিঙ্ক।—দুগ্ধ পানের পর উদরাময় * ক্যাল্ক

ন্যাট-কা, সলফ।—শোকজনিত উদরাময় কলো, জেল, *ফস-এসি।—গো-বীজের টীকাদান বশতঃ উদরাময় থুজা) * রক্তাতিসারিক উদরাময়, কেবল আম ও রক্তস্রাব, সম্পূর্ণ মলাভাব, মলত্যাগকালে শীতানুভব (ইপি * মার্ক সলফ।-মার্ক দ্রষ্টব্য) * বেদনা বিশিষ্ট রক্তস্রাবশূন্য অর্শ (*এসোক্ত ক্যালক ল্যাকে, মিউরএসি, সিপি) তৎসহকারে সূচীবেধ, টনটনানি ও * কণ্ডূয়ন। (সলফ)। বারংবার মলপ্রবৃত্তি, বোধ হয় যেন অতিসার জন্মিবে। কোষ্ঠবদ্ধ, কষ্টে মলনিঃসারিত হয় ও তৎসহকারে পৃষ্ঠে বেদনা থাকে।

মূত্রযন্ত্র।—অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব (বেল, হাইয়স, জেল * ইউপ-প্যার * ক্রিয়ো (* রাত্রিতে অল্পবয়স্ক বালিকাদিগের শয্যামূত্র (আর্ণ কুপ, গ্রাফ) কাশিবার সময় অথবা বাতনিঃসরণসময় অজ্ঞাতসারে মূত্র স্রাব (* কষ্ট, ন্যাট-মি, জিঙ্ক,)। মূত্রাশয় প্রদেশে স্পর্শে যাতনা; মূত্রাশয়ে বেগ। (ক্যান্থ, ক্যাপ, মার্ক-কর)। মূত্র-প্রবৃত্তি ব্যতীত মূত্রাশয়ে তীব্র চাপ। মূত্রত্যাগকালে ও মূত্রত্যাগান্তে মূত্রমার্গের মুখে জ্বালা। (* ক্যান-সা, ক্যান্থ)। * বারংবার মূত্রস্রাব; প্রচুর প্রবাহ। (এপিস, এপোস, আর্জ, সেপা, বার্ব)। *নিম্ন উদরে আকর্ষণ সহকারে ঘন ঘন মূত্রপ্রবৃত্তি। বর্ণশূন্য, জলবৎ ও শ্লেষ্মবৎ অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র (বার্ব।—* রক্তাক্ত ও শ্লেষ্মবৎ খণ্ড বিশিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় মূত্র, ফস-এসি। —বালুকাময় অধঃপতিত পদার্থ * লাইক দ্রষ্টব্য (মূত্রপিণ্ডে বেদনা ও পূযময় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট রক্ত মূত্র, (* আর্স, ক্যালক, ক্যান্থ * ফস।—মূত্রত্যাগের পর জ্বালা সহকারে শুক্রের ন্যায় প্রমেহ-স্রাব নিঃসরণ (ক্যান-সা দ্রষ্টব্য)

জননযন্ত্র।—(স্ত্রী)।—* নিয়মিত সময়ের অনেক পরে অতিঅল্প পরিমাণে ও অল্পকালস্থায়ী রজঃ, এবং তৎসহকারে উদরে আক্ষেপ, (কোন, * গ্র্যাফ, কস, * সলফ।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিঅল্প পরিমাণ রক্তঃস্রাব, কোন, ন্যাট-মি, * ফস, সিপি।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিশয় অধিক পরিমাণ রক্তঃস্রাব, * এমন-কা, বেল, * কার্ব কা,

* প্লাট।—নিয়মিত সময়ের অনেক পরে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কষ্ট, আয়োডি) * সর্দ্দি বশতঃ রজঃস্তম্ভ, (* ডল. মার্ক, * পল্সে, * —* ভয় বশতঃ রজঃস্তম্ভ, * একন, লাইক।—অল্পকম রজঃ (রক্ত মি জার্স, * কস, পলস।—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব * ব্রাই, পলস।—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণ জলবৎ স্রাবনিঃসরণ * প্রথম রজঃ-প্রকাশে অযথা বিলম্ব (গ্রাফ, কালী-কা. ন্যাট মি, রজঃনিবৃত্তি জনিত রোগ, * ল্যাকে, স্যাঙ্গ * সিপি।—অনিয়মিত রজঃ; বা নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, কখনও বা অনেক পরে রজঃ হয়, আয়োডি, * নক্স-ম, নক্স-ভ, রুটা) কৃষ্ণবর্ণ, সংযত ও দুর্গন্ধ ঋতু-স্রাব (ইগ্নে, * ম্যাগ-ম, প্লাটি, ষ্ট্রামো।—গাঢ় ও আলকাতরার ন্যায় রজঃ, * ম্যাগ-কা, নক্স-ভ, স্যাঙ্গ) * রজঃশূল, বেদনার তীব্রতা রোগিণী ছটফট ও ক্রন্দন করে এবং গাঢ় * মলিন রক্ত নিঃসারিত (* এক্টি-রেসি, + কলোফা, * নক্স) * গর্ভস্থ ভ্রূণের কুটিল-গতি (ম্যালপো শন) পাতলা, তীব্র, অথবা দুগ্ধবৎ ও গাঢ় শ্বেতপ্রদর। * পাতিকিবার রজঃলোপ। * প্রাতঃকালে বিবমিষা সহ জরায়ুর অভিমুখে প্রসারিত বেদনা। * জরায়ুর বামপার্শ্বে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, বেদনা রোগিণীকে অবনত হইয়া থাকিতে হয়। দুগ্ধ-লোপ (* এগন, হাইয় প্রসবান্তিকস্রাব দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র। (পুং):—* রেতঃ-রজ্জুর অভ্যন্তর উদর হইতে মুষ্ক পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা। (বার্ব, হেমে, মার্ক)। * বেদনা সহ অণ্ড কোষের স্ফীতত।। * অণ্ড কোষের দক্ষিণ পার্শ্বের স্ফীত (ক্লিম)। স্বপ্নদোষ। (সিক্ক, ফস)। প্রমেহ রোগে গাঢ় পীতবর্ণ, পীতমিশ্রিত হরিদ্বর্ণ স্রাব নিঃসরণ। (এগ্নস, হাইড)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ, উচ্চ উচ্চশব্দ কষ্ট যাতনা, (বেল, * কা, মার্ক, * ফস।—প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ * গলার অভ্যন্তরে অসহ্য ক * আয়োডি, সিপি) গলশোথ, (নাইট এসি নক্স-ভ।—সর্দ্দিজনিত ও স্বরযন্ত্রের কর্কশতা, ক্যাম, নক্স ম, ফস) * রাত্রিকালে শয়ন করিলে কাস, শয্যায় উঠিয়া বসিলে কাসের বিরাম, (* হাইয়স স্ট্র.ম; *

[illegible] করিলে শুষ্ককাস, উঠিয়া দাঁড়াইলে উপশম প্রাপ্তি, ব্রাই।—উঠিয়া [illegible] বৃদ্ধি প্রাপ্তি, কালী কা, * জিঙ্ক।—চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, [illegible], নক্স-ভ, ফস।—বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, ইপি, মার্ক, ফস।—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, এম-মি, ষ্টান।—শীতল দ্রব্য পানে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, ভিজি, * ভিরেট।—শীতল দ্রব্য পানে উপশম প্রাপ্তি, *কষ্ট, কুপ) [illegible]বর্ণ সবুজ শ্লেষ্মা নিঃসরণ বিশিষ্ট কাস, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, (ক্যাল্ক [illegible], ফস-এসি, ষ্টান, * সলফ।—খক খক শব্দবিশিষ্ট শুষ্ককাস, বেল, নাইট্‌-এসি, * কনেকম, * স্পঞ্জ) * কৃষ্ণবর্ণ সংযুক্ত রক্তনিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, (* নাইট-এসি) পার্শ্বে ও বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ, (* একন, বেল, * ব্রাই, * কালী-কা) * বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন অনুভব, (বেল, নক্স-ভ, * ফস, ষ্টান) চিৎ হইয়া শয়ন করিলে শ্বাসকষ্ট।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানাস্থানে স্থান-বিকল্পশীল আকৃষ্টবৎ ও ছিন্নকর বেদনা। এই বেদনা রাত্রিতে উত্তাপে বৃদ্ধি পায় (মার্ক), অনাবৃত রাখিলে উপশমিত হয়। বাহুতে অবশতা ও গুরুতা অনুভব, বোধ হয় যেন আবর্তিত হইয়াছে। করাঙ্গুলিসন্ধিতে স্ফীততা ও বেদনা। * উরু-সন্ধিতে সন্ধিবিচ্যুতির ন্যায় বেদনা। * উরু ও জঙ্ঘাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা, ও তৎসহকারে অতিশয় অস্থিরতা, অনিদ্রা ও শীতানুভব। * জানুর বেদনাশূন্য স্ফীততা। * ছিন্নকর বেদনাসহ জানুর স্ফীততা। * জঙ্ঘার শীর্ণস্ফীততা। (হেল, জিঙ্ক) * সন্ধ্যার প্রাক্কালে গুল্ফদেশে ছিদ্র করণের ন্যায় বেদনা। (জিঙ্ক)।

দেহ।—সর্ব্ব শরীরের অতিশয় কম্পন। অতিশয় শ্রান্তি ও অবসাদ। সর্ব্ব শরীরের গুরুত্ব। অঙ্গ-প্রসারণ-প্রবৃত্তি। * বিমল বায়ু সেবনের ইচ্ছা। (প্লাইকো) * প্রাতঃকালে উঠিবার পর সমুদায় শরীরে গ্লানি অনুভব, বিচরণে তাহার উপশম। সত্বর স্থান-বিকল্পশীল বেদনা। (কালী বা, লেড)। রোগ লক্ষণের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন। সমগ্র শরীরে স্পন্দন। (* গ্লন, সিপিয়া, [illegible])।

নিদ্রা।—* অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে দুর্নিবার নিদ্রাকর্ষণ, (মার্ক,

নক্স ভ, ফস) * নানা প্রকার চিন্তা বশতঃ রাত্রির প্রথম ভাগে নিদ্রার অভাব (নক্স ভ দেখুন) * পার্শ্ব পরিবর্ত্তন সহকারে অস্থির নিদ্রা ; বারংবার নিদ্রা হইতে জাগরণ। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন-পূর্ণ নিদ্রা, (* বেল, নাইট-এসি, ফস) বারং বার জৃম্ভণ।

জ্বর।— * অবিরত আন্তরিক শীত, এমন কি উষ্ণগৃহেও শীতানুভব ; সন্ধ্যাকালে বিবর্দ্ধিত শীত, (আর্স, বেল, ফস, রস) * বিষম জ্বর ; অল্প ক্ষণ স্থায়ী শীত, অল্পদাহ, এবং পিপাসাহীনতা। কখন কখন শীত বা দাহাবস্থার পূর্ব্বে পিপাসা, কিন্তু দাহাবস্থায় পিপাসার অভাব। অতিরিক্ত পাকাশয়িক ও পৈত্তিক উপদ্রব বিশিষ্ট কম্প জ্বর, (এণ্টি ক্রু, * ইপি, * নক্স) * সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে অসহ্য ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ, তৎসহ শিরার সম্প্রসারণ (শিরা) ও হস্তের জ্বালা, পিপাসার অভাব। (ইগ্নে, ফস) * প্রাতে প্রচুর ঘর্ম্ম (ব্যাক, নাইট এসি, রস) এক পার্শ্বে ঘর্ম্ম।

চর্ম্ম।— * রোমান্তী ও উহার পরিণাম ফল, (বেল) শূকরের মাংস বা বসাবিশিষ্ট দ্রব্য আহার বশতঃ পানিবসন্তের ন্যায় পীড়কা। স্ফীততা, জ্বালা, উত্তাপ এবং সঞ্চালনে বা স্পর্শ করিলে হূলবেধবৎ যাতনা বিশিষ্ট বিসর্প (বেল দেখুন) * শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালাকর কণ্ডূয়ন, শয্যার উত্তাপে, সায়াহ্নে ও দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে, নখ ঘর্ষণে, বিচরণ বশতঃ উত্তপ্ত হইলে উহার বৃদ্ধি।

উপচয়।— * সায়াহ্নে, এক দিন পর একদিন সায়াহ্নে ; রাত্রিতে ; শয্যার উত্তাপে ; বামপার্শ্বে শয়নে, উষ্ণগৃহে ; আহারান্তে, বিশেষতঃ তৈল-লাক্ত দ্রব্য, শূকরের মাংস, বরফ, ফল ও পিষ্টক সেবনের পর বৃদ্ধি।

উপশম।— * অনাবৃত বায়ুতে, * শীতল গৃহে, * চিৎ হইয়া শয়নে উপশম।

উপযোগিতা।— স্ত্রী ও বালকদিগের রোগেই এই ঔষধ বিশেষ ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ লক্ষণ।— সর্ব্বাঙ্গে স্পন্দন, (পৃষ্ঠদেশে স্পন্দন, বারাই কার্ব্ব, স্কুজা) শীত সহবর্ত্তী বেদনা, (আর্স, বেল, সিপি, ইগ্নে। — বেদনার পরে

বৃদ্ধ, কালী-কা) * স্থান-বিকম্পশীল বেদনা, (বেল, * কালী-বা) জ্বালাকর শূলবেধবৎ বেদনা, (* এপিস, মার্ক।—সূচীবেধবৎ বেদনা, বিশ্রামকালে বৃদ্ধি, কালী-কা) সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি; (গোধূলী সময়ে বৃদ্ধি, ব্রাই, অ্যাইরিস, মার্ক, ফস।—প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, নক্স-ভ, রস, স্যাঙ্ক) বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, (একন, ক্যাক্ট, ফস।—বামপার্শ্বে শয়নে উপশম, প্যালাড।—ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে উপশম, * ব্রাই, ক্যাল্ক-কা, ইগে।—ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি আর্স, হিপার, আয়োড, নক্স-ম, সিল) অনাবৃত বায়ুতে, বা শীতল গৃহে উপশম, (ক্রোক, সিকেল, ভিরেট।—উত্তাপ বা উষ্ণগৃহে উপশম, আর্স, হিপার, কালী-বা, রস)। তৈলাক্ত দ্রব্যে অরুচি।

পেট্রোলিয়ম—মিনারেল নাফথা—রক অয়েল।

ব্রহ্মদেশজাত পেট্রোলিয়ম, গন্ধক দ্রাবক সহ আলোড়িত করিলে যাহা অমিশ্রিত ও অবশিষ্ট থাকে তাহাই শোধন পূর্ব্বক বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই পেট্রোলিয়মের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এবং তদ্দ্বারা উহাদের উপদাহ জন্মিয়াপ্রধান প্রধান লক্ষণ শিরোঘূর্ণনের অন্তর্গত গৌণলক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়।

অধিকার।—জঠরান্ত্রপথের পীড়া, বিশেষতঃ প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহ (রিফ্লেক্স ইরিটেশন) জনিত বিবমিষা ও বমন; অম্লপিত্ত, রক্তামাশয়। শীতপিত্ত, কণ্ডু, মুষ্ক ও বিটপের ইন্দ্রবিদ্ধ (দদ্রু), হস্ত ও গুহ্যদ্বারবিদারণ, অক্ষিক্ষত, অশ্রুগ্রন্থির নাড়ীব্রণ, করতলের বিচর্চ্চিকা ও দারুণ গাত্রাতি চর্ম্মরোগ। সন্ধিবাত।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

সামুদ্রিকবিবমিষা।—পেট্রোলিয়ম সামুদ্রিক বিবমিষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। জাহাজে আরোহণ করিয়াই এক বা দুই বিন্দুমাত্রায় চিনিসহযোগে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। গর্ভাবস্থার বমন ও বিবমিষায়ও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ গবেন্সি বলেন যে পালসেটিলার ন্যায় তৈলাক্ত দ্রব্যে অরুচি ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

প্রমেহ।—দুরারোগ্য পুরাতন প্রমেহ রোগে পেট্রোলিয়ম ২'৩ ক্রম বিশেষ উপকারক।

ঘর্ম্ম।—কক্ষতলের দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম এবং পদের দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম ও স্পর্শ-দ্বেষ এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

দগ্ধক্ষত।—দগ্ধক্ষত ও তজ্জনিত মাংস বিবর্দ্ধনে সমাংশ পেট্রোলিয়ম ও অলপাইয়ের তৈল স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

করদারি।—গুহ্যদ্বার বিদারণ, করবিদারণ ও গাত্রকণ্ডূয়নে পেট্রোলিয়মের সাবান বাহ্যিক, অথবা ৩ বিন্দুমাত্রায় অরিষ্ট পেট্রোলিয়ম আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার জন্মে।

শ্লেষ্মাস্রাব।—ডাঃ ড্রিসডেল বলেন যে তিনবিন্দুমাত্রায় মূল পেট্রোলিয়ম ব্যবহারে মূত্রমার্গের, জরায়ুর, অন্ত্রের ও বক্ষঃস্থলের পুরাতন শ্লেষ্মাস্রাবে বিলক্ষণ ফল দর্শে।

বিচর্চ্চিকা।—দুঃসাধ্য বিচর্চ্চিকা রোগে পেট্রোলিয়ম সেবনে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—প্রচণ্ডতা, প্রকুপ্যতা, সহজে বিরক্তি। (ক্যাপ, নক্স) অতিশয় ভয়শীলতা, সহজে ভয় জন্মে। (নক্স, ওপি)। চৈতন্যহীনতা। অতিশয় বৈরক্তি, চিন্তা করিতে অপ্রবৃত্তি। প্রলাপ, বোধ হয় যেন আর একজন লোক পার্শ্বে রহিয়াছে অথবা রোগী দ্বিগুণ বা তাহার কোন অঙ্গ দ্বিগুণ হইয়াছে।

মস্তক, চক্ষু ইত্যাদি।—* মস্তকের পশ্চাৎ দিকে সীসের ন্যায় ভার ও চাপ অনুভব। প্রাচীন শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ সংস্পর্শে, মানসিক পরিশ্রমে এবং অবনত বা উত্তপ্ত হইলে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনার আতিশয্য অনুভব; ক্রোধবশতঃ অথবা প্রাতে আহার না করাতে শিরঃপীড়া। কেশ-পতন। (* গ্রাফ, * নাইট-এসি, ফস * সিপি, * সলফ)। রসস্রাবী পামা। (গ্রাফ, লাইকো, মার্ক)। গণ্ডমালাজনিত চক্ষু প্রদাহ;

অক্ষিপুট কণ্ডূয়ন; দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, বোধ হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে অবগুণ্ঠন রহিয়াছে। (কষ্ট, পলস)। অশ্রুনালীর নাড়ীব্রণ। কর্ণনাদ, কণ্ডূয়ন ও কর্ণমূল হইতে নিঃস্রবের অম্লতা সহ বধিরতা, কর্ণের পশ্চাতে রসস্রাবী ক্ষত। (* গ্রাফ, হিপা)। নাসিকার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগে স্রাবহীন বা পূয়-স্রাবী ক্ষত। নাসিকার অগ্রভাগ কণ্ডূয়ন। নাকের মধ্যে অতিশয় শ্লেষ্মা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। (এক. বেল. ব্রাই. হেমে)।

রক্তসঞ্চলনযন্ত্র।—নাড়ীর পুষ্টতা ও দ্রুততা, (সামান্য শ্রমেই বর্দ্ধিত হয়); সন্ধ্যাকালে শীত ও উত্তাপ, শিরঃপীড়া ও শীতল হস্তপদ সহ শীতবোধ; হৃৎপিণ্ডে শীতল প্রস্তর খণ্ডের অবস্থিতিবৎ অনুভব। চাপ ও মূর্চ্ছাসহকারে হৃৎস্পন্দন।

পরিপাকযন্ত্র।—দন্তমূলের স্ফীতভা। শ্বেতবর্ণ লেপ বৃত জিহ্বা। (এন্ট-ক্রু, ব্রাই, নক্স, পলস, সল্ফ)। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (হিপা আইয়োড, * নাইট-এসি. * মার্ক, * নক্স)। হনুনিম্নগ্রন্থির স্ফীততা। (ব্যারা, ক্যাল্ক * নাইট্রিক এসি, রস)। প্রাতে গাঢ় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ মুখ ও গলশোষ; গলমধ্য হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত অবদরণ বোধ, কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা; গলাধঃকরণ সময়ে গলাভ্যন্তরে মৎস্যকণ্টক বিদ্ধবৎ অনুভব, মাংস বা পক্কান্নে অরুচি, বিয়ার নামক আসব পানের অভিলাষ, অতি পিপাসা, মুখে পূতিস্বাদ, মুখে জলোদ্গম, আহারান্তে শিরোঘূর্ণন, শকট বা নৌকা রোহণে বিবমিষ, সামুদ্রিক বিবমিষা, পিত্তবমন; গর্ভাবস্থায় বমন, সংস্পর্শে অল্প অল্প বেদনা সহ পাকাশয়ে পূর্ণতাবোধ, রাত্রিকালে অন্ত্র-কূজন সহ উদরে শীতলতা বোধ, কঠিন, পিণ্ডাকার, স্বল্প মল, অথবা তরল পিচ্ছিল আমরক্ত মিশ্রিত মল, গুহ্যদ্বারে বিদারণ। দিবাকালীন উদর বেদনাপূর্ব্ব অতিসার। * প্রাতঃকালে মুখপ্রসেক সহকারে অনিবার বিবমিষা।

জনন ও মূত্রযন্ত্র।—(পুং)। - মূত্রমার্গে জ্বালাসহ কষ্টে বারবার স্বল্প পরিমাণ মূত্রস্রাব, প্রস্রাব ত্যাগের পর অবিরত বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত। (কষ্ট, ষ্ট্যাফি)। মূত্রমার্গে জ্বালা। রাত্রিকালে অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। মুষ্ক, বিটপ (পে-

রিনিয়ম), ও উরুদেশে কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট সরস পীড়কা। অণ্ডকোষের কণ্ডূয়ন ও আর্দ্রতা।(স্ত্রী)—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে তীব্র আর্ত্তবস্রাব; দৌর্ব্বল্য বশতঃ দিবাভাগে স্বরায়ুভ্রংস; স্তনাগ্রে কণ্ডূয়ন ও শল্কযুক্ত আবরণ। বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের কণ্ডূয়ন ও আর্দ্রতা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। (* কার্ব্বো-ভে, * কষ্ট, * ফস, * সলফ)। রাত্রিতে শুষ্ককাস। (* কোনা, *পলস, * হাইয়স, * সলফ)। রাত্রিতে বুকে যাতনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—বাহু দ্বয়ে কপিশ বা পীতবর্ণ চিহ্ন; করতলে জ্বালা, হস্ত ও অঙ্গুলী বিদারণ ও তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব; কড় কড় শব্দ ও সঞ্চালনে অনম্যতা সহ সন্ধিস্থানে বিশেষতঃ জানুসন্ধিতে আমবাতের বেদনা; পদ, পদতল ও পদাঙ্গুলীর উত্তপ্ত স্ফীততা। * হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ বন্ধুর ও বিদারিত এবং তাহাতে কর্ত্তন বা ভেদনবৎ বেদনা। লোণার ঘা; পদাঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্য পীড়কা। (ক্যাল, ক্যাম্ফ, নক্স-ভ, নাইট-এসি, সিপি)। (সিলি)। কড়ায় জ্বালা ও সূচীবেধ।

দেহ।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝিঁঝি লাগে। অনাবৃত বায়ুতে বিরক্তি। (অব, কক, নকস, সিপি, সিলি)। সহজে সর্দ্দি লাগে।

ত্বক।—গ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিন্য, কক্ষতলে বা পাদদেশে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; চর্ম্মের অসুস্থ অবস্থা, সামান্য আঘাতেই চর্ম্মে ক্ষত জন্মে ও সেইক্ষত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। (বোরা, ক্যামো, হিপা, গ্রাফা, * সিলি, * সলফ)। অণ্ডকোষ, গুহ্যদ্বার ও হস্তের ত্বকের কর্কশতা, বিদারণ ও আরক্ততা, নখ ঘর্ষণে অতিশয় কণ্ডূয়ন জন্মে ও জলবৎ তরলস্রাব নিঃসৃত হয়, কণ্ডূ (চুলকনা); মুখদূষিকা (ব্রণ-ফোড়া), উন্নত মাংসযুক্ত ক্ষত। (কার্ব্বো, নাইট এসি)। বিদারণ ও শীত-স্ফোট।

উপচয়।—ঝড়ের সময় বা তৎপূর্ব্বে; গাড়ী বা জাহাজে আরোহণে; ও অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—উত্তেজক, কফনিঃসারক, ঘর্ম্মকর ও কৃমিঘ্ন। বাহ্য প্রয়োগে চর্ম্মের আরক্ততাজনক। পুরাতন কাস, পুরাতন বাত, প্রমেহ, বিচর্চ্চিকা, দক্রু প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

প্লম্বম—লেড—সীসক—সীসা।

প্লম্বম মেটেলিকম, প্লম্বম কার্বোনিকম, প্লম্বম এসেটিকম ইহাদের সকলেরই ক্রিয়া একরূপ। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে প্লম্বম মেটেলিকম অর্থাৎ বিশুদ্ধ সীসধাতু বিচূর্ণাকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমূলেই প্লম্বমের বিশেষ প্রবল ক্রিয়া দর্শে। প্রথমতঃ এতদ্দ্বারা উপদাহ জন্মিয়া স্নায়ুর চৈতন্যাধিক্য ও আক্ষেপাদি উৎপন্ন হয়। অনন্তর এই অবস্থা ক্রমে ক্রমে দূরীকৃত হইয়া স্নায়ুমূলের কোমলতা বা কাঠিন্যতা জন্মে এবং তাহা হইতে স্পর্শবিলোপ, পক্ষাঘাত, পেশীর শীর্ণতা, মানসিক ও শারীরিক শক্তির ক্ষীণতা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অল্প বা অধিক কালান্তে স্নায়ুশূল, অপস্মার, বা স্নায়ুমণ্ডলের ঈদৃশ অন্যান্য পীড়া উৎপন্ন হয়।

অন্ত্রের সঙ্কোচন জনিত এবং দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণাপন্ন নিম্নোদরে আক্ষেপিক তীব্র বেদনা অর্থাৎ সীস শূল বা চিত্রকর-শূল রোগেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

অধিকার।—বিষণ্ণতা, বিলাপ, পক্ষাঘাতসম্ভাবনা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য সহ পুরাতন অন্ধগ্র শিরঃপীড়া। পাণ্ডুরতা ও সঙ্কোচতা সহ দন্তমূলের নীল-প্রান্ত; কোন কোন যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর দন্তমূলে এইরূপ নীলবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সীস ধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইলে শরীরের যে প্রকার শীর্ণতা ও কম্পন জন্মে, সেইরূপ শীর্ণতা ও কম্পন এবং তৎসহযোগে পক্ষাঘাত, অপস্মার বা স্নায়ুশূল। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ ও ধাতুবিকৃতি সহ মুখপাণ্ডু। বিসাদ। দুর্নিবার কোষ্ঠবদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের। মলবদ্ধসহ সীসশূলবৎ অন্ত্রশূল, এই শূল বেদনা উদর চাপিলে উপশমিত হয়। মূত্রপিণ্ডের দানাময় অপকর্ষ। যাহারা সর্ব্বদা সীসধাতু ব্যবহার করে তাহাদের অর্দ্ধাংশের প্রায়ই এই শেষোক্ত রোগ জন্মিয়া থাকে; সুতরাং এরূপ আশা করা যায় যে অন্যান্য কারণ জনিত মূত্রপিণ্ড-প্রদাহেও সীস দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

পক্ষাঘাত।—পেশীর শীর্ণতা ও দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণাপন্ন সর্ব্বাঙ্গীন বা একাঙ্গীন পক্ষাঘাতে সীস ব্যবহৃত হয়। সীস ধাতু স্পর্শে মণিবন্ধের পক্ষাঘাত জন্মে, অতএব হস্তের প্রসারণী পেশীর শক্তির স্তব্ধতায় ও শীর্ণতা লক্ষণাপন্ন পক্ষাঘাতেই এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্লম্বম প্রয়োগোপযোগী পক্ষাঘাতে প্রায়ই স্পর্শজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না।

শূল।—নাভী প্রদেশে তীব্র আকুঞ্চনের ন্যায় বেদনা, (এই বেদনা কশেরুকা-রজ্জু হইতে প্রথম উপস্থিত হয়); নিম্নোদরের কাঠিন্য; পাকাশয়ে চাপ ও আক্ষেপ; শরীর অবনত ও জানু সঙ্কুচিত করিলে বেদনার উপশম; আধ্মান ও দুর্নিবার কোষ্ঠবদ্ধ; মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল; পাণ্ডুবর্ণ ঈষৎ নীলবর্ণ অথবা পীতবর্ণ মুখমণ্ডল ও ত্বক; অঙ্গের অবশতা, অনম্যতা, শীতলতা কিম্বা দুর্ব্বলতা; বমন; বিষাদ। প্রধানতঃ গতিশক্তিবিধায়িনী স্নায়ুর ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য। এই সকল লক্ষণে শূলরোগে সীস ব্যবহৃত হয়। তরুণ অপেক্ষা প্রাচীন রোগেই এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। সীস প্রয়োগোপযোগী শূল সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় এবং চাপ প্রদানে উপশমিত হয়। স্নায়বীয় শূলেই ইহা সমধিক ফলপ্রদ, শীতজনিত শূলে কলোসিন্থ উপযোগী।

অপস্মার।—পুরাতন অপস্মার রোগে এই ঔষধে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ডাঃ বর্ণেট সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণের সহিত ঐক্য থাকাতে একজন রোগীর তের বৎসর স্থায়ী অপস্মার রোগ ইহার ত্রিংশ ক্রম ব্যবহারে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তরুণ অপস্মারে হাইড্রোসায়েনিক এসিড ও পুরাতন অপস্মারে প্লম্বম প্রকৃত সদৃশ মতানুযায়ী।

কোষ্ঠবদ্ধ।—গুহ্যদ্বারের নুখরোধক পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন সহ মলরোধ; মলত্যাগে নিষ্ফল চেষ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার মল। যাহাদের পক্ষাঘাত রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধেই সীস বিশেষ উপযোগী। ৩য় বা ৬ষ্ঠ ক্রমের বিচূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রায় দিবসে সেবনীয়। কোষ্ঠবদ্ধ সহ উদর বেদনা অথবা উদর বেদনা সহ কোষ্ঠ-

বদ্ধ ইহার প্রয়োগলক্ষণ। অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধে উদর বেদনার অভাব সত্ত্বেও প্লম্বম উপকারী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

ডাঃ ষ্টোক্স প্লম্বম ব্যবহারে দীর্ঘকাল স্থায়ী জঙ্ঘাপৃষ্ঠের খল্লী আরোগ্য করিয়াছেন। মূত্রপিত্তের দানাময় অপকর্ষ ও অণ্ডলালমূত্রেও ইহার ব্যবহার আছে। তিমির; কোষ্ঠবদ্ধ সহ ধর্ম্ম-বিষাদ; বিষণ্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধসহ প্রাচীন মৃদু শিরঃপীড়াতেও এই ঔষধের উপকারিতা লক্ষিত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অনুভব শক্তির মন্দতা; উদাসীনতা। (ফস, ফস-এসি)। স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা (এনাক, ন্যাট-মি, নক্স ম, মার্ক, ফস-এসি), কথা বলিবার সময় যথোপযুক্ত শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (ডলকে)। নীরবতা ও বিষণ্ণতা। বিকৃত মুখভঙ্গি সহকারে প্রবল প্রলাপ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন। মস্তকে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে গুরুত্ব। শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন গলা হইতে মস্তিষ্কে একটা গোলা উঠিতেছে।

চক্ষু।—চক্ষুর হরিদ্রাক্ততা। (সিঙ্ক, কষ্ট, চেলি, আইয়োড)। দৃষ্টিহীনতা। চক্ষুগোলক অতিশয় বৃহৎ অনুভব ও তজ্জন্য অসুখ। (ফস এসি, স্পিজি)। উপরের অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত। (* কষ্ট, * জেলস, নাইট-এসি, ওপি)। কনীনিকা প্রসারিত। দ্বিত্বদৃষ্টি।

মুখমণ্ডল।—* মৃত দেহের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ মুখাকৃতি। (কার্ব্ব-ভে, সিপি)। অতিশয় ব্যাকুলতা ও যাতনাজ্ঞাপক মুখভঙ্গি। (আর্স, ক্যাম্ফ, ভিরেট)।

মুখমধ্য।—* দন্তমূলের প্রান্ত দিয়া স্পষ্ট নীলবর্ণ রেখা। শুভ্র ও শুষ্ক জিহ্বা। জিহ্বার পক্ষাঘাত, জিহ্বা বাহির করিতে পারা যায় না। (কষ্ট, ডলকে, * জেলস, ল্যাকে, হাইয়স)। জিহ্বার প্রান্তভাগ আরক্ত, মধ্যভাগে কপিশবর্ণ কোমল লোমবৎ লেপ। (ব্যাপট, ফস)। মুখ-শোষ। (* এপিস, * আর্স, * ব্রাই, * নক্স-ম, * পলস)। * মুখে মিষ্ট আস্বাদ। (এনকিউ, ব্রাই, * মার্ক-ক, * সল্ফ)। শব্দোচ্চারণের অস্পষ্টতা। (কষ্ট, * জেলস, হাইয়স, * ষ্ট্রামো)।

গলমধ্য ।—* গিলিতে চেষ্টা করিলে গল[illegible] আকুঞ্চন । (* [illegible] হাইরস, * ষ্ট্রামো)। স্ফীত, প্রদাহিত, ও কঠিনীভূত তালুমূল । গল[illegible] পক্ষাঘাত ও তৎসহকারে গলাধঃকরণে অসমর্থতা । (* বেল, [illegible] নকস ম)।

আমাশয় ।—* ক্ষুধামান্দ্য । (এল, আর্স, * সিক্ষ, ফস, *[illegible] প্রবল পিপাসা । (এক, আর্স, ব্রাই, মার্ক, ফস এসি, * সলফ । [illegible] মিষ্ট, অম্ল উদ্গার, (* কার্ব্বো-ভে, * নকস, ফস, সলফ) ; দুর্গন্ধ [illegible] উদ্গার । (ক্যাম্মো, সিপি, ক্রিয়োজ, ভিরেট, * ফস)। * অবিরত [illegible] দ্রব্য বমন, পুরীষ বমন, ঈষৎ কপিশ বা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন । ([illegible] ফস)। পাকাশয়ে চাপ ও আকৃষ্টতা ।

উদর ।—* প্রবল শূলবেদনা, উদর মেরুদণ্ডের দিকে আকৃষ্ট, [illegible] হয় যেন রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে । (*চেলি, পডো, ট্যাবাক]। [illegible] আকুঞ্চনে নাভী সবলে আকৃষ্ট । * নাভীপ্রদেশে সুতীব্র বেদনা, এই [illegible] উদরের ও শরীরের অন্যান্য স্থানে গমন করে ; এবং চাপ দিলে একটু [illegible] শম পড়ে ।

মল ।—কোষ্ঠবদ্ধ, স্বল্প, কঠিন, মেষের বিষ্ঠার ন্যায়, দলা[illegible] গোলাব আকার মল । (কালী কা, * ওপি), কৃষ্ণ বা হরিদ্বর্ণ মল ।

মূত্রযন্ত্র ।—* মূত্রকৃচ্ছ্র ; বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত (একন, * বেল, [illegible] বিফল মূত্রপ্রবৃত্তি ; (মার্ক ক)। * মলিনবর্ণ ও স্বল্পমূত্র ; অণ্ডলাল[illegible] (মার্ক-ক, ফস, ফাইটো)।

জননযন্ত্র ।—(পুং)—মৈথুন প্রবৃত্তির লোপ (* এগ্নস, আর্জ[illegible] ক্যাম্ফ), অথবা বিবর্দ্ধিত সঙ্গম-প্রবৃত্তি ও প্রবল লিঙ্গোদ্রেক ; (এ[illegible] ক্যান্থ, গ্রাফ, নাইট এসি]। (স্ত্রী)।—যোনীর উপদাহ । দুগ্ধের [illegible]

শ্বাস-যন্ত্র ।—হ্রস্ব, শুষ্ক আক্ষেপিক কাস, পূযময় বা রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন[illegible] কাস । (সিঙ্ক, ডলক, কালী-কা, লাইকো, ফস, সিপি * সিলি)। [illegible] সের পূযোৎপত্তি । (ফস)। বুকের উপর চাপ । (সোরিয়ম)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—*-অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, বিশেষতঃ উরুর পেশীময় অং[illegible]

বেদনা, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে এই বেদনার বৃদ্ধি। অঙ্গস্পন্দন। হস্ত পদের শীতলতা। অঙ্গে পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা। মণিবন্ধ-পতন। হস্ত-কম্প। * নিম্নাঙ্গে, প্রধানতঃ বঙ্ক্ষণ হইতে জানু পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া স্নায়বীয় বেদনা।

দেহ।—* অত্যন্ত শীর্ণতা (* আর্স, ফস, * ন্যাট মি); পেশী, বিশেষতঃ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের পেশীক্ষয়। * নীরক্ততা। * পক্ষাঘাত। স্পর্শ লোপ। * স্পর্শাধিক্য। * অপস্মারের আক্রমণ। * আক্ষেপ। সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ; আলস্য, ক্লান্তি। গাত্রে বাতজনিত ও স্নায়বীয় বেদনা। আভ্যন্তরিক যন্ত্রে বেদনা ও আক্ষেপ সহ আকুঞ্চন অনুভব। সম্পূর্ণ বলাভাব।

চর্ম্ম।—শুষ্ক, পীতবর্ণ (ব্রাই, সিপ), অথবা ঈষৎ নীলবর্ণযুক্ত (ল্যাকে)।

নিদ্রা।—রাত্রে অনিদ্রা, দিবসে নিদ্রালুতা।

উপচয়।—রাত্রিতে; শয্যায় শয়ন করিলে; ও মদিরা পানে বৃদ্ধি।

উপশম।—ঘর্ষণে হ্রাস প্রাপ্তি।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—মেহনাশক, কামোদ্দীপক ও আগ্নেয়। অন্যান্য ঔষধের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—সঙ্কোচক ও অবসাদক। অধিক দিন সেবন করিলে সীস-শূল, সীস পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ জন্মে। বিষ মাত্রায় পাকাশয় ও অন্ত্রে প্রদাহ উপস্থিত করে।

—*—

প্লাটিনা—প্লাটিনম।

শোধনার্থে, ঔষধার্থে এই ধাতুর বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—প্লাটিনা প্রধানতঃ স্নায়ু-মূলে ক্রিয়া করে। ইহার ক্রিয়াতে মস্তিষ্কের অবসাদ জন্মে, এবং সাধারণতঃ স্পর্শ-হ্রাবকতা, অবশতা, ও পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা উৎপন্ন হয়, প্রধানতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রি

য়ের অসুস্থতা, গুল্মবায়ু ও বিষাদবায়ু আছে তাহাদিগের মধ্যেই পূর্ণ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—বিষণ্ণতা, শঙ্কাকুলতা ও জরায়ুর বিশৃঙ্খলা সহ স্নায়বীয় পীড়া। গুল্ম-বায়ু; বিষাদ-বায়ু; উন্মাদ; স্নায়ুশূল; পক্ষাঘাত; সীস-শূল; কোষ্ঠবদ্ধ; কামোন্মাদ, ডিম্বাশয় প্রদাহ, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; স্ত্রী জননেন্দ্রিয় কণ্ডূয়ন; এই ঔষধের আয়ত্ত। মুষ্কের রোগে অরম যেরূপ উপকারী, ডিম্বাশয়ের পীড়ায় প্লাটিনা সেইরূপ ফলোপধায়ক।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শিরঃপীড়া।—শ্যামবর্ণা, ক্ষীণাঙ্গী ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়াগ্রস্তা নারীদিগের পক্ষে এই ঔষধি বিশেষ উপকারজনক, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায় এ প্রকার শিরোবেদনার প্লাটিনা হিতকর।

গুল্মবায়ু।—অপ্রফুল্লতা, উৎকণ্ঠা, উগ্রতা, স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ তৎসহ গর্ভাশয়ে রক্ত সঞ্চয়, নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে অতিরিক্ত ও অধিকদিন স্থায়ী রজঃস্রাব, সঙ্গম লিপ্সার উত্তেজনা; গুল্মবায়ুজ শ্বাস ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণে প্লাটিনা ব্যবহৃত।

বিষাদবায়ু।—জরায়ুর ক্রিয়াবিকারবশতঃ রজো-নিবৃত্তি কালের অপ্রকৃতাবস্থায় প্লাটিনা প্রযোজ্য। এই অবস্থায় সিপিয়া ও পেট্রোলিয়মও ফলপ্রদ। জরায়ু-পীড়া জনিত ধর্ম্মবিষয়ক বিষাদ বায়ু রোগেও এই ঔষধি হিতকর। অতিশয় অবসাদ, মৃত্যুভয়, হৃৎপিণ্ডের নিকটে যন্ত্রণা ও গুল্মবায়ু সহ গর্ভাবস্থায় বিষাদে প্লাটিনা ব্যবহৃত হয়।

জননেন্দ্রিয়কণ্ডূয়ন।—গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়ের পীড়ার আনুষঙ্গিক বাহ্য জননেন্দ্রিয় কণ্ডূয়নে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে।

শুক্রমেহ।—আমরা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও মৈথুনকালে অতি দ্রুত শুক্রস্রাব বিশিষ্ট শুক্রমেহে প্লাটিনা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগের অস্বাভাবিক কামোদ্দীপনা ও তজ্জন্য কৃত্রিম মৈথুন-প্রবৃত্তি নিবারণে ডাঃ ভন গ্রোভগ প্লাটিনার অতিশয় প্রশংসা করেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

ডাঃ হেরিং ডিম্বাশয়ের কাঠিন্যে প্লাটিনা ব্যবহার করিতে বিধিদেন। ডাক্তার স্মিথ বলেন যে একজন রোগীণীর বন্ধ্যাত্ব সংযুক্ত ডিম্বাশয়ের পুরাতন উপদাহ এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছিল। এই সকল রোগে অতিরজঃ লক্ষণে প্লাটিনা ও অল্প রজঃ লক্ষণে পলসেটিলা উপযোগী। কৃষ্ণবর্ণ গাঢ়রক্তবিশিষ্ট অতিরজঃ রোগ। শারীরিক ও মানসিক কামোদ্দীপনা, এমন কি কামোন্মাদেও প্লাটিনা ফলপ্রদ। পর্য্যটনকালে কোষ্ঠবদ্ধে হানিমান এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ চেষ্ট বলেন যে প্লাটিনা খুজাব নাশ্ করে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন। *দৃষ্টিবিভ্রম, সকল দ্রব্য ক্ষুদ্র দেখায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট বোধ হয়। হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণাসহ নিরুৎসাহ, বিষাদ ও মৃত্যুভয়; অবসন্নতাসহ স্নায়ুশূল; উন্মত্ততা; স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা, ধর্ম্মবিষয়ক বিষাদ। * অহঙ্কার, দম্ভ, অন্যকে অবজ্ঞা। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাবের নিরোধে সজীব প্রাণীর অবস্থানবৎ অনুভব। একবার প্রফুল্লতা, একবার বিষণ্ণতা। (ইগ্নে, ক্রোক. নক্স ম, ষ্ট্রামো)। রোগীর সংসারে একাকিত্ব জীবন ভার বোধ হয় * কিন্তু মৃত্যুভয় ও আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। বিরক্ত ও কোপনস্বভাব, যৎসামান্য কথা বা কার্য্যে বিরক্তি। (ক্যাপস, নক্স, ষ্ট্যাফ)। শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা।—অক্ষিপুটের আক্ষেপিক স্পন্দন। (জেলস) * সকল দ্রব্য ক্ষুদ্রতর দেখায়। সকল বস্তু বৃহত্তর দেখায়। (হাইয়স)। কর্ণে গর্জ্জনধ্বনির ন্যায় শব্দ। নাসিকায় ও নাসা-মূলে অবশতা ও আক্ষেপিক বেদনা। (একন, কালী-বা, মার্ক, আর্ট)।

মুখমণ্ডল।—* মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে শীতলতা, কীটচারণা ও অবশতা অনুভব। মুখমণ্ডলে জ্বালা ও আরক্ততা অনুভব, কিন্তু বাস্তবিক মুখের বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। * হনুর অস্থিতে, বিশেষতঃ

বাম হস্তের, অস্থিতে খল্লী, বেদনা, অবশতা ও যাতনা।

পরিপাকযন্ত্র।—আধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধ। * উদরোর্দ্ধ প্রদেশে উচ্ছলন। নিম্ন উদরে, বস্তিকোটর পর্য্যন্ত বিস্তৃত চাপানুভব। বারংবার মলপ্রবৃত্তি। অল্প মল নিঃসরণ ও অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব। *তাড়াতাড়ি অধিক আহার।

জননেন্দ্রিয়।—প্রচুর বা অকাল রজঃ; অথবা জলবৎ স্রাববিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর, ডিম্বাশয়ের প্রাচীন রক্তসঞ্চয়; জরায়ুর কাঠিন্য ও কর্কট অর্ব্বুদ। * স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ; অতিশয় সঙ্গমপ্রবৃত্তি ও লিঙ্গোদ্রেক।

শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থলে, বিশেষতঃ প্রসূত অবস্থায় (সিক্ক, ভিরেট্), ভার অনুভব বশতঃ গভীর শ্বাস। (কির, ফস, নকস)। দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণের প্রবৃত্তি, কিন্তু বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া তাহাতে নিবৃত্তি। (ষ্টান)। বুকের বামদিকে খালধরার ন্যায় বেদনা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবাপৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে আবদ্ধবৎ অনুভব। গ্রীবা-পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা ও তজ্জন্য মস্তকের সম্মুখদিকে অবনতি। (এক্ট, এলোজ, কালী কা, ন্যাট-মি)। পৃষ্ঠে ও কটিদেশে ঘৃষ্ট ও ভগ্নবৎ বেদনা। (বেল, নকস)। উপবেশনকালীন ত্রিকাস্থিতে ও কোকিলচঞ্চু-অস্থিতে অবশতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—* অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, বিশেষতঃ উরুদেশে, দৃঢ়রূপে জড়িত থাকার ন্যায় আকৃষ্টতা অনুভব। অঙ্গে ও সন্ধিতে খালধরার ন্যায় বেদনা ও অবশতা। জানুসন্ধিতে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব।

দেহ।—স্থানে স্থানে বেদনা সংযুক্ত অবশতা। দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। সময়ে সময়ে সর্ব্ব শরীরে কম্পানুভব।

নিদ্রা।—অতিশয় জৃম্ভণপ্রবৃত্তি। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ও তখন হতবুদ্ধিতা জন্মে।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে; গৃহের অভ্যন্তরে, ও বিশ্রামে বৃদ্ধি।

উপশম।—সঞ্চরণে; ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।— স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ফস্ফরস।

ফসফরাস রূঢ় পদার্থ। ইহার মূল দ্রব এবসোলিউট এলকোহল সহযোগে তৃতীয় দশমিক ক্রমে প্রস্তুত হয়। পরবর্ত্তী ক্রম পরিশোধিত সুরা সহযোগে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—যে সকল ব্যক্তিরা দীপশলাকা প্রস্তুতালয়ে কার্য্য করে ফস্ফরস্ দ্বারা তাহাদের অত্যন্ত অপকার জন্মে। প্রায়ই তাহাদের নিম্ন হনুর অস্থিপূতি, দন্ত পূপপূট; দন্ত পতন; ও দন্তমূল ক্ষয় প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং এই প্রদাহ অধিক বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলে সচরাচর প্রাণও বিনষ্ট হয়। পরিপোষণ স্নায়ুমণ্ডলে ও বাহ্যতঃ ফস্ফরসের প্রবল ক্রিয়া দর্শে। সেই ক্রিয়াবশতঃ বিধান বিকার ও বিধান বিনাশ জন্মে, অর্থাৎ স্নায়ব শক্তি বিনষ্ট হওয়াতে পক্ষাঘাত ও রক্তের জীবনীশক্তির পরিবর্ত্তন বশতঃ বিধান-উপাদানের বিকার ও বিনাশ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ একপ্রকার প্রবল উপদাহ, অনন্তর রক্তসঞ্চয় ও প্রদাহ, এবং তৎপরে সত্বর অবসন্নতা ও পক্ষাঘাতের অবস্থা প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে সারপদার্থবিশিষ্ট (গ্রন্থি) মধ্যে রস ক্ষরণ, অথবা রক্ত ও মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা এবং অস্থি প্রভৃতি যান্ত্রিক পদার্থের নির্ম্মাণ বিকার জন্মে। রক্ত, হনুর অস্থি, ফুসফুস ও যকৃতেই ফস্ফরসের পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ইহার ক্রিয়ার ফল স্বরূপ রক্তস্রাব ও কালিমা; হনুর অস্থিতে ও দন্তে অস্থি পূতি; ফুসফুসের বিধান-তন্তুতে রক্ত-ক্ষরণ, এবং অন্যান্য যন্ত্র ও বিধান তন্তুতে, বিশেষতঃ যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ডে মেদাপকর্ষ উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—যকৃতের বৈধানিক রোগ; ফুসফুসের প্রদাহ; পীতজ্বর ও অন্যান্য জ্বরে কৃষ্ণবর্ণ বমন বিশিষ্ট পাণ্ডুরোগ; হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও মাংসপেশী প্রভৃতির মেদাপকর্ষ (ফ্যাটিডিজেনারেশন); অবসন্নতা, হিক্কা, শীতল হস্তপদ, মুখমণ্ডলে পিচ্ছিল ঘর্ম্ম ও শীর্ণতা লক্ষণাপন্ন দৌর্ব্বল্যকর জ্বর।

শুষ্ক, বিদারিত, অথবা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, চিক্কণ জিহ্বাসহ নানাবিধ রোগের সাংঘাতিক অবস্থা ; অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত অপকার। ক্ষয়রোগ ; অস্থি রোগ, বিলেপী জ্বর। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ রক্তাল্পতা। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। রজঃসাভাব। শ্বেতপ্রদর। স্বরভঙ্গ। শ্বাস। স্বরযন্ত্র প্রদাহ। রক্ত কাস। মস্তিষ্কের কোমলতা। মস্তিষ্ক ও দীর্ঘীভূত মজ্জার তরুণ ক্ষয় রোগ। অপস্মার। পক্ষাঘাত। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। পৃষ্ঠবংশের কোমলতা। বাতজনিত রোগ। চক্ষু ও দৃষ্টির রোগ। গ্রন্থি-বিবর্দ্ধন। অর্ব্বুদ। ক্ষত। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। রক্ত মূত্র। পুরাতন উদরাময়। প্রসারিত যকৃৎ-প্রদাহ। বিবর্দ্ধিত ও কঠিনীভূত যকৃৎ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

পক্ষাঘাত।—লৌহ যেমন শোণিতের, চূণ যেমন অস্থির, ফস্ফরস্ সেইরূপ স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা জন্মায়। আহারের ন্যায় এই উত্তেজনার পরেও অবসাদন জন্মে না। টমসন বলেন যে এক গ্রেণের বিংশতি বা ত্রিংশ ভাগের একভাগ ফস্ফরস্ সেবন করিলে এক ঘণ্টা পরেই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের শক্তি বৰ্দ্ধিত, শ্রান্তি বিদূরিত ও বিমর্ষচিত্ত প্রফুল্ল হয়। স্নায়ুমণ্ডলের অল্পকালস্থায়ী অবসন্ন অবস্থায় একমাত্রা সুরার ন্যায়, কিন্তু তৎস্বরূপ নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ফস্ফরাস ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু কি লৌহ, কি ফস্ফরস অধিক দিন বা অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বিষস্বরূপ হইয়া উঠে এবং সে সে বিধানতন্তুর উত্তেজনা ও পরিপোষণ জন্মায় তাহারই অপকার করে। এইরূপে লৌহদ্বারা রক্ত ক্ষীণ হইয়া এনিমিয়া এবং ফস্ফরাসদ্বারা স্নায়ুমূলের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা জন্মিয়া পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। ডাঃ পারাভাচিন বলেন যে ফস্ফরসের বিষক্রিয়ায় গতিশক্তিদায়িনী স্নায়ুর উত্তেজনাশক্তি ও পেশী তন্তুর সঙ্কোচনশক্তি বিনষ্ট হইয়া অবশেষে পক্ষাঘাত জন্মে। এবং স্নায়ুমূল পাণ্ডুর, কোমল ও রক্তশূন্য হয়। অতএব জীবনীশক্তির ক্ষীণতা অথবা স্নায়ুমূলের কোমলতা জনিত পক্ষাঘাতে ফস্ফরস সদৃশ নিয়মানুমত। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা, বা দৌর্ব্বল্যজনক রোগের পরে মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুর অপকর্ষবশতঃ পক্ষাঘাত জন্মিলে ও

সংসহ পেশী সকলের মেদাপকর্ষ থাকিলে ফস ব্যবহার্য্য। প্রকৃত পেশীর শীর্ণতায় ফস্ফরাস উপযোগী নহে। কশেরুক-মজ্জার বিধান-বিকৃতি বশতঃ প্রথমে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, অনন্তর ধ্বজভঙ্গলক্ষণসম্পন্ন পক্ষাঘাতেই ইহা সমধিক ফলপ্রদ।

মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য।—লৌহ যেমন হিমেটিন স্বরূপ রক্তে, ফস্ফরাস তেমন প্রোটেগন রূপে স্নায়ুমূলে অবস্থিতি করে। বাস্তবিক মনুষ্য-মস্তিষ্কের শতকরা একভাগের অধিক অর্থাৎ প্রায় দুই তোলা ফস্ফরাস। শৈশব হইতে যৌবনে ইহা বৃদ্ধি পায় এবং বার্দ্ধক্যে আবার কমিয়া যায়। মস্তিষ্কে ফস্ফরাসের অভাব হইলে মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য রোগ জন্মে সুতরাং ইহাতে ফস্ফরস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আহারান্তে প্রতিদিন নিম্নক্রমের ২।৩ মাত্রা সেব্য ও সংস্থ ভোজন বিধেয়।

ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য।—মৃদুমাত্রায় ফসফরস সেবনে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা জন্মে কিন্তু এই উত্তেজনা স্থায়ী হয় না, তৎপরে আবার দীর্ঘকালস্থায়ী অবসন্নতা, কামপ্রবৃত্তির অভাব, অসম্যক শিশ্নোদ্রেক, অতিদ্রুত রেতঃস্রাব, এবং ঘন ঘন অনিচ্ছায় বীর্য্যপাত প্রভৃতি উপস্থিত হয়। অতএব অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা বা কৃত্রিম মৈথুনের পরবর্ত্তী পুরুষদিগের জননেন্দ্রিয়ের উপদাহ সংযুক্ত দৌর্ব্বল্যে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

অভিষ্যন্দ।—প্রাচীন ও কষ্টসাধ্য অভিষ্যন্দরোগে যথাবিহিত ঔষধ সকল বিফল হইলে, এবং আলোক বা উত্তাপে দ্বেষ, অক্ষিকণ্ডূয়ন, আকস্মিক অন্ধতার আক্রমণ, চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দর্শন ও নির্য্যাসবৎ নেত্রজল নিঃসরণ, এই সকল লক্ষণ থাকিলে ফস দ্বারা উপকার দর্শে।

তিমির-দৃষ্টি।—এই রোগে যখন চক্ষু ও চক্ষুর তারার স্বাভাবিক আকৃতির কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না কিন্তু দূরের বস্তু কুজ্ঝটিকায় আবৃত বোধ হয়; চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হয় ও দৃষ্টির ক্ষীণতা জন্মে তখন ফস ব্যবস্থেয়। হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবন, বা তাম্রকূট সেবন জনিত অথবা বৃদ্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের তিমির রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। অক্ষিকোণক ও অক্ষিকোটরে তীব্র বেদনাও ফসফরসের প্রয়োগ লক্ষণ। অতিশয়

স্নায়বীয় বেদনা বিশিষ্ট গ্লকোমা রোগেও ফসফরস বিলক্ষণ উপকারী।

বাধির্য্য (বধিরতা)।—বৃদ্ধদিগের বধিরতায় বা শ্রুতিক্ষীণতায় ফসফরস বিশেষ উপযোগী। ফসফরস সূচক বধিরতায় বাদ্যযন্ত্রের সুর ও অন্যান্য শব্দ শুনা যায় কিন্তু মনুষ্যের কথার প্রভেদ করা যায় না। কর্ণের প্রাচীন রোগে বিশেষতঃ স্নায়বীয় রোগে নিম্নক্রম (১দ-৩দ) অপেক্ষা উচ্চ ক্রমের ঔষধি (৬দ-১২দ) বিশেষ ফলোপধায়ক, কিন্তু তরুণ রোগে ৩য় ক্রমেই আশ্চর্য্য ফল দর্শে। দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের বধিরতায় এবং গণ্ডমালাগ্রস্ত স্ত্রী ও বালকদিগের কর্ণনাদ ও কর্ণশোথ বিশিষ্ট বধিরতায়ও ফসফরস উপযোগী।

স্নায়ুশূল।—ফস্ফরস দ্বারা স্নায়ুর উত্তেজনা ও পরিপোষণ সংসাধিত হয় অতএব বিমিশ্র স্নায়ুশূলে মেঃ টমসন ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি চারি ঘণ্টা অন্তর এক গ্রেণের দ্বাদশাংশ মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। হোমিওপ্যাথিমতে স্নায়ুশূলের যে সকল প্রসিদ্ধ ঔষধ আছে তাহাতে উপকার না দর্শিলে ডাঃ হিউজ ফস্ফরস ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

বায়ুনলীভুজপ্রদাহ।—এই রোগের প্রাচীন অবস্থায় ফুসফুস আক্রান্ত হইলে এবং দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে অশক্ত হইলে; অধিকন্তু, ফেণিল, রক্তাক্ত বা পূযময় শ্লেষ্মা, শীর্ণতা, বিলেপীজ্বর প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ফস্ফরস প্রয়োজ্য। বৃদ্ধ ও শিশুদিগের এই দৌর্ব্বল্যে ফস ১, ও সোলেনিয়া ৬, পর্য্যায়ক্রমে অত্যন্ত ফলপ্রদ। ডাঃ হিউজ বলেন যে শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস প্রায়ই নিউমোনিয়ায় পরিণত হইবার সম্ভব অতএব এরূপ অবস্থায় একোনাইটের পরেই তিনি ফস্ফরস ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ফুসফুসপ্রদাহ।—ফস্ফরসের বিষক্রিয়ায় নিউমোনিয়ার ন্যায় লক্ষণ জন্মে অতএব ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের নিউমোনিয়ায় এবং সন্নিপাতাদি জ্বরের আনুষঙ্গিক রক্তদুষ্টতাজনিত নিউমোনিয়ায় এই ঔষধ বিলক্ষণ উপযোগী। অপেক্ষাকৃত সুস্থ ব্যক্তিদিগের সর্দ্দিজনিত অতিশয় আলা

বিশিষ্ট ক্রুপস নিউমোনিয়ায় ব্রাইওনিয়া ইহা অপেক্ষা ফলপ্রদ। শিশুদিগের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায়ও ফস্ফরস অতিশয় উপকারী। অতিশয় তীব্র বেদনা ও অবিরত কাস; পাণ্ডুর, পীত, হরিত বা রক্তমিশ্রিত কিম্বা নির্য্যাসবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; দ্রুত নাড়ী; বক্ষোবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা আকর্ণন করিলে ফুসফুসে কেশঘর্ষণধ্বনি (ক্রেপিটেশন); নাসারন্ধ্রের শিথিলতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র; অবসন্নতা;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে ফুসফুসপ্রদাহে ফস্ফরস ব্যবস্থেয়। বায়ুনলীভুজ ব্যাপ্ত ফুসফুস প্রদাহে ফস্ফরস এণ্ট-টার্ট সহকারে পর্য্যায়ক্রমে এবং ফুসফুসবেষ্টব্যাপ্ত ফুসফুসপ্রদাহে ব্রাইয়োনিয়া সহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ।—ফুসফুস আক্রান্ত হইলে ও লৌহের মরিচার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ইহা প্রযোজ্য।

কাস।—স্বারযন্ত্রিক কাস, বায়ুনলীভুজের শ্বাসকাস, সন্নিপাত জ্বর, ও ফুসফুসের গুটিকা রোগাদির উপসর্গ স্বরূপ কাসে ইহা বিশেষ উপকারী। গলকণ্ডূয়ন সহ শুষ্ককাস; স্বরভঙ্গ ও বক্ষোবেদনা, ফেনিল, আঠাবৎ পাণ্ডুর, লবণাস্বাদ, মরিচাবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত নিষ্ঠীবন, আলাপ, হাস্য, বা পঠনে কাসের বৃদ্ধি,—এই সকল ফস্ফরস সূচক লক্ষণ। ডাঃ হিউজ বলেন যে দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ অথবা যক্ষ্মাগ্রস্তদিগের স্বরযন্ত্রের কণ্ডূয়ন, অথবা শুষ্কতা ও জ্বালা লক্ষণাপন্ন শুষ্ককাসে এই ঔষধে প্রায়ই উপকার দর্শে।

যক্ষ্মা।—শুষ্ক, হ্রস্ব, অবসন্নকর অবিরত কাস, অথবা ফুসফুসের ক্ষত বশতঃ ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধি শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহ কাস, শ্বাসকষ্ট; সহজে উদরাময় বা ঘর্ম্মোৎপত্তি; শীর্ণতা, বক্ষোবেদনা, ক্ষুধাহীনতা, শুষ্ক ও উষ্ণ ত্বক, মৃদু ও দ্রুত নাড়ী;—এই সকল লক্ষণাপন্ন যক্ষ্মারোগে ও যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপে ফস্ফরস ব্যবস্থেয়। ক্ষীণাঙ্গী বালিকাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। যক্ষ্মারোগে এই ঔষধে (যথাক্রমে) ফুসফুসের রক্তসঞ্চয়, কাস ও উদরাময় প্রশমিত হইয়া অতিশয় উপকার দর্শে; কিন্তু এতদ্দ্বারা প্রকৃত গুটিকার সঞ্চয় বা বিকাশ নিবারিত হয় বলিয়া বোধ হয় না।

দন্তশূল।—ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তজনিত দন্তশূলের সহিত দন্তপুপ্পুট রোগ থাকিলে এই ঔষধে উপকার দর্শে।

দন্তপুপ্পুট।—যাহারা ফস্ফরাসের দীপশলাকা প্রস্তুত করিয়া থাকে তাহাদের দন্তক্ষয় ও দন্তপুপ্পুট এবং অস্থিবেষ্টপ্রদাহ ও অস্থিপুতি (নিক্রোসিস) রোগ জন্মে। ডাঃ কাফকা বলেন যে শেষোক্ত রোগদ্বয়ে ম্যাট্রিম সিলিএটিকম সহযোগে ফস্ফরস বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ হিউজ বলেন যে ক্ষয়প্রাপ্তদন্তের উপদাহ বশতঃ পুনঃপুনঃ দন্তপুপ্পুট জন্মিলে ফস্ফরস অতিশয় উপকারী। ডাঃ বেইনও দন্ত ও দন্তমূলের বহুবিধ রোগে এই ঔষধের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। নিম্ন হনুর দন্তক্ষয়ে ও তজ্জনিত দন্তপুপ্পুটে ফস বিশেষ ফলপ্রদ।

অতিসার।—ফস্ফরসের তরুণ বিষক্রিয়ায় বিশূচিকা-বিষ ও আর্সেনিকের ন্যায় আমাশয় ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপত্বক স্ফীত ও স্খলিত হয় এবং তজ্জন্য আমাশয়ে বমন ও অন্ত্রে অতিসার উৎপন্ন হয়। ফসফরস দেহে ক্রমে ক্রমে বিষাক্ত হইলে বুকজ্বালা, বমন, অতিসার, বিলেপীজ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পায়। অতএব আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন অপকর্ষে; অম্লোদ্গার ও আধ্মানাদি লক্ষণাপন্ন পুরাতন অগ্নিমান্দ্যে; স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তি ও রুগ্ন শিশুদিগের পুরাতন অতিসারে, এবং ওলাউঠার পরবর্ত্তী কপিশবর্ণ অতিসারে ফসফরস উপকারী। বায়ুপ্রধান, দুর্ব্বল, যক্ষ্মাপ্রবণ যুবক ব্যক্তিদিগের অতিসারেও ইহা উপযোগী।

রক্তাতিসার।—পরীক্ষার্থ পাঁচ বিন্দু ফসফরসের অরিষ্ট সেবনে এক ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে আমস্রাব লক্ষণাপন্ন আমরক্ত রোগ জন্মিয়াছিল। অতএব ডাঃ এলেন অজ্ঞাতসারে মলস্রাব লক্ষণাপন্ন রক্তাতিসারে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে অন্ত্রের নিম্নাংশের পুরাতন রোগে ফসফরস ত্রিংশ ক্রম বিশেষ উপযোগী। তিনি এক জন রোগীর ১৮ মাসের সরলান্ত্রের পূয ও রক্তস্রাব দুইমাস এই ঔষধ সেবন করাইয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন। আর একজন রোগীর সরলান্ত্রের সংস্থিতির (ষ্ট্রিকচার) পূর্ব্বরূপ এবং তদানুষঙ্গিক আমস্রাবও এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছিল।

যকৃদ্রোগ।—যকৃতে বিশিষ্টরূপে ফসফরসের ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা যকৃতের বিকীর্ণ প্রদাহ জন্মে। কিন্তু উষ্ণপ্রধানদেশে যে প্রকার সঙ্কীর্ণ ও একদেশব্যাপী প্রদাহ জন্মিয়া ব্রণ উৎপন্ন হয় সে প্রকার প্রদাহ জন্মেনা। ফসফরাস সেবন করাইয়া ক্রমে ক্রমে বিষাক্ত করিলে যকৃৎ প্রথমে কঠিন ও বৃহৎ হয়, পরে ছোট হইয়া যায় ও উহার সিরোসিস জন্মে এবং তৎ-সহকারে পুরাতন পাণ্ডু থাকে ও পরিশেষে উদরী প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। অতএব যকৃৎ রোগে এই ঔষধি উপকারী। ডাঃ সালজার সিরোসিস রোগে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। ফসফরসের বিষক্রিয়ায় যকৃতের মেদাপকৃষ্টতা (ফেটিডিজিনারেসন) উৎপন্ন হয় এজন্য মেদাপকৃষ্টতা বা কাঠিন্য প্রভৃতি যকৃতের বিধানবিকৃতি বিশিষ্ট প্রাচীন যকৃদ্রোগে এই ঔষধি বিশেষ উপকারক।

কামলা (নেবা)।—ফসফরস নির্ম্মিত দীপশলাকা ভক্ষণ করিয়া বিষাক্ত হইলে ম্যালিগন্যাণ্ট জণ্ডিস বা সাংঘাতিক পাণ্ডুর লক্ষণ উপস্থিত হয় অতএব এই রোগে, বিশেষতঃ যকৃতের তরুণ শীর্ণতা বশতঃ রোগ জন্মিলে ফসফরস উপকারী। স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ সামান্য পাণ্ডুরোগেও ইহা ফলপ্রদ। পীতবর্ণ চর্ম্ম ও চক্ষু, ঘন ঘন অধিক পরিমাণে ধূসরবর্ণ মলস্রাব, কৃষ্ণাভ পিঙ্গল মূত্র, দুর্ব্বলতা ও নিরাশা; সময়ে সময়ে স্বরভঙ্গ, কাস এবং সাংঘাতিক কামলা রোগের অন্যান্য উপসর্গ ফসফরসের প্রয়োগ লক্ষণ।

অতিরজঃ।—মানস বা মৈথুন লিপ্সার উত্তেজনা, চৈতন্যাধিক্য ও ক্ষয় রোগের সম্ভাবনা ইত্যাদি লক্ষণে ধাতুগত দোষ সংশোধনার্থ এই ঔষধি ব্যবস্থেয়।

গর্ভাবস্থায় অতিসার।—শারীরিক বা স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, সহজে ঘর্ম্ম নিঃসরণ, রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, শরীর ক্ষয়, পুনঃ পুনঃ মূত্র প্রবৃত্তি ও অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব লক্ষণ থাকিলে ফস বা এসিডফস প্রয়োগ করা বিহিত।

উপদংশ।—দীর্ঘ স্থি বা তরুণ অস্থির উপদংশ জনিত পীড়ায় এবং

শুষ্ককাশ, আলোকের কণ্টক-বেধবৎ বেদনা, রক্ত মিশ্রিত নিষ্ঠীবন ও অতিশয় দুর্ব্বলতাদি ফুসফুসের সঙ্কট-সূচক লক্ষণে ফস্‌ ব্যবহার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—অতিশয় ইন্দ্রিয়সেবা ও দারিদ্র্য আদি দৌর্ব্বল্যকর কারণ বশতঃ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকার জনিত অপস্মার, দুর্ব্বলতা বশতঃ শিশুদিগের হাঁটিতে বিলম্ব; ক্ষয়, কম্পন, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, অপ্রফুল্লতা। দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে অনিদ্রা, (দুই প্রহরের পর অনিদ্রায় এসিড ফস্‌ফরিক ব্যবহার্য্য)। **মস্তকাদি।**—স্ফীততা, প্রদাহ ও পীড়িত স্থানে তীব্র বেদনা সহ বাতজনিত অর্দ্ধ শিরঃশূল; দুর্ব্বলতা ও পশ্চাৎ কপালে শীতলতা সহ শিরোবেদনা, এই শিরোবেদনা এক দিন পরে এক দিন বৃদ্ধি পায় এবং অনাবৃত বায়ুতে উপশমিত হয়। নাসাপ্রদাহ, ও ঈষৎ হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব লক্ষণ বিশিষ্ট পুরাতন প্রতিশ্যায়। গাত্রের নীলিমা সহ নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব। **শ্বাসযন্ত্র।**—সন্নিপাত জ্বর, যোগজ্বর অথবা অন্যান্য জ্বরে বক্ষঃস্থলের উপসর্গে। হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃষ্টতায় ফস্‌ বিলক্ষণ ফলপ্রদ। **পরিপাকযন্ত্র।**—নিম্ন হনুর দন্তক্ষয়; দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব, ঘন ঘন বমন, পাকাশয়ে উত্তাপ ও অতিসার সহ অম্লপিত্ত। **মূত্রযন্ত্র।**—আণ্ডলালিক মূত্র-রোগ, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ। **জননেন্দ্রিয়।**—দৌর্ব্বল্যকর বীর্য্যস্খলন; ও অতিদ্রুত রেতঃস্রাব সহ লিঙ্গোদ্রেক লক্ষণাপন্ন শুক্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ. পুরুষের কামোন্মাদ। স্তনের পুরাতন প্রদাহ ও নাড়ীব্রণ। **অস্থি।**—অস্থিবেষ্টের অপকার জন্য হনু ও মুখমণ্ডলের অস্থিবেষ্টের প্রদাহ; হনুর অস্থি পূতি; কৃমি-দন্ত; অস্থির গাত্রর বিধান ও কশেরুকার মধ্যগত বিধানের রোগ। **চর্ম্ম।**—নিম্ন হনুর সমীপবর্ত্তী চর্ম্মের পীড়া; জ্বর সংযুক্ত নাড়ীব্রণ; রক্তস্রাবী মাংসমাংসাঙ্কুর অর্থাৎ ছত্রাকার কর্কটে ফস্‌ফরাস ত্রিংশক্রম অতিশয় ফলপ্রদ। ইহার সহিত কখন কখন থুজা ত্রিংশ ক্রম পর্য্যায়ক্রমে আবশ্যকীয়। গণ্ডমালাগ্রস্ত স্ত্রীদিগের দুর্গন্ধ অপবং ক্লেদস্রাবী শীতস্ফোট।

বিশেষ প্রকৃতি।—দীর্ঘ ও ক্ষীণ দেহ, সুন্দর ত্বক, পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষয়, মলিন অথবা স্ফীত মুখমণ্ডল, স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা, সন্ধিবেদনা, ফুসফুসের

রসভাবনা, সম্পূর্ণ নিরুৎসাহিতা, ও ক্রমিক শীর্ণতা। শরীরের সর্ব্বাং-শের রক্তস্রাবপ্রবণতা।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় নিরুৎসাহ ও বিমর্ষতা, (প্লাটি, পলস, কষ্টিকম। আকুলতা, ক্রোক, ল্যাক, স্যাবি) বা ভীতভা, বোধ হয় যেন গৃহের প্রত্যেক কোণ হইতে কিছু আসিতেছে, (ভূতের ভয়, একন) * অত্যন্ত চকিত প্রবণতা, (কালী-কা, ন্যাট-মি) কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি, (কোনা, নাইট-এসি, নক্স।—কথা বলিতে অপ্রবৃত্তি, ডিজি, ফস-এসি, ষ্টান) স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা, (মার্ক, ন্যাট-মি, * ওপি) * শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অতিশয় অপ্রবৃত্তি। (নক্স, সিপি, সলফ)। * চিন্তা করিতে অসমর্থতা কোন বিশেষ বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিয়া রাখা যায় না (জেলস, নক্স, ফস-এসি)।

মস্তক।—প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে অথবা আসন হইতে উত্থান করিবার সময় শিরোঘূর্ণন, (কালী-কা দ্রষ্টব্য) অতীব্র শিরঃপীড়া, প্রাতঃকালে বা মস্তক অবনত করিলে উহা বৃদ্ধি পায়, এবং শয়ন করিলে বা শীতল বাতাসে উপশমিত হয়, (শয়ন করিলে বা শীতল বাতাসে বৃদ্ধি পাইলে ব্রাই, বেল, উপযোগী) জ্বালাকর, ছিদ্রবেধবৎ, স্পন্দজনক বেদনা সহকারে মস্তকে রক্তসঞ্চয়। কপালে জ্বালা, (ষ্টান।—ব্রহ্মরন্ধ্রে জ্বালা, গ্রাফ, সলফ।—সলফ দ্রষ্টব্য) শিরোঘূর্ণন সহকারে মস্তকে শূন্যতা অনুভব, (ইগ্নে, অক্জেল এসি।—অত্যন্ত পূর্ণতা অনুভব, * একন, বেল, ব্রাই) মস্তকে গুণগুণ ও গর্জ্জন শব্দ। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে শীতলতা ও মস্তিষ্কে অসহ্যতা অনুভব। মস্তিষ্কে জ্বালা ও স্পন্দন। কপালের চর্ম্ম অতিশয় দৃঢ় অনুভব। মস্তকে অতিশয় কণ্ডূয়ন (কষ্ট); তৎসহ অতিশয় খুসকি (ক্যান্থ, মেজে)। গোছায় গোছায় কেশপতন (গ্রাফ, নাইট এসি, সিপি, সলফ)।

চক্ষু।—* জ্বালা, কণ্ডূয়ন, এবং বালুকা পতনের ন্যায় চাপানুভব বিশিষ্ট অভিষ্যন্দ। গণ্ডমালা জনিত অভিষ্যন্দ, (মার্ক দেখুন) রাত্রিতে অক্ষিপুট রোধ, দিবসে আব নিঃসরণ, (কষ্ট, কালী-কা) * বারংবার সবুজ

অন্ধতার আক্রমণ, (* কষ্ট, মার্ক, সিলি) * চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দর্শন (কার্ব্বো, * মার্ক, * নাইট-এসি।—কীটবৎ দর্শন, কষ্ট। কনীনিকা কুঞ্চিত। (ওপি, মার্ক-করো, ফাইটো)। দূরবর্ত্তী বস্তু ধূম বা কুজ্ঝটিকাবৃত দেখায় (লাইকো, জেলস, ন্যাট মি, সিপি)। প্রাতঃকালে, গোধূলী সময়, অথবা হস্ত দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া দেখিলে ভাল দেখা যায়। * প্রদীপের চারিদিকে হরিদ্বর্ণ মণ্ডল দর্শন। (লোহিতবর্ণ মণ্ডল, বেল)।

কর্ণ।— কর্ণে দপদপ, (ক্যাল্ক, হিপার, ন্যাট মিউ) * কর্ণে উচ্চ ফর্ ফর্ শব্দ, (ঘন্টাধ্বনি, লেডম, লাইকো) * শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা, বিশেষতঃ মনুষ্যের শব্দে (সিপি)। বোধ হয় যেন কর্ণে কোন বাহ্যবস্তু প্রবিষ্ট রহিয়াছে, (পলস দেখুন)।

নাসিকা।—* প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে বারংবার রক্তস্রাব (এমন-কা, ব্রাই।—রাত্রিতে, মলত্যাগ কালে অথবা শারীরিক পরিশ্রম বশতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রস।—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব * ব্রাই, পলস।—রক্তস্রাবী অর্শস্রাব অবরোধ বশতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, নক্স। * নাসিকার স্ফীততা ও স্পর্শে বেদনা (নাইট এসি, রস) * নাসিকার অভ্যন্তরের স্ফীততা, শুষ্কতা ও অবরুদ্ধতা ; ও ক্ষত। নাসিকার পলুপাস (ক্যাল্ক)। ঘ্রাণাসহ্যতা (বেল, গ্রাফ, এগার, লাইকো) ; বিশেষতঃ শিরঃপীড়া সহ পর্য্যায়ক্রমে তরল ও শুষ্ক প্রতিশ্যায় (এলম, নক্স, সিলি)।

মুখমণ্ডল।—* পাণ্ডুবর্ণ রুগ্ন মুখাকৃতি। মুখমণ্ডলের অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা, বোধ হয় যেন সেই সকল স্থান ছিঁড়িয়া যাইবে। মুখমণ্ডলে মণ্ডলাকার আরক্ততা, (ক্যাল্ক, স্ত্রাম, সলফ)। চক্ষু নিমগ্ন ও উহার চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল। ওষ্ঠ শুষ্ক (ব্রাই)।

মুখমধ্য।—গণ্ডস্থলের স্ফীততা সহকারে দন্ত বেদনা, (আর্ণ, ক্যামো, সিপি) দন্তমূল হইতে দন্তের স্বতন্ত্রতা ও সহজে রক্তস্রাব (আর্জ নাইট, কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো ভে), বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে (মার্ক, নাইট এসি)। জিহ্বা স্ফীত, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ (ওপি, ডিজেট)। ওষ্ঠ ও শুভ্র ; শুষ্ক ও লোহিত

(প্রস); শুষ্ক ও কণিশ-ক্ষেত্র (ব্যাপ্ট. প্রস); শ্বেত লেপাবৃত। (চেলি, লিক)। * শুষ্ক জিহ্বা; শুভ্র শ্লেষ্মাবৃত, (শুষ্ক জিহ্বা; জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ও বিদারিত হয়, আর্স, লাইকো, মার্ক, ভিরেট।—লাইক দ্রষ্টব্য) * স্তন্যদায়িনীদিগের * মুখক্ষত।

গলমধ্য।—গলদেশে জ্বালা, (আর্স, ক্যাম্ফ, মার্ক।—শীতলতা; কার্বো ভে ভিরেট)—দিনে ও রাত্রিতে গলশোষ। * প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, (ন্যাক.ন্যাট মি।—রক্তাক্ত শ্লেষ্মা, লাইক)। জ্বালা বিবর্দ্ধিত ও ঈষৎ লবণাক্ত (এণ্ট-ক্রু, * মার্ক করো, সলফ) অথবা ঈষৎ মিষ্টস্বাদ (*প্লম্ব, পলস)।

আমাশয়।—* অতিশয় শীতল পানীয় দ্রব্যের পিপাসা। আহারের অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় ক্ষুধা, (সিকিউ, মার্ক, ষ্টাফ।—আহারান্তে পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব, স্তাঙ্গ, সার্স।—অতিশয় পূর্ণতা অনুভব, চায়না, * লাইক, নক্স) আহারের পর মুখে অম্ল আস্বাদ, (লাইক, পলস;—সমুদায় আহারীয় * পানীয় দ্রব্যের তিক্ত আস্বাদ, * ব্রাই, কলো।—অম্ল আস্বাদ, নক্স ভ, পলস) * আহারান্তে অম্ল উদ্গার, (ব্রাই, ক্যাম্ফ, কালী বা।—তিক্ত উদ্গার, বেল, চায়না, নক্স ভ) * আহারান্তে বাতোদ্গার, (*আয়োডি, হিপার) ভুক্ত দ্রব্য অম্ল হইয়া উঠিয়া পড়ে, (নক্স ভ, সলফ।—তিক্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে, ব্রাই, মার্ক) * পিত্ত বা অম্লদ্রব্য বমন (*ইপি, নক্স) * পিত্ত দ্রব্য পাকাশয়ে উষ্ণ হইবামাত্র বমন হইয়া পড়ে। * ভুক্ত দ্রব্য বমন (ইপি, ক্রিয়োজ প্লম্ব, ভিরেট); পিত্ত ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত রক্তবমন (নাইট-এসি); কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন (প্লম্ব)। স্পর্শ করিলে বা বিচরণ সময়ে পাকাশয়প্রদেশে বেদনা, (আর্স, ব্রাই, মার্ক) * পাকাশয় গহ্বরের উপরে গুরুবস্তুর চাপের ন্যায় চাপানুভব। পাকাশয়প্রদাহ, ও তৎসহকারে গলা ও অন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জ্বালা, (আর্স, ক্যাম্ফ, মার্ক)।

উদর।—নিম্ন উদরে শীতলতা অনুভব, (আর্স পেট, সিকে, সিপি) নিম্ন উদরে জ্বালা, (ক্যাম্ফ, ল্যাক, সিপি, সিলি।—আর্স দ্রষ্টব্য) * অন্ত্রে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। নিম্ন উদরে আবদ্ধ বায়ু; উচ্চ অন্ত্র-কূজন (লাইকো);

* অতিশয় বায়ু নিঃসরণ। (এলো, সিঙ্ক, লাইকো)। * নিম্ন উদরে [illegible] শয় দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব (সিপি, ষ্টান)।

মল ও মলদ্বার।—* দীর্ঘাকার, অপ্রশস্ত, শক্ত, কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায়, কষ্টে নিঃসারিত মল (কষ্ট প্রণ।—* মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল, চেল, প্লম, রুটা, ভার্ব্বাস।—ওপিয়ম দ্রষ্টব্য) পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসার, এণ্ট ক্রু) বেদনা শূন্য, দুর্ব্বলকর অতিসার, প্রাতঃকালে উহা বৃদ্ধি পায়, এপিস * পডো, সলফ) * দুর্ব্বলকর নয় এ প্রকার বেদনাশূন্য অতিসার, ফস এসি)। * বিবর্ণ আমময় মল ; * শুভ্রবর্ণ, জলবৎ, ও সাগুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট মল, (সিদ্ধিগোলা জলের ন্যায় সবুজবর্ণ মল, * ম্যাগ কা) ধূসরবর্ণ মল (ফস এসি), ঈষৎ শুভ্র পীতবর্ণ ও পনিরের স্থায়দলাসংযুক্ত জলবৎ মল ; আম ও রক্তস্রাব সংযুক্ত জলবৎ মল। অজীর্ণদ্রব্য মিশ্রিত মল বিশিষ্ট পুরাতন বেদনাশূন্য অতিসার, (চায়; ফির, ফস-এসি, পডো) রক্তময় মল, (ক্যাপ, কলচ, কলো, * মার্ক) * অজ্ঞাতসারে মলস্রাব (আর্ণ, আর্স, কার্ব্বো, হাইয়স), মলদ্বার বিকসিত হইয়া থাকে, (এপিস)।

মূত্র।—লোহিতবর্ণ রেণুপাত সহকারে কপিশবর্ণ মূত্র; (লাইকো)। * রক্তমূত্র [আর্ণ, ক্যাস্থ, কলচ, হেমে)। অণ্ডলালময় মূত্র (মার্ক-করো, কাইটো, প্লম)। মূত্রে ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, [চায়, ন্যাট-মি, পলস।—মলিন কপিশ মূত্রে শুভ্রবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ, ক্যাল্ক-কা, সিপি) বসাবিন্দুযুক্ত মূত্র।

জননযন্ত্র।—[পুং]—* স্ত্রী-সংসর্গের অনিবার্য্য ইচ্ছা, (ক্যাল্ক-কা, ক্যাস্থ, নক্স-ভ।—সঙ্গম-প্রবৃত্তির ন্যূনতা, আর্জ্জ, হিপার, লাইকো]। অতিশয় উত্তেজনা ও হস্ত-মৈথুনের পরবর্ত্তী ধ্বজভঙ্গ [সিঙ্ক, ফস-এসি], বস্তি কোটরের মধ্য দিয়া প্রসবদ্বার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত সূচীবেধ। * নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব, [কোন, ন্যাট-মি, সিল।—অনেক পরে অতি অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব, গ্রাফ, হিপার, * পলস।—অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব, * বেল, * ক্যাল্ক-কা, নাইট-এ-সি, স্যাবি) অধিক পরিমাণ দাহকস্রাব বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর) রক্ত-নিষ্ঠীবন, অথবা নাসিকা, মলদ্বার বা মূত্রদ্বার হইতে রক্তস্রাব বিশিষ্ট রজো-

বিলোপ। [ব্রাই, হেমে]। কঠিনতা সহ স্তনের ক্ষত [কোনা) ; ঈষৎ নীলবর্ণ (ল্যাকে] ; জ্বালা, হুলবেধ ও জলবৎ দুর্গন্ধিস্রাব বিশিষ্ট স্তনের নাড়ী ব্রণ। (সিলি)।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ, (কার্ব্ব ভে, * কষ্ট, * আয়োডি, সলফ।—সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ, ক্যালক কা, কালীবা, ল্যাক) সম্পূর্ণ স্বরলোপ, (বেল, ব্যাপ্টি, মার্ক, সলফ) * স্বরভঙ্গ প্রবল প্রতিশ্যায়, (ক্যাস্টো, মার্ক, সলফ] * স্বরযন্ত্রে বেদনা বশতঃ কথা কহিতে অক্ষমতা, (বেল, ড্রোস। গল কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট কাস ; শীতল বায়ুতে, উচ্চ স্বরে পড়িলে, কথা বলিলে, হাসিলে, কিছু আহার বা পান করিলে এই কাস বৃদ্ধি পায় (চায়, ড্রোস। পানাহারে উপশমিত হয় এরূপ কাস, স্পঞ্জ), অপ্রগাঢ় লোহিতবর্ণ, লৌহ কলঙ্কের ন্যায় বর্ণ, অথবা রক্তময়, ফেনিল নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, (* ব্রাই, রস, স্কুইল।—শ্লেটের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট কাস, কালী বা।—ধূসরবর্ণ লবণাক্ত কাস, ব্যারাই কা, লাইকো।—হরিদ্বর্ণ কাস লাইকো, ফস, পলস।—রক্তচিহ্ন বিশিষ্ট লেহবৎ কাস, লরো।—মিষ্টস্বাদ হরিদ্বর্ণ কাস, ষ্টান, সলফ।—লবণাক্ত, দুর্গন্ধ, পূযময় কাস, কালীবা, নাইট্ এসি, সিপি, লাইকো, কার্ব্বো।—স্বচ্ছ, দুঃশ্ছেদ্য কাস, কির, * কালী-বা।—পীতবর্ণ কাস ইয়ে, ফস এসি, পলস, ষ্টান) * শুষ্ককাস সহকারে বক্ষঃস্থলে আকৃষ্টবৎ অনুভব, (পলস) * বক্ষঃস্থলে তীব্র সূচীভেদ, লৌহ কলঙ্কের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট নিষ্ঠীবন, আয়াসিত, দ্রুত ও ব্যাকুল শ্বাস লক্ষণাপন্ন (বাম পার্শ্বের ফুসফুস প্রদাহ, (* বেল দেখুন) বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব ও পূর্ণত্ব অনুভব, (ক্যাপ্স কা, পলস, * সিপি।—শূন্যতা অনুভব, কক, ক্রোটি, জিঙ্ক), * দুস্ব আয়াসিত ব্যাকুলিত শ্বাস ; তৎসহ বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তা ও যাতনা। * ব্যাকুলতা ও যাতনা সহ বক্ষঃস্থলে রক্ত-সঞ্চয়। * বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব অনুভব, বোধ হয় যেন কোন গুরু বস্তু বুকের উপর রহিয়াছে। (কির, নক্স)। * বিলেপী জ্বরসহ ফুস ফুসের গুটিকা রোগ। বক্ষঃস্থলের উপর পীতবর্ণ চিহ্ন, (কপিশবর্ণ চিহ্ন, লিপিয়া)।

পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে জ্বালাবৎ বেদনা, (ল্যাক, ম্যাগ কা।—পৃষ্ঠ যেন ভগ্ন

হইবে এরূপ বেদনা, ক্রিয়ে, ক্যালমিয়া) পৃষ্ঠে জ্বালা, (আর্স ।—স্কন্ধে জ্বালা; লাইকো।—স্কন্ধে শীতলতা এম-মি) * পৃষ্ঠের কসেরুকায় চাপ দিলে বেদনা (এগার) ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—সন্ধ্যাকালে ও প্র[redacted] শয্যায়; বাম পার্শ্বে শয়নকালে আকুলতা সহ * প্রবল হৃৎস্পন্দ। (ন্যাট-কা, ন্যাট-মি) হৃৎপিণ্ডের ধসফস শব্দ। বক্ষঃস্থলের অস্থির মধ্যভাগে ও হৃৎপিণ্ডের নিকটে চাপ। দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী; ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল সহজে চাপ্য নাড়ী।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—স্কন্ধ সন্ধিতে ও কূর্পরসন্ধিতে (কনুই) সূচীভেদ। হস্তে খল্লী। নিম্নাঙ্গের গুরুত্ব। উরু ও পদাঙ্গুলীর অবশতা, * পা জ্বালা। (ক্যালক-কা, সল্ফ) সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা। যৎসামান্য শরীর চালনায় অঙ্গ কম্পন। হস্ত কম্পন (এগার, ক্যালক) ।

দেহ ।—* অতিশয় শীর্ণতা। (আর্স, ফির, গ্রাফ, আইয়োড, ন্যাট-মি)। * কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারা যায়। (কেবল বামপার্শ্বে মার্ক)। শরীরের নানাস্থান ও নানাযন্ত্র হইতে রক্তস্রাব। (ক্রোটে, ক্রোক)। * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব। * সমস্ত শরীর যন্ত্রের অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা (আর্স, ফির, সিঙ্ক। * সমস্ত শরীরে কষ্টজনক গুরুত্ব। * রাত্রিতে বামপার্শ্বে শয়নে উৎকণ্ঠা জন্মে। সহজে সর্দ্দি লাগে। (ক্যালক, কালী কা, সিলি) ।

নিদ্রা ।—আহারের পরে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, (ব্রাই, লাইকো, নক্স-ভ, অতিশয় নিদ্রালুতা, তন্দ্রা-দোষ, (ওপি দ্রষ্টব্য) স্বপ্ন-সঞ্চরণ। দুই প্রহর রাত্রির * পূর্ব্বে নিদ্রাহীনতা ও অস্থিরতা। উৎকণ্ঠা বা অশ্লীলতা পূর্ণ স্বপ্ন। দিবাভাগে নিদ্রালুতা রাত্রিতে অস্থিরতা।

জ্বর ।—দ্রুত ও পূর্ণনাড়ী, অথবা ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ নাড়ী। সর্ব্বাঙ্গে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শীত, তৎসহ পিপাসাহীনতা, (ইগ্নে, পলস), অগ্নিসেবনে শীত উপশমিত হয় না, (বেল, নক্স-ভ।—বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম; আর্স, * ইগ্নে, কালী কা) পিপাসার অভাব, এবং অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা,

রাত্রে জ্বরের উত্তাপ ও ঘর্ম। রাত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা, * রাত্রে শয্যায় জানুর শীতলতা। * তন্দ্রাদোষ, শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা ও ওষ্ঠ এবং বিকসিত মুখ লক্ষণাপন্ন সন্নিপাত জ্বর। * নৈশঘর্ম (সিপ, মার্ক); নিদ্রাবস্থায় অতিশয় ঘর্ম (সিক); * প্রাতঃকালে শয্যায় অতিশয় ঘর্ম (ক্যাল্ক, নাইট্র-এসি); * স্বল্পসামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম। (ক্যালক, লাইকো, ক্স, ফস্ফোর, সিপি, সিলি)। শীতল আঠাবৎ ঘর্ম। (আর্স, ক্যাম্ফ, মার্ক)।

চর্ম্ম।—সর্ব্বশরীরের জ্বালাকর কণ্ডুয়ন, (কালী-কা) স্রাবহীন দদ্রু, (ক্যালক কা, কালী কা, সলফ।—স্রাববিশিষ্ট দদ্রু ও উদ্ভেদ, ক্রিয়ো, * লেডম, কালী-কা, মার্ক। আঠাল স্রাব বিশিষ্ট উদ্ভেদ, * গ্রাফ।—অথবং স্রাববিশিষ্ট উদ্ভেদ, ডলকে)।

উপচয়।—* দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে, * ঝড় বৃষ্টির সময় * বাম পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শয়নে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।

উপযোগীতা।—দীর্ঘকায়া, ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—শারীরিক রসাদির ক্ষয় বশতঃ দুর্ব্বলতা, (চায়না, ক্যালক-কা, ফস এসি); অতিশয় স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, ও কম্পন, (কক, প্লাট, স্ট্যানো, * জেলের)। অতিশয় শীর্ণতা (আর্স, ব্যারাইটা কা, লাইক) * সামান্য ক্ষত হইতে অধিক রক্তস্রাব, (ল্যাক) সন্ধ্যাকালে ও আলোকে রোগের বৃদ্ধি, (আলোকে উপশম প্রাপ্তি, ষ্ট্রামো) অন্ধকারে উপশম, (ষ্ট্রামো, স্টাফ।—অন্ধকারে ভয়, কষ্ট) নিদ্রার পরে বৃদ্ধি, এপিস, ল্যাকি, ওপি, জিরেট)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—উত্তেজক, কামোদ্দীপক; মূত্র ও ঘর্ম্ম কারক। বাহ্য প্রয়োগে দাহক। অধিক দিন সেবন করিলে দৌর্ব্বল্য ও অকালবার্দ্ধক্য জন্মে। বিষ মাত্রায়, এতদ্বারা অতিশয় পিপাসা, বিবমিষা, পাকাশয়ে বেদনা ও বমন উৎপন্ন হয়; বাহ্য দ্রব্যে রসুনের গন্ধ থাকে ও তাহা অন্ধকারে জ্যোতিঃ বিশিষ্ট দেখা যায়। মৃত দৈহিক পরীক্ষায় যকৃতের মেদাপকর্ষ দৃষ্ট হয়। ধ্বজভঙ্গ, মস্তিষ্কের কোমলত্ব, ও জ্বরাদি রোগের

অথবা অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। এক আউন্স বাদামের তৈল বা কড্‌-লিভার অয়েল সহকারে দশগ্রেণ মিশ্রিত করিয়া তাহার ৫—১০ মিনিম কদকরাদের মাত্রা।

ফাইটো ল্যাক্কা ডিকেণ্ড্রা—পোকউইড।

ফাইটোল্যাক্কা ডিকেণ্ড্রা ফাইটোল্যাকেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার মূল, পত্র ও ফল হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিমণ্ডলে, বিশেষতঃ গল-গ্রন্থি ও স্তনে এবং মাংসপেশীর তান্তব ও শ্লৈষ্মিক বিধান-উপাদানে ফাইটোর বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। অস্থি-বেষ্ট ও চর্ম্মেও পারদ বা উপদংশবিষের ন্যায় ইহার প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ফাইটোল্যাক্কা দ্বারা সাধারণতঃ প্রদাহ উৎপন্ন হয়, এবং সেই প্রদাহ তান্তব-বিধানে আমবাত; এবং শ্লৈষ্মিক ও গ্রন্থিল বিধানে ক্ষত ও পূয জন্মায়।

অধিকার।—ঝিল্লিক প্রদাহ ও গলদেশের অন্যান্য রোগ, স্তনের স্ফোটক; নাড়ী ব্রণ ও উপদাহ; প্রাচীন আমবাত। উপদংশীয় রোগ; অস্থিবেষ্ট প্রদাহ; স্নায়ু-শূল; চক্ষু-প্রদাহ; গ্রন্থির স্ফীততা ও পূয়োৎপত্তি; অর্শ; জরায়ু-প্রদাহ; উপদংশ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ঝিল্লিক-প্রদাহ (ডিফথিরিয়া)।—ফাইটোর বিষক্রিয়ায় গল-মধ্যের উপদাহ জন্মে, গলকোষ অতিশয় আরক্ত ও তালুমূল স্ফীত হয়; অতএব অমুৎকট ঝিল্লিক প্রদাহ রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজ বলেন যে তীব্রজ্বর, এবং মস্তক, পৃষ্ঠ ও অঙ্গে বেদনা লক্ষণাপন্ন ডিফ-থিরিয়াতেই ফাইটো বিশেষ উপযোগী, দুর্গন্ধ নিঃসরণশীল সাংঘাতিক রোগে ইহা তত ফলপ্রদ নহে। ঝিল্লিক প্রদাহ ও তদ্রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট গলপ্রদাহে, রোগারম্ভে যখন গলায় স্পর্শাসহতা, কোমল তালু ও তালুমূলের স্ফীততা জন্য শ্বাসরোধের উপক্রম এবং পশ্চাৎ-তালুর অগ্নিশিখাবৎ আরক্ততা বিদ্য-মান থাকে তখন এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। শীত ঋতুতে যখন

এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে তখন রোগের পূর্ব্বরূপ সূচক গলশোষ ও গাত্রবেদনা অনুভূত হইবামাত্র ফাইটো (৩x) সেবন করা উচিত; অথবা কতিপয় বিন্দু উগ্র অরিষ্ট দশ কাঁচ্চা জলে মিশ্রিত করিয়া বাষ্পাঘ্রাণ, কবল বা ধৌতরূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্তনস্ফোটক।—আমেরিকায় গো-স্তনের প্রদাহজনিত রক্তসঞ্চয় ও স্ফীতত্তা দূরীকরণার্থে এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া ডাঃ হেল নারীস্তনের ঈদৃশ অবস্থায় ফাইটো প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ফলতঃ ফাইটো সম্ভবতঃ স্তনস্ফোটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি। প্রদাহের প্রথমাবস্থায় এবং পূযোৎপত্তি ও নালীক্ষত হইলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। সেবন, ও ধাবন বা মলম আকারে বাহ্য প্রয়োগ হয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে তিনি আশঙ্কিত স্তনস্ফোটকে ব্রাইওনিয়া ভিন্ন বড় অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করেন না। তবে ব্রাইওনিয়া দ্বারা স্ফোটক বিলীন না হইলে অগত্যা ফাইটো প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাঃ হেল উপদাহ বিশিষ্ট স্তনার্ব্বুদেও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন।

আমবাত।—ডাঃ হেলের পরীক্ষায় জানা যায় যে মেজেরিয়মের ন্যায় ফাইটোবও অস্থিবেষ্টে বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এবং গৌণ উপদংশজাত বাত ও চর্ম্মরোগের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব রোগাক্রান্ত অঙ্গে স্রাব, বেদনা ও শীতলতা, উষ্ণতায় ও বর্ষাকালে বেদনার বৃদ্ধি, এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থি বিবর্দ্ধন, এই সকল লক্ষণ সম্পন্ন পুরাতন বাত, স্নায়ুকোষ অথবা অস্থির আবরণ বিধানের আমবাতজনিত উপদাহ, স্ফীত, ব্যথিত, আরক্ত ও চাকচিক্যময় সন্ধি, সঞ্চালনে অতিশয় বেদনা অনুভব এবং এই বেদনার রাত্রিতে বৃদ্ধি; বক্ষঃপঞ্জরের বাত, গ্রীবাস্তম্ভ; কটিবাত; অধঃশাখার বাত ও স্নায়ুশূল জনিত পীড়ায় ফাইটো উপকারী। ফলের অরিষ্টই বাতরোগে বিশেষ উপযোগী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মস্তক।—উপদংশ জনিত শিরোবেদনা। মস্তকের তরুণ প্রভৃতি স্রাব। নাসিকা।—পূতিনস্য, ও উপদংশ জনিত নাসা-ক্ষত। কর্ণ।

— কর্ণমূল-শোথে কাইটো বিশেষ উপযোগী। চক্ষু।— কণ্ডুয়ন, বেদনা, অক্ষিপুটের রক্তাভ নীলবর্ণ স্ফীততা প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন পুরাতন চক্ষুপ্রদাহে এই ঔষধের ব্যবহার আছে। শ্বাসযন্ত্র।— অপ্রকাশিত প্রতিশ্যায়-জনিত গলরোগ। পরিপাকযন্ত্র।— পারদজনিত লালাস্রাব ও দন্ত বেদনা; ক্ষীণ ও বিষম-হৃৎ-ক্রিয়া এবং লোলিত মাংসবিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের কোষ্ঠবদ্ধ। ত্বক।— প্রাচীন ক্ষত ও পীড়কা, মস্তকের দদ্রু, পাঁচড়া, আঙ্গুলহাড়া, এবং উপদংশজনিত চর্ম্মরোগে এই ঔষধির আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগ হয়। মেদার্ব্বুদে কাইটো মিসারিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করা যায়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।— জীবনে উদাসীনতা। সম্পূর্ণ লজ্জাশূন্যতা (হাইয়স)।

মস্তক।— ঘূর্ণনসহ সম্মুখ ও পশ্চাৎ কপালে এবং মস্তকের শিখরদেশে অনুগ্র ও ভারবোধবৎ বেদনা; অন্ধকার-দৃষ্টিসহকারে শিরোঘূর্ণন; মস্তকের উপর বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনার আধিক্য। বমনেচ্ছা সহ শিরোবেদনা (আইরিস, নক্স, পডো, স্যাঙ্গ) কপালে ও ভ্রূর উপর বেদনার আধিক্য, সাতদিন অন্তর এই বেদনা উপস্থিত হয়। (সলফ)। সম্মুখ কপালে মস্তক বেদনা আরম্ভ হইয়া পশ্চাদ্দিকে প্রসারণ। দারুণক। (গ্রাফ, হিপা, মার্ক, নাইট-এসি, সিপি সলফ)।

চক্ষু।— কনীনিকা সঙ্কুচিত। (ওপি, মার্ক-করো, ফস)। দ্বিদৃষ্টি (অর, বেল, সিক, ষ্ট্রামো)। জালা ও কড়কড় সহ চক্ষে বালুকা পতনের ন্যায় অনুভব। (আর্স, কষ্ট, ইগ্নে, ন্যাট-মি, সলফ)।

নাসিকা।— এক নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ ও অপর নাসারন্ধ্র হইতে শ্লেষ্মাস্রাব। নাসা-মূলে আকর্ষণ অনুভব। (একন)। নাসিকার ও চক্ষে সর্দ্দি জন্মিবার ন্যায় অনুভব। (সেপ, ইউফ্রে)।

মুখমণ্ডল।— মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা। রাত্রিতে মুখমণ্ডল ও মস্তকের অস্থিতে বেদনা।

মুখ-মধ্য।— জিহ্বা খরস্পর্শ অনুভূত হয়; জিহ্বার উভয় পার্শ্বে ক্ষোট

[আ]বৃত কোস্কা, এবং * অগ্রভাগ অতিরিক্ত আরক্ত। (আর্জ, * আর্স, [বে]লস)। * গিলিবার সময় জিহ্বা-মূলে অতিশয় বেদনা। আঠাবৎ, ঈষৎ [পী]তবর্ণ, রজ্জুর ন্যায়, ধাতব আস্বাদবিশিষ্ট প্রভূত লাল।

গল-মধ্য।—* গলা-বেদনা; গল-কোষের রক্ত সঞ্চয়, ও মলিন [র]ক্তবর্ণ (এইল, * আর্জ্জ-নাই, ব্যাপ্ট); * গল-শোথ, তালু-মূলের স্ফীতভা। [বে]ল)। গল কোষের চারিদিকে গাঢ় শুভ্র ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা সহ প্রান্তে [কো]মল তালুর স্ফীততা। গিলিবার সময় গলায় যেন পিণ্ডাকার কিছু রহি[য়া]ছে এ প্রকার অনুভব। (বেল, ল্যাকে)। গলার অভ্যন্তরে ও তালু-মূলে অবদরণ অনুভব। (কার্ব্বো, কষ্ট, ফস, পলস, রুমেক্স)। গলার [শু]ষ্কতা, বেদনা ও কর্কশতা। গলশোষ ও তজ্জন্য কাস। গিলিতে কষ্ট; প্রত্যেকবার গিলিতে চেষ্টা করিলে কর্ণের ভিতরে অতিশয় তীব্রবেদনা। [গ]ল-মধ্য ও গলকোষ অপরিচ্ছন্ন, মলিনবর্ণ, কৃত্রিম ঝিল্লীতে আবৃত। (মার্ক-[বা]ইয়োড, নাইট এসি)।

আমাশয়।—বমন-চেষ্টা, তীব্র বেদনা ও উপশমার্থ মৃত্যু-কামনা সহ প্রবল বেগে সংযত রক্ত ও আঠাবৎ পদার্থ বমন।

মল ও মলদ্বার।—উদরে বেদনা ও খল্লী সহ প্রবল বমন ও বিরে-চন। শ্লেষ্মা ও রক্ত, অথবা অন্ত্রের খণ্ডের ন্যায় পদার্থ স্রাবী অতিসার। রক্তস্রাবী অর্শ। (হেমে, নাইট এসি)। সরলান্ত্রের ক্ষত ও বিদারণ। (নাইট এসি, ন্যাট মি)।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রে নাটকার ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ। অম্ল ও অণ্ডলাল-[ম]য় মূত্র। (কস, গ্রেফ, মার্ক করো)। বৃক্ক-বস্তি-প্রদাহ (পাইলাইটিস)।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—মৈথুনেচ্ছার বিরতি; পুরুষাঙ্গের শিথি-[ল]তা ও ধ্বজভঙ্গ। দুর্দ্দম্য তরুণ ও প্রাচীন প্রমেহ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা [প্রা]প্ত গৌণ উপদংশ। (মার্ক, নাইট এসি)। পুরুষাঙ্গে কঠিন উপদংশ [ক্ষ]ত। (মার্ক, * নাইট-এসি) (স্ত্রী)।—ঘন ঘন অতিশয় অধিক পরিমাণ [র]ক্তস্রাব। (এম-কা, আর্স, বোর, ক্যাল্ক, * বেল, * নক্স)। জরায়ু-[প্র]দাহ। (একন, বেল, হেমে, ফির, ইপি, স্যাবি)। বিদারিত বা অবদা-

রিত স্তনাগ্র। স্তনের প্রদাহ, কাঠিন্য, বা অস্বাভাবিক স্পর্শাধিক্য। স্তনের ব্রণশোথ (ফোঁড়া) ও নাড়ীব্রণ (নালীঘা); ঋতুকালে অথবা অন্যান্য সময়ে স্তনের অস্বাভাবিক কোমলতা ও স্পর্শাধিক্য।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রন্থির কাঠিন্য। গ্রীবাস্তম্ভ। বাহুতে ও হাতে বাতের বেদনা। অধঃশাখায় বাতের বেদনা। দীর্ঘাস্থির অস্থিবেষ্টে রাত্রিতে বেদনা। (মার্ক)।

দেহ।—অতিশয় অবসন্নতা। সমস্ত পেশীতে বেদনানুভব। (এক্স্ রাই, বস)। অস্থি ও গ্রন্থি প্রদাহিত ও স্ফীত। (এসাফ, হিপ, মার্ক, নাইট-এসি)।

ত্বক।—গৌণ উপদংশজনিত পীড়কা ও ক্ষত। (মার্ক, নাইট-এসি) শল্কবিশিষ্ট পীড়কা। দারুণক। বৃক। ক্ষত।

উপচয়।—রাত্রিতে সর্ব্বদা বেদনা বৃদ্ধি পায়।

উপশম।—শয়নকালীন অধিকাংশ লক্ষণের উপশম জন্মে।

ফিরম-আয়রণ—লৌহ।

রক্তের পার্থিব উপাদানের মধ্যে লৌহ প্রধান। সদৃশচিকিৎসায় বিশুদ্ধ লৌহের বিচূর্ণ অথবা এসেটেটস-অভ আয়রণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফেরি আইয়োডিডম, ফের-মিউরিয়েটিকম, ফেরি রিডাক্টম প্রভৃতিরও প্রয়োগ আছে। সাধারণতঃ শেষোক্ত লৌহেরই ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।—প্রথমতঃ লৌহ দ্বারা জীবনীশক্তির উত্তেজনা জন্মে, কিন্তু যাহারা লৌহ কণা মিশ্রিত নির্ঝরের জল পান করে তাহাদের শারীরিক অবস্থা দৃষ্টে প্রতিপন্ন হয় যে লৌহের পরিণাম ফল দৌর্ব্বল্যকর। এই সকল ব্যক্তিকে প্রায়ই নানা প্রকার পুরাতন রোগগ্রস্ত দেখা যায়। পক্ষাঘাত সদৃশ সর্ব্বাঙ্গীন বা একাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, হস্ত পদে প্রচণ্ড বেদনা, উদরের বিবিধ পীড়া, দিবানিশি ভুক্ত দ্রব্য বমন, ক্ষয়কাস, রক্তস্রাব সহ কাস, শারীরিক উত্তাপের অভাব, রজোলোপ, গর্ভস্রাব, পুংশক্তির হ্রস্বতা, রক্তদুষ্টতা, বন্ধ্যাত্ব,

স্নায়ু ও ধাতু বিকৃতির অন্যান্য লক্ষণ ইহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রবল। ইহাতেই প্রধানতঃ লৌহের ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ সমুদায় শারীরিক যন্ত্রে, বিশেষতঃ পরিপোষণযন্ত্রমণ্ডলে দুর্ব্বলতা ও বিধান-বিকার উৎপন্ন হয়। এবং মস্তক, ফুসফুস ও বস্তিকোটরে রক্তসঞ্চার; মূত্রমার্গ ও মূত্রাশয়গ্রীবায় উপদাহ জন্মে। রক্ত-স্বল্পতা সহ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—রক্তস্বল্পতা (এনিমিয়া), হরিৎপাণ্ডু (ক্লোরোসিস) ও এই দুই রোগের আনুষঙ্গিক পীড়া। কুইনাইন অপব্যবহারের মন্দফল; চা অপব্যবহারের মন্দফল; বিষমজ্বর; শোথ; রক্তসঞ্চয়, রক্ত-স্রাব; অগ্নি-মান্দ্য; যক্ষ্মা; শ্বাস-কাস; রক্ত-কাস; মূত্রাশয়-প্রদাহ; বৃক্কক প্রদাহ; পক্ষাঘাত।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

হরিৎপাণ্ডু (ক্লোরোসিস)।—যন্ত্রণা, ব্যাকুলতা, ক্ষুধামান্দ্য, মুখ, ওষ্ঠ ও গুলকের স্ফীততা, অল্পপরিমাণ জলীয় রজস্রাব অথবা রজোলোপ। লৌহের পরে গ্রাফ, সিপি, পলস ও ফেরনের সাহায্য আবশ্যক। ডাক্তার রডলাম সাইট্রেট অব আয়রণ ও ষ্ট্রিকনিয়া ৩দ, এবং ডাক্তার হলকোম্ব ফস্‌ফেট অভ-আয়রণ (১দ, চূর্ণ) ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন। এই রোগে জ্বর, শোথ ও অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে লৌহ অপেক্ষা আর্সেনিক অধিক উপযোগী।

রক্ত-স্বল্পতা (এনিমিয়া)।—চূর্ণ যেমন অস্থির উপাদান, লৌহও রক্তের সেইরূপ প্রয়োজনীয় উপাদান। এনিমিয়ায় রক্তের লোহিতকণার ন্যূনতা জন্মে। লৌহদ্বারা সেই ন্যূনতা দূরীকৃত হয়। সুতরাং রজঃদোষ, রক্তস্রাব, যথা প্রয়োজন আহার ও বায়ুসেবনের অভাব অথবা ক্ষয়কর রোগ যে কোন কারণে এনিমিয়া উৎপন্ন হয় তাহাতেই লৌহ বিশেষ ফলপ্রদ। এই রোগে লৌহ পথ্যস্বরূপও ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ঔষধ স্বরূপ লৌহ শূন্যোদরে এবং পথ্য স্বরূপ লৌহ আহারকালে ব্যবস্থেয়। স্বয়ম্ভূত অনিষ্টকর ও বিবর্দ্ধনশীল এনিমিয়ায় লৌহ উপযোগী নহে, আর্সেনিক ফলপ্রদ।

শোথ।—মৃৎপাণ্ডু বা স্বল্পরক্তবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের ক্রিয়া-বিকার জনিত শোথে পাণ্ডুর বা শ্যামবর্ণ ত্বক, দুর্ব্বলতা, আহারান্তে বিবমিষা ও কোষ্ঠরোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ফিরম ব্যবস্থেয়।

যক্ষ্মা।—লৌহের বিষক্রিয়ায় মস্তকের ন্যায় বক্ষঃস্থলেও রক্তসঞ্চয় হইয়া থাকে এবং অবিবেচনা পূর্ব্বক অতিমাত্রায় লৌহ সেবন করিলে ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব হয় ও যক্ষ্মা জন্মে। রক্তের স্বল্পতা, উদরাময়, অধঃশাখার শোথ, শীর্ণতা এই সকল লক্ষণ থাকিলে যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর শরীর-বিকার সংশোধন ও রক্ত নিষ্ঠীবন নিবারণার্থে ফেরি ব্যবস্থেয়। ১ম চূর্ণ বা টিংচার ফেরি-পারক্লোরাইড ব্যবহার করা যাইতে পারে। গল-কণ্ডুয়ন ও কাস সহ স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালী হইতে রক্তস্রাব হইলে ফেরি-এসেট অত্যন্ত উপকারজনক। ডাঃ কিড ও পোপ বলেন যে গলকণ্ডুয়ন বিশিষ্ট কাস ও বক্ষঃস্থলে যাতনা সংযুক্ত ফুসফুসের রক্তস্রাবে ফেরি এসিটেট প্রথম দশমিক ক্রম অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—স্নায়ুশূল; তাণ্ডবরোগ; রক্তের স্বল্পতা অথবা জরায়ুর ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা বশতঃ গুল্মবায়ু। রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র।—রক্তসঞ্চয় বা রক্তক্ষয় জনিত শিরঃপীড়া; (পাইরোফসফেট প্রথম দশমিক ক্রম) পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; (ফসফেট অব আয়রণ প্রথম ক্রম) শ্লেষ্মা প্রধান ব্যক্তিদিগের ক্ষত ও নীহারস্ফোট। হৃৎকম্প ও মূর্চ্ছা সহ রক্ত নিষ্ঠীবন। শ্বাসযন্ত্র।—গলকণ্ডুয়ন বিশিষ্ট কাস সংযুক্ত রক্তোৎকাস; ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব। পরিপাকযন্ত্র।—ক্ষুধামান্দ্য, শ্বেত বা পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা,—আহারান্তে পাকস্থলী ও অন্ত্রের পূর্ণতা ও ভার-বোধ, ঘন ঘন ভুক্ত দ্রব্য বমন, বৃথা মলবেগ সহ কোষ্ঠবোধ অথবা পিচ্ছিল রক্তময় মল, এবং কুন্থন লক্ষণাপন্ন প্রাচীন অতিসার; দৌর্ব্বল্যকর উদরাময়, অজীর্ণদ্রব্যস্রাবী উদরাময় (উচ্চক্রম); কৃমি; নীরক্ত শিশুদিগের সরলান্ত্র নির্গমন; রক্তের স্বল্পতাসহ পাকাশয়শূল। জনন ও মূত্রযন্ত্র।—মূত্রা-

শয়ের শ্লেষ্মাস্রাব রোগ ও লালামেহ (ক্লোরাইড অব আয়রণ); দিবাভাগে শিশুদিগের মূত্রাশয় গ্রীবার উপদাহিতা জনিত অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব (ফেরি-ফসফেট প্রথম বা তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ), ধ্বজভঙ্গ; বন্ধ্যাত্ব, শুক্রমেহ; রক্তের স্বল্পতাসহ রজঃস্তম্ভ; শ্বেতপ্রদর; জরায়ু বিপর্য্যয় ও জরায়ুভ্রংশ ইত্যাদি জরায়ুর স্থানবিচ্যুতি (আইয়োডাইড অব আয়রণ, প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ)। ডাঃ চসপার বলেন যে রক্তে লৌহের বিদ্যমানতা এবং উহার নানা স্থানে রক্তসঞ্চয় ও রক্তস্রাব করণের ক্ষমতা বশতঃ সকল প্রকার তরুণ রক্তাধিক্য বিশিষ্ট অবস্থায়, এমন কি রসক্ষরণের পূর্ব্বে প্রদাহে পর্য্যন্ত লৌহ প্রধান ঔষধ। তিনি ফেরিফসফেট ১২শ বিচূর্ণ ব্যবহার করেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—পাকাশয়গহ্বরে দপদপ সহ উৎকণ্ঠা। (পলস, সিপি); সামান্য প্রতিবন্ধকতায় উত্তেজনা (অরম, ইগ্নে); প্রত্যেক বিষয়ে রাগ বা অপ্রসন্নতা জন্মে (নক্স)।*

মস্তক।—উচ্চস্থল হইতে নামিবার সময়, অথবা প্রবাহিত জল দেখিবার সময় ভ্রমি, (উচ্চস্থানে উঠিবার সময় ভ্রমি, ক্যাল কা।—আসন হইতে উত্থান, শির অবনত বা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিবার সময় ভ্রমি, ব্রাই, পলস। —ঘুরিবার সময় ভ্রমি, কোনা) স্পন্দনশীল শিরঃপীড়া ও আরক্ত মুখমণ্ডল সহকারে মস্তকে রক্তসঞ্চয়, (একন, বেল) কাসিবার সময় মস্তকের পশ্চাৎ দিকে বেদনা।—(কপালে স্পন্দনশীল বেদনা, কার্ব্ব-ভে। —মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে ঐ প্রকার বেদনা, ক্যালক-কা)। *মস্তকে মুদ্গরাঘাত বা স্পন্দনের ন্যায় বেদনা।

চক্ষু।—অপ্রসন্ন, অপ্রখর ও অশ্রুপূর্ণ চক্ষু। (ইউফ্রে) জ্বালাকর বেদনাসহ আরক্ত চক্ষু।

নাসিকা।—প্রাতঃকালে ও মস্তক অবনত করিবার সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের ভষ্মবৎ পাণ্ডুবর্ণ অথবা ঈষৎ হরিৎ বর্ণ। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার পর যেরূপ হয় সেইরূপ পাণ্ডুর ও রুগ্ন মুখাকৃতি,

চায়না) মুখমণ্ডলে, বিশেষতঃ চক্ষুর চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ ও স্ফীততা। *অতিশয় দুর্বলতা সংযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠ। মুখমণ্ডলে পীতবর্ণ চিহ্ন। * মুখমণ্ডলের অগ্নিতুল্য আরক্ততা (স্থাবাড)।

মুখ-মধ্য।—সকল প্রকার কঠিন খাদ্যদ্রব্য শুষ্ক ও নীরস অনুভূত হয়।

গলমধ্য।—গলার অভ্যন্তরে আকুঞ্চন অনুভব।

আমাশয়।—মাংস ও অম্লে অরুচি, (অম্লদ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা, চায়না, ভিরেট।—ব্রাণ্ডী বা খটিকা সেবনের আকাঙ্ক্ষা, নাইট-এসি, নক্স-ভ। লবণাক্ত দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা, ক্যালক কা) উষ্ণদ্রব্য আহার বা পান করিতে পারা যায় না। আহার্য্য দ্রব্য সকলই তিক্তবোধ হয়, (ব্রাই, চায়না, পলস) তৈলাক্ত দ্রব্য আহার করিবার পর তিক্ত উদ্গার, (* পলস দ্রষ্টব্য)। * সকল প্রকার আহার্য্য দ্রব্যে অত্যন্ত অরুচি। (ইপি, এন্টি-ক্রু, নক্স, পলস)। দুই প্রহর রাত্রির অব্যবহিত পরে ভুক্ত দ্রব্য বমন। আহার করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বমন, (ব্রাই দ্রষ্টব্য) বান্ত দ্রব্যে অম্ল আস্বাদ। যৎসামান্য আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলে পাকাশয়ে চাপানুভব; (লঘু আহারের পর কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণতা অনুভব, * লাইক)।

উদর।—নিম্ন উদর পূর্ণবোধ হয়, * চায়না) রাত্রিতে নিম্ন উদরে আধ্মান-শূল। স্পর্শ করিলে অন্ত্র ব্যথিত বোধ হয়, যেন ঘৃষ্ট (মার্ক) অথবা বিরেচক ঔষধ দ্বারা দুর্ব্বলীভূত হইয়াছে।

মল।—মলদ্বার জ্বালাকর জলবৎ অতিসার, (চায়না, ফস-এসি, * পডো) বারংবার সূত্র-কৃমি মিশ্রিত আঠাবৎ শ্লেষ্মা স্রাব (অধিকন্তু * সিনা, স্পিজি, * সলফ) * জলবৎ মল (আর্স, পডো, সিক) * তৎসহকারে কুন্থন বা কুন্থনের অভাব, এবং মলস্রাবের পূর্ব্বে বেদনা বা বেদনার অভাব কিন্তু * সর্ব্বদাই অতিশয় আধ্মান এবং আহার বা পানান্তে বৃদ্ধি। (* এলোজ, * কলোস)। কোষ্ঠবদ্ধ;

মূত্রযন্ত্র।—যকৃৎ, বক্ষঃস্থল, ও বৃককে বেদনা; এবং মূত্রাশয়ের গ্রীবা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত মূত্রমার্গ কণ্ডূয়ন সহকারে মূত্র-প্রবৃত্তি। বিশেষতঃ দিবা-ভাগে অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব;

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—ধ্বজভঙ্গ, (হস্তমৈথুনের পর, ফস।—প্রমেহের পর, থুজা) স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্রাব, (অতিশয় দৌর্ব্বল্যকর রেতঃস্রাব চায়না, * ফস-এসি)। (স্ত্রী)।—অধিক পরিমাণে ও অধিককাল স্থায়ী রজঃস্রাব, (* বেল, ক্যালক,ইপে) * ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে চলবেধবৎ শিরোবেদনা, কর্ণনাদ এবং জরায়ু হইতে দীর্ঘাকার খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা স্রাব। দুর্ব্বলা স্ত্রীদিগের প্রসবের ন্যায় বেদনা সহকারে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, নিঃসারিত রক্তের কতকাংশ তরল কতকাংশ সংযত, (*স্যাবি)। বেদনা ও অবদরণজনক জলমিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতপ্রদর, (কোনা)।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ; প্রায় স্বর-নাশ। (কষ্ট)। গল-মধ্যের খরস্পর্শতা। * শ্বাস-কষ্ট ও বক্ষঃস্থলের যাতনা, বোধ হয় যেন কেহ বুকের উপর হাতদিয়া চাপিতেছে। (নক্স, ফস)। * দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট আক্ষেপিক কাস (চায়না, সিল।—দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা ও সেই শ্লেষ্মা সূত্রবৎ টানিয়া বাহির করিতে হয়, * কালী-বা। প্রাতঃকালে কাস, আহারান্তে উহা উপশমিত হয়, (কিছু পান করিলে কাস উপশমিত হয়, কষ্ট; স্পঞ্জ।—শীতল দ্রব্য আহার বা পান করিলে কাস উদ্রিক্ত হয়, হিপার) কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে সূচীবেধবৎ যাতনা। ভুক্তদ্রব্য বমন সহকারে আহারান্তে কাস (ডিজি, রস) * স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে বেদনা সংযুক্ত রক্তকাস, আস্তে আস্তে ইতস্ততঃ বিচরণে উহা উপশমিত হয়, (অল্পমাত্র পরিশ্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, ইপি) বক্ষঃস্থলে পূর্ণতা ও আকৃষ্টতা, (ক্যাব, * ফস, পলস, * ষ্টাফ)।—শূন্যতা * কক, গ্রাফ)।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া। ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল নাড়ী, মৃদু নাড়ী (ডিজি, ওপি)। হৃৎস্পন্দ, আস্তে আস্তে বেড়াইলে উহা উপশমিত হয়

দেহ।—অতিশয় শীর্ণতা (আর্স, * ফস)। * অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা; সহজেই শ্রান্তি হয়। (আর্স, সিঙ্ক)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—বাম স্কন্ধসন্ধিতে অবশকর বেদনা, বাহু সঞ্চালন করিতে পারা যায় না, (দক্ষিণ স্কন্ধে, স্যাঙ্গু) স্কন্ধসন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা। রাত্রিকালে বক্ষঃসন্ধি হইতে উরু পর্য্যন্ত ছিন্নকর ও চলবেধবৎ বেদনা, অঙ্গ

অল্প সঞ্চালনে এই বেদনার উপশম জন্মে (বস) বিশ্রামকালীন গুলফদেশে আক্ষেপ। পদের জলপূর্ণ স্ফীততা। রাত্রিতে জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে খল্লী; পদতলে ও পদাঙ্গুলীতে খল্লী। (সলফ)।

জ্বর।—পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী। বারংবার অল্পকাল স্থায়ী কম্পন, শীত, ও স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের ন্যূনতা, (লেড) বিষম জ্বর (কুইনাইন অপব্যবহারের পর জ্বর) ও তৎসহকারে মস্তকে রক্তসঞ্চয়, শিরা প্রসারণ, ভুক্তদ্রব্য বমন এবং প্লীহার স্ফীততা। দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রচুর ঘর্ম্ম।

ত্বক।—পাণ্ডুবর্ণ, পীতবর্ণ, মলিন (মার্ক), শুষ্ক, লোহিত ত্বক। (আর্সেনিক)।

নিদ্রা।—রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা।

উপচয়।—রাত্রিতে; প্রাতে, আহার ও পানের পর, বিশ্রামকালে; বিশেষতঃ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, গোলমালে; আলাপে; উত্তাপে; ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

উপশম।—অল্প অল্প শরীর সঞ্চালনে, ও নির্জ্জনতায় উপশম প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।—যে সকল ব্যক্তিদিগের শরীর দুর্ব্বল ও স্নায়ু প্রধান অথচ যাহাদের মুখমণ্ডল অতিশয় আরক্ত তাহাদিগের পক্ষে, সুকুমার দেহ অল্প রক্ত স্ত্রীদিগের পক্ষে; ও রক্ত প্রধান ধাতু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—দুর্ব্বল রোগী। * অল্পমাত্র পরিশ্রম বা মনোভাবে মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠে। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু, (অপিচ ক্যাল-কা) রক্তস্রাব প্রবণতা। * মৃদুবিচরণে সর্ব্বদাই উপশম প্রাপ্তি, (রাষ্ট)।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—বলকর, রক্ত ও আয়ুবর্দ্ধক, নেত্রের হিতকর, শরীরের স্থূলত্ব নাশক ও বায়ুবর্দ্ধক। ইহা দ্বারা কফপিত্ত, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বলকারক, সঙ্কোচক ও রক্তরোধক।

অধিক মাত্রায় পাকাশয় প্রদেশে ভার, বেদনা ও অসুখ বোধ হয় এবং অন্ত্রমধ্যে বেদনা, ভেদ ও বমন উপস্থিত হয়। স্রাবণ ক্রিয়ার আধিক্য ও তৎসহযোগে স্থানিক শৈথিল্য থাকিলে; রক্তের লোহিত কণিকার পরিমাণ অল্প হইলে, ও জীবক্রিয়া জনিত রোগ সমূহে লৌহ ব্যবহৃত হয়। লৌহের মাত্রা, ২ ৫ গ্রেণ। সম্প্রতি অব [illegible] যে সকল প্যাটেণ্ট ঔষধ বাহির হইতেছে সম্ভবতঃ লৌহই [illegible] প্রধান উপাদান। ডি, গুপ্তের 'কলেরা পরিবর্ত্তে', বটকৃষ্ণের 'জ্বরাঙ্কুশ', ও ঢাকার লালমোহন সাহার 'সর্ব্বজ্বরগজসিংহ' বোধ হয় এই জন্যই [illegible] করিত।

ফিরম ফস্ফরিকম — ফসফেট অব আয়রণ।

আময়িক প্রয়োগ। — যে সকল বালকেরা দুর্ব্বল, বিবর্ণ, অনাবিষ্ট অপ্রফুল্ল ও বালকস্বভাবসুলভ ক্রীড়া কৌতুকে বিরত এবং যাহাদের ক্ষুধা মন্দ তাহাদের পক্ষে এই ঔষধি অত্যন্ত উপকারী। ক্রিমি বিনা অন্য কোন রোগের চিহ্ন দেখা যায় না, অথচ কপালে বা পাকাশয়ে বেদনা, মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ, ঈষৎ মলাবৃত জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাংসের দৃঢ়তা থাকে বটে কিন্তু শরীরের ভার ও শক্তির লাঘব জন্মে। ফসফেট অভ-আয়রণ দ্বারা যে কেবল শারীরিক [illegible] ক্রিয়ার উৎকর্ষ জন্মে এমন নহে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বলেও অন্যান্য ঔষধের [illegible] ইহাতে বিশেষ সাহায্য হয়। এতদ্বারা কোষ্ঠরোধ সংশোধিত হয়। মূত্রাশয় গ্রীবার উত্তেজনা বশতঃ দিবাভাগে অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাবে এই লৌহ বিশেষ উপযোগী।

আয়রণ ও সলফার। — ফসফেট অভ আইরণ এবং সলফারের সংক্ষেপতঃ প্রভেদ এই, — মাংস দৃঢ়, বদন সুকুমার, কেশ রুক্ষ ও কুঞ্চিত থাকিলে আইরণ ব্যবহার্য্য, মু[illegible] ত্বক মলিন, মাংসপেশী শিথিল, কেশ দীর্ঘ ও শীর্ণ এবং ত্বক আর্দ্র থাকিলে সলফার প্রযোজ্য।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া। — রক্তজনক, পরিবর্ত্তক, ও বলকারক। দৌর্ব্বল্য, রক্তস্বল্পতা, অস্থি বিকৃতি ও মধুমেহ আদিরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বার্ব্বেরিস ভলগেরিস—বারবেরি।

ইহার বৃহৎ মূলের বল্কল অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—বারবেরি গ্রন্থিলস্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া শিরার কৈশিকায় রক্তাধিক্য জন্মায় এবং যকৃৎ, বৃক্কক ও মূত্রযন্ত্রের আবরণ ঝিল্লীতে বিশেষ ক্রিয়া দর্শায়। গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং পেশীমণ্ডলেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—মূত্ররোগ সহ বাত; পিত্তশিলা; বৃক্কক প্রদাহ; বৃক্কক-শূল; তালুমূলপ্রদাহ, পৈত্তিক উপদ্রব, পাণ্ডু।

আময়িক প্রয়োগ।—বার্ব্বেরিস সেবনে পিত্তশিলা ও মূত্রশিলা নির্গমনের যাতনা ও যকৃতের রক্তসঞ্চয় উপশমিত হয়। পিত্তপ্রণালী ও মূত্রপ্রণালীতে বেদনা ও জ্বালা অনুভূত হইলেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে উরুদেশে অত্যন্ত বেদনা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। বার্ব্বেরিসের মূল অরিষ্টই অধিক ফলপ্রদ। বার্ব্বেরিসের উপকার বার্ব্বেরিস পর্য্যায়ে [illegible] ও আপেল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—উদাসীনতা (কস, কস-এসি)। মস্তক।—শিরোঘূর্ণন। মস্তক যেন বড় হইতেছে এ প্রকার অনুভব। কপালে ও কপালপ্রান্তে ছিন্নবৎ স্থানপরিবর্ত্তনশীল বেদনা (পাল্স)। দক্ষিণ শঙ্খদেশে শীতলতা অনুভব। নাসিকা।—নাসিকার নীরসতা। মুখমণ্ডল।—নিমগ্ন গণ্ড ও নীল মণ্ডলবেষ্টিত চক্ষুসহকারে পাণ্ডুর মৃদ্বর্ণ মুখমণ্ডল (আর্স, সিঙ্ক, সিকেল, সল্ফ)। মুখ-মধ্য।—ওষ্ঠের নীরসতা। তুলার ন্যায়, আঠা আঠা, ও ফেণিল লালা। গলমধ্য।—তালু ও তালুমূলের স্ফীততা ও অগ্নির ন্যায় আরক্ততা; কথা বলিবার বা গিলিবার সময় তালুমূলে বেদনা; গলার পার্শ্বে পিণ্ডবৎ অনুভব, তৎসহ গলায় শুষ্কতা, কর্কশতা ও অবদরণ (বেল)। আমাশয়।—মুখশোষ সহ পিপাসা। উদর।—পিত্তাশয় প্রদেশে প্রবল বেদনা (ব্যাপ্ট)। উদরের বাম পার্শ্বে বেদনা, এই বেদনার কটি, কুচকি, যকৃৎ, প্লীহা বা আমাশয়ে সম্প্রসারণ। মল ও মলদ্বার।—ঘন ঘন মল-

প্রবৃত্তি। * মলদ্বারে অতিশয় জ্বালা, বোধ হয় যেন উহার চারিদিকে ক্ষত হইয়াছে। মলদ্বারে সূচীবেধ, জ্বালা, সুড় সুড় বা কণ্ডূয়ন। মেষের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন স্বল্প মল (চেলি, ওপি, প্লম্বম)। জলবৎ মল (আর্স, সিক)

মূত্রযন্ত্র।— * বৃক্কক প্রদেশে খনন, ছেদন, বেধন ও স্পন্দনবৎ যাতনা। * মূত্রাশয়ে জ্বালাকর বেদনা। মূত্রমার্গে কর্ত্তন ও জ্বালা (ক্যান-থ্রাট ক্যান্থ)। প্রস্রাব করিবার সময় কটি ও উরুদেশে বেদনা। * পীতবর্ণ, ও ঈষৎ স্বচ্ছ শিরীশবৎ অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র, অথবা কর্দ্দমের ন্যায়, শ্লেষ্মাময়, ঘোলা অধঃপতিত পদার্থ, উহার সহিত সাদা, বা ঈষৎ লোহিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। উজ্জ্বল পীতবর্ণ (আর্স), রক্তের ন্যায় লোহিত; প্রভূত শ্লেষ্মাময় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট (আর্স) মূত্র। জননেন্দ্রিয়। —(পুং)—রেতঃরজ্জুতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত প্রসারিত আকৃষ্ট বা কর্ত্তনবৎ বেদনা (হেমে, মার্ক, পলস)। রেতঃরজ্জুতে জ্বালাকর বা সূচীবেধবৎ বেদনা। জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ও শীতলতা (ক্যাম্ফ)। (স্ত্রী)।—* যোনিতে জ্বালা; ও স্পর্শ বেদনানুভব। অত্যন্ত অল্পপরিমাণ ও বেদনাসংযুক্ত রজঃ; ধূসর শ্লেষ্মা বা রক্তস্রাব। পৃষ্ঠ।—* কটিদেশে খঞ্জতা ও অনম্যতা সহ মুষ্টবৎ বেদনা; আসন হইতে উঠিতে কষ্ট (রস, সিডাম)। কটিদেশে ও বৃক্কক প্রদেশে বেদনা বিশিষ্ট চাপ, এবং কখন কখন নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত অবশতা, স্ফীততা, ও উষ্ণতা, * অনম্যতা ও খঞ্জতা অনুভব। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—হস্তপদে ছিন্নকর, সূচীবেধবৎ, অথবা দপদপকর বা মুষ্টবৎ বেদনা অনুভব।

বিসমথ—সব-নাইট্রেট-অভ-বিসমথ।

ইহা বিচূর্ণাকারে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুর অধিকারাধীন যে সকল যন্ত্র ও ক্রিয়া তাহাতে বিশেষতঃ পাকাশয়ে বিসমথ বিশিষ্টরূপে কার্য্য করে। পাকাশয়ে ইহার ক্রিয়া বশতঃ পাকাশয় শূলের ন্যায় লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—পাকাশয় ও অন্ত্রের পীড়া; বিশেষতঃ পাকাশয়-শূল।

আময়িক প্রয়োগ।—পাকাশয়-শূল (গ্যাষ্ট্রালজিয়া)।—পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ জনিত অগ্নিমান্দ্য এবং কশেরুকা-মজ্জার উপদাহ জনিত পাকাশয়-শূল ও বুকজ্বালায় আহারের অব্যবহিত পরে জ্বালাকর চাপবৎ বেদনা; বেদনায় রোগীর পশ্চাদ্দিগে বক্র হইয়া পতন; গিলিবামাত্র ভুক্ত ও পেয় দ্রব্য উদ্গীরণ; শীতল পানীয় দ্রব্য পান করিবার অতিশয় ইচ্ছা; জিহ্বা শুভ্র; অধিক পরিমাণে মলিন মূত্রস্রাব; কোষ্ঠবদ্ধ বা জলবৎ অতিসার; শূন্যোদরে কাস; অতিশয় বাতোদ্গার। ঐ লক্ষণে বিসমথ বিশেষ ফলপ্রদ। প্রথম হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবস্থেয়। মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনালক্ষণাপন্ন পুরাতন পাকাশয়-শূল; এবং লোহিতবর্ণ জিহ্বাবিশিষ্ট পাকাশয়ের প্রাচীন উপদাহ জনিত বমনে বিসমথ ব্যবহৃত হয়। **অতিসার।**—শিশুদিগের সবমন গ্রীষ্মকালীন অতিসারে অথবা কেবল বমনে ইহা বিশেষ উপযোগী; জিহ্বা শুভ্র; মল জলীয় ও দুর্গন্ধময়, লক্ষণসকল আর্সেনিক বা ভিরেট্রমের ন্যায়; কিন্তু প্রভেদ এই যে শরীর শীতল থাকিলে আর্স বা ভিরেট এবং উষ্ণ থাকিলে বিসমথ ব্যবহার্য্য। **সূতিকাতন্ত্র।**—টেষ্ট বলেন সূতিকাতন্ত্রে (ফ্লেগমেসিয়া এল্বা ডোলেন্স) এই ঔষধি দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—সম্মুখভাগে চাপক বেদনা ও গুরুত্ব অনুভব। **চক্ষু।**—দক্ষিণ অক্ষিগোলকে সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্দিকে ও নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে চাপ; চক্ষুর উভয় কোণে ঘনীভূত শ্লেষ্মা। **মুখমধ্য।**—শীতল জল মুখে রাখিলে উপশমিত হয় এরূপ দন্ত-শূল (কফি)। **আমাশয়।**—সন্ধ্যাকালে জিহ্বা শুভ্রবর্ণ লেপাবৃত। (প্রাতঃকালে, সলফ)। * বারংবার শূন্যোদ্গার ও পাকাশয়ে গ্লানি অনুভব। আহারান্তে অথবা স্তন পান করাইবার পর বিবমিষা। সকল প্রকার তরল পদার্থ বমন, পাকাশয়ে উপনীত হইবামাত্র জল বমন হইয়া পড়ে (ফস)। আহারান্তে পাকাশয়ে কোন বস্তুর চাপের

ন্যায় অনুভব। (ব্রাই, নক্স, পলস)। পাকাশয় প্রদেশে যন্ত্রণা-প্রদ চাপ ও জ্বালা (আর্স)। বমন; আক্ষেপিক মুখ-রোধ এবং পাকাশয়ে অবরুদ্ধ বাতনা। পাকাশয়ে খালধরার ন্যায় আক্ষেপিক বেদনা, একবার চাপ; একবার জ্বালা; মেরুদণ্ডে চাপ, তজ্জন্য পশ্চাদ্দিকে অবনত হইয়া থাকিতে হয়। **উদর।**—ঘন ঘন অপান নিঃসরণ; উদরের নিম্নভাগে নখাঘাতের ন্যায় বেদনা, কুন্থন, ও তৎসহ মলপ্রবৃত্তি। **মূত্র।**—ঘন ঘন প্রচুর পরিমাণ মূত্র। **শ্বাসযন্ত্র।**—* বিচরণ সময় বক্ষোদরব্যবচ্ছেদক-পেশী-প্রদেশে বক্ষঃস্থলের মধ্য দিয়া গুলীর ন্যায় চাপক বেদনা। বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠে বেদনা এবং তৎসহ জ্বালা ও বিদ্ধবৎ অনুভব। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—দক্ষিণ বাহুর পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতা। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমার অঙ্গুলিতে ছিন্নকর বেদনা। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে, বিশেষতঃ নখের নীচে মৃদু মৃদু ছিন্নকর বেদনা। **ত্বক।**—জঙ্ঘায় ও উভয় পদের পৃষ্ঠে, সন্ধিস্থলের নিকটে বিদাহী কণ্ডূয়ন, কণ্ডূয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়, রক্তপাত পর্য্যন্ত কণ্ডূয়ন করিতে হয়। **নিদ্রা।**—প্রাতঃকালের অত্যন্ত অলস কালতন্দ্রী নিদ্রা ত্যাগ না। ভয় প্রাপ্তির ন্যায় রাত্রিতে বারবার জাগরণ। অস্থির নিদ্রা, কামোদ্দীপক স্বপ্ন, কিন্তু সময়ে সময়ে রেতঃস্রাব হয় না।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—সঙ্কোচক, পরিবর্দ্ধক, স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক। পাকাশয়স্থ স্নায়ুর অবসাদকর। অধিক মাত্রায়, উদর বেদনা, ভেদ ও বমন জন্মে এবং কখন কখন শিরোঘূর্ণন, অচৈতন্য ও আক্ষেপাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অগ্নিমান্দ্য, পাকাশয়-শূল, পাকাশয় ক্ষত ও প্রাচীন অতিসারাদি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। পাকাশয়েই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। মাত্রা, ৫-২০ গ্রেণ।

বেলেডোনা—ডেডলি নাইটশেড।

সোলেনেসি জাতীয় এট্রোপা বেলেডোনা নামক বৃক্ষ ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। রোপিত অপেক্ষা বন্যতরুই অধিক ভৈষজ্যগুণ সম্পন্ন হয়। স্পেইন দেশীয় কামিনীরা মুখশোভা বর্দ্ধন ও নয়নতারক বিকা-

শার্থ ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—বৃহৎমস্তিষ্ক (সেরিব্রম) বেলেডোনার ক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্র-স্থান। তথা হইতে সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বেলেডোনার ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও উহার ঝিল্লীতে প্রবল রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ জন্মে এবং প্রলাপ, দৃষ্টি-বিভ্রম, জ্ঞান-বিভ্রম, উন্মাদ, অচৈতন্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই কেন্দ্র-স্থান হইতে বেলেডোনা সমগ্র স্নায়ু মণ্ডলের উপদাহ এবং দীর্ঘীভূত মজ্জা ও পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুর রক্ত-সঞ্চয় জন্মায়, তজ্জন্য জ্ঞান-শক্তি ও গতি-শক্তি সাধিনী সমুদায় স্নায়ুতে রক্তাধিক্য উৎপন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায় আতিশয্য ও বিকৃতি; ঐচ্ছিক পেশী সকলের টংকারবৎ আক্ষেপ; ও অনৈচ্ছিক পেশীর সম্যক পক্ষাঘাত বশতঃ মলমূত্রাদির দ্বার-রবকপেশী শিথিলিত ও তারকামণ্ডল প্রসারিত হয়। চর্ম্মে ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বেলেডোনার বিশেষ স্থানিক ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়াবশতঃ চর্ম্ম আরক্ত, উত্তপ্ত, ও মসৃণ হয় এবং আরক্তজ্বর ও স্ফোটশূন্য বিসর্পে চর্ম্মের যে প্রকার আকৃতি জন্মে সেই প্রকার দেখায়। চক্ষু মুখ-মধ্য, গল-মধ্য এবং মূত্র ও জননযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই বেলেডোনা দ্বারা প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়, এবং অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই সকল স্থলেও তীব্র রক্তসঞ্চয়ের তরুণ প্রদাহে পরিণত হইবার উপক্রম দেখা যায়। বেলেডোনার দ্বারা মুখ্যতঃ পরিপাক যন্ত্র, কিম্বা মাস্তক, শৈষ্মিক বা তাহার বিধান আক্রমিত হয় না। কিন্তু গ্রন্থিমণ্ডল, এবং জরায়ু ও জরায়ুর আনুষঙ্গিক যন্ত্রে এই ঔষধের প্রকৃতি-সিদ্ধ রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ অনেক সময় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, গলদেশের ধমনীর সংরম্ভ (দপদপ); কঠিন, পূর্ণ ও উল্লম্ফনশীল নাড়ী; এবং প্রবল প্রলাপ, অপর সহসা রোগ লক্ষণের আবির্ভাব ও তিরোভাব এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডের স্নায়ুমণ্ডল, চক্ষু, গলা, মূত্রাশয়, চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পীড়া: যথা, মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের ঝিল্লীর প্রবল রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ; মুখ রাগ, গল-ধমনীর দপদপ, ও উল্লম্ফনশীল নাড়ী লক্ষণাপন্ন

অন্যান্য যন্ত্রের রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ; মস্তিষ্ক লক্ষণ বিশিষ্ট সন্নিপাত জ্বর; সংন্যাস; উন্মাদ; মদাত্যয়; মস্তোকোদক; স্নায়ুশূল, বাত, টংকার, শুল্ক বায়ু, আমাশয় ও সূতিকাবস্থাবিজনিত আক্ষেপ; জলাতঙ্ক; পক্ষাঘাত; তালু মূল-প্রদাহ; গলনলী-প্রদাহ; অন্ন-নলী প্রদাহ; শুক্রমণ্ডল প্রদাহ; তারকা-মণ্ডল-প্রদাহ; চিত্র পত্র-প্রদাহ; তিমির-দৃষ্টি; কর্ণ প্রদাহ; মুখের উপক্ষত; জিহ্বা-প্রদাহ; মুখের গলিত ক্ষত; পাকাশয়-শূল; আম রক্ত; অতিসার, অন্ত্র-প্রদাহ; কষ্ট রজঃ; অতি রজঃ; প্রসবান্তিক বেদনা; অমরা-রোধ; প্রসবান্তিক স্রাব রোধ; প্রসবান্তিক-পাদ স্ফীতি; প্রতিশ্যায়; স্বরযন্ত্র-প্রদাহ; ...কাস; আরক্ত-জ্বর; রোমান্তী; বিসর্প; স্ফোটক, ক্ষত; গ্রন্থির-প্রদাহ ও কঠিনতা; বেলেডোনার আয়ত্ত।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

প্রদাহ।—যে সকল প্রাদাহিকরোগে শোণিত বহা কৈশিকা সকল বিস্তীর্ণ প্রায় হয়। তাহাতেই বেলেডোনা বিশেষ উপকারী। হূলবেধ বা অগ্নিদাহবৎ বেদনা; সঞ্চালনে সেই বেদনার বৃদ্ধি এবং পীড়িত স্থলের স্ফীততা ও উজ্জ্বল আরক্ততা বেলেডোনা প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

প্রলাপ।—মস্তিকে প্রবল রক্ত সঞ্চয়, অর্থাৎ স্নায়ু-কেন্দ্রে রক্তাধিক্য সংযুক্ত মস্তিষ্কবিকার, রক্তবর্ণ চক্ষু, শঙ্খদেশের শিরা স্পন্দন, আরক্ত মুখ-মণ্ডল ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে বেল ব্যবস্থেয়। রক্তসঞ্চয় ব্যতীত, কেবল স্নায়ুর বিধানতন্তুর সামান্য উপদাহ জনিত মৃদু প্রলাপে হাইয়োসায়েমস উপযোগী। উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ, প্রচণ্ডতা ও দংশন চেষ্টায় ষ্ট্রামোনিয়ম; এবং স্নায়ু-কেন্দ্রের অবসাদন বশতঃ প্রলাপ অপেক্ষা অচৈতন্যবৎ নিদ্রার আধিক্য থাকিলে ওপিয়ম ব্যবহার্য্য।

মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়।—যে কোন কারণে মস্তিষ্কে ধামনিক রক্তসঞ্চয়ে বেলেডোনা অতিশয় উপকারী। কেবল সর্দ্দি গর্ম্মির রক্তাধিক্যে গ্লনয়েন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রক্তসঞ্চয় প্রদাহে পরিণত হইলেও বেলেডোনা ফলপ্রদ। কিন্তু ডিউরামেটার ও য়্যারাকনয়েড নামক মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে অর্থাৎ করোটীর উপঘাত জনিত প্রদাহাদিতে বেলেডোনা উপযোগী

নহে। মানসিক উত্তেজনা, ও অমিত পানাদি কারণে যে সামান্য মস্তিষ্ক প্রদাহ জন্মে তাহাতে একোনাইট সহযোগে বা একোনাইট ব্যতীত বেলেডোনা রোগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রসক্ষরণ বা পতনাবস্থার পূর্ব্বে বিশেষ ফলপ্রদ।

অপস্মার।—উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসারিত কনীনিকা, আরক্ত মুখমণ্ডল, মধ্যে মধ্যে মস্তকে উত্তাপবোধ, আলোকবিদ্বেষ, সামান্য শব্দে চমকিয়া হইয়া উঠা, এবং মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয়ের অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। রোগের আক্রমণের সূচনায় যদি উগ্র অরিষ্ট সেবন করা যায় তবে আক্রমণ স্থগিত বা উহার উগ্রতার হ্রাস হইতে পারে। ডাঃ হিউজ এই উদ্দেশ্যে গ্লনয়েন ব্যবহারের বিধি দেন। শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালীন অপস্মারেও বেল বা ক্যামো, ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে মেডুলাঅবলঙ্গেটার উপদাহই অপস্মারের মূল। সম্ভবতঃ এই উপদাহিতার শান্তি জন্মাইয়া অপস্মারে বেলেডোনা উপকার করে। তরুণ রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অপস্মার জনিত ভ্রমিতেও ইহা ফলপ্রদ।

স্নায়ুশূল।—রক্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের শূল ও অৰ্দ্ধশিরঃশূলই প্রধানতঃ বেলেডোনা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। ডাঃ বেইস বলেন যে বেলেডোনা জ্ঞাপক স্নায়ুশূল অপরাহ্নে পাঁচটার সময় বৃদ্ধি পায় ও উহাতে মুখমণ্ডল ঘোর রক্তবর্ণ হয়। যুবক বা মধ্যবয়স্কদিগের তরুণ স্নায়ুশূলেই বেলেডোনা ব্যবস্থেয়। মস্তক ও গ্রীবার নিম্নস্থ স্নায়ুশূলে বেলেডোনা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে না।

পক্ষাঘাত।—বেলেডোনার বিষক্রিয়ায় লোকমোটর এটাক্সির ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয় অতএব এই রোগের প্রথমাবস্থায় বেলেডোনা সমধিক ফলপ্রদ। মন্দ মন্দ প্রদাহ বশতঃ পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুর কঠিনতা বা কোমলতা হইতে পেশীর কম্পন, উন্মাদের পক্ষাঘাত, শিশুর পক্ষাঘাত এবং স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত প্রভৃতিও জন্মে। এই সকল পক্ষাঘাতের পূর্ব্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ উত্তেজনা বর্ত্তমানে বেলেডোনা উপযোগী।

আলাক্ষেপ (দড়কা)।—এই রোগে মস্তকে রক্তাধিক্য বা মস্তিষ্কের প্রদাহ, উত্তপ্ত ও আরক্ত মুখমণ্ডল আদি লক্ষণ থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহেয়। যে সকল দুর্বলকায় বালক নিদ্রাকালীন অকস্মাৎ চমকিত হইয়া উঠে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ১। ২ বিন্দু মাত্রায় অরিষ্ট ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

উন্মাদ।—বেলেডোনার বিষক্রিয়ায় মানসিক ক্রিয়ার বিকার জন্মে এবং অনিদ্রা, প্রলাপ, ক্ষিপ্ততা, আলোক ও শব্দে দ্বেষ, শিরঃপীড়া, আরক্তিম মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত চক্ষু, প্রসারিত কনীনিকা; কম্পিত গতি, অবাস্তব বস্তু দর্শন, অবাস্তব শব্দ শ্রবণ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব তরুণ উন্মাদে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহেয়। নিউইয়র্ক উন্মাদাগারের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ ট্যালকট তরুণ উন্মাদে বেলেডোনার অতিশয় প্রশংসা করেন। বেলেডোনা প্রয়োগোপযোগী উন্মাদে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। পর্য্যায়ক্রমে উন্মাদ ও অপস্মারের আক্রমণ, ও তরুণ বিষ মদ্যপান রোগেও এই ঔষধ উপকারী।

আরক্তজ্বর।—রক্তবর্ণ, মসৃণ ও চিক্কণ (চকচকে) পীড়কা বিশিষ্ট আরক্তজ্বরে বেলেডোনা অতিশয় ফলপ্রদ। কিন্তু পীড়কার প্রকৃতি স্বতন্ত্র প্রকারের হইলে আরক্তজ্বরে এ ঔষধ কোন উপকার দর্শে না। এই ঔষধি সামান্য আরক্তজ্বরের প্রতিষেধক এবং সদৃশ চিকিৎসামতের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান প্রথমতঃ বেলেডোনার এই গুণ প্রকাশ করেন। তদবধি হিউফল্যাণ্ড ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ উহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বিসর্প।—বেলেডোনার বিষক্রিয়ায় চর্ম্ম আরক্ত, উত্তপ্ত ও শুষ্ক হইয়া উঠে। কখন কখন এই ক্রিয়া বস্তুতঃ প্রদাহে (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের) উপনীত হয়, অতএব মসৃণ, উজ্জ্বল, লোহিতবর্ণ আরক্ততা, প্রখর উত্তাপ, বিশেষতঃ শিরোলক্ষণ, ও প্রসারিত কনীনিকা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে বিসর্পে বেলেডোনার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু জলপূর্ণ অম্বুক্ষন উদ্ভেদ বিশিষ্ট বিসর্পে রসটক্স, ও অতিশয় স্ফীততাযুক্ত বিসর্পে এপিস ব্যবহৃত হয়।

শিরঃপীড়া ।—শিরোবেদনায় বেলেডোনা হোমিওপ্যাথির প্রধান ঔষধ। হাইপারিস্থিশিয়া বা অনুভবাধিক্য ও হাইপারিমিয়া বা রক্তাধিক্য বেলেডোনার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। বেলেডোনা জ্ঞাপক শিরঃপীড়া কপালে ও শঙ্খদেশে অবস্থিত থাকে। কি রক্তসঞ্চয় জনিত কি স্নায়বীয় উভয় প্রকার শিরঃপীড়াতেই ইহা উপযোগী। চক্ষুর পাতার গুরুত্ব, চক্ষে আঁধার দেওয়া বা আলোকশিখা দর্শন, অক্ষি গোলকে জ্বালা, আরক্ত মুখমণ্ডল, উত্তপ্ত মস্তক, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য সম্ভাবনা, মস্তকে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত শিরাস্পন্দন লক্ষণ সম্পন্ন শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ফলপ্রদ। বেলেডোনা জ্ঞাপক শিরঃপীড়া আলোক, শব্দ, সঞ্চলন, ও শয়নে বৃদ্ধি পায়; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে। প্রকৃত পাকাশয়িক শিরঃপীড়ায় এই ঔষধে উপকার দর্শে না। (পাকাশয়িক শিরঃপীড়ায় নক্স বা আইরিস ফলপ্রদ)।

নিদ্রানাশ (অনিদ্রা) ।—নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু নিদ্রা হয় না, ভয়, ভয়ঙ্কর স্বপ্ন; স্বপ্নাবেশে ক্রন্দন, মস্তকে উত্তাপ ও স্পন্দন; চক্ষুর বেদনা ও আরক্ততা; সূতিকাবস্থার অনিদ্রা। তরুণ বাত রোগের আনুষঙ্গিক অনিদ্রা (বারংবার ঔষধ সেব্য)।

ভ্রমি (ভার্টিগো) ।—বেলেডোনা জ্ঞাপক ভ্রমি মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ উৎপন্ন হয় এবং সঞ্চলনে বৃদ্ধি ও অনাবৃতবায়ুতে উপশম পায়। যাহারা অত বৃদ্ধ নয় তাহাদের এইরূপ রক্তসঞ্চয়জনিত ভ্রমি এই ঔষধে সহজে আরোগ্য হয়।

রূপ অব-

অভিষ্যন্দ ।—বেলেডোনার বিক্রিয়ায় চক্ষুর প্রদাহ উত্তরুদ্ধ হয়, বেদনা, আরক্ততা, স্ফীততা, চক্ষে বা কপালের পার্শ্বে লক্ষণ এবং স্পষ্ট রক্তবর্ণ গণ্ডস্থল, উজ্জ্বল চক্ষু, অতিশয় আলোকাসহত্বগের দক্ষোদ্গাম রোগ থাকিলে ৩ আউন্স জলে ২০ বিন্দু অরিষ্ট মিশ্রিত আশ্চর্য অর্দ্ধ আউন্স মাত্রায় প্রতিঘণ্টায়, প্য।

জ্বর থাকিলে ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

অ'বারের ক্যাটারেল অপথ্যালমিয়া.

জন্য অপথালমিয়ার তরুণ প্রকোপে বেলেডোনা উপযোগী। চক্ষে জ্বালা ও শুষ্কতা অনুভব ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

তিমির রোগ।—অতিশয় আলোকাতঙ্ক, চক্ষু ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা; শিরঃপীড়া, চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল শিখা দর্শন, এবং মস্তকে ও চক্ষে ভার ও চাপবোধ সহ তিমির রোগের উপক্রম। স্থূলকায় রক্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের তিমির রোগেই বেশ, বিশেষ উপযোগী; দর্শনস্নায়ু (অপ্টিক-নার্ভ), চিত্রপত্র (রেটিনা), বা মস্তিষ্কের অংশবিশেষের প্রদাহ বা রক্ত সঞ্চয় প্রযুক্ত তিমির রোগ জন্মিলেও ইহা উপ... [illegible] ...কারী।

গলগণ্ড।—এক্সঅপথ্যালমিক গয়েটার অর্থাৎ বহির্গত অক্ষিগোলক বিশিষ্ট গলগণ্ডরোগে অনেকানেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বেলেডোনা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ জোনেট্‌ এই রোগে ইহার প্রশংসা করেন। এলোপ্যাথেরাও এক্ষণ এই রোগে বেলেডোনা ব্যবহার করিতেছেন।

কর্ণ-প্রদাহ।—কর্ণ প্রদাহে পলসেটিলা প্রায় অমোঘ ঔষধ বটে। কিন্তু কর্ণের মধ্যভাগ বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হইলে ও শিরোলক্ষণ থাকিলে বেলেডোনা উপযোগী।

কাস।—রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল ও শিরোবেদনাদি মস্তকে রক্তসঞ্চারের লক্ষণ সহযোগে উগ্র শুষ্ককাস, কাসিবার সময় স্বরযন্ত্রে বেদনা; স্বরভঙ্গ... [illegible] ...হ্নে ও রাত্রির প্রথমাংশে কাসের বৃদ্ধি।

...শব্দক কাস।—আকস্মিক, প্রবল কাস,—এই কাস রাত্রিতে ... ইহার সহিত গলাবেদনা, মস্তকে রক্তসঞ্চার, চক্ষুর অভ্যন্তরে ...স্বরণ, এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাবাদি লক্ষণ থাকে। ...ায় একোনাইটের পরে বেলেডোনা ব্যবহার করা

...ানবিশেষের রক্তবহানাড়ী সঙ্কুচিত ও তদ্দ্বারা ...ইস্থানে রক্তসঞ্চয় কমায় ও অধিক রক্ত ...ভাগ দ্বারা রক্ত সঞ্চালন বিবর্দ্ধিত হয় ও

জ্বর লক্ষণ জন্মে। তরুণ জ্বরে মস্তিষ্ক বা গলমধ্যের প্রদাহ থাকিলে বেলেডোনা উপকারী। মস্তকে রক্তসঞ্চয় বশতঃ শিরোলক্ষণ থাকিলেও ইহা ব্যবস্থেয়। জ্বরে অল্প শীত, অধিক দাহ ও ঘর্ম্মাবস্থার অভাব বা অল্পতা থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে আর্সনিক জ্ঞাপক অবসন্নতা কিম্বা একোনাইটসূচক অস্থিরতা থাকেনা। ডাঃ হার্লি বলেন যে বেলেডোনার বীর্য্য এট্রোপিয়ার একটি মাত্র অণু রক্তে প্রবিষ্ট হইলে সন্নিপাত জ্বরের ন্যায় রক্তসঞ্চলন সম্বন্ধীয় ও স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব টাইফস নার্ভোসস, সেরিব্রাল টাইফসজ্বরের প্রথমাবস্থা, সূতিকাজ্বর, প্রগাঢ় স্ফোটজ্বর, ও বসন্তের প্রথমজ্বর প্রভৃতিতে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়।

দন্তশূল।—এক পার্শ্বের তিন চারিটী দন্ত ব্যাপিয়া দপদপে বেদনা, কিন্তু কোন দন্তটি যে পীড়িত তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, এই বেদনা একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে এবং স্পর্শ অথবা উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য সংযোগ করিলে বৃদ্ধি পায়, বামপার্শ্বে শূলবেধের ন্যায় বেদনা, প্রথমতঃ কর্ণে, পরে দন্তে, অনন্তর মুখমণ্ডলে অনুভূত হয়; রাত্রিকালে ও আহারান্তে বৃদ্ধি পায়। ধনদনবৎ দন্তবেদনা, সম্মুখের দন্ত অতিশয় দীর্ঘ বোধ হয়। মস্তকে রক্তসঞ্চার, আরক্ত মুখমণ্ডল, আলোক ও শব্দে দ্বেষ, গণ্ডস্থল বা গ্রন্থির স্ফীততা। মুখ ও গলশোষ, মনের জড়তা; এই সকল লক্ষণে দন্তশূলে বেলেডোনা ফলপ্রদ। দন্তমাংসের প্রদাহ জনিত জ্বালাকর দপদপে বেদনায় ডাঃ হিউজ এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন। পূর্ব্বরূপ অবস্থায় একোনাইট সহযোগে বেলেডোনা ব্যবহারে দন্তপুপ্পুট প্রতিরুদ্ধ হয়। একোনাইটের ন্যায় জ্বর ও ক্যামোমিলা জ্ঞাপক স্নায়বীয় লক্ষণ এবং স্পষ্ট মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও আক্ষেপপ্রবণতা থাকিলে শিশুদিগের দন্তোদ্গম রোগেও বেলেডোনা (উচ্চক্রমে) ব্যবস্থেয়।

তালুমূল-প্রদাহ (টনসিলাইটিস)।—পীড়িত স্থলের রক্তবর্ণ ও অবদরণ, আরক্তমুখমণ্ডল, উজ্জ্বল চক্ষু, শিরোবেদনা, গলাধঃকরণে কষ্ট ও বেদনা লক্ষণে একোনাইট সেবনের পরে বা উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গলপ্রদাহ (সোরথোট)।—বেলেডোনার বিষক্রিয়া বশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মে রক্ত-সঞ্চয় জন্মে, এবং কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ গলায় প্রদাহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তরুণ গলবেদনায় বেলেডোনা বিশেষ ফলপ্রদ। অতিশয় উত্তাপ, গিলিতে বেদনা, আক্রান্ত স্থানের উজ্জ্বল আরক্ততা, ও শিরঃপীড়া ইহার প্রধান প্রয়োগলক্ষণ।

রজস্তম্ভ।—মস্তিষ্কে রক্তের গতি, স্ফুলিঙ্গ দর্শন, শিরোঘূর্ণন, অক্ষি-গোলক ও অক্ষিগহ্বরে বেদনা, গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ে বেদনা, প্রসবদ্বারের শুষ্কতা, ও উত্তাপ; এই সকল লক্ষণ থাকিলে বেল. ব্যবস্থেয়।

কষ্টরজঃ।—প্রদাহ বা রক্তসঞ্চয়জনিত কষ্টরজোরোগে সুদারুণ বেদনা ও মস্তকে রক্তসঞ্চয় ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। রক্তপ্রধান স্ত্রীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। বেদনাকালে এই ঔষধি একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে অধিক ফল দর্শে। ডাঃ ডনহাম বলেন যে ডিম্বাশয়ের রক্তসঞ্চয়ের সহিত সংসৃষ্ট বাধকবেদনায় কেবল ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েক মাস বেলেডোনা প্রয়োগ করিয়া তিনি এই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। বেলেডোনার বিষক্রিয়ায় ঋতুশোণিতের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় অতএব বেদনাবিশিষ্টপ্রবৃত্তন অতিরজো-রোগে প্লাটিনা সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গর্ন্সি বলেন যে ঋতুশোণিতের উত্তপ্ততা রজোরোগে বেলেডোনার প্রয়োগ লক্ষণ।

গর্ভাশয়প্রদাহ।—এই রোগেও একক ও বেল পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। গর্ভাশয়ের রক্ত-সঞ্চয়েও বেলেডোনা উপযোগী। নিম্নোদরে ও সঙ্গমেন্দ্রিয়ে প্রবল জ্বালা, ভারবোধ, পূর্ণতা, আকৃষ্টতা, আবেগ, কটিবেদনাদি লক্ষণে জরায়ুর রক্তসঞ্চয়ে হার্টম্যান এই ঔষধের প্রশংসা করেন। ফলতঃ প্রদাহে ও রক্তসঞ্চয়ে বেলেডোনা বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্ন বা উচ্চ ক্রমেই এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

।—বেলেডোনার ক্রিয়াবশতঃ বৃক্কের রক্তসঞ্চলনের উত্তে-
ায় অতিমূত্র ও অধিকমাত্রায় রক্তসঞ্চয় ও অশ্মরী বা
র আরক্তজ্বর বা সর্দ্দি প্রভৃতি কারণে বৃক্কের রক্ত-

সঞ্চয় বশতঃ স্বল্পমূত্র, রক্তমূত্র, অথবা অণ্ডলালমূত্র জন্মিলে বেলেডোনা অতিশয় উপকার করে। অপর, বেলেডোনার বিষক্রিয়ায় মূত্রাশয়ের অত্যন্ত উপদাহ উৎপন্ন হয়, অতএব বারংবার মূত্রপ্রবৃত্তিলক্ষণাপন্ন মূত্রাশয়ের উপদাহে বেলেডোনা বিশেষ ফলপ্রদ। অধিক মাত্রায় বেলেডোনা মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত জন্মায় সুতরাং মূত্রাশয়গ্রীবার পক্ষাঘাত বশতঃ অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাবে; সুকুমার শিশুদিগের শয্যামূত্ররোগে; এবং মূত্রাশয় গ্রীবার শিথিলতা, অধিক পরিমাণে জলবৎ অথবা পীতবর্ণ, কিংবা আবিল মূত্রস্রাবে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। মস্তকে রক্তসঞ্চয় সহ মূত্রস্তম্ভেও ক্যাম্ফ সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে বেলেডোনা প্রয়োজ্য। শিশুদিগের মূত্রস্তম্ভে এই প্রকারে বেলেডোনা ব্যবহারে উপকার দর্শে।

প্রসব-বেদনা।—বেলেডোনা দ্বারা জরায়ু-মুখের শিথিলতা সম্পাদিত হয়, সুতরাং আরক্ত মুখমণ্ডল, শিরোবেদনা, মনোভাবের বিকৃত অবস্থা, প্রলাপপ্রবণতা আক্ষেপিক অঙ্গসঞ্চালন, শব্দ ও আলোকে অনুভবাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে সুপ্রসবার্থ বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ লিডাম ত্রিংশক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন। শিরঃপীড়া, আরক্ত মুখমণ্ডল, অস্থিরতা ও স্নায়বীয় লক্ষণ সম্পন্ন প্রসবান্তিক বেদনায়ও ইহা উপযোগী।

সূতিকাজ্বর।—রক্তসঞ্চয়জনিত শিরোবেদনা, আরক্ত মুখমণ্ডল, অক্ষি পুত্তলির বিকৃতি, অতিশয় অস্থিরতা, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি বিকার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। যদি প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হইয়া দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় তবে বেলেডোনা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। এতৎ সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে একোনাইট প্রয়োগ করা বিধেয়।

সূতিকোন্মাদ।—সহসা প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব রোধ প্রযুক্ত প্রচণ্ড প্রলাপ। পর্য্যাকুল দৃষ্টি, উত্তপ্তগাত্র, মূত্রনাশ।

জরায়ু কর্কট।—বেলেডোনার ক্রিয়া বশতঃ রোগিণীর এ প্রকার অনুভব হয় যে যেন তাহার অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অভিমুখে চাপিয়া বাহির হইতেছে। হার্টম্যান বলেন যে এই প্রচাপন (প্রেসিং) ও আবেগ

(আর্জিং) লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জরায়ুর কর্কটরোগে বেলেডোনা প্রয়োগ করিলে কর্কটরোগজাত জরায়ুর শিথিলতা, বা কন্দ (জরায়ুভ্রংশ) আরোগ্য এবং মূলকর্কটের যাতনা উপশমিত হয়।

কন্দ।—ডাঃ ডনহাম বলেন যে সিপিয়া ও ষ্টাণম জ্ঞাপক শিথিলিত অবস্থাপন্ন অপ্রবল বন্দ অপেক্ষা প্রবল (একটিভ) কন্দরোগেই বেলেডোনা উপযোগী। আবেগ ও প্রচাপন (জরায়ুগ্রীবার এক প্রকার বেগ) সম্মুখে অবনত হইয়া বসিলে ও বিচরণে বৃদ্ধি পাইলে এবং সোজা হইয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে উপশমিত হইলে তিনি এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

স্ফোটক।—ডাঃ হিউজ বলেন যে পূয উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে প্রাদাহিক অবস্থায় পুনঃ পুনঃ বেল (১দ) সেবন করিলে স্ফোটক বিলীন হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—গতিশক্তিসাধিনী স্নায়ুর মূলে বেলেডোনার ক্রিয়াবশতঃ কখনও তাণ্ডব রোগের ন্যায় গাত্রস্পন্দ, কখনও বা ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ডাঃ হ্যুযেন লিখিয়াছেন যে টঙ্কারে বেলেডোনা সেবনে একজন রোগীর বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। ক্রাউটার বলেন যে পৃষ্ঠবংশে বেলেডোনার প্লাষ্টার প্রদানে এক ব্যক্তির ধনুষ্টঙ্কার আরোগ্য হইয়াছিল। মেডুলা অবলঙ্গেটা ও উহা হইতে বহির্গত স্নায়ুর উপদাহ বশতঃ জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়, বেলেডোনা এই উপদাহ প্রশমিত করিয়া এই রোগে উপকার করে। মস্তিষ্কের প্রবল প্রদাহ; মস্তিষ্কে তরণ জলসঞ্চার (হাইড্রোকেফেলাস); কাল্পনিকরূপদর্শন, বিভীষিকাদর্শন। পরিপাকযন্ত্র।—মুখগহ্বর ও জিহ্বার প্রদাহ। সর্দ্দিজনিত গলবেদনা। ও তৎসহ স্ফীততা এবং অবরবণ-অনুভব, ও গলাধঃকরণে কষ্ট (স্ফীততা অতিশয় অধিক হইলে বেলেডোনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে এপিস ব্যবহার্য্য)। কুন্থন সহ উদরাময়, বিশেষতঃ শিশুদিগের। সরলান্ত্রে আক্ষেপিক তরুণ বেদনা। জনন ও মূত্রযন্ত্র।—মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রাশয়ের উপদাহ (প্রকৃত প্রদাহে ক্যান্থ প্রযোজনীয়)। গর্ভিণীদিগের অন্ত্রশূল; আক্ষেপ ও দন্তবেদনা। শুক্লত্ব, ব্যাসার্দ্ধের ন্যায় প্রসারিত আরক্ততা; পূর্ণনাড়ী ও শিরঃপীড়া

লক্ষণাপন্ন স্তন-প্রদাহ। স্তনপ্রদাহ ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগোপযোগী অবস্থা অতিক্রম করিলে বেলেডোনা বিশেষ ফলপ্রদ।

বেলেডোনার বাহ্য প্রয়োগ।

জ্ঞানসাধিনী স্নায়ুর প্রান্তে ক্রিয়া দর্শাইয়া বেলেডোনা চর্ম্মের স্থানিক স্পর্শানুভবশক্তি স্তম্ভিত করে, এজন্য বিষম মত (এণ্টিপ্যাথি) অনুসারে বেদনা নিবারণার্থে ইহার মলম, মর্দ্দন ও প্রলেপাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম মত (হোমিওপ্যাথি) যদিও বেলেডোনার এই প্রকার বাহ্য প্রয়োগ অতি বিরল, কিন্তু রোগীর বেদনার উপশমার্থে ব্যবহার করিলে কোন দোষ নাই। বেলেডোনা প্ল্যাষ্টার (পলস্তা) দ্বারা ফুসফুসবেষ্টের বেদনা, কটিবেদনা, ও স্নায়ুশূলে বিশেষ উপকার দর্শে। কটিবাত রোগের আক্রমণের পর স্থানে স্থানে যে বেদনা অবশিষ্ট থাকে এবং যাহা কোন কোন প্রকার অঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায় সেই বেদনা এই প্লাষ্টার দ্বারা অনেক উপশমিত হয়। স্ফোটক, দাহিকা এবং স্তনের আশঙ্কিত ব্রণশোথে বেলেডোনা মর্দ্দন বা মলম স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিস্তর উপকার জন্মে। বেলেডোনা বাহ্য প্রয়োগ করিলে স্থানিক প্রদাহ ব্রণশোথে (য্যাবসেস) পরিণত হইবার আশঙ্কা দূরীকৃত হয়, কিম্বা পূয়োৎপত্তি আরম্ভ হইলে আর বৃদ্ধি পায় না; এবং বেদনা নিবারিত হয়। মর্দ্দন, সার, মলম, অথবা এক ড্রাম উগ্র অরিষ্ট এক আউন্স জলপাইয়ের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেলেডোনার ক্রিয়া বশতঃ জ্ঞানসাধিনী স্নায়ুর ন্যায় গতিসাধিনী স্নায়ুরও প্রথমে প্রান্ত, ও অনন্তর যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করিলে স্নায়ুর গাত্র স্তম্ভিত হয়। অতএব আক্ষেপনিবারক স্বরূপ বেলেডোনা প্রসবকালে জরায়ু মুখের শিথিলতা সাধনার্থ স্থানিক প্রযোজিত হয়। বেলেডোনাদ্বারা লালা গ্রন্থি ও ত্বকের স্রাব অবরুদ্ধ হয়। অতএব হস্তপদের ঘর্ম্মে; লালাস্রাবে; এবং সহসা সন্তানকে স্তন্যত্যাগ করাইতে হইলে স্তনাস্রাব অবরোধার্থে বিষম মতে বেলেডোনার বাহ্যপ্রয়োগ ফলপ্রদ।

বেলেডোনার ক্রিয়াবশতঃ যেমন স্নায়ুর ক্রিয়াবিকার সমুৎপন্ন হয় সেইরূপ স্নায়ুর বিধানতন্তুরও উপদাহ জন্মে। স্নায়ুর প্রান্তদেশে প্রভাববশতঃ

স্নায়বীয় ক্রিয়ার উত্তেজনা বা অবসাদন, এবং স্নায়ুর মূলদেশে প্রভাববশতঃ স্নায়বীয় বিধানতন্তুর উপদাহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং বেলেডোনার ক্রিয়ায় বিষম ও সম উভয় মত প্রতিপোষক লক্ষণই প্রকাশ পায়। স্নায়ুপ্রান্তে ক্রিয়ানিবন্ধন স্নায়ুর অনুভবশক্তি স্তম্ভিত এবং স্নায়ুমূলে ক্রিয়াবশতঃ স্নায়ুর অনুভবশক্তি বিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় বিশেষের জড়তা ও শেষোক্ত ক্রিয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা জন্মে। স্নায়ুমণ্ডলের এই অনুভবাধিক্য ও তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকলের অস্বাভাবিক প্রাখর্য্য সম মতে বেলেডোনা প্রয়োগের একটি বিশেষ লক্ষণ।

বিশেষ প্রকৃতি।—সুমধুর স্বভাব, সুলভ প্রবণতা, সূক্ষ্মকেশ, সুন্দর চক্ষু, সহজ-প্রদাহ্য সুকুমার ত্বক এবং অতিক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে বেলেডোনা বিশেষ উপযোগী। সুতরাং স্ত্রী ও শিশুগণের রোগে ইহা সমধিক উপকারী।

মস্তকে প্রবল রক্তসঞ্চয় বশতঃ প্রলাপ বা মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিকার; শিরঃপীড়া, ও আক্ষেপাদি উপসর্গ নিবারণে বেলেডোনা বিশেষ উপযোগী। সুতরাং যে সকল রোগে এই সকল উপসর্গ থাকে তাহাতেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

একোনাইট ও বেলেডোনায় প্রভেদ।—কোন কোন বিষয়ে বেলেডোনার ক্রিয়া একোনাইটের অনুরূপ। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রভেদ আছে:—(১) একোনাইটজাত রক্তসঞ্চয় অপেক্ষা বেলেডোনাজাত রক্তসঞ্চয় অধিক প্রবল, একোনাইট জনিত প্রদাহ অপেক্ষা বেলেডোনা জনিত প্রদাহ উগ্রতর এবং প্রলাপ ও আক্ষেপাদি বিপজ্জনক লক্ষণ সম্পন্ন। (২) সামান্য জ্বরে ও জ্বরজনা ধমনীমণ্ডলের প্রতিক্রিয়ায় সাধারণতঃ একোনাইট উপযোগী, বেলেডোনা মস্তিষ্কের প্রবল রক্তসঞ্চয় বা ক্রিয়াবিকার বিশিষ্ট জ্বরেই উপকারী। অপর, শরীরের কোমল বিধান বা বিধানতন্তুর অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, মুখাদির প্রাদাহিক পীড়া, ও উৎকৃষ্ট শরীরযন্ত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেরসহিত বেলেডোনার বিশেষসম্বন্ধআছে। ডাঃ হেম্পেল বলেন যে মস্তিষ্কে বেলেডোনার মুখ্য ক্রিয়া ও একোনাইটের গৌণ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

সোলেনম নাইগ্রম ও বেলেডোনা এক জাতীয় বৃক্ষ। উভয়ের ক্রিয়া এক প্রকার। কিন্তু ডাং হেল ও ডাং হয়েট বলেন যে যে সকল লক্ষণ, বিশেষতঃ তীব্র শিরোবেদনা, বেলেডোনায় উপশমিত হয় না সোলেনম দ্বারা তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* প্রচণ্ডভাব বিশিষ্ট প্রলাপ ; বস্ত্র ছিন্ন করা, এবং আপনাকে আপনি আঘাত করিতে চেষ্টা করা, (সকল বস্তু কর্তন করিতে ইচ্ছা, ভিরেট্) * নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে আঘাত, দংশন অথবা অনিষ্ট করিতে চেষ্টা। (আঘাত ও হত্যা করিবার আক্রোশ সহকারে প্রমত্ততা, * হাইয়স, * ষ্ট্রাম) ; ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন বিশিষ্ট প্রলাপ, (ওপি, ষ্ট্রাম) পলায়নের ইচ্ছা সহকারে বাবুচুকতা বিশিষ্ট প্রলাপ, (ব্রাই, হাইয়স, * ষ্ট্রাম।—লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা, (আর্স, কুপ, পলস) একবার হাস্য, একবার ক্রন্দন, (অর, হাইয়স, ইগ্নে, ষ্ট্রাম) * গান করা ও গান রচনা করিতে চেষ্টা করা। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতিশয় উত্তেজনা, (নক্স, ষ্ট্রাম) * সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্যতা সহ শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িবার প্রবৃত্তি।

মস্তক।—দৃষ্টিলোপ, ও অচৈতন্য সহ * শিরোঘূর্ণন। মস্তক অবনত করিতে অথবা অবনত অবস্থা হইতে উত্থান করিতে শিরোঘূর্ণন, (ব্রাই, * পলস।---কালী-বাই, দ্রষ্টব্য) * মস্তকে রক্ত-সঞ্চয় সহ দপদপকর শিরঃপীড়া ; * গ্রীবা পার্শ্বস্থ ধমনীর স্পন্দন, এবং আলোক ও শব্দে অতিশয় দ্বেষ, (একন, * গ্লন, ওপি।---কালী-কা, দ্রষ্টব্য) চাপনশীল শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন কপালে কোন গুরুভার বস্তু চাপিত হইতেছে, (* বিস, পলস, সলফ। মূর্দ্ধাদেশে এইরূপ অনুভব, * একন, বারান, কস, * সিপি) পর্য্যায়শীল স্নায়বীয় শিরঃপীড়া ; অপরাহ্ন তিনটার সময়, উত্তাপ বশতঃ ও শয়ন করিলে এই শিরঃপীড়া বর্দ্ধিত হয়। * মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ভেদনবৎ বেদনা, এই বেদনা সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়। সবমন শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে, সঞ্চালন, উজ্জ্বল আলোক, শব্দ, অথবা বায়ু প্রবাহে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। উষ্ণবায়ুজনিত শিরঃপীড়া। (পাকাশয়িক সবমন শিরঃ-

পীড়া, ইপি * আইরিস, নক্স, * পলস) * মস্তকে অতিশয় পূর্ণতা অনুভব, * একন, ব্রাই, * গ্নন, রস।—শূন্যতা অনুভব, কক, ইগে, অকজেল সিপি।—মস্তিষ্কে পিণ্ডবৎ অনুভব; কোন।—মস্তিষ্কে যেন কিছু নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় এরূপ অনুভব, পেট, সিল) মস্তকে বাহ্যিক উত্তাপ। (মস্তকের মধ্যস্থলে জ্বালা, গ্রাফ, ন্যাট মি, * সলফ।—শীতলতা, ক্যাল্ক, সিপি * ভিরেট) মস্তকে আন্দোলন অনুভব, (হিপার, হাইয়স, নক্সভ) * বালিসে মস্তক প্রবিষ্ট করা, (এপিস, * হেল।—মস্তক ঘূর্ণিত করা, পডো।—উর্দ্ধদিকে বারংবার মস্তক উৎক্ষিপ্ত করা, * ষ্ট্রামো) মস্তক সঞ্চালন, (হাইয়স) * মস্তকে এমনই স্পর্শাধিক্য যে সামান্য স্পর্শে, এমন কি চুলের চাপে বেদনা জন্মে। (সিঙ্ক, মার্ক, সেজ) * এক শঙ্খ-দেশ হইতে অন্য শঙ্খদেশ পর্যন্ত ছুরিকা-ঘাতের ন্যায় বেদনা।

চক্ষু।—* আরক্ত, প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল চক্ষু, অস্থির ও প্রগাঢ়বৎ চক্ষু (হাইয়স, ষ্ট্রামো) চক্ষুতে রক্তসঞ্চয়। * অতিশয় আলোক দ্বেষ, (একন, ইউফ, গ্রাফ, সলফ।—আলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা, * ষ্ট্রামো) বিপর্যয় দৃষ্টি, (দ্বিত্বদৃষ্টি, হাইয়স, ষ্ট্রাম, পুজা) কনীনিকা প্রসারিত ও স্থির, (একন হাই য়স, * ওপি, * ষ্ট্রাম। কনীনিকা সঙ্কুচিত, আর্স, সিকিউ, লরো, ফস) * চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ ও আলোক শিখা (গ্নন, কালী-কা, সলফ) * আলোকের চারিদিকে লোহিতবর্ণ-প্রধান মণ্ডল, * সময়ে সময়ে উহা আলোক রশ্মিতে বিভক্ত দেখায়। (হরিৎ মণ্ডল, ফস)।

কর্ণ।—কর্ণের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের প্রদাহ। শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা সহ কর্ণে সূচবেধ, (কাম, মার্ক, ন্যাট-মি) * কর্ণে গুণ গুণ ও গর্জ্জনধ্বনি, (চায়না, দ্রষ্টব্য) কর্ণে টুন টুন ধ্বনি। * শব্দদ্বেষ। কর্ণের ও কর্ণ মূলের প্রাদাহিক স্ফীততা (এক, এপিস, পলস)।

নাসিকা।—আরক্ত মুখমণ্ডল সহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (একন, —ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, * ব্রাই, * হেম, পলস ফস দ্রষ্টব্য)। অতিশয় ঘ্রাণাধিক্য (অর, এক, এগার, কক, কলস, হিপ, লাইকো)। অতিশয় নাসা-শোথ।

মুখমণ্ডল।—* মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল আরক্ততা, বা অতিশয় পাণ্ডুরতা, (একন, ব্রাই।—মলিন রক্তবর্ণ স্ফীত মুখমণ্ডল, ব্রাই, হাইয়স, ওপি) মসৃণ উজ্জ্বল চর্ম্মবিশিষ্ট * বিসর্প, (ফোস্কাবিশিষ্ট বিসর্প রস দ্রষ্টব্য) হনু-নিম্নগ্রন্থির প্রাদাহিক স্ফীততা। মুখমণ্ডলের ও মুখের পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন (এগার, এন্ট-টা, সিক, ইগে, নক্স)। * উপরের ওষ্ঠের অতিশয় স্ফীততা ও অশিথিলতা (এপিস, ব্রাই, ক্যাল্ক)।

মুখ-মধ্য।—পিপাসা ব্যতীত মুখশোষ (এপিস, লাইক, * নক্সম। বিশেষতঃ নিদ্রার পরে, * নক্সম।—অতিশয় পিপাসা সহ মুখশোষ, ব্যাম * ন্যাট-মি, নাইট এসি, রস) * জিহ্বা আরক্ত, উত্তপ্ত ও শুষ্ক, জিহ্বার প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ও মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ উন্নত জিহ্বা-কণ্টক, (শুষ্ক, রক্তবর্ণ ও বিদারিত জিহ্বা, বেল, * রস।—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ ও বিদারিত জিহ্বা, আর্স, মার্ক, ভিরেট।—পরিষ্কার মসৃণ, নীরস, শুষ্কজিহ্বা, ক্যালী-বা, হাইয়স, * রস।—লাইক দ্রষ্টব্য) * জিহ্বা কম্প ও গদগদবাক্য, (আর্স, ল্যাকে) প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব, (মার্ক দ্রষ্টব্য) * বিলাপবাক্য সহ দন্তঘর্ষণ, (ষ্ট্রামো) গালের অভ্যন্তরে বেদনা। * উপরের দক্ষিণের দন্তশ্রেণীতে অতীব আকৃষ্টবৎ বেদনা; রাত্রিতে ও শীতল বাতাসে উহার বৃদ্ধি (এন্ট-ক্রু)। * মুখ, জিহ্বা ও গলার শুষ্কতা ও তজ্জন্য কথা বলিতে ও গিলিতে প্রতিবন্ধকতা। * প্রাতঃকালে জাগিবার সময় মুখ আঠা আঠা অনুভব ও তৎসহ মাথা-বেদনা।

গলমধ্য।—গলায় অত্যন্ত জ্বালা, (একন, আর্স, কাষ্ট, ল্যাক, মার্ক, নাইট এসি।—শীতলতা, কার্ব্বো-ভি, নরো, * ভিরেট) * তালুপার্শ্ব গ্রন্থির প্রদাহ, ও উহার মলিন রক্তবর্ণ আকৃতি। জ্বালাকর ছলবেধবৎ বেদনা সহকারে ঈদৃশ প্রদাহ, একন, * এপিস, ক্যাপ) তালুপার্শ্ব গ্রন্থিতে পূযোৎপত্তি, পীড়িত স্থান দুচ্ছেদ্য চর্ম্মবৎ পদার্থ বিশেষ দ্বারা আবৃত, (কালী-বা দ্রষ্টব্য) * প্রদাহিত তালুপার্শ্বগ্রন্থি এবং উহাতে সত্বর ক্ষত উৎপত্তি, (মার্ক, দ্রষ্টব্য) * গিলিতে কষ্ট, তরল দ্রব্য গিলিতে নাক দিয়া বাহির হয়, (ল্যাক, মার্ক) গলার আকুঞ্চন, গলা অতিশয় অপ্রশস্ত বোধ হয়, (আর্স * হাইয়স,

[illegible]) * গল-ব্যথা ও গলকোষের অতিশয় শুষ্কতা (এপিস, নক্স-ম, [illegible])। * গিলিবার সময় গলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ হয়।

আমাশয়।—মুখে পচা স্বাদ, (* আর্ণ, মার্ক, নকস, * পলস) শীতল জলের অতিশয় পিপাসা (এক, ব্রাই); অথবা সকল প্রকার তরল দ্রব্যে বিরক্তি (হাইয়স)। * পাকাশয়ে বিবমিষা। আহারান্তে পাকাশয়ে কঠিন চাপানুভব (আর্স, ব্রাই, নক্স, পলস)। পাকাশয়ে জ্বালা (আর্স, এণ্ট-ক্রু, এপিস, কস, ভিরেট) স্পর্শে পাকাশয়ে অনুভবাধিক্য (আর্স, ব্রাই, ল্যাইকো কলচি)। রুটির অম আস্বাদ ও অম্লগন্ধ। সকল দ্রব্যেরই তিক্ত আস্বাদ, * ব্রাই, কলো, পলস) অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য, বা শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন, (ইপি দ্রষ্টব্য) পাকাশয়ে খল্লীবৎ বেদনা, (চায়না, * কক, * নক্স)।

উদর।—* নাভীর চারিদিকে নিম্নউদরে আকুঞ্চন, বোধ হয় যেন একটা গোলা প্রস্তুত হইতেছে * নিম্ন উদরের কোন স্থান পক্ষীর নখর দ্বারা ধৃতবৎ অনুভূত হয়, (নিম্ন উদরে হস্তদ্বারা ধৃত অথবা নখাঘাতের ন্যায় অনুভব, * ইপি) * স্থূলান্ত্রের পিণ্ডবৎ প্রবদ্ধন বিশিষ্ট শূলবেদনা। নিম্ন উদরে অতিশয় উত্তাপ ও স্পর্শদ্বেষ। নিম্ন উদর স্ফীত ও ব্যথিত। * নিম্ন উদরে কখন এক স্থানে কখন অন্য স্থানে প্রবল কণ্ডনবৎ চাপ।

মল ও মলদ্বার।—পাতলা হরিদ্বর্ণ আমময় মল ও তৎসহকারে পেটেবেদনা, (* কলো, লরো * ম্যাগ ক, নকস ভ।—গাঢ়, সবুজবর্ণ আম *আর্স, ইপি, মার্ক) বটিকার ন্যায় পিণ্ডবিশিষ্ট মল (ফিপা, প্লম্ব) আম রক্ত মিশ্রিত মল বিশিষ্ট বহ্যাতিসার; পেটবেদনা, এবং মল ত্যাগ সময়ে ও মলত্যাগের পর কুন্থন, ব্যাপ্ট, বাপ, * মার্ক, * নকস, সলফ) * পাকাশয়োর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা, নিশ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাখিলে এই বেদনা উপশমিত হয়। * গুহ্যদ্বারের পেশীর পক্ষাঘাত, একন, কলো * হাইয়স, লরো, * ফস) অনিচ্ছায় মল নিঃসরণ (আর্স, হাইয়স)।

মূত্র।—* বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; মূত্র স্বাভাবিক, কিন্তু পরিমাণে অল্প। মূত্র খড়িগার ন্যায় ঘোলা হয়, (চেল), উহার তলে ঈষৎ লোহিত-বর্ণ অধঃপতিত পদার্থ জমে, (কোন, সিপি। * শুভ্রবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ

বিশিষ্ট মলিন মূত্র, ক্যাস্ক-কা, সিপি) মূত্রধারণে অক্ষমতা। * মূত্রাশয়ে যেন কৃমি আছে এ প্রকার অনুভব, গোলা থাকার ন্যায় অনুভব, * ল্যাকে, * মূত্র-স্তম্ভ, কেবল বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত। (একন, ক্যান্থ, নক্স-ভ)। মূত্রাশয়ের মুখাবরোধক পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ অবিরত বিন্দু বিন্দু মূত্র-স্রাব।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—অণ্ডকোষের ঊর্দ্ধাকৃষ্টতা ও অতিশয় কাঠিন্য সংযুক্ত অণ্ডপ্রদাহ, (অর, ব্রিয়, মার্ক, * নক্স)। (স্ত্রী)।—দক্ষিণ দিকের ডিম্বাশয়ের প্রদাহ ও অতিশয় স্পর্শদ্বেষ (+ এপিস।—বামদিকের, গ্রাফ, + ল্যাকে।—এপিস দ্রষ্টব্য) * নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব (এম কা, * ক্যাস্ক কা, সিমিসি, নক্স ম, * প্লাট।—নিয়মিত সময়ের অনেক পরে অতি অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব, কোন, * ডল, * পস, সাফ।—পলস দ্রষ্টব্য) বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের অভিমুখে অত্যন্ত চাপানুভব, বোধ হয় যেন উদরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি বাহির হইয়া পড়িবে, (ন্যাট মি, * নাইট এসি, প্লাট, সিপি) প্রসব দ্বারের উত্তাপ ও রুক্ষতা, (লাইক) জরায়ু মুখের কাঠিন্য (অপিচ, + একন, কোন, + জেলস) প্রসবান্তিক স্রাবের দুর্গন্ধ স্ত্রী-অঙ্গ উত্তপ্ত বোধ হয় (একন)। অতিশয় ক্ষীণ বা বিরাম-প্রায় প্রসব-বেদনা (কলো, জেলস)। প্রসবান্তিক বেদনা (জেলস)। অবরুদ্ধ সূল :

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠপ্রদাহ (+ একন, হিপ, ল্যাক, * স্পঞ্জ) * কাস, স্বরযন্ত্রে বেদনা, শিরঃপীড়া, জ্বর, (ড্রোস, * নাইট এসি, রুমেক্স, স্পঞ্জ, * ভারবাস) * শুষ্ক আক্ষেপিক কাস, এই কাস রাত্রিতে ও অঙ্গসঞ্চালনে বৃদ্ধি পায়, (ড্রোস, * হাইয়স, ইগ্নে) যন্ত্রণাকর শুষ্ককাস, এই কাস স্বরযন্ত্র কণ্ডুয়িত হইয়া উদ্রিক্ত হয়, (একন, ইপি, ফাইটো, ফস।—বক্ষঃস্থল হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত কণ্ডুয়ন অনুভব সহ কাস, নক্স-ম।—পাকাশয় গহ্বরে কণ্ডুয়ন অনুভব সহ কাস, ব্রাই।—বক্ষাস্থির উপরার্দ্ধে কণ্ডুয়ন সহকারে কাস, * ক্যাম, প্লাট, রস, + রুমেক্স) ক্রন্দন-পূর্ব্ব কাস, (* আর্ণ) আয়াস-সাধ্য, অসম, দ্রুত, নিশ্বাস ও তৎসহ কোঁকান। * কাসিবার সময় অথবা দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ অনুভব, (* একন, *

ব্রাই, কস) * কর্কশ ও ভগ্নস্বর, এবং স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা জনিত শুষ্ককাস।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—* হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন (একো, আর্স, স্পিজি, সলফ, ভিরেট) মস্তকের ভিতর দিয়া তাহার প্রতিধ্বনি। *নাড়ীর অতিশয় বিবর্দ্ধিত বেগ ও বল (একন)। * গলার পার্শ্বের ও কপালের পার্শ্বের ধমনীর স্পন্দন (গ্লন)।

দেহ।—* সহসা বেদনার গতায়াত এবং অল্প বা অধিককক্ষণ থাকিয়া সহসা বিরাম। সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনশীলতা। (কফি, সিঙ্কো)। সকল পেশীর বিকৃতি বিশিষ্ট প্রবল আক্ষেপ। (এগার, সিক)। * অপস্মার জনিত আক্ষেপ। (আর্স)। অতিশয় অস্থিরতা ও সহসা চমকিত হইয়া উঠে। পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা, সকম্পগতি। কোথাও স্পর্শ সহ্য হয় না।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে ও পশ্চাৎ গ্রীবায় বেদনাজনক অনম্যতা, কালী-কা, ফস, সিপি) *পৃষ্ঠবেদনা, বোধ হয় যেন পৃষ্ঠ ভগ্ন হইবে, (যেন ভগ্ন হইয়াছে, ম্যাগ-কা, গ্রাফ, রস)। পশ্চাৎ গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীততা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—দুই বাহুই ভারবোধ হয় (* মিউর-এসি, নাক্স মস, পলস, * ষ্ট্রাম) * বাহুতে ছিন্নকর বেদনাসহ পক্ষতা (ব্রাই, রস)। বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে ছুলবেধবৎ বেদনা অথবা জ্বালাবিশিষ্ট বঙ্ক্ষণ-শূল, রাত্রিতে অথবা যৎসামান্য অঙ্গসঞ্চালনে উহা বর্দ্ধিত হয়। (বাই, কাৰ্ব্ব, পলস।—পূযোৎপাদনের প্রারম্ভে দপদপকর বেদনা, * হিপা, মিউর এসি, + সিল, ষ্টাফ প্রসূতিদিগের জঙ্ঘার শ্বেতবর্ণ স্ফীততা। * বাম স্কন্ধের উপরিভাগে স্থান পরিবর্ত্তনশীল চাপ। * বাম বাহুর মধ্যপার্শ্বে আকৃষ্টবৎ বেদনা, সমগ্র বাম বাহুর দুর্ব্বলতা। * দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মধ্যসন্ধিতে পাক্ষাঘাতিক ছিন্নকর বেদনা। * বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীর পশ্চাৎ-সন্ধিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

নিদ্রা।—নিদ্রাক্রান্ত, কিন্তু নিদ্রা হয় না, (ল্যাক, ওপি)।—দিবসে তন্দ্রালুতা, রাত্রে অনিদ্রা, লাইক, নাক্স, + সলফ) অবিরত অব্যক্তকাতর

ধ্বনি সহকারে তন্দ্রালুতা। উন্মীলিত বা অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে নিদ্রা। *নিদ্রিত হইবার প্রারম্ভে ভয় প্রাপ্তির ন্যায় চমকিত হইয়া উঠা, (আর্স, ব্রাই, * নকস-ভ)। -নিদ্রাকালে ভয় পাইয়া চমকিত হইয়া উঠা, আর্ম, হাইয়স, মার্ক, ওপি।—নিদ্রাবস্থায় চিৎকার করিয়া চমকিত হইয়া উঠা, * বেল, * ক্যাম, ষ্ট্রাম. * জিঙ্ক। নিদ্রিত হইবার সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চমকিত হইয়া উঠা, আর্স, কষ্ট, * লাইক, পলস।—চমকিত হইয়া জাগরিত হওয়া, ক্যাম, সিল, * সলফ, ষ্ট্রাম। উচ্চ চিৎকার ধ্বনি সহ জাগরিত হইয়া উঠা, * এপিস) নিদ্রাকালীন অব্যক্ত কাতরধ্বনি।

জ্বর।—নাড়ী দ্রুতগতি ও পূর্ণ, অথবা মন্দগতি ও পূর্ণ (একন দ্রষ্টব্য) সন্ধ্যাকালে শীত, বিশেষতঃ মস্তকে উত্তাপ ও হস্ত পদে শীত, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, মস্তকে উত্তাপ, আর্ণ, ব্রাই, হাইয়স) অগ্নি সেবাদ্বারা শীত উপশমিত হয় না, (কস, নক্স-ভ।—অগ্নি সেবাদ্বারা শীত নিবারিত হয়, আর্স, ইগ্নে, কালীকা) * গাত্রাবরণের তলে নড়িবামাত্র শীত, (নক্স, পলস) * আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক দাহকর উত্তাপ ও তৎসহকারে অস্থিরতা। কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম সহযোগে রুক্ষ দাহকর উত্তাপ। মস্তিষ্ক লক্ষণের প্রাবল্য সহকারে সন্নিপাত জ্বর। চর্ম্মের মসৃণ ও উজ্জ্বল আরক্ততা সহকারে আরক্ত জ্বর।

চর্ম্ম।—* চর্ম্মের মসৃণ, উজ্জ্বল আরক্ততা ও তৎসহ স্ফীততা, রুক্ষতা, উত্তাপ, দাহ। * মসৃণ উজ্জ্বল চর্ম্ম ও অল্প স্ফীততা বিশিষ্ট বিসর্প, (রস, দ্রষ্টব্য)।

উপচয়।—অপরাহ্ণে তিনটার পর, পুনরায় মধ্যরাত্রের পর, সঞ্চালনে; স্পর্শ করিলে; বায়ু-প্রবাহে; আকস্মিক উষ্ণ ঋতুর পরিবর্ত্তনে; গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যের উত্তাপে (এণ্ট ক্রু), পান করিবার সময় রোগের বৃদ্ধি।

উপশম।—উষ্ণ গৃহে ভালরূপে বস্ত্রাবৃত থাকিলে উপশম প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।—রক্ত-প্রধান ও শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু বিশিষ্ট যে সকল ব্যক্তিরা সুস্থাবস্থায় প্রফুল্ল ও সুখী থাকে এবং রুগ্নাবস্থায় প্রচণ্ড হইয়া উঠে, এবং রক্ত পূর্ণ যুবক যুবতীদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত (অধিকন্তু ব্যাপ্‌টি, ক্যান্থ, আইরিস।—বাম পার্শ্ব, লেকে) * সহসা বেদনা উপস্থিত হয় এবং সহসা তাহা নিবারিত হয়, (ইহার বিপরীত হইলে, প্লাট, * ষ্টান) সন্ধিতে স্থানবিবর্ত্তনশীল বেদনা, * পলস, সলফ) * স্পর্শ করিলে বা উজ্জ্বল আলোক দর্শনে পুনঃ প্রকাশিত হয় এরূপ আক্ষেপ (অধিকন্তু * ষ্ট্রাম) অপরাহ্ণ তিনটার সময় বৃদ্ধি। চারিটার সময় বৃদ্ধি, হিপার, লাইক।—সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, আইরিস, মার্ক, রস, * পলস।—রাত্রিকালে বৃদ্ধি, ক্যাম, চায়না, * মার্ক, সিপি।—মধ্য রাত্রির পর বৃদ্ধি আর্স, বেল, * রস।—প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, ক্রোক, ফিন, * নক্স, সলফ) সঞ্চালন, গোলমাল বা উজ্জ্বল আলোকে বৃদ্ধি, (উজ্জ্বল আলোকে উপশম প্রাপ্তি, * ষ্ট্রাম)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—স্নায়বীয় উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক; বেদনা নিবারক, মাদক, নিদ্রাকারক। বাহ্যপ্রয়োগে বেদনা নিবারক ও স্পর্শহারক। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে লাগাইলে বা চক্ষুমধ্যে প্রয়োগ করিলে কনীনিকা প্রসারিত হয়। স্নায়ুশূল, শ্বাসকাস, কষ্টরজঃ, অণ্ডপ্রদাহ, পরিবর্ত্তিত্বর, আবপাটিকা, নিশ্বাস রোধ, কর্কটিকা, হৃদশুলক কাস, তাণ্ডব, অপস্মার, গলক্ষত, উন্মাদ, জ্বরবিকার, বিসর্প, আরক্তজ্বর, প্রসবকষ্ট, সূতিকাস্তম্ভ, অস্ত্রাবরুদ্ধ, হ্রানি, তারকামণ্ডলপ্রদাহ ইত্যাদি বিবিধ রোগে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা,।—২ গ্রেণ।

বোভিস্টা—পফ-বল।

লাইকোপার্ডন বোভিষ্টা পঙ্কজাতীয় উদ্ভিদ। ঔষধার্থে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে বোভিষ্টার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু চর্ম্মে ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়েই ইহার প্রধান স্থানিক ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—শ্বেতপ্রদর ও অতিরজঃ প্রভৃতি স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের রোগে, এবং দদ্রু আদি চর্ম্মরোগে এই ঔষধ সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—টেষ্ট বলেন যে মস্তক যেন স্ফীত হইয়া বৃহৎ

হইতেছে এই প্রকার অনুভব বোভিষ্টা প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। এইরূপ লক্ষণ সত্ত্বে পুরাতন শ্বেতপ্রদর রোগে তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। দীর্ঘকালস্থায়ী জরায়ুর রক্তস্রাবরোগে চক্ষু ও কপাল প্রান্তে স্নায়বীয় বেদনা এবং মস্তকের পূর্ণতা ও বিবৃদ্ধতা অনুভব লক্ষণে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। অণ্ডের শ্বেতাংশের ন্যায় শ্বেতপ্রদরে ডাঃ গরেন্সি এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেন। চর্ম্মরোগেই বোভিষ্টা অধিক ব্যবহৃত হয়। কণ্ডুয়নশীল পীড়কা প্রক্ষালনে উপশমিত হইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। হস্তের পৃষ্ঠ-দেশের পামারোগেও ইহার ব্যবহার আছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন। মস্তক যেন অতিশয় বৃহত্তর হইয়াছে এরূপ অনুভব। করোটীর অতিশয় কণ্ডুয়ন। কর্ণ।—কর্ণ হইতে দুর্গন্ধি পূযস্রাব। (অরম, হিপার, গ্রাফ)। নাসিকা।—প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (বেল, হেমে), হাঁচি দিবার বা নাক ঝাড়িবার সময় বিন্দু বিন্দু রক্তপাত। মুখমণ্ডল।—প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পর মুখমণ্ডলের অতিশয় পাণ্ডুরতা। মুখমধ্য।—জিহ্বায় ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা। দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব (মার্ক, নাইট-এসি)। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে প্রবল আকর্ষবৎ বেদনা, বায়ুতে ও উষ্ণতায় উহার হ্রাস, এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। অতিশয় লালাস্রাব। আমাশয়।—ঘন ঘন শূন্যোদ্গার। মল।—প্রথমে কঠিন ও কষ্টে নিঃসারিত মল, শেষে পাতলা ও জলবৎ মল। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।— * ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে অতিসার। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিশয় অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব। (আর্স, ক্যাল্ক, * নক্স ভ)। প্রাতঃকালে অধিক রক্তস্রাব, দিবাভাগে ও রাত্রিকালে স্বল্পস্রাব। জননেন্দ্রিয়ের অভিমুখে বেদনাপূর্ণ বেগ, ও কটিদেশে গুরুত্ব। বিরাম কালে মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব। ঋতুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে ও পরে অণ্ডের শ্বেতাংশের ন্যায় শ্বেতপ্রদর। (এমমি, বোরা, ক্যাল্ক, ফস, মেজ)। দেহ।—সন্ধিস্থলের অতিশয় দুর্ব্বলতা; হস্ত-পদের ক্লান্তি।

কটিদেশে দৃঢ় বস্ত্র সহ্য হয় না। (ক্যাল্ক, ন্যাক)। কক্ষ-তলে পলাণ্ডু-গন্ধি ঘর্ম্ম। দুর্ব্বলতাজনিতবং হস্ত হইতে দ্রব্যাদি পতন। * ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি স্থূল ধার অস্ত্রাদি ব্যবহারে অঙ্গুলীতে অতিশয় গভীর চিহ্ন। কোষ্কিল চক্ষু-অস্থির অগ্রভাগের অতিশয় কণ্ডূয়ন; কণ্ডূয়ন করিতে করিতে উহার ত্বক উঠিয়া যায়। নিদ্রা।—অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে অতিশয় তন্দ্রালুতা।

বোরাক্স—বাইবোরেট অব সোডা—সোহাগা।

সোহাগা বিচূর্ণাকারে অথবা প্রথম দশমিক ক্রমের পর দ্রবরূপে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, বিশেষতঃ মুখ-মধ্য, অন্ত্র, গর্ভাশয় ও জনন্দ্রিপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে; পরন্তু শ্বাস-পথে ও চর্ম্মে বোরাক্সের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। নিম্নাভিমুখগতিতে আশঙ্কা ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—শিশুদিগের উপজিহ্বা ও অতিসার, এবং স্ত্রীদিগের রজঃকৃচ্ছ্র ও শ্বেতপ্রদরে এই ঔষধ সমধিক উপকারী।

আময়িক প্রয়োগ।—মুখের উপক্ষতে বোরাক্স বাহ্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ সেবনেও এই রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু বাহ্য-প্রয়োগের ন্যায় তত সত্বর ফল দর্শে না। জরায়ুর উপর ইহার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বন্ধ্যাত্ব রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ স্কিটার বলেন যে তিনি পাঁচজন স্ত্রীলোককে এই ঔষধি সেবন করান, পাঁচ জনেরই অবিলম্বে গর্ভসঞ্চার হয়।" একজন স্ত্রী তীব্রস্রাববিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর বশতঃ বন্ধ্যা ছিল, অন্যান্য ঔষধের পর তাহাকে বোরাক্স সেবন করান হয়, তাহাতে তাহার গর্ভসঞ্চার হয় এবং শ্বেতপ্রদরের উপকার দর্শে। ডাঃ মিডেলটন প্রাতে ও রাত্রিতে এক গ্রেন মাত্রায় মূল বোরাক্স ব্যবস্থা করিয়া কয়েকজন রোগিণীর বন্ধ্যাত্ব সহবর্ত্তী রজঃকৃচ্ছ্র আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ হেল একজন রোগিণীর ঝিল্লীবিশিষ্ট রজঃকৃচ্ছ্র এই ঔষধি দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে নীচে নামিতে পড়িবার ভয় এই সকল রোগে এই ঔষধি প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* দোলা দিতে আন্দোলন অথবা নীচের তালায় নামিবার ন্যায় নীচে নামিতে আশঙ্কা। **মুখমধ্য।**—* জিহ্বায়, মুখের মধ্যে, ও গালের অভ্যন্তরে উপক্ষত, তৎসহ অতিশয় উত্তাপ ও মুখ-শোষ। (হাইড, হেলি, আইযোড, * মার্ক, নাইট্ এসি)। জিহ্বায় বেদনাবিশিষ্ট লোহিতবর্ণ ফোস্কা (নক্স ভ)। বোধ হয় যেন জিহ্বার উপবিভাগের ত্বক উঠিয়া গিয়াছে। তালুর উপবিভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দগ্ধবৎ কুঞ্চিত দেখায়, চর্ব্বণকালে বেদনা করে। স্বাদ-শূন্যতা বা তিক্ত আস্বাদ। (ব্যাপ্‌টি, ব্রাই, পলস, সলফ)। **মল।**—* কোমল, অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ (ডেলা) আমময় মল, তৎসহ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। **মূত্রযন্ত্র।**—* শিশুদিগের উত্তপ্ত মূত্র। (একন, ক্যান্থ)। **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব। (এম কা, আর্স, ক্যাল্ক, * নাকস)। তৎসহ বিবমিষা ও উদর বেদনা। * অণ্ডলালের ন্যায় শ্বেতপ্রদর (এল মি, বোভি, ক্যাল্ক, ফস, সেজা), তৎসহ উষ্ণজল প্রবাহিত হইয়া পড়ার ন্যায় অনুভব। শ্বেতবৎ গাঢ়, শুভ্রবর্ণ শ্বেতপ্রদর। রজঃস্রাবের পূর্ব্বে পাকাশয় হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বেদনা। ঋতুকালে উরু-সন্ধি-স্থলে খোঁচাবেধবৎ বা ছিন্নকর বেদনা। বাম স্তনে বেদনা, সন্তানকে স্তন পান করাইবার পর হাত দিয়া স্তন চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়, কারণ দুগ্ধশূন্য হওয়াতে স্তন বেদনা করে। **শ্বাসযন্ত্র।**—* ছাতাপড়া দ্রব্যাদির ন্যায় আস্বাদ ও গন্ধবিশিষ্ট শ্বল্প শ্লেষ্মা রক্তসংযুক্ত প্রবল কাস। * কাস ও দীর্ঘনিশ্বাস লওয়ালে বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধবৎ বেদনা। (ব্রাই, ক্যালী-কা)। **নিদ্রা।**—অতিশয় প্রত্যূষে, প্রায় রাত্রি তিনটার সময় নিদ্রাভঙ্গ, ও সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ, মস্তকে উত্তাপবশতঃ পুনরায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না, তৎসহ ঊরুদেশ ঘর্ম্মসিক্ত হয়। * নিদ্রাবস্থায় শিশু কাঁদিয়া উঠে, বোধ হয় যেন স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে।

উপযোগিতা। দন্তোদ্ভেদকালে শৈশবাবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ব্যাপটিসিয়া

ব্যাপটিসিয়া টিংটোরিয়া লিগুমিনোসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা উত্তর আমেরিকায় জন্মে। ইহার মূলের বল্কল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—যে সকল রোগে ব্যাপটিসিয়ার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে সেই সকল রোগে ইহা পরমোপকারী ঔষধি। রক্তেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এতদ্দারা রক্তদুষ্ট ও বিকৃত হইয়া অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন জ্বর ও সন্নিপাতাবস্থার ন্যায় অবস্থা জন্মে। রক্তের অভ্যন্তর দিয়া ব্যাপটিসিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ মুখ-মধ্য, গল-মধ্য ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্রিয়া দর্শায়, এবং এতদ্দারা গতি-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি সাধিনী স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া গতি ও জ্ঞানের অবসন্নতা ও স্তব্ধতা উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পীড়া; বিশেষতঃ মুখপ্রদাহ ও অন্ত্রপথের নিম্নভাগের রোগ, লসিকাগ্রন্থিমণ্ডলীর পীড়া। নতুবা-শী আন্ত্রিক বা পাকাশয়িক জ্বর। কোন কোন প্রকার অজীর্ণরোগ। সন্নিপাতজ্বর।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—সন্নিপাত জ্বরের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ অন্ত্র-লক্ষণ সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। কোমল ও পূর্ণ অথচ দ্রুতনাড়ী; শিরঃপীড়া ও প্রলাপ সম্ভাবনা, গাত্র বেদনা এবং শয়ন করিলে চাপে অসহ্যতা এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ। এতদ্দারা রক্তের বিষদুষ্টতা নিবারিত এবং রোগের তীব্রতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অপর ব্যাপটিসিয়ার বিষ-ক্রিয়া বশতঃ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তসঞ্চয় ও প্রতিশ্যায়, এবং তৎসহ উদরে স্পর্শদ্বেষ, ও অতিসার সমুৎপন্ন হয়। সন্নিপাত জ্বরের প্রথম সপ্তাহেও রোগীর এই প্রকার অবস্থা থাকে সুতরাং এই অবস্থায় ব্যাপটিসিয়া সুপ্রযোজ্য। ডাঃ হিউজ বলেন যে প্রারম্ভ হইতে এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিলে সন্নিপাতজ্বর অধিক উৎকট হইয়া উঠে না অথবা অত্যন্ত দীর্ঘকাল থাকে না। তাঁহার মতে রোগের যে কোন অবস্থায় এতদ্দারা কিছু না কিছু উপকার দর্শে, এবং লক্ষণানুসারে অন্য কোন ঔষধ এতদ্-

পেক্ষা অধিকতর উপযোগী না হইলে তিনি সকল অবস্থায়ই ইহা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। তবে, রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় অন্ত্রের উপসর্গ প্রশমনার্থ তিনি ব্যাপটিসিয়া সহকারে আর্সেনিক,মার্কিউরিয়স,বা টেরিবিন্থিনা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বলেন। সামান্য সন্ততজ্বরে (কনটিনিউড ফিভার) ব্যাপটিসিয়া পরম উপকারী। প্রথম উপক্রমে ইহা ব্যবস্থা করিলে সন্ততজ্বরে সন্নিপাত লক্ষণ উপস্থিত হয় না, অপিচ জিহ্বা পরিষ্কৃত হয় ও আহার গ্রহণ সামর্থ্য জন্মে। আমেরিকায় সন্ততজ্বরে শয়নে অঙ্গ গ্রহ, ও "খণ্ড বিখণ্ডতা" অনুভবাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ চার্জ্জি প্রবল অবস্থায় নাড়ীর কোমলতা ও পরিশেষে মলমূত্রাদির দুর্গন্ধিতা; ডাঃ জার রোগীর আরোগ্যে নিরাশা ও মৃত্যুতে নিশ্চিতত্ব ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ বলেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে উচ্চ ক্রমের ঔষধই এই প্রকার লক্ষণে ব্যবহার্য্য ও ফলপ্রদ। কিন্তু নিম্নক্রমের ঔষধ ও মূল অরিষ্টাদি ব্যবহারে এই সকল লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাতের কোন প্রয়োজন নাই। জ্বরের প্রথম দশ দিবসের মধ্যে, অথবা রোগীর শ্লৈষ্মিক অবস্থা হইতে সান্নিপাতিক অবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ব্যাপটিসিয়া ব্যবহার করিলে সন্ততজ্বরে এতদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল দর্শে। সামান্য জ্বরে একোনাইটের যেরূপ উপকারিতা এই সকল রোগে ব্যাপটিসিয়ারও তদ্রূপ ক্ষমতা। যে সকল জ্বর আপাততঃ সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং যাহাতে একোনাইট দ্বারা কোন ফললাভ হয় না তাহাতে ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগ করিয়া অনেক সময় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বল্প বিরামজ্বরের বর্দ্ধিত অবস্থায় শ্লৈষ্মিক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। ইহার প্রথম দশমিক ক্রম বা উগ্র অরিষ্ট জ্বর রোগে ব্যবহৃত হয়। **সূতিকাজ্বর।**—এই জ্বরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশিত হইলে একোনাইটের পরিবর্ত্তে ব্যাপটিসিয়া, এবং অন্ত্র লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে বেলেডোনার পরিবর্ত্তে রসটক্স ব্যবস্থেয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

পূতিগন্ধ নিশ্বাসযুক্ত দন্তমূল-ক্ষত এবং কর্ণমূল বিবর্দ্ধন ও পচনোপক্রম সহ গলাভ্যন্তরের সামান্য উপক্ষতে (এপথি) এক ড্রাম উগ্র অরিষ্ট চারি

কাউক্ত জলে মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রাতঃকালে শুষ্ক কপিশবর্ণ জিহ্বা এবং উদরোর্দ্ধদেশে অতিশয় শূন্যতা অনুভব সহকারে পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগ। রক্তাতিসারে, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের রোগে মলিন বা আমরক্ত মিশ্রিত মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর বেদনা, বিকারের সম্ভাবনা ও পিঙ্গলবর্ণ জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ব্যাপটিসিয়া ব্যবহার্য্য, অনেক আরোগ্যাশাহীন রোগী এই ঔষধি সেবনে রোগমুক্ত হইয়াছে। মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ ও মুখ-ক্ষত রোগেও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ নিউটন বলেন যে দক্ষার বিসর্পি জলে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বসন্ত রোগে ব্যাপটিসিয়া সেবনে দুর্গন্ধ উপশমিত, অবসন্নতা দূরীকৃত, ক্ষুধা বর্দ্ধিত, বিসমস্ততা (ডিকম্পোজিশন) প্রতিরুদ্ধ এবং অঙ্ক নিবারিত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, (বেল, ব্রায়, রস) মস্তিষ্কের উত্তেজনা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে। অচৈতন্য ও প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রিতে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সহ। চিন্তাশক্তির অভাব। কোন বিষয়ে মন স্থির রাখিতে পারা যায় না। শরীর বিখণ্ডিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বোধ হয়, রোগী সেই গুলি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত শয্যায় ছটফট করে।

মস্তক।—অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া, (কোনা, ডল, জেল, হাইড্রস, শিরাস্পন্দনশীল শিরঃপীড়া, (বেল, ম্যাট-মি, প্লসম) মস্তক অত্যন্ত ভার বোধ হয়, (কালি, কস এসি, বস, মসক) মস্তক লঘুবোধ হয়, (ব্রায়, হিপো) মস্তক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বোধ হয় এবং রোগী মস্তকের খণ্ডগুলি একত্র করিতে চেষ্টা করে, (ষ্ট্রাম, ফুটরা) ললাটদেশের চাপনবৎ সঙ্কোচকবৎ বেদনা। (একন, কালী বা)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের জ্বালাকর উত্তাপ, গণ্ডস্থলের জ্বালা। মুখমণ্ডল মলিন রক্তবর্ণ ও হতবুদ্ধির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। অক্ষিগোলকে বেদনা অনুভব (একটিয়া)।

মুখ-মধ্য।—জিহ্বা যেন চাটিয়া দগ্ধ হইয়াছে এ প্রকার অনুভব,

(যেন ঝলসিয়া গিয়াছে. কলো, মার্ক, ভিরেট-ভি) জিহ্বা কপিশবর্ণ লেপাবৃত ও শুষ্ক, বিশেষতঃ মধ্যস্থলে। লালাস্রাব সহকারে গালের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর * গলিত ক্ষত. (মার্ক, নাইট-এসি, নক্স-ভ) কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত ও দুর্গন্ধি নিশ্বাস বিশিষ্ট ঝিল্লীক-প্রদাহ (কালী বা দ্রষ্টব্য)। * জ্বরবোগে মুখ ও জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা (এক, আর্স, ব্রাই)। পূতিবের ন্যায় দুর্গন্ধি নিশ্বাস। দন্তে ও ওষ্ঠে দন্ত-শর্করা (এইল, রস)।

গলমধ্য।—গলার অভ্যন্তর প্রদেশে আকুঞ্চন অনুভব। গিলিতে কষ্ট, কেবল জল গিলা যায় (আর্স, বেল, হাইয়স)। গল-কোষ মলিন রক্তবর্ণ; ও মলিন গলিত ক্ষতবিশিষ্ট (মিউর এসি); তালু-মূল ও কর্ণ-মূল স্ফীত (এইল); বেদনার অভাব ও অতিশয় অবসাদ।

আমাশয়।—পাকাশয়ে যেন কিছু নাই এ প্রকার অনুভব (এক্টি, হাইড, ইগ্নে, সিপি)। ক্ষুধাহীনতা।

উদর।—যকৃতে বেদনা, বেদনা জন্য বিচরণ করিতে পারা যায় না। পিত্তকোষে অতিশয় বেদনা (বার্ব্বি)। উদরের পূর্ণতা ও স্ফীততা (ব্রাই, সিক, ক্যাপস)। উদরের পেশীতে চাপ দিলে বেদনা বোধ হয়।

মল।—অতিশয় দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলকর, অবদমনশীল অতিসার। মলিন পাতলা মল। * রক্তাতিসার, পরিষ্কার রক্ত, রক্তমিশ্রিত আমস্রাব। মলত্যাগের পূর্ব্বে তীব্র উদর বেদনা; মলত্যাগকালে ও তৎপরে কুন্থন; (মার্ক দ্রষ্টব্য)।

মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রত্যাগে জ্বালা (একন, আর্স, কান্থ)। স্বল্প ও মলিন লোহিত মূত্র। (একন)।

শ্বাস-যন্ত্র।—শ্বাসকষ্ট সহকারে বক্ষঃস্থলে রক্ত সঞ্চয়; শয্যায় উঠিয়া বসিলেও উপশম বোধ হয় না, বিমল বায়ু সেবনার্থে গবাক্ষের নিকট যাওয়া আবশ্যক করে, (সল্ফ।—রোগী অবিরত বাতাস দিতে বলে, * কার্ব্ব ভে) পূর্ণ শ্বাস গ্রহণে অসমর্থতা, শ্বাসযন্ত্রের শক্তির ন্যূনতা। বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন ও চাপানুভব।

নাড়ী।—প্রথম দ্রুত, পরে মৃদু ও ক্ষীণ নাড়ী।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—বাতকণ্টকের ন্যায় সন্ধির অনম্যতা, (*আর্ণ, রোড, রুটা।—সন্ধিবিচ্যুতির ন্যায় অনুভব, ব্রাই, মার্ক, * রুটা) হস্তদ্বয় অতিশয় বড় বোধ হয়, (ডায়াড. নাইটার।—অতিশয় ভার বোধ হয়, ব্রাই, নাইটার, পলস) গুলফদেশে সুতীব্র আকৃষ্টবৎ বেদনা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিশয় কম্পন ও দুর্ব্বলতা।

দেহ।—*অস্থিরতা, * শান্তভাবে নিদ্রা যাওয়া যায়না : নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার ইচ্ছা। (একন, আর্স, রস)। অতিশয় আলস্য, শয়ন করিতে ইচ্ছা। সর্ব্বশরীরে ক্লান্তি ও গ্লানি অনুভব। (আর্ণ, সিঙ্ক)। উৎকট রোগ হইতে আরোগ্যোন্মুখ অবস্থার ন্যায় দুর্ব্বলতা ও কম্পন। শরীরের তরল বিধানের বিকার-প্রবণতা সহ অবসন্নতা। সর্ব্বশরীরে অনির্ব্বচনীয় ক্ষতবৎ অনুভব। সর্ব্ব শরীরে বিশেষতঃ বামপার্শ্বে কণ্টক বেধ ও দপদপানিবৎ অনুভব। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত ও পচনোক্রম। শারীরিক স্রাব ও বাষ্পাদির দুর্গন্ধ। সর্ব্বশরীরে দৃষ্ট বা আঘাতিতবৎ অনুভব। (আর্ণ, রুটা)। যেন তক্তার উপর শয়ন করা হইয়াছে এ প্রকার অনুভব, শয্যা এত কঠিন বোধ হয় যে বারংবার অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

জ্বর।—প্রলাপ ও অচৈতন্য বিশিষ্ট সন্নিপাত জ্বর। জিহ্বা ও মুখশোষ। অস্থিরতা। কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়া (প্রকৃত উত্তর প্রদানের পর পুনরায় প্রলাপ ও অচৈতন্য, *হাইয়স।—আর্ণ দ্রষ্টব্য) শয্যাকণ্টক, (আর্ণ, রস) গলক্ষত, দুর্গন্ধ নিশ্বাস শুষ্ক জিহ্বা ও বমন লক্ষণাক্রান্ত সান্নিপাতিক আরক্ত জ্বর। অনাবৃত বায়ুতে গেলে শীতানুভব; পৃষ্ঠের উপর ও নিম্নাঙ্গে শীত। সর্ব্বশরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মশূন্য, মধ্যে মধ্যে শীত, প্রধানতঃ পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধ ও নিম্নে শীত।

নিদ্রা।—কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অথবা কোন কথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়া (হাইয়স)। রাত্রি দুই তিনটা পর্য্যন্ত উত্তম নিদ্রা, তৎপরে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অস্থিরতা। তন্দ্রালুতা, স্ফূর্ত্তিশূন্যতা, ও ক্লান্তি, চক্ষু অর্দ্ধমুদিত করিয়া রাখা। ভয়ঙ্কর স্বপ্নসহ অস্থিরতা।

চর্ম্ম।—চর্ম্মে অতিশয় জ্বালা ও উত্তাপ (আর্স)। হাম অথবা শীত-

পিত্তের ন্যায় পীড়কা (একন, এন্ট ক্রুড, কফি, পলস)।

বিশেষ লক্ষণ।—প্রচাপন বা আকর্ষণবৎ বেদনা, (বেল, মেজ, নকস, বস) * শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সকল প্রকার স্রাবের দুর্গন্ধ, (কার্ব্বো ভে) দক্ষিণাঙ্গ অধিক পীড়িত, (বেল আইরিস, * লাইক।—বামাঙ্গ, * ল্যাকে) সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায় ও বিশ্রামে উপশমিত হয় এরূপ বেদনা, একন, * ব্রাই, মার্ক।—(সঞ্চালনে উপশম প্রাপ্তি ও বিশ্রামে বৃদ্ধি, কোন, লাইক, বস, সিপি, সলফ)।

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা—কার্ব্বনেট অভ ব্যারাইটা।

ঔষধার্থ ব্যারাইটার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ব্যারাইটা মস্তিষ্ক ও গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের উপদাহ ও অবসাদ জন্মাইয়া শারীরিক ও মানসিক উদাসহীনতা, অথবা অকাল বার্দ্ধক্যের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন করে। লসিকা-গ্রন্থি-মণ্ডলে, বিশেষতঃ গলগ্রন্থিতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—গলপ্রদাহ, ও রতিশক্তির হ্রস্বতা। তালুমূল-প্রদাহ (কুইন্সি); তালুমূলের পুরাতন বিবর্দ্ধন; স্বরভঙ্গ সহ প্রদাহিত ও শিথিলীকৃত গলদেশ; গলদেশের পৈশিক বিধানের শিথিলতা সহ স্বরলোপ; অর্দ্দিত রোগ, বৃদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষাঘাত ও অন্যান্য পীড়া, (বৃদ্ধা স্ত্রীদিগের পক্ষে কোনায়ম বিশেষ উপযোগী); বসার্ব্বুদ; কোমল অর্ব্বুদ, মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন; স্বপ্নদোষ ও ধ্বজভঙ্গ; অপরিচিত ব্যক্তিদিগের প্রতি বিরাগ। উন্মনায়ু। অকালবার্দ্ধক্য। ক্রিয়া বিকারবশতঃ বন্ধ্যাত্ব। সংন্যাস রোগের পরিণাম ফল।

আময়িক প্রয়োগ।—**পক্ষাঘাত**।—স্মৃতি ক্ষীণতা ও কম্পনাদি লক্ষণ সহ বৃদ্ধদিগের অসম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত; মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত; জিহ্বার পক্ষাঘাত। **কাস**।—গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের পুরাতন কাস। **গল-প্রদাহ**।—বেল ও মার্কদ্বারা সম্যক উপকার না দর্শিলে এবং প্রদাহ কেবল তালুমূলে নিবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। **তালুমূল-প্রদাহ**।

—এই রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ পূযোৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্যারাইটা প্রয়োগ করিলে প্রদাহিত গ্রন্থির সঞ্চিত রক্ত বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং প্রায়ই পূযোৎপন্ন হয় না। পুরাতন তালুমূল প্রদাহেও ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। তালু-মূলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে বেলেডোনা, অতিশয় স্ফীততায় এপিস, কিন্তু প্যারেঙ্কাইমা (সাস্তব বিধান) আক্রান্ত হইলে ব্যারাইটা বিশেষ উপকারী। **দন্তশূল।**—উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য সংস্পর্শে দন্তবেদনা বৃদ্ধি পাইলে ও দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব হইলে ব্যারাইটা ব্যবস্থেয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অস্থির প্রতিজ্ঞতা, অবিরত চিত্ত পরিবর্ত্তন (ইগ্নে)। অতিশয় বিস্মৃতি, যাহা এই মাত্র বলা হইল তাহাই স্মরণ থাকেনা (আর্স)। অতিশয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, বৃদ্ধদিগের বালকত্ব। স্মৃতি শক্তির ক্ষীণতা, বালক মনে রাখিতে অথবা শিখিতে পারে না (ক্যাল্ক, ফস)। আত্ম নির্ভরের অভাব। (ইহার বিপরীত-প্লাটি)। অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে ভয়। সমালোচিত বা উপহসিত হইতেছে এ প্রকার অনুমান। শিশু খেলা করিতে চায়না। সহসা ক্রোধের উদ্বেগ, কিন্তু তৎসহ ভীরুতা মিশ্রিত। **মস্তক।**—সন্ন্যাস, শিরোঘূর্ণন; (বালক-স্বভাব বৃদ্ধদিগের) ইন্দ্রলুপ্ত বিশেষতঃ মূর্দ্ধাদেশে (জিঙ্ক)। শুষ্ক বা আর্দ্র চিপিটিকা বিশিষ্ট দুর্গন্ধ পীড়কা। মস্তকে কোষাবৃত অর্ব্বুদ। **চক্ষু।**—দৃষ্টি ক্ষীণতা; চক্ষুর সম্মুখে ঝিলিমিলি দর্শন (কষ্ট, ফস)। চক্ষুতে শুষ্কতা অনুভবসহ প্রদাহ। শীঘ্র শীঘ্র কনীনিকা প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়। **কর্ণ।**—দক্ষিণ কর্ণমূল স্ফীত ও স্পর্শে বেদনা বিশিষ্ট। কর্ণে আকৃষ্টবৎ বেদনা। কর্ণ-কণ্ডূয়ন (বার, সলফ)। কর্ণে গুণ্ গুণ্ বা ঝন্ ঝন্ শব্দ। হাঁচি দিবার, গিলিবার, অথবা দ্রুতপদে হাটিবার সময় কর্ণে কড় কড় শব্দ (গ্রাফ)। **নাসিকা।**—নাসিকার দুর্দ্দমনীয় শুষ্কতা, গাঢ়, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃস্রব। বড় উদর বিশিষ্ট বালকদিগের নাসিকা ও উপরের ওষ্ঠের স্ফীততা বিশিষ্ট প্রতিশ্যায় (ক্যাল্ক)। ঘন ঘন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। **মুখমণ্ডল।**—মুখের পাণ্ডুরতা ও স্ফীততা (আর্স)। মুখের উপর লূতাতন্তু থাকার ন্যায় আকৃতি অনুভব (এলম

গ্রাফ)। উচ্চারণকালে হনু রুদ্ধ করিবার সময় বেদনা। **মুখ-মধ্য।**— জিহ্বা রেণুর ন্যায় লেপাবৃত। জিহ্বা বিদারিত ও বেদনাবিশিষ্ট, উহার অগ্রভাগে জ্বালাকর বেদনা। জিহ্বার পক্ষাঘাত, কথা বলিতে অসমর্থতা (কষ্ট, সেলস)। মুখের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ তালু ও গালে ফোস্কা। মুখে তন্তুছেদ্য শ্লেষ্মা। পিপাসা সহ অতিশয় মুখ-শোষ (এক, আর্স, ব্রাই)। **গলমধ্য।**—* গিলিবার সময় গলায় বেদনা। প্রত্যেকবার সর্দ্দি লাগিবার পরে তালুমূলের প্রদাহ, পূয়োৎপাদন-প্রবণতা (হিপ), প্রাচীন কঠিনতা (ক্যাপ্সক)। * হনু নিম্ন গ্রন্থির বেদনাবিশিষ্ট কঠিনীভূত স্ফীততা (এরম, কালক, আইয়োড, বল, ন্যাট্রম)। **আমাশয়।**— পাকাশয়ে ক্ষীণতা, আহারান্তে উহা দূরীকৃত হয়। প্রস্তরের ন্যায় চাপ (আর্স, ব্রাই, মার্ক, পাল্স)। উদ্গার উঠিলে উহার উপশম। পাকাশয়ের অনুভবাধিক্য প্রত্যেকবার পদবিক্ষেপে উহাতে বেদনা জন্মে। পাকাশয়ে ক্ষতের ন্যায় অনুভব, বোধ হয় যেন আহার ক্ষতবিশিষ্ট স্থানের উপর দিয়া যায়। **উদর।**—* উদর স্ফীত ও শক্ত। আর্স, মার্ক, ল্যাক। শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তনে অন্ত্র এক পাশ হইতে অন্য পার্শ্বে পতিত হয়। **জননেন্দ্রিয়।**—(পুং)।— সঙ্গমশক্তির হ্রস্বতা (এগনস), বিবর্দ্ধিত ইচ্ছা (এনাব)। **শ্বাসযন্ত্র।**— নিশ্বাসদ্বারা ধূম (ব্রোম) বা আলকাতরা গ্রহণের ন্যায় স্বরযন্ত্রে অসুখঅনুভব। বৃদ্ধদিগের শ্বাসরোধক প্রতিশ্যায়, ফুসফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাত। গলায় স্বরস্পর্শতা ও কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট আক্ষেপিক কাস (নক্স), সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত এই কাসের বৃদ্ধি। কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে যাতনা (আর্ণ)। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—* পশ্চাৎ গ্রীবা ও পশ্চাৎ কপালের গ্রন্থির স্ফীততা (ব্যাক, বাস্মো, আইয়োড)। গ্রীবাস্তম্ভ। কটিতে বেদনা। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**— কক্ষতলের গ্রন্থির কঠিনতা ও স্ফীততা সহ বাহুতে বেদনা (সিপি)। সমগ্র বাম জঙ্ঘাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। জানু-সন্ধিতে সূচীবেধবৎ বেদনা। পদে দুর্গন্ধি ঘর্ম (নাইট এসি, সিপ)। **দেহ।**—শরীরের গুরুত্বসহ ক্লান্তি। বৃদ্ধদিগের অতিশয় মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। শীতল

বায়ুতে অতিশয় অসহ্যতা (কক, সিপি, সিলি)। এক পার্শ্বের, প্রধানতঃ বামপার্শ্বের দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম। বামনত্ব; মানসিক ও শারীরিক বর্দ্ধনের ন্যূনত্ব। **নিদ্রা।**—রাত্রিতে বারবার জাগরিত হইতে হয়; অতিশয় উত্তাপ বোধ হয়; পদতল ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়। **চর্ম্ম।**—গ্রীবায় বসার্ব্বুদ। গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা। নানা স্থানে জ্বালাকর কণ্টক বেধ। **উপচয়।**—রাত্রিতে, উপবেশনকালে, রোগ-লক্ষণ সকলের বিষয় ভাবিলে; কগ্ন স্থান আর্দ্র বা অভিষিক্ত করিলে বৃদ্ধি। **উপশম।**—অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ সময়ে উপশম। **উপযোগিতা।**—বৃদ্ধ, খর্ব্বকায়, গণ্ডমালাগ্রস্ত বালক বিশেষতঃ যাহাদের সামান্য সর্দ্দিতে তালুমূলের প্রদাহ ও স্ফীততা জন্মে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা।—গণ্ডমালা সম্বন্ধীয় রোগে ও উন্মাদে দিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্যারাইটা আইয়োডেটা।—ডাঃ হেল বলেন যে তালুমূল ও মুষ্কাদি গ্রন্থির বিবর্দ্ধনে ও কাঠিন্যে এই ঔষধি বিশেষ ফলপ্রদ।

ব্যারাইটা এসেটিকা।—পক্ষাঘাতে অধিক উপযোগী।

ব্রাইয়োনিয়া এলবা—হোয়াইট ব্রাইয়োনি।

ব্রাইয়োনিয়া এল্বা কিউকার বিটেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ব্রাইয়োনি নানা জাতীয়। তন্মধ্যে হানিমান কেবল ব্রাইয়োনিয়া এল্বার আময়িক গুণই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই ব্রাইয়োনি ইউরোপের উত্তরাংশে, জর্ম্মণ দেশে ও ফ্রান্সের কোন কোন অংশে জন্মে। ইহার মূল হইতে এক প্রকার গাঢ় পীতবর্ণ অতিশয় তিক্ত অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ব্লাক ব্রাইয়োনি, ঘৃষ্টব্রণে প্রয়োগ হয়। মল্লেরা প্রদেহ আকারে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে, এতদ্দ্বারা দুই এক দিবস মধ্যেই কালিমা দূরীকৃত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তকঝিল্লী ও মস্তকঝিল্লী-পরিবেষ্টিত যন্ত্র বিশেষতঃ

ফুসফুসবেষ্ট ও ফুসফুসে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে ; তৎপরে মস্তিষ্কে ও যকৃতে ব্রাইয়োনিয়ার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। স্নৈহিক ঝিল্লী, পেশী-তন্তু এবং শ্বাসপথ ও অন্নপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ব্রাইয়োনিয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ তরুণ প্রদাহের ন্যায় প্রদাহ জন্মে না, কিন্তু প্রদাহের তরুণত্ব দূর হইলে, মস্তক্ষরণ ও রসস্রাব প্রভৃতির অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রদাহ ও স্নায়বীয় উপদাহের মধ্যবর্ত্তী যে এক প্রকার অবস্থা জন্মে তদ্রূপ অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাইয়োনিয়া দ্বারা স্নৈহিক ঝিল্লী ও পেশীতন্তু আক্রান্ত হইলে তজ্জাত প্রদাহ অধিকতর অতরুণ প্রকৃতিবিশিষ্ট ও আমবাত লক্ষণাপন্ন হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ শরীরের যে কোন বিধান উপাদান কেন আক্রান্ত হউক না ব্রাইয়োনিয়া হইতে উৎপন্ন প্রদাহের সচরাচর এই শেষোক্ত প্রকার প্রকৃতিই থাকে।

সূচিবেধবৎ ও ছিন্নকর বেদনা এবং সঞ্চালনে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি ব্রাইয়োনিয়ার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—মাস্তক ঝিল্লী, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, যকৃৎ ও বৃককের রোগ এবং বৃহদন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগ। সন্ধি ও পেশীর তরুণ ও প্রাচীন আমবাত, মুষ্টিবৎ বেদনা বিশিষ্ট কটিবাত ; গ্রীবাস্তম্ভ, (ব্রাইয়োনিয়া সূচক বেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায়), আমবাত জনিত জ্বর (একোনাইটের পরেই পরিগণিত) ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ, অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ ইত্যাদি মাস্তক ঝিল্লীর রোগ ; বৃহৎ বৃহৎ বায়ুনলীভুজের প্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, স্বল্পবিরাম, পৈত্তিক ও ও পৌনঃপুনিক শীতপ্রধান জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কোন কোন প্রকার যকৃতপীড়া। আমবাতিক ও রক্তসঞ্চয়জনিত শিরঃপীড়া। কোষ্ঠবদ্ধ। জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব ; অতিরজঃ, স্বল্পরজ বা রজসাভাব ; স্তন-প্রদাহ ; আস্থানিক রজঃ ; রোমান্তী প্রভৃতি স্ফোট-জ্বর।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

সন্নিপাত জ্বর।—তিক্তাস্বাদ, খরস্পর্শ পিঙ্গলবর্ণ মলাবৃত জিহ্বা, পিত্তপ্রকোপ, অচৈতন্যকর শিরোবেদনা। কাস, কোপনতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধি প্রয়োজ্য। কণ্টকাকীর্ণ জিহ্বা, আমবাতজনিত বেদনা ও অস্থি-

তৃষ্ণা থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে তিন ঘণ্টা অন্তর রসটক্স ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আমবাত।—ছিন্নকর বা সূচীবেধবৎ বেদনা, এই বেদনা অস্থি অপেক্ষা পেশীতে অধিক অনুভূত হয়, অল্পমাত্র সঞ্চালনেই বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্রামে উপশমিত হয়, শরীরে জ্বরের উত্তাপ, পাকাশয়ের ক্রিয়াবৈষম্য, কোষ্ঠরোধ, অতিশয় ঘর্ম্ম, অথবা শীত, কম্প ও ক্রোধপ্রবণতা, এই সকল লক্ষণ থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া ব্যবহার্য। আমবাত বিস্তৃত হইয়া হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও ফুসফুসবেষ্টের উপসর্গ উপস্থিত হইলেও সর্ব্বদা এই ঔষধের পরিবর্ত্তন আবশ্যক করে না। কিন্তু কণ্ডরা আক্রান্ত হইলে রসটক্স এবং বিশেষ রূপে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে ক্যাক্টস বা স্পাইজিলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কটি, গ্রীবা ও ডায়েফ্রামের পেশীর বাতে ব্রাইয়োনিয়া বিশেষ উপযোগী। প্রকৃত তন্তুময় বিধানের বাতে ইহা তত ফলপ্রদ নহে।

বাতরক্ত।—তরুণ বাতরক্তে পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ বিশৃঙ্খলা থাকিলে ইহার উগ্র অরিষ্ট এক এক বিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থা করিলে বেদনা উপশমিত হয়।

একজ্বর।—শিরোভার ও শিরোবেদনা এই শিরোবেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায় এবং বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে, কাস ও শ্বাসকষ্ট, পাকাশয়ে যন্ত্রণা, পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা, বিবমিষা, মলরোধ, পীতবর্ণ মূত্র, অঙ্গবেদনা (এই বেদনা বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতবেগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে); কোপনতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে একজ্বরে ব্রাইয়োনিয়া ব্যবস্থেয়। বিষমজ্বর ও পৌনঃপুনিক জ্বরেও এই ঔষধ উপকারী।

শিরোরোগ।—মস্তিষ্কের প্রদাহবিহীন সামান্য রক্তসঞ্চয়ে ব্রাইয়োনিয়া অতিশয় উপকারী। রজোলোপ, প্রবল শীতভোগ, ও সামুদ্রিক বিবমিষা জনিত দীর্ঘকালস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য সংযুক্ত রক্তসঞ্চয় এতদ্দ্বারা সত্বর বিদূরিত হয়। অপর, রক্তসঞ্চয় ও আমবাত জনিত শিরঃপীড়ায় সঞ্চালনে বৃদ্ধি; শিরোঘূর্ণন, মস্তকের গুরুত্ব ও পূর্ণত্ব এবং মস্তক অবনত করিলে বোধ হয় যেন কপালের মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক চাপিয়া বাহির হইবে; কপালে বেদনা,

চাপ দিলে উপশম প্রভৃতি লক্ষণে অনেক সময় ব্রাইয়োনিয়া ফলপ্রদ। দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, উদ্গার ও পৈত্তিক বমন লক্ষণাপন্ন এক প্রকার অর্দ্ধশিরঃশূলেও এই ঔষধ উপযোগী। ব্রাইয়োনিয়া জ্ঞাপক শিরঃপীড়া পাকাশয়িক ও আমবাতজনিত কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাতে বেলেডোনা জ্ঞাপক শিরঃপীড়ার ন্যায় মনোভাবের বৈলক্ষণ্য জন্মে না এবং একোনাইট সূচক শিরঃপীড়ায় আমবাতিক ও পাকাশয়িক লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না। শিরঃপীড়ার পরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

প্রতিশ্যায়।—নাসিকার প্রতিশ্যায় সম্প্রসারিত হইয়া বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিলে এবং স্বল্প নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কঠিন কাস, কাসিবার সময় মস্তক কম্প, বক্ষোগ্রহ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায় রোগে একোনাইটের পরে ব্রাইয়োনিয়া বিশেষ উপকার জনক। চক্ষু হইতে জলস্রাব, নাসারোধ ও পাকাশয়ের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য বিশিষ্ট এইরূপ প্রতিশ্যায় শীতকালের প্রারম্ভে ও পরিণামে অধিকবয়স্ক ব্যক্তিদিগের সচরাচর হইয়া থাকে।

স্বরঘ্ন।—কিউবি বলেন যে ব্রাইয়োনিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপাদনের ক্ষমতা আছে এবং তিনি ক্রুপরোগে এই ঔষধের উপরই নির্ভর করেন। তিনি ব্রাইয়োনিয়া ও ইপিকাকুয়ানা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারের বিধি দেন। এই রোগে আইয়োডিন ব্রোমিন, ও স্পঞ্জিয়া অপেক্ষা ব্রাইয়োনিয়ার প্রভেদ কি তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই।

ফুসফুস প্রদাহ।—ফুসফুসবেষ্ট সম্বন্ধীয় লক্ষণ, শুষ্ককাস, স্বল্প নিষ্ঠীবন, বক্ষঃস্থলে সূচীবিদ্ধ বা ছেদবৎ অনুভব। ডাঃ হিউজ বলেন যে ক্রুপস নিউমোনিয়া ও প্লুরোনিউমোনিয়াতেই ব্রাইয়োনিয়া বিশেষ উপযোগী। তিনি বলেন যে দশমিক প্রথম ক্রমে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রথমাবস্থায়ই রোগ নিবৃত্ত হয়। ডাঃ জোসেট নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় উচ্চক্রম ব্যবহার করেন। ক্রুপস নিউমোনিয়ায় ফাইব্রিনস একজুডেশন (তন্তুময় স্রাবস্রবণ) হয় বলিয়াই ব্রাইয়োনিয়া এত উপকারী।

বায়ুনলীভুজপ্রদাহ।—প্রদাহ ফুসফুসের কৈশিকায় বিকীর্ণ না

হইলে; এবং উগ্রকাস, বক্ষঃস্থলের ঊর্দ্ধভাগ, কণ্ঠনালী বা বৃহৎ বৃহৎ বায়ুনলীভুজের পীড়া, গাঢ়, পীতবর্ণ, কচিৎ রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, ঝিল্লীখণ্ডমিশ্রিত নিষ্ঠীবন;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া ব্যবহৃত হয়। রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় ব্রাইয়োনিয়া ফস্ফরস সহযোগে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে প্রায়ই অতিশয় উপকার দর্শে। কৈশিকবায়ুনলীভুজপ্রদাহে ব্রাইয়োনিয়া উপযোগী নহে।

ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ।—যাবতীয় ঝিল্লীর প্রদাহে ব্রাইয়োনিয়ার বিশেষ অধিকার, অতএব এই রোগের অতি উৎকট অবস্থায়ও ব্রাইয়োনিয়া অতিশয় ফলপ্রদ। পার্শ্বদেশে শূলবেধ, তীরবেধ, বা জ্বালাকর বেদনা, নিশ্বাস আকর্ষণে বা সঞ্চালনে এই বেদনার বৃদ্ধি, কষ্টপ্রদ শুষ্ককাস, অথবা উজ্জ্বল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনযুক্ত কাস, আয়াসসাধ্য, হ্রস্ব, ব্যাকুল ও দ্রুত শ্বাস, ক্লান্তি, উত্তানভাবে শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা, কোপনতা, অস্থিরতা, —এই সকল বিশেষ লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া ব্যবস্থেয়। ১-৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা শুদ্ধ এই ঔষধি অথবা ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে একোনাইট ব্যবহৃত হয়।

কাস।—ব্রাইয়োনিয়ার বিলক্ষণ শ্লেষ্মা নিঃসারণ গুণ আছে। কাসিবার সময় মস্তক ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণবৎ বোধ হইলে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। পার্শ্বদেশে বেদনা, বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে সূচীবেধ, কাসিবার সময় সর্ব্বশরীর সঞ্চালন, দিবাভাগে কাসের বৃদ্ধি, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট কঠিন শুষ্ককাসে, উষ্ণ বায়ু হইতে শীতল বায়ুতে, অথবা শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ বায়ুতে গমন করিলে বৃদ্ধি পায় এপ্রকার কাসে, ও শ্বেত, পীত, বা কচিৎ রক্তমিশ্রিত নিষ্ঠীবনযুক্ত, বিবমিষা ও বমন লক্ষণাপন্ন তরল কাসে ব্রাইয়োনিয়া উপযোগী; ডনহাম বলেন যে ব্রাইয়োনিয়াসূচক কাসে কাসিবার সময় রোগী বক্ষঃস্থল চাপিয়া রাখে।

পাকাশয়-শূল।—মুখে জলোদ্গম, বুকজ্বালা, অম্লোদ্গার, তিক্ত স্বাদ, পাকাশয়ে প্রস্তরবৎ চাপ বা ভারবোধ, পিত্ত বা অম্লশ্লেষ্মা বমন, লক্ষণাপন্ন পাকাশয়শূল।